

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ [প্রথম খণ্ড]

মূল: আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

তাজরীদ: আবু উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল সালমান
ভাষান্তর: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান

سلسلة الاحاديث الصحيحة
সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্

[১ থেকে ৫০০ হাদীস]

(প্রথম খণ্ড)

মূল: আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

তাজরীদ: আবু উবাইদাহ মাহহুর ইবনু হাসান আল সালমান

ভাষান্তর: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান

এম.এম. (হাদীস- মুমতাজ) স্টার মার্কস, ইফতা, ইসলামিক ল, (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট)

সাবেক লেকচারার, জামেয়া ইবনে তাইমিয়াহ (র.)

ডিপার্টমেন্ট অব মর্ডান গ্র্যারাবিক ল্যান্ডসুয়েজ এন্ড রেটরিক, ঢাকা

শিক্ষাসচিব, মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া, সাভার, ঢাকা।

প্রকাশনায়

আতিফা পাবলিকেশন্স

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্
(প্রথম খণ্ড)

মূল: আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ
ভাষান্তর: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান

প্রকাশনায়
আতিফা পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (দ্বিতীয় তলা)
(জুবিলী স্কুল এন্ড কলেজের বিপরীত পার্শ্বে) বাংলাবাজার, ঢাকা
☎ ০১৭-৪৫৬-৩৯৫-৮৮

পরিবেশনায়
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশীন
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা, ☎ ০১৯১১ ৭২৫ ৯২০
সালাফী পাবলিকেশন্স
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলাবাজার
ঢাকা, ☎ ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭.

কলকাতার একমাত্র পরিবেশক
হাতেম বুক ডিপো
বালুপুর, সুজাপুর, মালদহ
☎ ৮৯৭২০৬৮৬৮৯, ৭৭৯৭৮৭২৯২১

গ্রন্থসমুৎ প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)

মুদ্রণ : নিটোল প্রিন্টার্স, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা

উৎসর্গ

সর্বমহলে সত্যবাদী ভূষিত হয়েও যিনি
হক্ক প্রকাশ করতে গিয়ে পদে পদে
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।
তার চরণতলে।
(আল্লাহু সান্নি 'আলাইহি ওয়া আলাহি)

তাজরীদকারক-এর

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له -

এটি এক খুবই উপকারী কিতাব। আমাদের শাইখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন ইবনু নূহ আননাজাতি আল-আলবানী রহিমাহুল্লাহ তা'আলা রহমাতান ওয়াসিআতান-এর “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”-এর সকল হাদীসের পূর্ণাঙ্গ মত্ন এ কিতাবে একত্রিত করেছি। “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”-এর সূচিপত্রে শাইখ রহিমাহুল্লাহ অধ্যায়গুলো যে ধারাক্রমে সাজিয়েছিলেন, আমি অধ্যায়গুলো সেভাবেই রেখেছি। যেন ইলমে হাদীসের অনভিজ্ঞদের জন্য তা পাঠ করা ও চিন্তা-গবেষণা করা সহজ হয় এবং আলোচক, খাতিব ও বক্তাগণের জন্য তা সম্বল হয়ে যায়। কারণ, দীর্ঘ তাখরীজ বিবর্জিত শুধু হাদীসের মতনগুলো উল্লেখ করার দরুন এর পাঠকগণ দ্রুত সময়ে ও সহজে তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

হাদীসসমূহ যে সকল অধ্যায়ের অধীনে আনা হয়েছে তা হলো এরূপ: (১) উত্তম চরিত্র, অনুকম্পা ও (আত্মীয়তার) সম্পর্ক প্রসঙ্গ; (২) সৌজন্যতা ও অনুমতি প্রার্থনা; (৩) আমাল ও সালাত; (৪) কুরবানী, জাবাহ, খাবার-পানীয়, আকীকাহ ও পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন; (৫) ঈমান, তাওহীদ, ধর্ম ও ভাগ্য; (৬) শপথ, মান্নত ও কাফ্ফারা প্রসঙ্গ; (৭) ক্রয়-বিক্রয়, উপার্জন ও দুনিয়া বৈরাগ্যতা প্রসঙ্গ; (৮) তাওবাহ্, উপদেশ-নসীহত; (৯) জান্নাত ও জাহান্নাম; (১০) হাজ্জ ও উমরাহ্; (১১) দণ্ডবিধি কায়-কারবার ও বিধানাবলী; (১২) খিলাফাত, বাইআত, আনুগত্য ও শাসন ব্যবস্থা; (১৩) যাকাত, দানশীলতা, সাদাকাহ ও দান প্রসঙ্গ; (১৪) বিবাহ, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা, সন্তানদের সৌজন্যতা শিক্ষা দান, তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা ও তাদের সুন্দর নাম রাখা প্রসঙ্গে; (১৫) সফর,

জিহাদ, গয়ওয়া ও প্রাণিদের উপর দয়া প্রদর্শন; (১৬) নাবী -এর জীবন-চরিত হলিয়া মুবারাক প্রসঙ্গ; (১৭) সিয়াম ও কিয়াম; (১৮) চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা; (১৯) পবিত্রতা ও উয়ু; (২০) ইল্ম, সুন্নাত ও হাদীসে নাববী; (২১) বিপর্যয় তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ; কিয়ামাতের লক্ষণ ও পুনরুত্থান; (২২) কুরআনের ফাযীলাত, দু'আ, জিকির-আজকার ও মন্তব্য; (২৩) পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা (ক্রীড়া-কৌতুক) ও চিত্র প্রসঙ্গ; (২৪) পৃথিবীর সূচনা, নাবীগণ ও সৃষ্টিকূলের আশ্চর্য রহস্যাবলী; (২৫) অসুস্থতা, জানাযা ও কবর প্রসঙ্গ; (২৬) মাহাত্ম্য ও কদার্যতা প্রসঙ্গ; (২৭) ওয়াজ ও উপদেশ; (২৮) বিবিধ।

হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে আমার তাজরীদ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হয়েছে—

১. হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছি এবং পাওয়া যাওয়ার শর্তে হাদীস বর্ণনার কারণও উল্লেখ করেছি।
২. আমি শুধু হাদীসের মতনই উল্লেখ করেছি আর “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”—এর মধ্যে কোথায় হাদীসটি পাওয়া গিয়েছে তা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি। সানাদ ও আবিষ্কারের সম্ভাব্য স্থানের বিষয় সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করিনি।
৩. আমি অনেক হাদীস একরূপ পেয়েছি যেগুলো বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রকারের হাদীসের ব্যাপারে আমরা দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। আর তা হচ্ছে—

ক. যদি আমরা একই মাখরাজ তথা উভয় হাদীসের মূলগ্রন্থ একই পাই; শব্দগুলোও একই ধরনের হয় আবার অর্থ একই থাকে; তবে আমরা একবারই মাত্র হাদীসটি উল্লেখ করতে যথেষ্ট মনে করেছি এবং উভয়টির নম্বর বন্ধনীর এ প্রকারের হাদীস কমসংখ্যক এসেছে। আমরা দু'বারের অধিক এমন পাইনি। দেখুন— ১২৪ ও ১৯১৩ নং হাদীস দুয়ে মধ্যে উল্লেখ করেছি। যেমন— আপনারা নিম্নের নাম্বারসমূহে লক্ষ্য করবেন: ২৫, ২৯৫, ৪২৯, ৫৩৭, ৫৮৫, ৭২৪, ৭৪৭, ৭৭২, ৮৮১, ৮৩৪, ১৪২৩, ১৪২৯, ২১২৮, ৩০৭৮, ৩২৩২ ও ৩৫৮১।

খ. যদি আমরা মাখরাজ বিভিন্ন পাই এবং শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা দেখি যদিও তা খুবই সহজে অল্প শব্দের মধ্যে পার্থক্য হওয়া দ্বারা হোক না কেন, আমরা উভয় স্থানে তা বহাল রেখেছি। যেমন— আপনি নিম্নের নাম্বারসমূহে লক্ষ্য করবেন: ১৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৬৭, ৬৬৬, ৬৭১, ৬৬৯, ৬৭৭, ৬৯৪, ৭০০, ৭৯৭, ৮১০, ১০০১, ১১৩৮, ১৫৮৫, ১৫৮৬।

[ছ]

কিছু কিছু স্থানে শাইখ এ তাকরার তথা দ্বিরুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি ঐ নম্বরে এরূপ বলেছে— (৬৭৭ এ কিতাবের নম্বরে)।

এ বিষয়টি আমরা হাদীসের তাখরীজের পর জেনিছি যে, তা তাখরীজকৃত ও “পঞ্চম খণ্ডে” এই “সিলসিলা” ২০৮৪ নং হতে লেখা হয়েছে।

আমি বলব, আমরা প্রথম পদ্ধতির অধীনে পূর্বে নম্বরসহ যা উল্লেখ করেছি তা এ প্রকার অবহিত করণ হতে উত্তম ও উপযুক্ত পন্থা। আল্লাহই পথপ্রদর্শক ও ক্ষমতাদাতা।

৪. অধিকাংশ অধ্যায়ে শাইখ হাদীস চয়নে যে দ্বিরুক্তি করেছেন তা আমরা যথাযথভাবে বহাল রেখেছি। শাইখ রাহিমাহুল্লাহর অভ্যাসের বিপরীত সপ্তম খণ্ডে অধিকহারে এ রকম হয়েছে যে, তা উল্লেখিত সূচীর পাঠে সামঞ্জস্য গঠনে অক্ষম হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমি প্রকাশ্য বিষয়বস্তুর উপরই হাদীসটি উক্ত অধ্যায়ে রেখে দিয়েছি। যেমন এ কিতাবের ২৬৮৩ নং হাদীস সূচীতে তা (المرض والجناز) ও (الفتن) অধ্যায়ে আছে এক্ষেত্রে আমি শুধু (الفتن) অধ্যায়েই এনেছি। কারণ (المرض) এর সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক খুবই দুর্বল। তবে المواعظ والرقائق এর অধ্যায়ে পুনরুল্লেখ করা হত তবে ভাল হত। এ ব্যাপারে ও এর পূর্বের বিষয়ের সম্পর্কে অবহিত হতে হবে যে, এ কিতাবে যে নম্বরসমূহ এসেছে তা “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”—এর অপর নম্বরের সাথে সামঞ্জস্য থাকার শর্তারোপ করা হয়নি। বিষয়টির গুরুত্ব এ কারণে হয়েছে যে,

৫. আমি যখন শাইখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহর মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছি এবং তা এককভাবে হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে স্বস্থানে সেগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি। তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে তিনি যা কিছু বুঝিয়েছেন এবং আমরা তাঁর নিকট থেকে শুনেছি এসব গুলোকেই এ বক্তব্যটি অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি যেসকল বিষয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন সেগুলো “সিলসিলা আযযঈফা”র মধ্যে থাকায় কিংবা তাঁর ইলমী মাজলিসের প্রসিদ্ধিতার দরুন ছাপা হয়নি।

এ নম্বরের টীকাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন: ৩৫, ১২৩৮, ১২৪১, ১৩০৩, ১৮৬৯, ২৩৬১, ২৪০৫, ২৪২১, ২৯৬৬, ৩১৩৭, ৩৪৭৮।

এ কিতাবে আমি এক হাদীস পেয়েছি তা হুবহু ‘যঈফুত তারগীব’ রয়েছে। এর হুকুম সম্বন্ধে শাইখের রায়-দ্বয়ের শেষ রায়টি জানি না। ফলে অবহিত কারণপূর্বক তা আপন অবস্থায় বহাল রেখেছি। দেখুন— ২০২/ক নম্বরে।

৬. “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্” যা সাত খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে তার সকল হাদীসের মতনকে এ কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছি। ঐসকল হাদীসের মধ্যে যা মাওকুফ সূত্র আছে তা মারফু-এর হুকুম রাখে (লক্ষ্য করুন- ৪৭১, ২৬৬৫, ৩১৯৫ নম্বরে)। আর যেটির ব্যাপারে স্পষ্টভাবে মারফু-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়নি (দেখুন- ১৬০৪ নম্বর)।

৭. হাদীসসমূহের শব্দাবলী নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করেছি। অনেক সময় শাইখ যে সকল উৎসগ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন সে উৎসসমূহের প্রতি আমি দৃষ্টি রেখেছি। একপর্যায়ে বিষয়টি সঠিক রয়েছে আবার বিচ্যুতিও প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা সংযোজন করেছি কিংবা অবহিত করেছি সে ব্যাপারে আমি স্পষ্ট হাদীস উল্লেখ করেছি। যেমন আপনি- ৫০৮, ২৩৩৮, ৩১১৭, ৩১৩৫, ৩২৯৮, ৩৫৯৭, ৩৬৫৯ ইত্যাদিতে দেখতে পাবেন।

৮. “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”-তে আমি কিছু হাদীস পেয়েছি যার সামঞ্জস্যে অধ্যায় গঠন করা হয়নি (হাদীসগুলোকে নির্দিষ্ট কোন সূচিতে একত্রিকরণ করা হয়নি)। অধ্যয়নের পর আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর কতিপয় আয-যঈফাতেও এসেছে। আমি আয-যঈফার অধ্যায়ের অধীনেই রেখেছি এবং এ ব্যাপারে অবহিত করেছি। কতিপয় দ্বিরাঙ্কিত হয়েছে যার তাখরীজ পূর্বে উল্লেখ রয়েছে। তা আমি প্রথম স্থানেই রেখেছি (দেখুন- ২১৫, ২১৬)।

৯. “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”-এর প্রথম সংস্করণ হতে শাইখ রহিমাহুল্লাহ যেসকল হাদীস বিলোপ করেছেন আমিও তা বিলোপ করেছি। তবে শাইখের এগুলো থেকে প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টি অবহিত করিনি।

পরিশেষে মাকতাবাহ আল মাআরিফ-এর স্বত্বাধিকারী শাইখ সা’দ আর রশিদ আল্লাহ তাঁকে হিফাজাত করুন এ ব্যাপারে অধিক উপযুক্ত। তাঁর আহ্বানে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। এ কিতাবের ব্যাপারে এতটুকুই আমার চেষ্টা। যদি আমি এতে সঠিকতায় পৌঁছে থাকি তবে তা আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা। যদি এর বিপরীত হয় তবে তা আমার নিজের পক্ষ হতে ও শাইখত্বানের পক্ষ হতে। আল্লাহ তা’আলার নিকট আমি তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

واخردعوانا أن الحمد لله رب العلمين

বিনয়বানত

আবু উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল সালমান

৮ই সফর, ১৪২৪ হিজরী

অনুবাদের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله
محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم
الدين ؛ اما بعد :

যখন ইসলামের দাওয়াত আরম্ভ হয়, তখন এ দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি পথই খোলা ছিল যে, এ পথের আহ্বায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে দিকনির্দেশনা আসে তা গ্রহণ করা। আর যা করতে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকল তখন এ মূলনীতিটি বারংবার নানাভাবে লোকদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে—

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم

অর্থাৎ, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো আর তাঁর রাসুলের অনুসরণ করো। তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।”

(সূরা: মুহাম্মাদ- ৩৩)

যতদিন পর্যন্ত উম্মত এ মূলনীতির উপর অটল ছিল; ততদিন কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদলেহন করেছে। কিন্তু যখন মানুষের মধ্যে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের নানা দল তৈরি হয়েছে— যারা আকীদা, বিধি-বিধান, মূলনীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের নিক্তিতে মেপে, উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেছে। ফলত এর ফলাফল হলো, উম্মতগণের পশ্চাদমুখীতা।

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ-এর অতি উপযুক্ত সমাধান দিয়েছেন এ বলে :

لن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح اولها -

অর্থাৎ, “পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মতালম্বনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো পরিশুদ্ধ হতে সক্ষম নয়।”

অর্থাৎ, নিরংকুশ কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ। দুঃখজনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের উক্ত বিষবাপ্প আজও গ্রাস করে রেখেছে। আর তারা এর অনুসরণে পিছপা হচ্ছে। এরও সমাধান ঐ কথাই যা ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি বলে গেছেন।

উদ্ভূতের সংশোধনের মূল হাতিয়ারই হচ্ছে একচেটিয়া কিতাব ও সুন্নাহের শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। তবে খুশির বিষয় হল এই যে, বিংশ শতাব্দীতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ তা করার তাওফীক লাভ করেন।

সম্মানিত পাঠককে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবসমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তি নিয়ে উপকৃত হওয়া সম্ভব এবং এর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া যেতে পারে। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর লেখনীসমূহ হতে বিশাল জনগোষ্ঠি হিদায়াতের সন্ধান পেয়েছে। আর আমরা সেসকল হিদায়াতপ্রাপ্ত ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এ পুস্তক

- অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা কোন হাদীস বাদ দেই নি।
- সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছি।
- সাধারণদের কথা চিন্তা করে পুরো হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।
- তাজরীদকারক হচ্ছেন, শাইখের যোগ্যতম উত্তরসূরী। সুতরাং পুস্তকটি শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর সর্বশেষ রায়ের অনুলিপি।
- মূলতঃ বিক্ষিপ্ত হাদীসগুলো তাজরীদকারক একত্রিত করেছেন বিধায় মূল সহীহার সাথে এর ক্রমিক নম্বর না মিললেও হাদীসের শেষে “আস্-সহীহাহ্” লিখে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে সম্মানিত পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারেন যে, মূল সহীহার হাদীস নম্বর কত।
- রেফারেন্স (হাওয়ালা) উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এদেশীয় কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করেছি।
- খুব শীঘ্রই পুরো সেট পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হবে- ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই যে, গত এক বৎসর পূর্বে পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন করে থাকলেও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পুস্তক প্রকাশে বিলম্বিত হয়েছে। তবে “আতিফা পাবলিকেশন্স”-এর সম্মানিত প্রকাশকের নেক খেয়ালেই এ বরকতময় কিতাবটি শত অযোগ্য সত্ত্বেও পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। পরাক্রমশালী আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এই নেক খেয়ালকে কবুল ও মঞ্জুর করুন। আর উভয় জগতে তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন- আমীন।

বিনীত

হাফেয মুফতি মোবারক সালামান

১ জুলাই, ২০১২ ঈসাব্দী

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহান আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাঁচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলিমদের সম্মুখে বিস্তৃত সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাকে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুরো নাম, আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ ১৯১৪ ঈসাব্দী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহতে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণেই তিনি ‘আলবানী’ নামে অভিহিত হন।

তাঁর পিতার নাম, নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাকী ‘আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরাত করেন।

শাইখ আলবানী দামিশ্কেসের একটি মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সাঈদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্‌হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিয়া সম্পাদিত ‘আল-মানার’ এর একটি সংখ্যায় ইমাম গায্যালী রহিমাহুল্লাহ-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলিমের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিস্তৃত সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করার তাওফীক দান করেছেন এবং তাঁর জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেন: “আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, আমার পিতা আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখিয়েছেন।”

যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই পুস্তক

প্রণয়নের কাজে অতিবাহিত করতেন। তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- (ক) সিলসিলাতুল আহা-দীসিস সহীহাহ্; (খ) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয় যঈফাহ্ ওয়াল মাউযু'আহ; (গ) ইরওয়া-উল গালীল ফী তাখরীজি মানা-রিস সাবীল; (ঘ) মুখতাসার সহীহ্ মুসলিম লিল মুনযিরী; (ঙ) মুখতাসার সহীহুল বুখারী; (চ) সহীহ্ সুনানে আবী দাউদ; (ছ) যঈফ সুনানে আবী দাউদ; (জ) সহীহ্ তিরমিযী; (ঝ) যঈফ তিরমিযী; (ঞ) সহীহ্ সুনানে নাসাঈ; (ট) যঈফ সুনানে নাসাঈ; (ঠ) সহীহ্ সুনানে ইবনু মাজাহ; (ড) যঈফ সুনানে ইবনু মাজাহ; (ঢ) সহীহ্ জামিউস সগীর; (ণ) যঈফ জামিউস সগীর; (ত) সহীহ্ আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব; (থ) সহীহ্ আদাবুল মুফরাদ; (দ) যঈফ আদাবুল মুফরাদ; (ধ) তাহক্বীক্ মিশকাতুল মাসাবীহ (ন) আদাবুয যিফাফ; (প) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা; (ফ) সিকাফু সালাতিন্ নাবী ﷺ; (ব) সালাতুত তারাবীহ; (ভ) কিস্সাতুল মাসীহিন্ দাজ্জাল; (ম) হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমাহ্; (য) হাজ্জাতুন নাবী ﷺ; (র) আল ইসরা ওয়াল মি'রাজ; (ল) রাওয়ুন নাযীর; (শ) তা'লীকুর রাগীব; (ষ) রিসালাহ বিদ'আত ইত্যাদি।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে বলতে গিয়ে শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায তাঁকে “যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস” নামে অভিহিত করেছেন।

ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন আননাদওয়াতুল ‘আ-লামিয়াহ লিশা'বা-বিল ইসলামী'র জেনারেল সেক্রেটারী ড. মানি ইবনু হাম্মাদ আল্জুহানী বলেন, “আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নিচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীসবিশারদ আর কেউ নেই।”

ড. সুহায়িব হাসান বলেন, “আলবানী বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মু'জিয়াহ (অলৌকিক ঘটনা)।”

১৯৯৯ ঈসাব্দী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন)।

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর এই অবদানের কারণে বিশ্ববাসী তাঁকে চিরস্মরণে রাখবেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন- আমীন।

কিছু নির্দেশিকা

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। (ক) সহীহ; (খ) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীস চার প্রকার। যথা:

- ক. সহীহ লিয়াতিহী: যে হাদীসের সানাদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সানাদটি শা'জ ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ বা সহীহ লিয়াতিহী। গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ লিয়াতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।
- খ. হাসান লিয়াতিহী: যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহীহ হাদীসের অবশিষ্ট চরটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লিয়াতিহী হাদীস বলা হয়।
- গ. সহীহ লিগাইরিহী (অন্যের কারণে সহীহ): যদি হাসান হাদীসের সানাদ সংখ্যা অধিক হয় তখন এর দ্বারা হাসান রাবীর মাঝে যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সানাদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলা হয়।
- ঘ. হাসান লিগাইরিহী (অন্যের কারণে হাসান): অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস একাধিক সানাদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলতঃ দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লিয়াতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে।

যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

যে হাদীসে হাসান লি গাইরিহী হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মধ্যে) সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

হাদীস প্রধানত দু'টি কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়। (ক) সানাদ থেকে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া। (খ) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্বশক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। নিম্নে যে সকল হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও ক্রটিযুক্ত হাদীস শাস্ত্রে সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

ক. মু'আল্লাক: যে হাদীসে সানাদের গুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।

খ. মুনকাতি: হাদীসের সানাদের যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে মুনকাতি বলা হয়।

গ. মুরসাল: যে হাদীসের সানাদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাবিঈর মাঝে ঘাটতি পড়ে গেছে তাকে মুরসাল বলা হয়। মুরসাল হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহা বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহা ব্যক্তি সাহাবীও হতে পারেন, তাবিঈও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারে, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারে— ইত্যাদি।

তবে যদি উক্ত তাবিঈ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে মূলতবী রাখার পক্ষপাতী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ মুরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ তা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যদি তা অন্য একটি সানাদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সানাদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল। তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহা ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবু বাকুর রাজী ও মালিকীদের মধ্যে

- আবুল ওলীদ রাজী বর্ণনা করেছেন— কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না— এ ব্যাপারে সকলেই একমত।
- ঘ. মু'দাল: হাদীসের সানাদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।
- ঙ. মুদাল্লাস: সানাদের ক্রটিকে গোপন করে তার প্রকাশ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ, বর্ণনাকারী সানাদে স্বীয় শাইখের নাম গোপন রেখে তার উপরস্থ শাইখের নামে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেছেন। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়। সানাদে তাদলীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি যঈফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।
- চ. শা'য: একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা সাথে গড়মিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'য বলা হয়। শা'য হাদীস সহীহ নয়। এটি হাদীস শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।
- ছ. মা'রুফ: যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গড়মিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রুফ বলে। অন্য কথায় পরস্পর বিরোধী দু'টি যঈফ হাদীসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম যঈফ তাকে মা'রুফ বলা হয়।
- জ. মুনকার: মা'রুফ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ক্রটিযুক্ত।
- ঝ. মাতরুক: যে হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে মাতরুক বলে। তবে ঋটি মনে তাওবাহ্ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ঞ. মাওযু বা বানোয়াট: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রাসুলের নামে বানোয়াট হাদীস তৈরী করে। তবে তার হাদীসকে মাওযু বা বানোয়াট বলা হয়। বানোয়াট হাদীস সর্বোত্তমভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীস জালকারী ঋটি মনে তাওবাহ্ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।
- ট. মুবহাম: যে হাদীসের বর্ণনাকারী পরিচয় ভাল করে জানা যায়নি যার দ্বারা তার দোষগুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। সাহাবী ব্যতীত কারোর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।
- ঠ. মুদরাজ: যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ সানাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মাতানের মধ্যেও হতে পারে। হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম।

কতিপয় পরিভাষা

ক. মুতাওয়াতির: মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

খ. খবরু ওয়াহিদ: আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। খবরু ওয়াহিদ আবার তিন প্রকার। যথা:

১. মাশহুর: আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহুর বলা হয়। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মাশহুর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহুর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

২. 'আযীয: সেই হাদীসকে বলা হয়; যার সানাদের প্রতিটি স্তরে দু'জন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

৩. গরীব: যে হাদীসের সানাদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গরীব হাদীস।

গ. মারফু: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফু' হাদীস
ঘ. মাওকুফ: সাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মাওকুফ'।

ঙ. মাকতূ: তাবীঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাকতূ'।

চ. মুত্তাসিল: যে মারফু বা মাওকুফ-এর সানাদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।

ছ. মাহফূয: যে হাদীসটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে 'মাহফূয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

জ. মাজহুল: যে বর্ণনাকারীর সত্তা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে 'মাজহুল' বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ঝ. জাহালাত: যে সানাদের কোন বর্ণনাকারীর সত্তা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সানাদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সানাদ বলা হয়।

ঞ. তাবে': তাবে' বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা কেবল অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবী একই ব্যক্তি হবেন।

ট. শাহেদ: শাহেদ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষন করেছেন। এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সাহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।

ঠ. মুতাবা'আত: হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'। মুতাবা'য়াত আবার দুই প্রকার।

১. মুতাবা'আত তাম্মাহ: যদি সানাদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'আত তাম্মাহ' বলা হয়।

২. মুতাবা'আত কাসিরাহ: যে সানাদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াত কাসিরাহ' বলা হয়।

ড. মুসাহ্‌হাফ: আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে। পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্‌হাফ বলা হয়, শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে তাসহীফ সানাদ ও মাতান উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজি হতে হাদীস গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাসহীফ-এ পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট মুসাহ্‌হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সানাদে ব্যক্তি নামের বা হাদীসের বাষ্যর কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নোকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

ঢ. মুসনাদ: যে হাদীসের সানাদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে তাকে বলা হয় 'মুসনাদ'

ণ. সহীহ: যে হাদীস সানাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফাযতের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায় এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ হাদীস'। এটিকে 'সহীহ লি যাতিহি'ও বলা হয়।

১১. হাসান: যে হাদীস সানাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ক্রটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায় এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীস'। এটিকে 'হাসান লি যাতিহি'ও বলা হয়।

অধ্যায় সূচি

প্রথম অধ্যায়

الأخلاق والبر والصلة

উত্তম চরিত্র, অনুকম্পা ও (আত্মীয়তার) সম্পর্ক বজায়
রাখা প্রসঙ্গ (হাদীস ১ থেকে ২০৪)

৪৫ - ২০২

দ্বিতীয় অধ্যায়

الأدب والاستئذان

শিষ্টাচার ও অনুমতি প্রার্থনা প্রসঙ্গে
(হাদীস ২০৫ থেকে ৪৭৪)

২০৩ - ৩৯৪

তৃতীয় অধ্যায়

الأذان والصلاة

আযান ও সালাত (নামায)
(হাদীস ৪৭৫ থেকে ৫০০)

৩৯৫ - ৪১৫

১	أخى رسول الله ﷺ بين الزبير وبين عبد الله بن مسعود / أنس রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করে দেন	৩১৬৬
২	أخراً ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى / أبو مسعود البدرى পূর্ববর্তী নাবুওয়াতের বাণীসমূহ হতে মানুষেরা সর্বশেষ যা পেয়েছে	৬৮৪
৩	من هذه المتألية على الله / كعب بن عجرة আল্লাহর (ফায়সালার) ব্যাপারে এই তাড়াহুড়াকারিণী কে?	৩১০৩
৪	أبغض الرجال إلى الله: الألد الخصم / عائشة অতি বাগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি	৩৯৭০
৫	نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض / أنس بن مالك বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যের নিকট লাগানো	৮৪৫
৬	اتركوه / أبو المنفق তাকে ছেড়ে দাও	৩৫০৮
৭	أتقاهم الله / أبوهريرة যে সর্বাধিক আল্লাহভীরা (সেই সর্বোত্তম মানব)	৩৯৯৬
৮	اتقوا الله وصلوا أرحامكم / عبد الله بن مسعود তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ	৮৬৯
৯	أنقل شيء في الميزان: الخلق الحسن / أبو الدرداء মিযানে সর্বাপেক্ষা ভারী বস্তু হলো, উত্তম চরিত্র	৮৭৬
১০	اجتنب الغضب / رجل من أصحاب النبي ﷺ ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ কর	৮৮৪
১১	يا ربيعة، ما لك وللصديق / ربيعة الأسلمي হে রাবিয়াহ! তোমার ও তোমার বন্ধুর কী হয়েছে?	৩২৫৮
১২	أحسنهم خلقاً / عبد الله بن عمر সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী (-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি)	১৮৩৭
১৩	أحسنهم خلقاً / أسامة بن شريك যে সবচেয়ে বেশি চরিত্রবান	৪৩২

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
১৪	احفظ لسانك، ثكلتك أمك معاذ / الحسن তোমার জিহ্বা সংযত কর। হে মুয়াজ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক	১১২২
১৫	إذا أتى أحدكم خادمه بطعام قد ولي حره ومشقته / أبو هريرة যখন তোমাদের খাদেম তোমাদের কারো জন্য খাবার নিয়ে আসে, যে তাপ ও কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছে	১২৮৫
১৬	إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له / على بن الحسين যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে তখন সে যেন তাকে বলে দেয়	১১৯৯
১৭	إذا أراد الله . عز وجل . بأهل بيت خيرا / عائشة যখন আল্লাহ তায়ালা কোন গৃহবাসীর মঙ্গল চান	১২১৯
১৮	إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المسلم تكذب / أبو هريرة যখন কিয়ামাত নিকটবর্তী (আসন্ন) হবে তখন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না	৩০১৪
১৯	إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله / أبو هريرة যখন তোমাদের কারো খাদেম (সেবক) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে- যে (আগুনের) গরম ও (কাজের) কষ্ট সহ্য করেছে	১০৪৩
২০	إذا شتم المسلم على أخيه سلاحا / أبو بكر যখন কোন মুসলিম তার ভাইয়ের উপর তরবারী উত্তোলন করবে	৩৯৭৩
২১	إذا ظننتم فلا محققوا. وإذا حسدتم فلا تبغوا / جابر যখন তোমরা সন্দেহ পোষণ কর তখন তোমরা তাতে অটল থেকে না। যখন হিংসা করবে, তখন সীমাতিক্রম করবে না	৩৯৪২
২২	إذا غضب الرجل، فقال: أعوذ بالله / أبو هريرة যখন কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয় তখন যদি সে এওয বাল্লাহ বলে	১৩৭৬
২৩	إذا لقي المسلم أخاه المسلم، فأخذ بيده فضاغحه / ابن عباس যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করে	২০০৪
২৪	أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه / ابن عباس যদি তোমার বাবার উপর কোন ঋণ থাকত তা তুমি পরিশোধ করতে না?	৩০৪৭
২৫	أرحامكم أرحامكم / أنس بن مالك তোমাদের আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্ক থেকে। তোমাদের আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্ক থেকে	৭৩৬, ১৫৩৮

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
২৬	ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم / عبدالله بن عمرو তোমরা অনুগ্রহ কর তোমাদের অনুগ্রহ করা হবে। তোমরা ক্ষমা কর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন	৪৮২
২৭	أرقاءكم أرقاءكم، أرقاءكم، أظعموهم بما تأكلون / يزيد بن جارية তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকে, তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকে। তোমরা যা খাও তাদেরও তা খাওয়াও	৭৪০
২৮	استحيوا، فإن الله لا يستحي من الحق / عمر তোমরা লজ্জা পোষণ করে থাক। আল্লাহ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাপোষণ করেন না	৩৩৭৭
২৯	اسمع يسمع لك / ابن عباس তুমি নম্রতা প্রদর্শন কর। তোমার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা হবে	১৪৫৬
৩০	اضمنوا لى سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة / عبادة তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দিলে আমি তোমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব	১৪৭০
৩১	أطع أباك وطلقها / عبدالله بن عمر তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও	৯১৯
৩২	إذا أسأت فأحسن / عبدالله بن عمرو যখন (কোন) মন্দ কর্ম করবে তখন (তার পরিবর্তে) সৎ কাজ করবে	১২২৮
৩৩	إعرفوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم / ابن عباس তোমরা তোমাদের বংশ পরম্পরা জেনে রেখো। আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রেখো	২৭৭
৩৪	اعفوا عنه فى كل يوم سبعين مرة / عبدالله بن عمرو দৈনিক সত্তরবার তাকে ক্ষমা কর	৪৮৮
৩৫	أفش السلام وابذل الطعام / معاذ بن جبل সালামের প্রসার ঘটাবে এবং খাবার বিতরণ করবে	৩৫৫৯
৩৬	أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المزمع / أبو هريرة সার্বোত্তম আমাল হলো তোমার ভাইয়ের সাথে তুমি প্রকৃত্তিগে সাক্ষাৎ করবে	১৪৯৪
৩৭	أفضل الصدقة إصلاح ذات البين / عبدالله بن عمرو সর্বোত্তম সাদাকা হল, পরস্পরের মাঝে সমঝোতা করা	২৬৩৯
৩৮	بلمع أخيكما، والذي نفسى بيده إنى لأرى لمحمة / أنس بن مالك তোমাদের ভাইয়ের গোশত দিয়ে। আল্লাহর শপথ! আমি তার গোশত তোমাদের নখের মধ্যে দেখছি	২৬০৮

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৩৯	أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا / أبو سعيد الخدري মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি; যে তাদের মধ্যে চরিত্রগত দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম	৭৫১
৪০	أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا / أبو هريرة মুমিনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ ঈমানদার যিনি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চরিত্রবান	২৮৪
৪১	أَلَا أَخْبِرُكُمْ مِنْ يَحْرَمُ عَلَى النَّارِ / عبدالله بن مسعود আমি তোমাদের ঐ ব্যক্তির সংবাদ দিব না? যে (জাহান্নামের) আগুনের জন্য হারাম	৯৩৮
৪২	أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يَحِبُّ اللَّهُ مَوْضِعَهَا؟ / أبو أيوب الأنصاري আমি কি তোমাদের ঐ সাদাকার প্রতি পথনির্দেশ করব না! আল্লাহ তাআলা যার পাত্রকে ভালবাসেন?	২৬৪৪
৪৩	مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ / أنس তারা কী করছে?	৩২৯৫
৪৪	أَلَا إِنْ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ / عياض بن حمار জেনে রেখ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন তোমাদের ঐসকল বিষয় শিক্ষা দেই যা তোমরা জান না	৩৫৯৯
৪৫	أَلَا أُبَيِّنُكُمْ مَا الْعُضَةُ؟ هِيَ التَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ / عبدالله بن مسعود আমি কি তোমাদের অবহিত করব না? العضة (আল-আজহ) কী? তা হলো, মানুষের ভাল-মন্দ কথা নিয়ে চোঁগলখুরী করা	৮৪৬
৪৬	أَلَا هَلْ عَسَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تَخْبِرَ الْقَوْمَ بِمَا يَكُونُ / أبو هريرة সাবধান! কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে একাকিত্বে তাদের মধ্যে যা হয়েছে তা যেন অন্যকে না বলে দেয়	৩১৫৩
৪৭	اللَّهُ يَعْلَمُ أَنْ قَلْبِي يَحْبُكُنْ / أنس আল্লাহ তা'আলা জানেন, আমার হৃদয় তোমাদের ভালবাসে	৩১৫৪
৪৮	أَمَّا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَعْطِهِ شَيْئًا كَتَبْتُ عَلَيْكَ كَذِبًا / عبدالله بن عامر যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তবে তোমার জন্য একটি মিথ্যা লেখা হত	৭৪৮
৪৯	أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ / ابن عمر আমি (এ বক্তব্য) বললাম এবং আমার জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি	২৮০৩

৫০	اسكت أما ترضى أن أكون أنا أبوك، وعائشة / بشر بن عقرية চুপ হও, তুমি কি খুশি হবে না যদি আমি তোমার পিতা হই আর আয়েশা তোমার মা হন?	৩২৪৯
৫১	أما كان فيكم رجل رحيم؟ / ابن عباس তোমাদের মধ্যে কি কোন দয়ালু ব্যক্তি ছিল না?	২৫৯৪
৫২	أما كان فيكم رجل رشيد، يقوم إلى هذا / سعد তোমাদের মাঝে কি কোন সঠিক পথপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেই, যে এই ব্যক্তির নিকট দাঁড়াবে	১৭২৩
৫৩	أمرني خليلي ﷺ / أبو ذر আমার বন্ধু (নাবী) ﷺ আমাকে সাতটি কাজ করতে আদেশ করেছেন	২১৬৬
৫৪	إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم / أبو ذر নিশ্চয় তোমাদের ভাইগণ তোমাদের উপহার স্বরূপ। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন	২৮৪২
৫৫	ان أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً / أنس মুমিনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ ঈমানদার; যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক চরিত্রবান	১৫৯০
৫৬	إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد / عياض بن حمار আল্লাহ তায়ালা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা নত্নতা অবলম্বন কর। একজন যেন অন্যজনের উপর গর্ব-অহংকার না করে	৫৭০
৫৭	ان الله - عز وجل - يحب الكرم ومعالي / سهل بن سعد আল্লাহ তায়ালা দয়ালু। দয়ালু ও উন্নত চরিত্রবান ব্যক্তিকে তিনি ভালবাসেন	১৩৭৮
৫৮	إن الله - عز وجل - لا خلق الخلق قامت الرحم / أبو هريرة আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেন তখন দয়া আল্লাহ তা'আলার পাশে অবস্থান করেতে থাকে	২৭৪১
৫৯	إن الله قد غفر لك كذبك / أنس، ابن عمر، ابن عباس، الحسن البصري আল্লাহ তা'আলা তোমার মিথ্যা ক্ষমা করে দিয়েছেন	৩০৬৪
৬০/ক	إن الله قسم بينكم أخلاقكم / عبدالله আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্র বণ্টন করে দিয়েছেন	২৭১৪
৬০	إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته / أبو موسى আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে সুযোগ দিয়ে থাকেন। যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে আর রেহাই দেন না	৩৫১২

৬১	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ هَذَا وَضْرِهِ / وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তি ও এই প্রকারের মানুষদের তিনি পছন্দ করেন না	৩৪৬২
৬২	إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأَمْهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُؤْصِيكُمْ بِأَبَائِكُمْ / الْمُقْدَامُ بْنُ مَعْدَى আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের। এরপর পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে	১৬৬৬
৬৩	إِنَّ أَهْلَ النَّارِ كُلَّ جَعْفَرِيٍّ جَوَازٍ مُسْتَكْبِرٍ / عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو নিশ্চয় প্রত্যেক ঝগড়াটে, অহংকারী, কর্কশভাষী জাহান্নামী	১৭৪১
৬৪	إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ، مَنْ بَدَأَهُمُ السَّلَامُ / أَبُو أَمَامَةَ মানুষদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক নিকটবর্তী যে তাদের সাথে (আলোচনা) সালাম দ্বারা আরম্ভ করে	৩৩৮২
৬৫	إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ: أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا / أَنَسُ আল্লাহর বিধান হলো, তিনি পৃথিবী থেকে কোন জিনিসকে ত্রুটিযুক্ত না করে উঠিয়ে নেন না	৩৫২৫
৬৬	إِنَّ الْحَيَاءَ، وَالْعِفَافَ، وَالْعَمَى / قِرَةَ الْمَرْزَى নিশ্চয় লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও অক্ষমতা	৩৩৮১
৬৭	إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُؤْمِنُونَ الطَّيِّبُونَ / أَبُو حَمِيدٍ السَّاعِدِيُّ এই উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উত্তম বান্দা হলো (ওয়াদা) পূর্ণকারী ও পবিত্র আচরণের অধিকারী	২৮৪৮
৬৮	إِذَا قُلْتَ بِاطْلًا فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ / الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ যদি তুমি মিথ্যা (কোন কিছু) বল তবে তা অপবাদ হবে	১৯৯২
৬৯	إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْفَعُ لِرَجُلَةٍ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أُنَى لِي / أَبُو هُرَيْرَةَ নিশ্চয় জান্নাতে (কোন) ব্যক্তির মর্যাদা (অনেক) বৃদ্ধি করা হবে। সে (তা দেখে) বলবে, আমার জন্য কিভাবে এটা হল	১৫৯৮
৭০	إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْرِكُ بِحَسَنِ خَلْقِهِ دَرَجَاتٍ قَائِمَ اللَّيْلِ / عَانِشَةُ নিশ্চয় ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে রাতে সালাত আদায়কারীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে	৭৯৫
৭১	إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْرِكُ بِحَسَنِ خَلْقِهِ دَرَجَةَ السَّاهِرِ / أَبُو أَمَامَةَ নিশ্চয় ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে (বিনিময়ে) (পুরো) রাত্রি জাগরণকারীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে	৭৯৪
৭২	إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ أَخَذَتْ بِحَبْزَةِ الرَّحْمَنِ / ابْنُ عَبَّاسٍ আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর পাশে স্থান লাভকারী একটা মাধ্যম	১৬০২

৭৩	إن ارحم شجنة من الرحمن غز وجل وأصلة / عبدالله بن عمرو নিশ্চয় দয়া আল্লাহ তা'আলার একটি সম্পর্ক স্থাপনকারী মাধ্যম	২৪৭৪
৭৪	إن الروح لتلقى الروح / خزيمة بن ثابت নিশ্চয়ই এক রূহ অন্য রূহের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে	৩২৬২
৭৫	إن صاحب السلطان على باب عنت / رجل নিশ্চয় ক্ষমতার অধিকারীরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকে	৩২৩৯
৭৬	إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه / ابن مسعود নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দাকে তাঁর গোত্রের নিকট পাঠিয়েছেন	৩১৭৫
৭৭	إن كان كما نقول فكأنما تسفهم الجمل / أبو هريرة তুমি যেমন বলেছ তা যদি হয়- তবে তুমি তাদের জেড়াবদ্ধ করেছ	২৫৯৭
৭৮	إن كنتم تحبون أن يحبك الله ورسوله / أنس بن مالك যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের ভালবাসুক	২৯৯৮
৭৯	إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء / أنس ، عبدالله بن عباس প্রত্যেক ধর্মের (জন্য) চরিত্র রয়েছে। আর ইসলামের চরিত্র হলো, লজ্জাশীলতা	৯৪০
৮০	إن لله أنية من أهل الأرض، وأنية ريكم قلوب / أبو عتبة الخولاني নিশ্চয় যমীনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আল্লাহর পাত্র রয়েছে। আর তোমাদের প্রভুর পাত্র হলো, তার সৎ বান্দাদের অন্তর	১৬৯১
৮১	إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء / ابن عمر আল্লাহর কিছু (এমন) বান্দাহ রয়েছেন যারা নবীও নন আবার শহীদও নন	৩৪৬৪
৮২	إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام / عبدالله بن عمرو নিশ্চয় সঠিক পথ প্রদর্শনকারী মুসলিম ব্যক্তি, অধিক সিয়াম পালনকারী, অধিক সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সমমর্যাদা লাভ করবে	৫২২
৮৩	إن من أحبكم إلى أحسنكم أخلاقا / عبدالله بن عمرو নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী	৭৯২
৮৪	إن من أحبكم إلى، وأقربكم منى مجلسا / جابر তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্য হতে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান লাভকারী	৭৯১
৮৫	إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم / فاطمة মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগ করেন নাবীগণ। এরপর যারা তার পরে আসেন	৩২৬৭

৮৬	إن من أفرى الفرى أن يرى عينيه فى المنام ما لم / ابن عمر নিশ্চয় সর্বাধিক পেরেশানীদায়ক (মিথ্যা) বস্তু হলো, (তা-ই যা) স্বপ্নের মধ্যে চক্ষুদ্বয়কে ঐ সকল বস্তু দেখায় যা তারা দেখেনি	৩০৬৩
৮৭	إن موسى كان رجلا حبيبا ستيرا / أبو هريرة মুসা 'আলাইহিস সালাম (অধিক) লজ্জাশীল ও পর্দাকারী ব্যক্তি ছিলেন	৩০৭৫
৮৮	أنا عبدالله ورسوله / أنس بن مالك আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল!	২১০৯
৮৯	أنت مع من أحببت، ولك ما احتسبت / أنس بن مالك তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে যাকে তুমি ভালবাস। আর তোমার জন্য তা-ই যা তুমি ধারণা করবে	৩২৫৩
৯০	بسم الله، أوجعتنى / رجل من العرب বিসমিল্লাহ (বিসমিল্লাহ) তুমি আমাকে ব্যথা দিয়েছ	৩০৪৩
৯১	إنكم سترون بعدى أثره وأمورا تنكرونها / عبدالله তোমরা অচিরেই আমার পরে স্বার্থপরতা ও শাসন-ক্ষমতা দেখবে যা তোমরা অপছন্দ করবে	৩৫৫৫
৯২	إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق / أبو هريرة আমি উত্তম চরিত্রতার পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি	৪৫
৯৩	إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء / أبو موسى সৎ বন্ধু ও মন্দ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো	৩২১৪
৯৪	إنما يهذى إلى أحسن الأخلاق: الله / طائوس উত্তম চরিত্রের প্রতি আল্লাহই পথ দেখান	৩২৫৫
৯৫	عليك بحسن الكلام، وبذل الطعام / هانى তোমার জন্য আবশ্যক হলো উত্তম কথা বলা এবং আহার করানো	১৯৩৯
৯৬	إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلارك / أنس তোমার কোন সমস্যা নেই। কারণ তোমার বাবা ও অন্যজন তোমার ক্রীতদাস	২৮৬৮
৯৭	إنه من أعطى حظه من الرفق، فقد أعطى حظه من / عائشة যাকে নম্রতার অংশ দান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের অংশ দান করা হয়েছে	৫১৯
৯৮	نهم خيرونى بين أن يسألونى بالفحش / عمر بن الخطاب তারা আমাকে সুযোগ দিয়েছে যে, তারা আমার নিকট অসদুপায়ে কিছু চাইবে	৩৫৮৯

৯৯	حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه / معاذ بن جبل তোমার ভাইয়ের মধ্যে যা রয়েছে তার আলোচনাই যথেষ্ট	২৬৬৭
১০০	إنى لأعرف غضبك ورضاك / عائشة আমি আপনার রাগ ও সন্তুষ্টি বুঝতে পারি	৩৩০২
১০১	أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا / ابن عباس জান্নাতের অধিবাসী ঐ ব্যক্তি যার উভয় কান আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রশংসা দ্বারা পূর্ণ করে দেন আর সে তা শুনে থাকে	১৭৪০
১০২	أوصيك أن تستحي من الله عز وجل / سعيد بن يزيد الأنصاري তোমার গোত্রের সৎ ব্যক্তিদের থেকে যেমন তুমি লজ্জা পোষণ করে থাক তেমনি তোমাকে আমি আল্লাহ তা'আলার থেকে লজ্জা পোষণ করতে আদেশ করছি	৭৪১
১০৩	إياكم والجلوس فى الصعدات / عمر গমনাগমনের পথে বসা থেকে দূরে থাক	২৫০১
১০৪	بعث موسى عليه السلام - وهو راعى غنم / عبدة بن حزن মূসা 'আলাইহিস সালামকে (নাবী হিসেবে) প্রেরণ করা হয়েছিল অথচ তিনি বকরির রাখাল ছিলেন	৩১৬৭
১০৫	بلوا أرحامكم ولو بالسلام / سويد بن عامر الأنصاري তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধনকে সিক্ত কর যদিও তা সালাম দ্বারা হয়	১৭৭৭
১০৬	تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس / أبو هريرة চরিত্র অধিকহারে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশে সাহায্য করে	৯৭৭
১০৭	ثلاثة لا تسأل عنهم / فضالة بن عبيد তিন শ্রেণীর ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না	৫৪২
১০৮	ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة / عبدالله بن عمر কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না	৩০৯৯
১০৯	الحياء من الإيمان، والإيمان فى الجنة / أبو هريرة লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমান (তার অধিকারীকে নিয়ে) জান্নাতে যাবে	৪৯৫
১১০	خاب عبد وخسر لم يجعل الله - تعالى - فى قلبه / عمرو بن حبيب ঐ ব্যক্তি অকৃতকার্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরে মানুষের জন্য দয়া সৃষ্টি করেনি	৪৫৬

১১১	خصلتان لا يجتمعان فى منافق / أبو هريرة দু'টি গুণাবলী মুনাফিকের অন্তরে সমবেত হতে পারে না	২৭৮
১১২	خياركم أحاسنكم أخلاقا / عبدالله بن عمرو সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্য হতে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী	২৮৬
১১৩	خياركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا / أبو هريرة ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। যদি তারা ধীনী জ্ঞান লাভ করে	১৮৪৬
১১৪	خياركم من أطعم الطعام / صهيب তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই যে (অপরকে) আহার করায়	৪৪
১১৫	رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة فى / أبو هريرة আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার প্রতি রহম করুন যার নিকট তাঁর ভাই অন্যায়ভাবে জান	৩২৬৫
১১৬	رضى الرب فى رضى الوالد، وسخط الرب فى سخط الوالد / عبدالله بن عمرو পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতার	৫১৬
১১৭	الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى / عبدالله بن عمرو আল্লাহ তাবাবাক ওয়া তা'আলা অনুগ্রহকারীদের অনুগ্রহ করে থাকেন	৯২৫
১১৮	سأل موسى ربه عن ست خصال / أبو هريرة তিনি বলেন: মুসা 'আলাইহিস সালাম তাঁর প্রভুর নিকট ছয়টি গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন	৩৩৫০
১১৯	سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر / عبدالله بن مسعود কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইকে গালি দেওয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা কুফরী	৩৯৪৭
১২০	السلام عليكم يا صبيان؟ / أنس তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে বালকদল!	২৯৫০
১২১	صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك / على যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন কর। আর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার সাথে সদাচারণ কর	১৯১১
১২২	طائر كل إنسان فى عنقه / جابر প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমি তার গলার হার বানিয়ে দিয়েছি	১৯০৭

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
১২৩	غَيَّرُوا سِيْمَا الْيَهُودِ، وَلَا تَغَيِّرُوا بِسْرَادَ / أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ তোমরা ইয়াহুদীদের আলামতকে পরিবর্তন করে দাও, কাল রং দ্বারা পরিবর্তন করো না	৩৩২৪
১২৪	فَهَلَا عَدَلْتُ بَيْنَهُمَا؟ / أَنَسُ তুমি কেন তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখলে না?	৩০৯৮
১২৫	فِي الْمَنَافِقِ ثَلَاثُ / جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ মুনাফিকদের মধ্যে তিনটি (খারাপ) স্বভাব রয়েছে	১৯৯৮
১২৬	قَالَ اللَّهُ: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحْمَ / عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ আমি আল্লাহ এবং আমি রহমান আমি দয়া সৃষ্টি করেছি	৫২০
১২৭	قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ / أَنَسُ নম্র আচরণ প্রদর্শন কর। কারণ, শয়তান (কারো সাথেই) নম্র আচরণ প্রদর্শন করে না	১৬৪৭
১২৮	كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِفَيْرِهِ / أَبُو هُرَيْرَةَ ইয়াতীমের লালন-পালনকারী চাই ইয়াতীমটি তার আত্মীয় হোক বা অন্য	৯৬২
১২৯	كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ يَعْنِي: الشَّعْرُ / عَائِشَةُ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় কথা ছিল কবিতা	৩০৯৫
১৩০	كَانَ إِذَا جَاءَ الْبَابَ يَسْتَأْذِنُ لِمُسْتَقْبَلِهِ / عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسْرِ যখন তিনি (বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য) দরজার নিকট আসতেন তখন অনুমতি প্রার্থনা করতেন	৩০০৩
১৩১	كَانَ إِذَا مَشَى مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ / جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হাঁটতেন তখন সাহাবীরা তাঁর সামনে হাঁটতেন	২০৮৭
১৩২	كَانَ أَرْحَمَ النَّاسِ بِالْعِيَالِ وَالصَّبِيَّانِ / أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ তিন পরিবার-পরিজন ও শিশুদের ব্যাপারে সর্বাধিক দয়ালু ছিলেন	২০৮৯
১৩৩	كَانَ بَابُهُ يَفْرَعُ بِالْأُظْفِيرِ / أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ তিন নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন	২০৯২
১৩৪	كَانَ بَعَثَ الرَّبِيدَ بْنَ عَقِبَةَ بْنِ أَبِي مَعِيْطٍ إِلَى بَنِي مُصَلِّقٍ / ابْنُ عَبَّاسٍ ওয়ালিদ ইবনু উকবাহ ইবনু আবু মুয়াহিতকে বনী মুসতালিক গোত্রের প্রতি প্রেরণ করেন	৩০৮৮
১৩৫	كَانَ رَحِيمًا، وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ / أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়ালু ছিলেন। তাঁর নিকট কেউ (কিছু) চাইতে এলে তিনি তাকে তা দেয়ার ওয়াদা দিতেন	২০৯৪

১৩৬	يا عائشة، ارفقي / عائشة হে আয়িশা! তুমি নম্র আচরণ প্রদর্শন কর	৫২৪
১৩৭	أما لا، فأعنى بكثرة السجود / خادم للنبي ﷺ কেন নয়? তুমি আমাকে অধিক সিজদা দ্বারা সাহায্য কর	২১০২
১৩৮	كان لا يدفع عنه الناس، ولا يضربوا عنه / ابن عباس নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে কোন ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দেয়া হত না আবার কোন ব্যক্তিকে তাঁর নিকট আসতে বাধাও দেয়া হত না	২১০৭
১৩৯	كان يتخلف في السير، فيزجي الضعيف / جابر بن عبدالله রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সবার পিছনে যাত্রা করতেন এবং দুর্বলদের প্রয়োজন মিটাতে	২১২০
১৪০	كان يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض / ابن عباس রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে বসতেন এবং মাটির উপরই বসে খাবার গ্রহণ করতেন	২১২৫
১৪১	كان يركب الحمار، ويخفف النعل / أبو أيوب রাসূলুল্লাহ ﷺ গাধার উপর আরোহণ করতেন। জুতায় রং করতেন	২১৩০
১৪২	كان يوم الأحزاب (وفي رواية: يوم الخندق) ينقل / البراء بن عازب আহযাব যুদ্ধের দিন (অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী খন্দকের দিন) তিনি (নাবী ﷺ) আমাদের সাথে মাটি বহন করেছিলেন	৩২৪২
১৪৩	كذلك سوقك بالقوارير، يعنى النساء / صفية بنت جبي তুমি কাঁচের পাত্র হাঁকিয়ে নিচ্ছ	৩২০৫
১৪৪	كفوا صبيانكم عند فحمة العشاء / جابر بن عبدالله তোমরা তোমাদের সন্তানদের সন্ধ্যার অন্ধকারে বের হতে দিও না	৩৪৫৪
১৪৫	كنا نصلى مع رسول الله ﷺ العشاء / أبو هريرة আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করছিলাম	৩৩২৫
১৪৬	التقى النقي، لا إثم فيه، ولا بغى، ولا غل / عبدالله بن عمرو যার মধ্যে কোন গুনাহ নেই। অহংকার ধোঁকা-প্রবঞ্চনা ও হিংসা নেই	৯৪৮
১৪৭	كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب! سل هذا / ابن عمر বহু প্রতিবেশী রয়েছে যারা তার প্রতিবেশী সম্পর্কে বলে থাকে, হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি (প্রতিবেশী)-কে জিজ্ঞেস করুন	২৬৪৬
১৪৮	كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأيناه أن قد أتى بابا / سلمة بن الأكوع যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে তার ভাইকে অভিশাপ দিতে দেখতাম তখন আমরা তাকে কবীরা গুনাহসমূহের দরজা হতে কোন এক দরজায় উপনীত হিসেবে জ্ঞান করতাম	২৬৪৯

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
১৪৯	الكبرياء ردائي والعزة إزاري / أبو هريرة অহংকার আমার চাদর এবং সম্মান আমার (পরিধেয়) বস্ত্র	৫৪১
১৫০	لعن الله من ذبح لغير الله / ابن عباس আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে (পশু) জবাই করে	৩৪৬২
১৫১	من يضم أو يضيف هذا / أبو هريرة কে মিলিয়ে নিবে? কিংবা মেহমানদারী করাবে?	৩২৭২
১৫২	لو أن زجليں دخلا فى الإسلام فاهتجرا / عبد الله بن مسعود যদি (কোন) দু'জন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে (অর্থাৎ একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে) অতঃপর একে অপরকে ত্যাগ করে	৩২৯৪
১৫৩	لو رأيتموني وإبليس فأهويت ببدى / أبو سعيد الخدرى তোমরা যদি আমাকে দেখতে আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইবলিসকে ধরেছিলাম	৩২৫১
১৫৪	ليس يؤمن من لا يأمن جاره غوائله / أنس بن مالك ঐ ব্যক্তি (প্রকৃত) মু'মিন নয় যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ (শঙ্কামুক্ত) নয়	২১৮১
১৫৫	ليس شئ أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة / أبو هريرة আল্লাহর আনুগত্যের পথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অপেক্ষা দ্রুত সওয়াব অর্জনকারী (অপর) কোন বস্তু নেই	৯৭৮
১৫৬	ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا / أنس بن مالك ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে না এবং আমাদের বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না	২১৯৬
১৫৭	ما أحسن هذا / أنس এ (কাজটি) কতইনা উত্তম (হলো)	৩০৫০
১৫৮	ما أخاف على أمتي إلا ثلاثا / أبو الأعور তিনি বলেন: আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে তিনটি বস্তুর ভয় করি	৩২৩৭
১৫৯	ما استكبر من أكل معه خادمه / أبو هريرة ঐ ব্যক্তি অহংকারী নয় যে তার গোলামের সাথে বসে আহার করে	২২১৮
১৬০	ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا / عائشة আমি ওমুক ও ওমুকের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করি না যে, তারা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানে	৩০৭৭

১৬১	ما أعطى أهل بيت الرفق إلا نفعهم / عبيد الله بن معمر যে গৃহবাসীদের (মধ্যে) হৃদয়তা দান করা হয়েছে তাদের শুধু (যেন) মঙ্গলই দেয়া হয়েছে	৯৪২
১৬২	ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ / عائشة লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এমন এমন কথা বলে থাকে	২০৬৪
১৬৩	ليس بذلك، ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب / عبدالله بن مسعود প্রকৃত কুস্তিগীর ঐ ব্যক্তি; যে রাগের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম	৩৪০৬
১৬৪	بمعنى عذوك الذى فى حائط فلان / جابر তিনি (নাবী ﷺ) তাকে বললেন, ওম্মকের সীমানায় তোমার যে খেজুর গাছটি রয়েছে তা আমার নিকট বিক্রয় কর	৩৩৮৩
১৬৫	ما عمل ابن ادم شيئا أفضل من الصلاة، وصلاخ / أبو هريرة সালাত আদায় করা, উভয়ের (বাদী-বিবাদী) মধ্যে মীমাংসা করা অপেক্ষা উত্তম আমল ইবনু আদম আর করে না	১৪৪৮
১৬৬	ما كان خلق أبغض إلى رسول الله ﷺ من الكذب / عائشة রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় আচরণ (হিসেবে গণ্য) মিথ্যা বলা অপেক্ষা আর কিছুই ছিল না	২০৫২
১৬৭	ما من ذنب أجد أن يعجل الله تعالى لصاحبه / أبو بكر অত্যাচার করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা এমন কোন পাপ নেই যে পাপের পাপীর জন্য তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য অধিক দ্রুত ব্যবস্থা নেয়	৯১৮
১৬৮	ما من ذى رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه / جرير بن عبدالله যদি কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়ের নিকট গিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে যে অনুগ্রহ করেছেন (অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন) তা থেকে কিছু প্রার্থনা করে	২৫৪৮
১৬৯	ما من رجل يتعاطم فى نفسه، ويختال فى مشيته / عبدالله بن عمر যে ব্যক্তি নিজে নিজেই বড় মনে করবে এবং তার চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রদর্শন করবে	২২৭২
১৭০	ما من رجلين تجابا فى الله بظهر الغيب / أبو الدرداء যে দু'জন ব্যক্তি একে অপরকে অসাক্ষাতেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আলোবাসে	৩২৭৩
১৭১	ما من عبد أتى أخاه يزوره فى الله / أنس যখন (আল্লাহর) কোন বান্দা তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতে আসে	২৬৩২

১৭২	يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر / أبو ذر সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে	২৬৬৯
১৭৩	من أدرك والديه أو أحدهما، ثم دخل النار من بعد / أبي بن مالك যে ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা তাঁদের একজনকে পেল তথাপি সে জাহান্নামে প্রবেশ করল	৫১৫
১৭৪	من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن / ابن المنكدر উত্তম আমালসমূহের মধ্য হতে মুমিনের সাথে হৃষ্টচিত্তে উঠা-বসা করা	২২৯১
১৭৫	من اقطع مال امرى مسلم، بيمين كاذبة / أبو أمامة بن ثعلبة যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ মিথ্যা শপথ করে নিয়ে যায়	৩৩৬৪
১৭৬	من بنى بناء فليدعمه حائط جاره / ابن عباس যে ব্যক্তি কোন স্থাপনা নির্মাণ করবে সে যেন তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে খুঁটি সংযুক্ত করে দেয়	২৯৪৭
১৭৭	من تعظم فى نفسه أو اختال فى مشيته / ابن عمر যে ব্যক্তি নিজে নিজেকে বড় ভাবে কিংবা তার চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রদর্শন করে	৫৪৩
১৭৮	من تواضع لله رفعه الله / أبو هريرة যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় প্রদর্শন করে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন	২৩২৮
১৭৯	من شاء، فليبتغ نوره / فضالة بن عبيد যার ইচ্ছা হয় সে তার নূর উঠিয়ে ফেলুক	৩৩৭১
১৮০	لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا / ابن عمر যে ব্যক্তি তার (মাদীনার) কষ্ট-ক্লেশে ধৈর্যধারণ করবে	৩০৭৩
১৮১	من قال على ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار / عثمان، أبو هريرة، عبدالله بن عمر، عتبة بن عامر، الزبير بن العوام، سلمة بن الأكوع، ابن عمر، وائلة بن الأسقع، أبو موسى الغافقى যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে (অর্থাৎ, আমার সূত্রে প্রচার করে) এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি। তবে তার ঠিকানা জাহান্নামে হবে	৩১০০
১৮২	من كشف سترا، فأدخل بصره فى البيت / أبو ذر সে ব্যক্তি অনুমতি নেয়ার পূর্বেই (কারো গৃহের পর্দা উঠিয়ে) গৃহের দিকে তাকাল	৩৪৬৩

১৮৩	من هجر أخاه سنة فهو كسفك ذمه / أبو خراش السلمي যে, (ঘৃণাবশত তার মুসলিম) ভাইকে ত্যাগ করল (অর্থাৎ তার সাথে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিল) তবে সে তার রক্তপাত ঘটানোর মত কাজ করল	৯২৮
১৮৪	المؤمن غر كريم، والفاجر خب لثيم / أبو هريرة মুমিন ব্যক্তি সহজ-সরল ও শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে; আর ফাজের (অর্থাৎ কাফির) ধূর্ত ও প্রবঞ্চক প্রকৃতির হয়ে থাকে	৯৩৫
১৮৫	المؤمنون هينون لينون، مثل الجمل الألف / ابن عمر মুমিনগণ সহজ-সরল ও নম্র-ভদ্র স্বভাবের হয়ে থাকে। গৃহপালিত উট যেমন (শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকে)	৯৩৬
১৮৬	المكرو الخديعة في النار / قيس بن سعد، أنس بن مالك، أبو هريرة، عبدالله بن مسعود، مجاهد، الحسن কুট-কৌশল ও ধোঁকা-প্রবঞ্চনা (কারী) জাহান্নামে যাবে	১০৫৭
১৮৭	المملوك أخوك، فإذا صنع لك طعاماً فأجلسه / أبو هريرة দাসগণ (অর্থাৎ অধীনস্থ কর্মচারীগণ) তোমার ভাই। যখন সে তোমার জন্য খাবার প্রস্তুত করে তখন তুমি তাকে তোমার সাথে বসেও	২৫২৭
১৮৮	وأنتم معشر الأنصار فجزاكم الله خيراً / أنس بن مالك হে আনসার দল! তোমাদেরও আল্লাহ তা'আলা উত্তম বিনিময় দান করুন!	৩০৯৬
১৮৯	الوعول: وجوه الناس وأشرافهم / أبو هريرة উয়ুল (উয়ুল) হলো, মানুষদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সজ্জাত	৩২১১
১৯০	وما سبيل الله إلا من قتل؟ / أبو هريرة আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া ব্যতীত আর আল্লাহর পথ কী?	৩২৪৭
১৯১	الوالد أوسط أبواب الجنة / أبو الدرداء পিতা জান্নাতী দরজাসমূহের মধ্য হতে মধ্যম দরজা	৯১৪
১৯২	لا أجر إلا عن حسبة، ولا عمل إلا بنية / أبو ذر একনিষ্ঠতা ব্যতীত সওয়াব অর্জন হয় না এবং নিয়ত ব্যতীত কোন কাজই গ্রহণযোগ্য হয় না	২৪১৫
১৯৩	لا خير فيمن لا يضيف / عقبة بن عامر যার মধ্যে মেহমানদারী নেই তার মাঝে মঙ্গল নেই	২৪৩৪
১৯৪	لا، ولكن برأياك، وأحسن صحبته / أبو هريرة বরং তোমার পিতার প্রতি সদ্যবহার কর এবং তার সাথে সদাচরণ কর	৩২২৩

১৯৫	لا يتم بعد احتلام / حنظلة বালেগ হওয়ার পর তাঁর এতিমী অবশিষ্ট থাকে না	৩১৮০
১৯৬	لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر / عبدالله بن سلام যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না	৩২৫৭
১৯৭	لا يزال الناس بخير، ما لم يتحاسدوا / ضمرة بن ثعلبة মানুষেরা যতদিন হিংসা না করবে ততদিন তারা শান্তিতেই থাকবে	৩৩৮৬
১৯৮	لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه / أنس بن مالك অন্তরের দৃঢ়তা অর্জনের পূর্বে কোন বান্দার ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন হয় না	২৮৪১
১৯৯	لا يعطف عليكن بعدى إلا الصادقون الصابرون / عبدالرحمن بن عوف আমার পরে তোমাদের প্রতি সত্যবাদী ও ধৈর্যশীল ব্যতীত কেউ অনুগ্রহ করবে না	৩৩১৮
২০০	لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً / أبو هريرة দু'মুখ বিশিষ্টের (অর্থাৎ, চোগলখোরের) জন্য আমানাতদার হওয়া অসম্ভব	৩১৯৭
২০১	لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً / ابن عمر মু'মিনের জন্য শোভা পায় না যে, সে অধিক লানাতকারী হবে	২৬৩৬
২০২/ক	عليك بحسن الخلق، وطول الصمت / أنس তোমার জন্য আবশ্যক হলো, (ক) উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা এবং (খ) দীর্ঘসময় পর্যন্ত নীরব থাকা	১৯৩৮
২০২	يا حميراء، أتحبين أن نظري إليهم؟ / عائشة হুমায়রা! (লাল আদুরে বালিকা) তুমি কি তাদের (খেলাধুলা) দেখবে?	৩২৭৭
২০৩	قد نفخ الشيطان في منخريها / السائب بن يزيد শাইতান তার দু'নাকে ফুঁ দিয়েছে	৩২৮১
২০৪	يا عائشة ارفقي / عائشة হে 'আয়িশা! তুমি নম্রতা প্রদর্শন কর	৫২৩
২০৫	امركم بثلاث، وأنهاكم عن ثلاث / أبو هريرة আমি তোমাদের তিনটি (কাজ করার জন্য) আদেশ করছি এবং তিনটি (কাজ হতে) নিষেধ করছি	৬৮৫

২০৬	اتق الله - عزوجل، ولا تحقرن من المعروف / جابر بن سليم أو سليم আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। কোন পুণ্যময় কাজকে ক্ষুদ্র ভেবো না	৭৭০
২০৭	اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم / أم سلمة তোমরা সালাত ও গোলাম-বান্দীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর	৮৬৮
২০৮	أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي / جابر ঐ খাবারই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়- যে খাবারের উপর অধিক হাত থাকে	৮৯৫
২০৯	أحب الناس إلى الله - تعالى - أنفعهم للناس / ابن عمر আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক প্রিয় যে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উপকারী	৯০৬
২১০	أحب للناس ما تحب لنفسك / يزيد بن أسيد মানুষের জন্য তুমি তা-ই ভালবাস যা তুমি তোমার জন্য ভালবাস	৭২
২১১	أخذنا فآلك من فيك / أبو هريرة তোমার কথায় আমরা শুভ লক্ষণই জানলাম	৭২৬
২১২	أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان / رجل من بنى عامر এ ব্যক্তির নিকট যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়া শিক্ষা দাও	৮১৯
২১৩	أخرجني إليه، فإنه لا يحسن الاستئذان / رجل من بنى عامر তার নিকট যাও কারণ সে উত্তমভাবে অনুমতি প্রার্থনা করতে পারে না	১১৭০
২১৪	أختع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الاملاك / أبو هريرة কিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির নামই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হবে যার নাম হবে ملك الاملاك	৯১৫
২১৫	إذا أبردتكم إلى بريدا فابعثوه حسن الوجه / بريدة যখন তোমরা আমার নিকট দূত প্রেরণ কর তখন তোমরা সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট দূতকে প্রেরণ করবে	১১৮৬
২১৬	إذا أبردتكم إلى بريدا، فابعثوه حسن الوجه / بريدة যখন তোমরা আমার নিকট দূত পাঠাও তখন তোমরা সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ও সুন্দর নাম বিশিষ্ট দূতকে পাঠাও	৪০৩৪
২১৭	إذا أتى الرجل القوم فقالوا: مرحبا، فمرحبا / أبو سعيد الضحاك بن قيس যখন কোন ব্যক্তি কোন গোত্রের নিকট আসে আর তারা তাকে বলে, অভিনন্দন	১১৮৯
২১৮	إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا / عبدالله بن عمر، جابر بن عبدالله، البجلي، جابر بن عبدالله، أبو هريرة، عبدالله بن عباس، معاذ بن جبل যখন তোমাদের নিকট (কোন) গোত্রের সম্মানিত (নেতৃস্থানীয়) ব্যক্তি আসবে তখন তাকে সম্মান করবে	১২০৫

২১৯	إذا أحب أحدكم أخاه، فليعلمه أنه يحبه / المقدم بن مدي كرب যখন তোমাদের কেউ তার (অপর মুসলিম) ভাইকে ভালবাসে তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে	৪১৭
২২০	إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله / أبو ذر যখন তোমাদের কেউ তার বন্ধুকে ভালোবাসে তখন সে যেন তার বাড়িতে যায়	৭৯৭
২২১	إذا أحب الرجل الرجل، فليخبر أنه أحبه / رجل من أصحاب النبي যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভালবাসে তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালোবাসে	৪১৮
২২২	إذا أراد أحدكم أن يسأل، فليبدأ بالمدح والثناء / عبد الله بن مسعود তোমাদের মধ্যে যখন কেউ দু'আ করার ইচ্ছা করে তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা পাঠ করে	৩২০৪
২২৩	إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له، فليرجع / أبو موسى যখন তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে আর তখন তার অনুমতি না মিলে তখন যেন সে ফিরে যায়	৩৪৭৪
২২৪	إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى / جابر যখন তোমাদের কেউ পিঠের উপর শুবে (অর্থাৎ, চিৎ হয়ে শয়ন করে) তখন যেন সে এক পায়ের উপর অন্য পা না রাখে	১২৫৫
২২৫	إذا اصطحب رجلان مسلمان / أبو الدرداء যখন দু'জন মুসলিম ব্যক্তির দেখা হবে	৩৯৬২
২২৬	إذا انتهى أحدكم إلى المجلس / سببة যখন তোমাদের কেউ কোন মাজলিশে যায়	১৩২১
২২৭	إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم / أبو هريرة যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ কোন মাজলিশে যায় তখন সে যেন সালাম দেয়	১৮৩
২২৮	إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما / ابن عمر যখন দু'ব্যক্তি আলাপ করবে তখন অনুমতি নেয়া ব্যতীত তাদের নিকট যাবে না	১৩৯৫
২২৯	إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه / أبو هريرة، أبو سعيد الخدري যখন তোমাদের কেউ কফ বা থুতু নিক্ষেপ করে তখন যেন সে কিবলার দিকে কফ থুতু নিক্ষেপ না করে	১২৭৪

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
২৩০	إذا حدث الرجل بالحديث / جابر بن عبد الله যখন কোন ব্যক্তি কথা বলে	১০৯০
২৩১	إذا رأى أحدكم الرويا تعجبه / أبو هريرة যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে	১৩৪০
২৩২	إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول / أبو هريرة যদি তোমার মধ্যে কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে তবে সে যেন পার্শ্ব ফিরে নেয়	১৩১১
২৩৩	إذا زار أحدكم أخاه / ابن عمر যখন তোমাদের কেউ তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে	১৮২
২৩৪	إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم / أبو هريرة যদি তোমাদের কেউ তার অপর (মুসলিম) ভাইয়ের নিকট যায়	৬২৭
২৩৫	إذا رأيتم المذاحين فاحشوا في وجوههم التراب / المقداد بن الأسود عبد الله بن عمر، أبو هريرة، عبادة بن الصامت যদি তোমরা প্রশংসাকারীদের (চাটুকারদের) দেখ তবে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে	৯১২
২৩৬	إذا سألتم الله فاسألوه بيطون أكفكم / مالك بن يسار السكوني যখন তোমরা আল্লাহর নিকট চাইবে তখন আসুলের পেট দ্বারা চাইবে	৫৯৫
২৩৭	إذا سمعتم نباح الكلب بالليل أو نباح الحمير / جابر بن عبد الله যখন তোমরা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনবে কিংবা গাধার আওয়াজ শুনবে	৩১৮৪
২৩৮	إذا صنع خادم أحدكم طعاما / أبو هريرة যখন তোমাদের কারো গোলাম (সেবক) খাবার প্রস্তুত করে	২৫৬৯
২৩৯	إذا ضرب أحدكم فليجنب الوجه / أبو هريرة যখন তোমাদের কেউ (কাউকে) আঘাত করে তখন সে যেন (তার) চেহারাতে মারা থেকে বিরত থাকে	৮৬২
২৪০	إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته / أبو موسى যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিবে এবং আল্লাহর প্রশংসা (অর্থাৎ الحمد لله বলবে) করবে তখন তার জবাব প্রদান করবে	৩০৯৪
২৪১	إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه / أبو هريرة যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন তার সাথী যেন তার হাঁচির জবাব দেয়	১৩৩০

২৪২	إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه / بريدة যে কোন মুনাফিক ব্যক্তিকে বাসিদ (হে মহান!) বলে আহ্বান করল সে আল্লাহ তা'আলাকে ক্রোধান্বিত করল	১৩৮৯
২৪৩	إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه / أبو هريرة যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ মাজলিস থেকে উঠে যায় এবং তারপর আবার ফিরে আসে	৩৯৭৫
২৪৪	إذا قلت للناس: أنصتوا وهم يتكلمون / أبو هريرة যখন মানুষজন কথা বলতে থাকে তখন যদি তুমি তাদের বল, তোমরা চুপ কর	১৭০
২৪৫	إذا كان أحدكم في الفئ، فقلص عنه الظل / أبو هريرة যখন তোমাদের কেউ ছায়ার মধ্যে অবস্থান করে। অতঃপর তার নিকট হতে ছায়া চলে যায়	৮৩৭
২৪৬	إذا كان ثلاثة جميعا فلا يتناج اثنان دون الثالث / أبو هريرة যখন তিনজন ব্যক্তি একত্রে থাকে তখন যেন তৃতীয় জনকে রেখে (কোন) দু'জন কানে কানে কথা না বলে	১৪০২
২৪৭	إذا كان جنح الليل، فكفوا صبيانكم / جابر بن عبد الله যখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে তখন বাচ্চাদের (ঘর থেকে বের হতে) বাধা দিবে	৪০
২৪৮	إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه، فلا يحدث به / جابر যখন শাইতান তোমাদের কাউকে নিয়ে স্বপ্নে ক্রীড়া-কৌতুক করে তখন সে যেন তা মানুষের নিকট না বলে	৩৯৬৮
২৪৯	إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه / أبو هريرة যখন তোমাদের কেউ তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়	১৮৬
২৫০	إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام / رجل যখন কোন ব্যক্তি তাঁর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন যেন সে বলে, السلام	১৪০৩
২৫১	إذا لقيتم المشركين (وفي رواية: أهل الكتاب) / أبو هريرة যখন তোমরা মুশরিকদের (অপর বর্ণনায় আহলে কিতাবদের) সাথে সাক্ষাৎ কর	১৪১১
২৫২	إذا مر رجال بقوم فسلم رجل عن الذين مروا / أبو سعيد الخدري যখন পথ দিয়ে একদল লোক (অপর একদল উপবিষ্ট) ব্যক্তিদের নিকট দিয়ে যায় তখন গমনকারীদের মধ্য হতে একজন যদি উপবিষ্টদের সালাম দেয়	১৪১২

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
২৫৩	إذا مررتم باليهود... فلا تسلموا عليهم/ أبو بصرة الغفاري যখন তোমরা ইয়াহুদীদের পাশ দিয়ে যাবে তখন তাদের সালাম দিবে না	২২৪২
২৫৪	إذا نتم فأنتم فأنتم / ابن عباس যখন তোমরা ঘুমাতো যাবে তখন বাতি নিভিয়ে দিবে	১৪২৬
২৫৫	أرى الربا شتم الأعراض / سعيد بن زيد নিকৃষ্ট সুদ হলো সম্মান বিনষ্ট করা	১৪৩৩
২৫৬	ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟ / كلدة بن خبل তুমি ফিরে যাও এবং বল, “আসসালামু ‘আলাইকুম আমি কি আসতে পারি?”	৮১৮
২৫৭	استعينوا على إخراج الحوائج بالكتمان / معاذ بن جبل، على بن أبي طالب، عبدالله بن عباس، أبو هريرة، أبو بردة তোমরা গোপনে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা কর	১৪৫৩
২৫৮	استكثر وأمن النعال / جابر তোমরা অধিক হারে জুতা পরিধান কর	৩৪৫
২৫৯	أشبهت خلقى وخلقى / على তুমি আমার আকৃতি ও চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যতা রাখো	১১৮২
২৬০	اشفعوا تزجروا / معاوية أبي سفيان তোমরা সুপারিশ কর তা গ্রহণ করা হবে	১৪৬৪
২৬১	اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام / عبدالله بن عمرو তোমরা রহমানের (আল্লাহর) ইবাদাত কর (মানুষকে) খাবার খাওয়াও এবং সালামের প্রচলন ঘটান	৫৭১
২৬২	أعجز الناس من عجز عن الدعاء / أبو هريرة মানুষের মধ্যে প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি চাওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা দেখায়	৬০১
২৬৩	أعينوا أخاكم / سلمان الفارسي তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর	৮৯৪
২৬৪	أفشوا السلام / البراء তোমরা সালামের প্রচলন কর। শান্তিতে থাকবে	১৪৯৩
২৬৫	أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وكونوا إخوانا / ابن عمر তোমরা সালামের প্রচলন কর এবং খাবার খাওয়াও। আর তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও	১৫০১

২৬৬	اقتلوا الحيات والكلاب / ابن عمر، عائشة তোমরা সাপ ও কুকুরকে হত্যা কর	৩৯৯১
২৬৭	أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل / جابر بن عبدالله সন্ধ্যার অন্ধকারের পরে তোমরা কম বের হবে	১৫১৮
২৬৮	اكتنى بابنك عبدالله / عائشة তুমি তোমার উপনাম উম্মু আব্দুল্লাহ রাখ	১৩২
২৬৯	أكثر خطايا ابن آدم في لسانه / عبدالله বানী আদামের অধিকাংশ গুনাহ তার জিহ্বার কারণেই হয়ে থাকে	৫৩৪
২৭০	ألا أخبركم بالمؤمن؟ / فضالة بن عبيد তোমাদের কি (প্রকৃত) মুমিনের সংবাদ দিব না?	৫৪৯
২৭১	امرؤ معتزل في شعب، يقيم الصلاة / ابن عباس ঐ ব্যক্তি যে কোন এক (ঘটি বা উপত্যকার) পাশে একাকিত্ব গ্রহণ করে, সালাত আদায় করে	২৫৫
২৭২	ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ / ابن عباس আমি তোমাদের কি জান্নাতী ব্যক্তিদের সংবাদ দিব না?	২৮৭
২৭৩	ألا لا يبيتن رجل عند امرأة / جابر কোন স্ত্রীলোকের নিকট কোন পুরুষ যেন রাত্রিযাপন না করে	৩০৮৬
২৭৪	اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه / أبو هريرة হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ওয়াদা নিয়েছি তুমি তা কখনও ভঙ্গ করবে না	৩৯৯৯
২৭৫	أنا رسول الله ﷺ زائرا في منزلنا / جابر بن عبدالله আমাদের নিকট আসলেন	৪৯৩
২৭৬	أمرني جبريل أن أقدم الأكابر / ابن عمر জিবরাঈল ('আলাইহিস সালাম) আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন প্রবীণদের অগ্রগামী করি। (অর্থাৎ প্রাধান্য দিয়ে থাকি)	১৫৫৫
২৭৭	أط الأذى عن الطريق / أبو برة الأسلمي রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও	১৫৫৮
২৭৮	املك عليك لسانك / عقبة بن عامر الجهني তুমি তোমার জিহ্বার ব্যাপারে তোমার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখ	৮৯০
২৭৯	املك يدك / أسود بن أصرم المحاربي তোমার হাতের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর	১৫৬০

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
২৮০	إِلا أن تجلسوا فاهدو السبيل / البراء তোমরা (মানুষকে) পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য (রাস্তায়) বসবে	১৫৬১
২৮১	إن أردت تليين قلبك، فأطعم المسكين / أبو هريرة যদি তুমি তোমার অন্তরকে নরম বানাতে চাও তবে মিসকিনদের খাবার দান কর	৮৫৪
২৮২	إن أعظم الناس جرماً إنسان شاعر بهجو / عائشة মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অপরাধী ব্যক্তি হলো, ঐ কবি যে পুরো বংশের নিন্দা করে	৭৬৩
২৮৩	ان أعظم الناس فرية، لرجل هجا رجلا / عائشة মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই যে কোন ব্যক্তির নিন্দা করল	১৪৮৭
২৮৪	إن الله - عز وجل - يفيض البليغ من الرجال / عبدالله بن عمرو আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের মধ্য হতে ঐ বক্তার (বলিষ্ঠভাবীর) উপর সবচেয়ে অধিক রাগান্বিত	৮৮০
২৮৫	من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفل / عبدالله بن عمرو তোমাদের মধ্যে যে তার সন্তানের পক্ষ হতে (পণ্ড) জবাই করতে চায় তবে সে যেন করে	১৬৫৫
২৮৬	إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها / الحسين بن علي অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা উত্তম ও উন্নত বস্তুকে পছন্দ করেন	১৬২৭
২৮৭	إن الرؤيا تقع على ما تعبر / أنس স্বপ্ন তা'বীর (ব্যাখ্যা) অনুযায়ী ঘটে থাকে	১২০
২৮৮	إن رجلاً زار أخاه في قرية / أبو هريرة এক ব্যক্তি তাঁর (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে গ্রামে গেল	১০৪৪
২৮৯	إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان / جندب এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না	১৬৮৫
২৯০	إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله / بلال بن الحارث المزني যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে	৮৮৮
২৯১	إن السلام اسم من أسماء الله تعالى / أنس নিশ্চয় সালাম (سلام) আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে একটি নাম	১৮৪
২৯২	إن السلام اسم من أسماء الله / عبدالله নিশ্চয় সালাম (السلام) আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম	১৬০৭

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
২৯৩	إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها / أبو هريرة নিশ্চয় মানুষ এমন (কিছু) বাক্যের দ্বারা কথা বলে (যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করে না)	৫৪০
২৯৪	إن لكل شيء سيء، وإن سيد المجالس قباله / أبو هريرة প্রতিটি বস্তুর প্রধান রয়েছে আর মাজলিসের প্রধান হলো, সবার সামনের (অগ্রে) উপবিষ্টকারী	২৬৪৫
২৯৫	إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه / حذيفة بن اليمان যখন কোন মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম প্রদান করে	৫২৬, ২৬৯২
২৯৬	إن مسابكم هذه وليست بمساب على أحد / عقبة بن عامر الجهني এ গালীটি তোমাদের কাউকে গালী দেয়ার মতো নয়	১০৩৮
২৯৭	إن من البيان سحرا / ابن عباس নিশ্চয় কিছু বক্তব্যে যাদু (আকর্ষণ) থাকে	১৭৩১
২৯৮	إن من الشعر حكمة / أبي بن كعب নিশ্চয় কিছু কবিতায় হিকমাত তথা প্রজ্ঞা রয়েছে	২৮৫১
২৯৯	إن من موجبات المغفرة: بذل السلام / هانيئ بن يزيد নিশ্চয় ক্ষমা আবশ্যিককারী বস্তুর মধ্য হতে (কিছু হলো) সালামের (অধিক হারে) প্রচলন করা	১০৩৫
৩০০	إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش / عائشة আল্লাহ তা'আলা কঠোর কথাকে পছন্দ করেন না এবং কঠোরভাষী হওয়াকেও পছন্দ করেন না	৬৯১
৩০১	أنا أكبر منك سنا / أنس আমি তোমার চেয়েও বয়সের দিক দিয়ে বড়	২৯৩
৩০২	أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء / أبو أمامة যে ব্যক্তি ঝগড়া ত্যাগ করল অথচ সে সত্যবাদী তথা এ ব্যাপারে সত্য ছিল। আমি জান্নাতের কেন্দ্রস্থলে তার গৃহ লাভের ব্যাপারে জামিন হব	২৭৩
৩০৩	إننا نهينا أن ترى عوراتنا / جابر بن صخر অবশ্যই আমাদের সতর প্রকাশ করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে	১৭০৬

৩০৪	أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة / سهل بن سعد আমি ও ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এ দু'টির মত থাকব	৮০০
৩০৫	إنت الذي تقول: ثبت الله / ابن عمر তুমি তো বলতে আলাহ স্থির করেছেন	২১৩
৩০৬	ما اسمك؟ / حزن তোমার নাম কী?	২১৪
৩০৭	انطلقوا بنا إلى البصير الذي فى بنى واقف نعوذ / جابر তোমরা আমাদের বনী ওয়াক্কেফের বাসীরের নিকট নিয়ে চল আমরা তার সেবা-শশ্রষা করবো	৫২১
৩০৮	إنك دعوتنا خامس حصة / أبو مسعود الأنصارى তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করেছ	৩৫৫২
৩০৯	إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا / أبو مسعود البدري، جابر بن عبد الله আমাদের সাথে এক ব্যক্তি এসেছে। তুমি যখন আমাদের দাওয়াত দিয়েছিলে তখন সে ছিল না	৩৫৭৯
৩১০	سيلحد فيه رجل من قريش / عبد الله بن عمر এখানে সত্বর কুরাইশদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি অত্যাচার করবে	৩১০৮
৩১১	إنى أمرت أن أغير اسم هذين / على আমি এ দু'জনের নাম পরিবর্তন করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি	২৭০৯
৩১২	إنى لا أصافح النساء / أميمة بنت رقيقة আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা তথা হাত মিলাব না	৫২৯
৩১৩	اهج المشركين، فإن جبريل معك / البراء بن عازب মুশরিকদের এতি (কবিতা দ্বারা) নিন্দাবাদ রচনা কর। কারণ, জিবরাঈল তোমার সাথে রয়েছেন	৮০১
৩১৪	اهجوا بالشعر / كعب بن مالك তোমরা কবিতার দ্বারা (মুশরিকদের) নিন্দা জানাও	৮০২
৩১৫	أوصيك أن لا تكون لعانا / جرموز الهجيمى আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি অধিক লানাতকারী হবে না	১৭২৯

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৩১৬	إياك والسمر بعد هدأة الليل / جابر بن عبد الله রাতের অন্ধকার নেমে আসার পর তোমরা গল্প-গুজব করা থেকে বিরত থাক	১৭৫২
৩১৭	إياك وكل ما يعتذر منه / أنس بن مالك তুমি ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাক যার প্রতি ওজর-আপত্তি করা হয়	৩৫৪
৩১৮	إياكم والتمادح، فإنه الذبح / معاوية তোমরা প্রশংসা করা থেকে বিরত থাক। কারণ, তা জবহের তুল্য	১২৮৪
৩১৯	أيمن امرئ وأشأمة ما بين لحبيه / عدي بن حاتم মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল তার দু' চোয়ালের মধ্যে	১২৮৬
৩২০	بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا / أنس দু'টি দরজা (পাপ) এমন রয়েছে যা তার (কর্তার উপর) পৃথিবীতে শাস্তি ত্বরান্বিত করে থাকে	১১২০
৩২১	اكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد / عائشة আমি ঐরূপে আহার করব যেমন ক্রীতদাস আহার করে থাকে আর আমি ঐরূপ আসন গ্রহণ করব যেমন ক্রীতদাস আসন গ্রহণ করে থাকে	৫৪৪
৩২২	البركة مع أكابرکم / ابن عباس বরকত তোমাদের পূর্বসূরীদের সাথে রয়েছে	১৭৭৮
৩২৩	تبسمك في وجه أخيك لك صدقة / أبو زر তোমার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসা তোমার জন্য সাদাকাহ	৫৭২
৩২৪	تحول إلى الظل / أبو حازم ছায়ায় চলে যাও	৮৩৩
৩২৫	تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود / جابر এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে কারো সালাম দেয়া হলো ইয়াহুদীদের কাজ	১৭৮৪
৩২৬	الثأني من الله، والعجلة من الشيطان / أنس بن مالك স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ হতে	১৭৯৫

৩২৭	التؤدة فى كل شىء إلا فى عمل الآخرة / الأعمش আখিরাতের আমল ব্যতীত সব কাজেই ধীর-স্থিরতা করতে হবে	১৭৯৪
৩২৮	ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن / ابن عمر তিনটি বস্তু কখনও ফেরত দেয়া যাবে না- বালিশ, তেল ও দুধ	৬১৯
৩২৯	ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة / ابن عمر তিন শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন দৃষ্টি দিবেন না	১৩৯৭
৩৩০	نهى رسول الله ﷺ عن الخلوة / ابن عباس রাসূলুল্লাহ ﷺ একাকী থাকা থেকে নিষেধ করেন	৩১৩৪
৩৩১	قوموا إلى سيدكم فأنزلوه / عائشة তোমাদের স্বীয় নেতার কাছে গিয়ে তাকে নামিয়ে আনো	৬৭
৩৩২	خمس من حق المسلم على المسلم / أبو هريرة এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে	১৮৩২
৩৩৩	خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه / عبدالله بن عمرو আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম বন্ধু; যে তার বন্ধুর নিকট শ্রেষ্ঠ	১০৩
৩৩৪	خير المجالس أوسعها / أبو سعيد ঐ মাজলিসই সর্বোত্তম যা সবচেয়ে প্রশস্ত হয়	৮৩২
৩৩৫	خيركم خيركم لأهله / عائشة তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম; যে তার পরিবারের নিকট সবচেয়ে ভাল	১১৭৪
৩৩৬	دعهم يا عمر؟ فإنهم بنو أرفدة / أبو هريرة তাদের ছেড়ে দাও হে ওমর! কারণ, তারা আরফাদাহর (ক্রীড়া-কৌতুকের) সন্তান	৩১২৮
৩৩৭	ذاك جبريل . عليه السلام / ابن عباس তিনি হলেন, জিব্রাঈল 'আলাইহিস সালাম	৩১৩৫
৩৩৮	ذهبوا بأموالكم عن أعراضكم / أبو هريرة তোমরা তোমাদের সম্পদ দ্বারা তোমাদের সম্মানকে রক্ষা কর	১৪৬১
৩৩৯	رحم الله عبدا قال فغني، أو سكت فسلم / الحسن আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন; যে (কিছু) বলেছে অতঃপর সে (কোন বিনিময়) পেয়েছে কিংবা চুপ করেছে অতঃপর সে শান্তি পেয়েছে	৮৫৫

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৩৪০	رخص النبي ﷺ من الكذب في ثلاث / أم كلثوم بنت عقبة রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন	৫৪৫
৩৪১	الرؤيا ثلاث / أبو هريرة স্বপ্ন তিন প্রকার	১৩৪১
৩৪২	الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه / عبدالله بن حنظلة الغسيل ব্যক্তি তার বাহনের (কাফেলার) ব্যাপারে অধিক হাক্কদার এবং তার বাড়িতে অধিক হাক্কদার	১৫৯৫
৩৪৩	سباب المومن كالمشرف على هلكة / عبدالله بن عمرو মুমিনকে গালি দেওয়া তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হওয়ার নামান্তর	১৮৭৮
৩৪৪	لا من الله استحيوا / عبدالله بن الحارث আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা লজ্জা করো না	২৯৯১
৩৪৫	أحب الأسماء إلى / جابر بن عبدالله আমার নিকট যে নাম সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়	২৮৭৮
৩৪৬	السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض / عبدالله সালাম আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে একটি নাম যা তিনি পৃথিবীতে রেখেছেন	১৮৯৪
৩৪৭	السلام قبل السؤال / ابنعمر প্রার্থনার পূর্বে সালাম	৮১৬
৩৪৮	الشعر بمنزلة الكلام / عبدالله بن عمرو কবিতা সাধারণ বাক্যেরই ন্যায়	৪৪৭
৩৪৯	طهروا أفئيتكم / سعد তোমরা তোমাদের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখ	২৩৬
৩৫০	الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر / أبو هريرة কৃতজ্ঞ আহারকারী ব্যক্তি ধৈর্যধারণকারী রোজাদারের মর্যাদা রাখে	৬৫৫
৩৫১	يعين ذا الحاجة الملهوف / أبو موسى الأشعري চিন্তাশ্রম্ভ অভাবীকে সাহায্য করবে	৫৭৩
৩৫২	على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة / أبو ذر প্রতিটি দিন যার মধ্যে সূর্য উদিত হয় প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সাদকাহ দেওয়া কর্তব্য	৫৭২

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৩৫৩	علقوا السوط حيث يراه أهل البيت / ابن عمر তোমরা লাঠি ঐ জায়গায় লটকিয়ে রাখ; যেখানে গৃহবাসীর দৃষ্টি পড়ে	১৪৪৬
৩৫৪	علقوا السوط حيث يراه أهل البيت / ابن عباس তোমরা লাঠি ঐ জায়গায় লটকিয়ে রাখ যেখানে গৃহবাসীর দৃষ্টি পড়ে	১৪৪৭
৩৫৫	غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة / جابر بن عبد الله الأنصاري তোমরা পাত্র ঢেকে রাখ, মশক বেঁধে রাখ	৩০৭৬
৩৫৬	فلعلكم تأكلون متفرقين / وحشى সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খাবার গ্রহণ করে থাক	৬৬৪
৩৫৭	في ابن آدم ستون وثلاث مئة سلامى أو عظم / ابن عباس বানী আদাম তথা আদম সন্তানের মধ্যে তিনশত ষাটটি হাড় অথবা জোড়া বা গ্রন্থি রয়েছে	৫৭৬
৩৫৮	أن لاتجوروا / عائشة তোমরা যেন অত্যাচার না কর	৩২২২
৩৫৯	كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع / عائشة যখন প্রত্যেক রাতে বিছানায় আসতেন	৩১০৪
৩৬০	كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره / أبو موسى যখন তিনি (নাবী ﷺ) কাউকে কোথাও প্রশাসনের কাজে পাঠাতেন	৯৯২
৩৬১	كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، حتى تفهم عنه / أنس যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তা তিনবার উল্লেখ করতেন; যেন তা বুঝা সহজ হয়	৩৪৭৩
৩৬২	كان إذا جلس مجلسا، أو صلى صلاة تكلم / عائشة যখন তিনি (ﷺ) কোন মাজলিসে বসতেন কিংবা সালাত আদায় করতেন তখন তিনি কিছু বাক্য পাঠ করতেন	৩১৬৪
৩৬৩	كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله / أم سلمة যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন- بسم الله	৩১৬৩
৩৬৪	كان إذا صافح رجلا / أنس بن مالك যখন কোন ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করতেন	২৪৮৫
৩৬৫	كان إذا عطس حمد الله / عبد الله بن جعفر যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা (الحمد لله) বলতেন	২৩৮৭

৩৬৬	كان أصحاب النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا / أنس সাথীগণ যখন পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করত তখন তারা মুসাফাহা (করমর্দন) করত	২৬৪৭
৩৬৭	كان أصحابه يمشون أمامه إذا خرج / جابر সাথীগণ তাঁর সামনে চলত যখন তিনি (কোথাও যাওয়ার জন্য) বের হতেন	৪৩৬
৩৬৮	كان الرجلان من أصحاب النبي ﷺ إذا التقيا / أبو مدينة الدارمي দু'জন সাহাবী এমন ছিলেন যে, যখন তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটত	২৬৪৮
৩৬৯	كان قانما يصلى في بيته، فجاء رجل فاطلع / أنس তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে ঘরে উঁকি দিল	৬১২
৩৭০	كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله / أنس بن مالك তোমাদের জন্য দুটি দিন ছিল যার মধ্যে তোমরা খেলাধুলা করত। আল্লাহ তা'আলা ঐ দুটি দিনের পরিবর্তে উত্তম দিন তোমাদের দান করেছে	২০২১
৩৭১	مه يا عائشة لا تكوني فاحشة / عائشة হে 'আয়িশা! তুমি থেমে যাও। (তুমি কর্কশভাষী হয়ো না)	২৭২১
৩৭২	كان يسمى الأنثى من الخيل فرسا / أبو هريرة মাদী ঘোড়ার নাম فرس ঘোড়া রাখত	২১৩১
৩৭৩	كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام / سلمى রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারের মাঝখান থেকে খাওয়া পছন্দ করতেন না	৩১২৫
৩৭৪	كان يكره أن يبطأ أحد عقبه / عبد الله بن عمرو তাঁর পিছনে কারো চলা অপছন্দ করতেন	১২৩৯
৩৭৫	كان يمر بالغلمان فيسلم عليهم / أنس بن مالك ছোটদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিতেন	১২৭৮
৩৭৬	كل خطبة لبس فيها تشهد / أبو هريرة ঐ বক্তব্য যেখানে তাশাহুদ নেই	১৬৯
৩৭৭	كل نفس من بنى آدم سيد / أبو هريرة বনী আদামের সবাই নেতা	২০৪১
৩৭৮	كلوا جميعا ولا تفرقوا / ابن عمر তোমরা একত্রে খাবার গ্রহণ কর। পৃথক হয়ে যেও না	২৬৯১

৩৭৯	كنا إذا اتھينا إلى النبى ﷺ / جابر بن سمرة আমরা যখন নাবী ﷺ-এর খিদমাতে যেতাম	৩৩০
৩৮০	كنا إذا سلم النبى ﷺ علينا قلنا: وعليك السلام / زيد بن أرقم নবী ﷺ যখন আমাদের সালাম দিতেন তখন আমরা বলতাম— وعليك السلام	১৪৪৯
৩৮১	كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي / ابن عمر দাঁড়িয়ে পান করতাম এবং হেঁটে আহার গ্রহণ করতাম	৩১৭৮
৩৮২	لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له / أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، عمر তোমাদের কারো পেট বমি দ্বারা পূর্ণ করা উত্তম	৩৩৬
৩৮৩	للمسلم على المسلم أربع خلال / أبو مسعود এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের চারটি অধিকার আছে	২১৫৪
৩৮৪	لما عرج بى ربي عز وجل / أنس بن مالك যখন আমার প্রভু আমাকে উপরে নিয়ে যান ৫৩৩	
৩৮৫	ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان / أبو بكر الصديق পুরো দেহের মধ্যে শুধু জিহ্বাই পৃথকভাবে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করে	৫৩৫
৩৮৬	ليس للنساء وسط الطريق / أبو هريرة মহিলাদের জন্য রাস্তার মধ্যভাগ (ব্যবহার উচিত) নয়	৮৫৬
৩৮৭	ليس المؤمن الذى يشبع وجاره جانع إلى جنبه / ابن عباس ঐ ব্যক্তি (প্রকৃত) মু'মিন নয়; যে পরিতৃপ্ত থাকে আর পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে	১৪৯
৩৮৮	ليس المؤمن بالطعان، ولا باللعان / عبد الله بن مسعود মু'মিন ব্যক্তি (কখনো) খোঁটাদানকারী, লানাতকারী হয় না	৩২০
৩৮৯	ليسلم الراكب على الراكب / عبد الرحمن بن شبل আরোহী চলন্ত ব্যক্তিকে সালাম দিবে	২১৯৯
৩৯০	ليلة الضيف حق على كل مسلم / أبو كريمة الشامي প্রতিটি মুসলমানের উপর মেহমানের রাত্রির অধিকার রয়েছে	২২০৪
৩৯১	ما أحب أنى حكيت أحدا وأن لى كذا وكذا / عائشة আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি কারো কিছু বলব অথচ আমার এত এত দোষ আছে	৯০১

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৩৯২	ما أحب عبد الله إلا أكرمه الله - عز وجل / أبو أمامة যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন	১২৫৬
৩৯৩	ما تحاب رجلان في الله، إلا كان أحبهما إلى الله / أنس দু'জনের মধ্যে যে অন্যকে অধিক ভালবাসে সে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়	৪৫০
৩৯৪	ما رنى رسول الله ﷺ يأكل متكأ قط / عبدالله بن عمرو রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনও হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায়নি	২১০৪
৩৯৫	ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر / أهر شريرة ধৈর্য হতে অধিক প্রশস্ত ও উত্তম কোন রিযিক বান্দাকে দেয়া হয়নি	৪৪৮
৩৯৬	ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله / أنس পৃথিবীতে দেখতে প্রিয় (অর্থাৎ, চক্ষুকে আনন্দদানকারী) কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষা আর কেউ ছিল না	৩৫৮
৩৯৭	ما كرهت أن يراء الناس فلا تفعله إذا خلوت / أسامة بن شريك যা তুমি অপছন্দ কর যে, মানুষ তা দেখবে; তবে তা তুমি গোপনেও করবে না	১০৫৫
৩৯৮	ما من امرئ مسلم ينقى لفرسه شعيرا / تميم الدارى মুসলিম ব্যক্তি তার ঘোড়ার জন্য যব পরিষ্কার করবে	২২৬৯
৩৯৯	ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان / البراء بن عازب যে দু' মুসলিম ব্যক্তি পরস্পর সাক্ষাৎ করবে এবং মুসাফাহা করবে	৫২৫
৪০০	مثل المؤمنين في توادهم وتراحيمهم وتعاطفهم كالجسد / النعمان بن بشير মুমিনদের মধ্যে ভালবাসা, হৃদয়তা ও অনুকম্পার দৃষ্টান্ত হলো, দেহের মত	১০৮৩
৪০১	من اذى المسلمين في طرقهم/ محمد ابن الحنفية، حذيفة بن أسيد، أبو ذر যে ব্যক্তি মুসলিমদের রাস্তায় কষ্ট দেয়	২২৯৪
৪০২	من أبلى بلاء فذكره فقد شكره، وإن / جابر যে ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং তা উল্লেখ করে তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল	৬১৮
৪০৩	من أحب أن يتمثل له الناس قياما / معاوية যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, মানুষ তার জন্য দাঁড়াবে	৩৫৭

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৪০৪	من أحب أن يصل أباه، في قبره، فليصل إخوان أبيه / عبدالله بن عمر যে ব্যক্তি তার কবরস্থ পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার ইচ্ছা করে তবে সে যেন তার পরে তার বাবার ভাইদের (বন্ধুদের) সাথে সদ্ব্যবহার করে	১৪৩২
৪০৫	من أحب لله وأبغض لله، وأعطى الله / أبو أمامة যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসে এবং (কারো প্রতি) রাগ করে, (কাউকে কিছু) দান করে এবং	৩৮০
৪০৬	من أعطى عطاء فوجد فليجز به / جابر بن عبدالله যাকে (কারো পক্ষ হতে) কিছু দেওয়া হয়। সে যদি সুযোগ (ক্ষমতা) পায় তবে সে যেন তাকে বিনিময় (অর্থাৎ, সেও তাকে হাদিয়া বা উপঢৌকন) দেয়	৬১৭
৪০৭	من أكل برجل مسلم أكلة، فإن الله يطعمه مثلها / المستورد যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমকে এক লোকমা খাবার দিবে আল্লাহ তাকে ঐরূপ ভাবে খাবার দান করবেন	৯৩৪
৪০৮	من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين / قرة যে এ দু' নিকৃষ্ট গাছ থেকে ভক্ষণ করে	৩১০৬
৪০৯	من تعزى بعزى الجاهلية / أبى بن كعب যে জাহেলী যুগের প্রতি সম্পর্কিত হবে	২৬৯
৪১০	من نفل تجاه القلبة / حذيفة بن اليمان যে ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু ফেলবে	২২২
৪১১	من ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه / أبو هريرة যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির মধ্যে যা (দোষের কিছু) রয়েছে তা উল্লেখ করল। তবে সে গীবত করল	১৪১৯
৪১২	من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة / أبو أمامة যে ব্যক্তি দয়া দেখাবে যদি তা জবেহকৃত চড়ুই পাখির প্রতিও হয় তবেও। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়া দেখাবেন	২৭
৪১৩	من صمت نجا / عبدالله بن عمرو যে চুপ করল সে মুক্তি পেল	৫৩৬
৪১৪	من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة / أبو هريرة ইসলামের ফিত্রাত তথা স্বভাবজাতের মধ্য হতে শুক্রবারে গোসল করা	৩১২৩

81৫	من قال حين يأوى إلى فراشه: لا إله إلا الله / أبو هريرة যে ব্যক্তি (রাত্রে) বিছানায় (ঘুমতে) যাওয়ার সময়, لا إله إلا الله পাঠ করবে	৩৪১৪
81৬	من قطع رحماً، أو حلف على يمين فاجرة / أبو هريرة যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে কিংবা মিথ্যা শপথের উপর শপথ করে	১১২১
81৭	من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريراً / أبو أمامة الباهلي যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন রেশম না পরে	৩৩৭
81৮	من كف غضبه كف الله عنه عذابه / أنس بن مالك যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে দমিত রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আযাব দূর করে দিবেন	২৩৬০
81৯	من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له / جرير যে ব্যক্তি দয়া দেখাবে না তার প্রতি দয়া দেখানো হবে না। আর যে ব্যক্তি (অন্যকে) ক্ষমা করবে না তাকেও ক্ষমা করা হবে না	৪৮৩
82০	من لا منكم من خدمكم فاطعموهم مما تأكلون / أبو ذر তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের খাদেমগণ হতে কাজ নিয়ে থাক তোমরা তাদের তা-ই খাওয়াবে যা তোমরা খাও	৭৩৯
82১	من وقاء الله شر ما بين لحبيه، وشر ما بين رجله / أبو هريرة রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যাকে আল্লাহ তা'আলা উভয় চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান ও দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা রয়েছে	৫১০
82২	من يكن في حاجة أخيه، يكن الله في حاجته / جابر بن عبد الله যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টায় থাকে আল্লাহ তা'আলা তার	২৩৬২
82৩	المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم / ابن عمر যে মু'মিন ব্যক্তি মানুষের সাথে উঠাবসা করে এবং তাদের কষ্ট সহ্য করে	৯৩৯
82৪	المؤمن مألوف / سهل بن سعد মু'মিন হৃদয়তার পাত্র	৪২৫
82৫	المؤمن يألف ويؤلف / أبو هريرة মু'মিন (অন্যকে) ভালবাসে এবং (অন্যদের পক্ষ হতে) তাকেও ভালবাসা হয়	৪২৬

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৪২৬	نَحْنُ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ / أَبُو بَرَّة মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও	২৩৭৩
৪২৭	نَزَلَ مَلِكٌ مِنَ السَّمَاءِ يَكْذِبُهُ / سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ সে (ঝগড়াকারী) যা বলছিল তা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছিল	২৩৭৬
৪২৮	نَهَى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا / عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو অনুমতি নেয়া ব্যতীত (আলাপরত) দু'ব্যক্তির মধ্যে বসতে তিনি (নাবী ﷺ) নিষেধ করেছেন	২৩৮৫
৪২৯	نَهَى أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الضَّحِّ وَالظِّلِّ / رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ তিনি ছায়া ও রৌদ্রের মধ্যে (দেহের কিছু অংশ ছায়ায় ও কিছু অংশ রৌদ্রে দিয়ে) বসতে নিষেধ করেছেন	৮৩৮, ৩১০০
৪৩০	نَهَى أَنْ يَضَعَ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَرْفَعُ) الرَّجُلُ إِحْدَى / جَابِرُ তিনি (নাবী ﷺ) কোন ব্যক্তির জন্য এক পায়ের উপর অপর পা রাখতে নিষেধ করেছেন	৩৫৬৭
৪৩১	نَهَى عَنِ الصُّورِ فِي الْبَيْتِ / جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ নাবী ﷺ ঘরে ছবি রাখতে নিষেধ করেছেন	৪২৪
৪৩২	نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبْنِي الرَّجُلُ وَحْدَهُ / ابْنُ عَمْرٍو নাবী ﷺ একাকিত্ব থেকে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ একাকী রাত্রিযাপন করতে নিষেধ করেছেন	৬০
৪৩৩	نَهَانَا عَنِ التَّكْلِيفِ لِلضَّعِيفِ / سُلَيْمَانُ আমাদের লৌকিকতা করা থেকে নিষেধ না করতেন	২৩৯২
৪৩৪	وَالشَّاءُ أَنْ رَحِمَتْهَا رَحِمَكَ اللَّهُ / قُرَّةُ যদি তুমি বকরীর প্রতি দয়া কর তবে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করবেন	২৬
৪৩৫	وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسَعُ اللَّهُ رَحِمَتَهُ إِلَّا عَلَى رَحِيمٍ / أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! আল্লাহ শুধু দয়ালুর প্রতিই দয়া করে থাকে	১৬৭
৪৩৬	وَرَأَيْكَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ / أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ একদিন আমি তাঁর নিকট যেতে লাগলাম তখন তিনি বললেন, (পিছনে যাও) হে বৎস! নিশ্চয় এক বিষয় ঘটেছে	২৯৫৭

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৪৩৭	لا تأكل متكئا، ولا على غربال / أبو الدرداء হেলান (ঠেস) দিয়ে খাবার গ্রহণ করবে না এবং চালনিতেও খাবার গ্রহণ করবে না	৩১২২
৪৩৮	لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام / جابر যে ব্যক্তি সালাম দ্বারা (প্রবেশ) শুরু করে না তাকে অনুমতি দিয়ো না	৮১৭
৪৩৯	لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام / أبو هريرة তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সালাম দিবে না	৭০৪
৪৪০	لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي / أبو هريرة তোমরা আমার নাম ও কুনিয়াত তথা উপনাম একসাথে একত্রিত করবে না	২৯৪৬
৪৪১	لا تزكوا أنفسكم، فإن الله هو أعلم باليرة متكن / أئيب بنت أبي سلمة তোমরা তোমাদের পবিত্র-পরিপুঙ্ক আখ্যায়িত করো না। কারণ, আল্লাহই ভালো জানেন, তোমাদের কে সৎ আর কে অসৎ	২১০
৪৪২	لا تسب أحدا، ولا تحقرن شيئا من المعروف / أبو جري جابر بن سليم কাউকে গালি দিবে না এবং কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করবে না	১১০৯
৪৪৩	لا تفصروا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح / أبو هريرة তোমরা আলেম ও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিত্ব কারো নিকট স্বপ্নের কথা বলবে না	১১৯
৪৪৪	الوزغ فويسق / سعد ابن أبي وقاص، عانشة গিরগিটি দুষ্ট অসৎ প্রাণী	৩৫৭২
৪৪৫	لا تقولوا للمناقق: سيدنا / بريدة মুনাফিককে سيدنا অর্থাৎ আমাদের নেতা-মান্য ব্যক্তি বলো না	৩৭১
৪৪৬	لا تلعنوا بلعنة الله / سمرة بن جندب তোমরা আল্লাহর লানাতের দ্বারা কাউকে লানাত তথা অভিশাপ দিয়ো না	৮৯৩
৪৪৭	لا تلعن الريح / ابن عباس বাতাসকে অভিশাপ দিয়ো না	৫২৮
৪৪৮	لا تنزلوا على جواد الطرق / جابر তোমরা রাস্তার মধ্যভাগে অবতরণ করবে না	২৪৩৩
৪৪৯	هي من أهل الجنة / أبو هريرة সে জান্নাতী	১৯০

৪৫০	لا سمر إلا لمصل أو مسافر / عبدالله মুসাফির ও (রাহ্বে) সালাত আদায়কারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য রাহ্বে গল্প করার অনুমতি নেই	২৪৩৫
৪৫১	لا يتكلفن أحد لضييفه ما لا يقدر عليه / سلمان কোন ব্যক্তির জন্য তার সাধ্যের উর্ধ্বে মেহমানের মেহমানদারী করানোর জন্য তাকে বাধ্য করা হয়নি	২৪৪০
৪৫২	لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه فى المجلس / سهل بن سعد কোন ব্যক্তি যেন তার ছেলেকে মাজলিসে রেখে লোকজনের সামনে গিয়ে না বসে	৩৫৫৬
৪৫৩	لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث / هشام بن عامر কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে অপর মুসলিমের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বলা ত্যাগ করবে	১২৪৬
৪৫৪	لا يدخل الجنة قتات / حذيفة بن اليمان চোগলখোর জন্নাতে প্রবেশ করবে না	১০৩৪
৪৫৫	لا يشكر الله من لا يشكر الناس / الأشعث بن قيس যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না	৪১৬
৪৫৬	لا بعضه بعضكم بعضا / عباد بن الصامت তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরকে অপবাদ না দেয়	২৪৪৩
৪৫৭	لا يقولن أحدكم: زرعت، ولكن ليقل: حرثت / أبو هريرة তোমাদের কেউ যেন আমি উৎপন্ন করেছি (زرعت) না বলে। বারং আমি চাষাবাদ (حرثت) করেছি বলবে	২৮০১
৪৫৮	لا يقولن أحدكم: عبدي، فكلكم عبيد الله / أبو هريرة কে যেন (তার চাকরকে) عبدي আমার গোলাম না বলে। তোমরা সকলেই আল্লাহর গোলাম	৮০৩
৪৫৯	لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن افسحوا / أبو هريرة কোন ব্যক্তির জন্য কেউ যেন বসা থেকে না দাঁড়ায়। বরং তোমরা প্রশস্ত কর	২২৮
৪৬০	لا يقبمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف / جابر তোমাদের মধ্যে কেউ যেন জুমু'আর দিন তার (অপর মুসল্লী) ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় না বসে	১৩০২

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৪৬১	يا أيها الناس، أفسحوا السلام / عبدالله بن سلام হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা সালামের প্রচলন কর	৫৬৯
৪৬২	يا أيها الناس، لا تطرقوا النساء ليلا / ابن عمر হে মানুষেরা! (পূর্ব অবহিত করা ব্যতীত) তোমরা রাতে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট যাবে না	৩০৮৫
৪৬৩	يا عائشة إن من شر الناس، من تركه الناس / عائشة হে 'আয়িশা! ঐ ব্যক্তিই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যার অশ্লীলতা-কর্কশতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে ত্যাগ করেছে; তাকে মর্জন করেছে	১০৪৯
৪৬৪	يا عائشة، إياك والفحش، إياك والفحش / عائشة হে 'আয়িশা! তুমি কর্কশভাষী হওয়া থেকে দূরে থাক। তুমি কর্কশভাষী হওয়া থেকে দূরে থাক	৫৩৭
৪৬৫	يا عقبة بن عامر، صل من قطعك / عقبة بن عامر হে উকবাহ ইবনু আমির! যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন কর	৮৯১
৪৬৬	يبصر أحدكم الفضة في عين أخيه / أبو هريرة তোমাদের প্রত্যেকে তার (অপর) ভাইয়ের চোখের ময়লার দিকে দেখে	৩৩
৪৬৭	يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران / أبو هريرة কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম থেকে দু'টি গর্দান বের হবে। তার দু'টি চোখ থাকবে যা দ্বারা সে দেখবে	৫১২
৪৬৮	يسلم الراكب على الماشي / زيد بن أسلم আরোহী পথিককে সালাম দিবে	১১৪৮
৪৬৯	يسلم الراكب على الراجل / عبدالرحمن بن شبل আরোহী পথিককে পথিককে সালাম দিবে	১১৪৭
৪৭০	يسلم الراكب على الماشي / أبو هريرة আরোহী হেঁটে চলা ব্যক্তিকে সালাম দিবে	১১৪৫
৪৭১	يسلم الراكب على الماشي / جابر হেঁটে চলা ব্যক্তিকে সালাম দিবে	১১৪৬
৪৭২	يسلم الصغير على الكبير / أبو هريرة ছোট বড়দের সালাম দিবে	১১৪৯

৪৭৩	يسلم الفارس على الماشى / فضالة بن عبيد আরোহী পথিককে সালাম দিবে	১১৫০
৪৭৪	يضحك الله إلى رجلين / أبو هريرة আল্লাহ তা'আলা দু' ব্যক্তির ব্যাপারে হাসবেন	১০৭৪
৪৭৫	أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة / جرير আমি তোমাকে এর উপর বাইয়াত দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে	৬৩৬
৪৭৬	عقوق الوالدين، والشرك بالله / عبدالله بن عمرو পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, আল্লাহর সাথে শরীক করা	৩৪৫১
৪৭৭	أبشروا، هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء / عبدالله بن عمرو তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের প্রভু আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন	৬৬১
৪৭৮	ابنوه عريشاً كعريش موسى / الحسن البصري، سالم بن عطية، الزهري، راشد بن سعد، أبو الدرداء، عبادة بن الصامت মূসার কুঁড়ে ঘরের আকারে তৈরি কর	৬১৬
৪৭৯	أتانى جبريل عليه السلام من عند الله / أبو إدريس الخولاني আল্লাহর পক্ষ হতে আমার নিকট জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম এসেছিলেন	৮৪২
৪৮০	أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ / جابر بن عبدالله হে মুয়াজ্জ! তুমি কি ফিতনাকারী হতে চাও?	৩১৭১
৪৮১	اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسم / أبو أمامة তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর	৮৬৭
৪৮২	أتَمُوا الصفوف (وفى رواية: استموا، استموا) / أنس তোমরা কাতার পূর্ণ কর	৩৯৫৫
৪৮৩	اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما / ابن عمر দু' ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার উপরে অতিক্রম করে না	২৮৮
৪৮৪	اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً، قدر ما يقضى / أبى بن كعب، جابر بن عبدالله، أبو هريرة، سلمان الفارسي তোমার আজান ও ইকামাতের মধ্যে একরূপ ব্যবধান রাখ, যার মধ্যে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানকারী ভালোভাবে প্রয়োজন সারতে সক্ষম হয়	৮৮৭

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৪৮৫	اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم / عائشة তোমরা তোমাদের গৃহে (নফল ও সুন্নাত) সালাত আদায় কর	৩১১২
৪৮৬	أحسن ابن الخطاب / رجل من أصحاب النبى ﷺ ইবনুল খাত্তাব ভাল কাজ করেছে	২৫৪৯
৪৮৭	أحسن (وفى رواية: صدق) ابن الخطاب / رجل من أصحاب النبى ﷺ ইবনুল খাত্তাব ভাল (অপর বর্ণনায় সত্য) বলেছেন	৩১৭৩
৪৮৮	احضروا الذكر، وادنوا من الإمام / سمرة بن جندب তোমরা সালাতের জামাতে হাজির থাক এবং ইমামের নিকটবর্তী দাঁড়াও	৩৬৫
৪৮৯	أخرجوا العواتق وذوات الخدور، فليشهدن العيد / أم عطية তোমরা স্বাধীন ও পর্দানশীন বালিকাদের (ঘর থেকে) বের করে দাও। তারা যেন ঈদ ও মুসলিমদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে	৬০০
৪৯০	أخرجوا فإذا أتيتكم أرضكم فاكسروا بيعتكم / طلق بن على তোমরা যাও যখন তোমরা তোমাদের ভূমিতে যাবে তখন তোমাদের গির্জা ভেঙ্গে ফেলবে	২৫৮২
৪৯১	إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة / سعد بن أبى وقاص যখন তুমি সালাতে (অর্থাৎ, জামাতে) আসবে তখন ধীরস্থিরভাবে আসবে এবং যা (যত রাকাত) পাও তা (একাকী) আদায় কর	১১৯৮
৪৯২	إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر / أبو هريرة যখন তোমাদের কেউ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের প্রথম সিজদা জায়	৬৬
৪৯৩	إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع / أبو هريرة যদি তুমি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে সকালের (ফজরের) সালাতের এক রাকাত পাও	২৪৭৫
৪৯৪	إذا أذنت المغرب فاحدها مع الشمس حدرا / أبو محذورة যখন তুমি মাগরিবের আযান দিবে তখন তুমি সূর্য নিচে নামার সাথে সাথে (অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে) মিলিয়ে দিবে	২২৪৫
৪৯৫	إذا استؤذن على الرجل وهو يصلى، فيأذنه التسبيح / أبو هريرة যখন কোন ব্যক্তির সালাত আদায় করা অবস্থায় অনুমতি প্রার্থনা করা হবে তখন তার অনুমতি দান হলো, তাসবীহ পাঠ করা	৪৯৭

হা.নং	হাদীস	শাইখের হা. নম্বর
৪৯৬	إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم، فليبدأ بالعشاء / أنس بن مالك তিনি বলেন: যখন সালাতের ইকামাত দেয়া হয় আর তখন যদি কেউ সিয়াম পালনকারী থাকে তবে সে যেন মাগরিব সালাতের পূর্বে খাবার গ্রহণ করে	৩৯৬৪
৪৯৭	إذا أمت قوما / عثمان بن أبي العاص যখন তুমি কওমের (জাতির) ইমামতি করবে তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করবে	৩৯৬৫
৪৯৮	إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن / أبو هريرة যখন ক্বারী (ইমাম) আমীন বলেন, তোমরাও আমীন বল	১২৬৩
৪৯৯	إذا بدا (وفى لفظ: طلع) حاجب الشمس / ابن عمر যখন সূর্য উদিত হয়	৩৯৬৬
৫০০	إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيبها / سعد بن أبي وقاص তোমাদের কেউ যদি মাসজিদে কফ ফেলে তবে যেন তা পরিষ্কার করে	১২৬৫

২. আবু মাসউদ বদরী (রা) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত। পূর্ববর্তী নাবুওয়াতের বাণীসমূহ হতে মানুষেরা সর্বশেষ যা পেয়েছে তা হলো যখন তোমার লজ্জা-শরম নেই তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই কর। (আস-সহীহাহ- ৬৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু আসাকীর তাঁর ‘তারীখে দামেশ্ক’-এ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুনাভী (র) ‘ফয়যুল ক্বাদিরে বলেন: “এর সানাদটি যঈফ। কেননা, এর (সানাদে) ফাতহুল মিসরী বর্ণনাকারী যঈফ। কিন্তু এর সাক্ষ্য রয়েছে ইমাম বায়হাকী (র)-এর “শু‘আবুল ঈমানে”। তিনি (র) ইবনু মাসউদ (রা) থেকে উক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া ইমাম বুখারী (র) সহীহ বুখারীতে “কিতাবুল আযিয়া” (بَابُ أَمِّ) (حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ بَابُ إِذَا لَمْ) ও কিতাবুল আদাব “আদাবুল মুফরাদে” হা. ৫৯৭ হিফা. ঢাকা, হা. ৫৯৯; সহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ লিলআলবানী হা. ৪৬৬; মিশকাত (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ৯/৪৮৫১; সাহাবী ইবনু মাসউদ (রা) থেকে إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ... শব্দে বর্ণনা করেছেন।

৩. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَدَ كَعْبًا، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: مَرِيضٌ، فَخَرَجَ يَمْشِي حَتَّى أَتَاهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَبْشِرْ يَا كَعْبُ! فَقَالَتْ أُمُّهُ: هِنِيئًا لَكَ الْجَنَّةَ يَا كَعْبُ! فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْمُتَأَلِّبَةُ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: هِيَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ يَا أُمَّ كَعْبٍ! لَعَلَّ كَعْبًا قَالَ مَا لَا يَغْنِيهِ، أَوْ مَنَعَ مَا لَا يَغْنِيهِ. (الصحيح: ৩: ৩১)

৩. কা‘ব ইবনু উজরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী কারীম ﷺ কা‘বকে দেখতে না পেয়ে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহাবীগণ বললেন, তিনি অসুস্থ। অতঃপর মহানবী ﷺ হেঁটে তার নিকট গেলেন। যখন তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বললেন: হে কা‘ব! সুসংবাদ গ্রহণ কর। (তা শুনে) তার ‘মা’ বললেন: হে কা‘ব! তোমার জন্য জান্নাতের অভিনন্দন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আল্লাহর (ফায়সালার) ব্যাপারে এই তাড়াহুড়াকারিণী কে? সে

(কা'ব) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উনি আমার 'মা'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে কা'বের মা! তা তুমি কিভাবে জানবে? হয়ত কা'ব এমন উক্তি করেছে যা তার জন্য সমীচীন ছিল না। অথবা সে এমন ব্যাপারে নীরব ছিল যা তার জন্য ক্ষতির কারণ হত না। (আস-সহীহাহ- ৩১০৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি কা'ব ইবনু উয়রা (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী হাদীসটি তার ^{مُعْجَمُ الْكَبِيرِ} -এর ৯/৯৩, ১৯/৯২ ও ১০৩ এবং তাঁর ^{مُعْجَمُ الْأَوْسَطِ} -এর (৭/১৬০) হা. ৭১৫৭-এর রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া তার ^{الصَّمْتِ} -এর ৭৮/১১০; ইমাম ^{الْمَنْزُورِ} তাঁর রচিত আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব-এর (দারু ইবনু রজব, মিসর) ৪/৬০ পৃষ্ঠা হা. ৪৭৮৮; (ইসলামিক ফা. ৪/১৮৪ পৃষ্ঠা হা. ৯৮)। ^{زَيْدِي} তাঁর ^{إِتْحَانُ السَّادَةِ} -এর (৭/৪৬১) খতীবে বাগদাদী তাঁর ^{تَارِيخُ بَغْدَادَ} -এর (৪/২৭৩) ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তাঁর ^{المُصَنَّفِ} -এর হা. ৯৭৪৪ এবং ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল তার ^{مُسْنَدُ} -এর (৩/৪৫৯) ও (৬/৩৮৯)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

আল্লামা হায়ছামী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ১০/৩১৪০০)।

৪- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الرَّجَالَ إِلَى اللَّهِ: الْأَلَدُ الْخَصِمُ. (المصباح: ২৭৭০)

৪. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী কারীম ﷺ বলেন: অতি ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি। (আস-সহীহাহ- ৩৯৭০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আয়িশা (রা) মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী তাঁর "সহীহ বুখারী" হা. ৪৫২৩; ফাতহুল বারী হা. ৭১৮৮; সহীহ মুসলিম- ৮/৫৭; ^{ابْنُ رَاهْوَيْهٍ} তার ^{جَمْعِي} তার কিতাবের ২৭৩; ^{عَبْدُ الرَّزَّاقِ} তার ^{تَفْسِيرُ} -এর (১/৮১) ইবনু হিব্বান হা. ১২৪৩)

তিরমিযী হা. ২৯৭২; নাসাঈ- ২/৩১১ (হা. ৫৪২৩); ইবনু হিব্বান হা. ৫৬৬৭; বায়হাকী- ১০/১০৮; বায়হাকীর 'আল-আসমা ওয়াস্-সিফাত' হা. ৫০১; আত্হামাদ- ৬/৮৫ ৬৩ ২০৫; মিশকাত (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ৭/৩৫৮৯)।

৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْعَضَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: نَقُلُ الْحَدِيثَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ لِيَفْسِدُوا بَيْنَهُمْ. (الصحيح: ৪৬০)

৫. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা জান **العضة** (চোগলখুরী) কী? তারা (সাহাবীগণ) বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (তা) সঠিকভাবে অবগত রয়েছেন। রাসূল ﷺ বললেন: (তা হলো) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যের নিকট লাগানো।
(আস-সহীহাহ- ৮৪৫)

হাদীসটি হাসান।

আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ৪২৫ (ইফা. ঢাকা হা. ৪২৭; সহীহ্ আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ৩২৭); ত্বাহবী তাঁর “শরহ মুশকিলিল আছার”-এ ৩/১৩৯; সুনানে বায়হাকী- ১০/২৪৬-৪৭।

আলবানী (র) বলেন: “হাদীসটির সানাদ হাসান এবং এর সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।” তাছাড়া হাদীসটির আরো সাক্ষ্য থাকার কথা তিনি (র) উল্লেখ করেছেন।

৬- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَمِيلٍ لَهُ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ يُكْنَى: أَبَا الْمُتَنَفِّقِ، قَالَ: أَتَيْتُ مَكَّةَ، فَسَأَلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالُوا: هُوَ بِعَرَفَةَ، فَذَهَبْتُ أَدْنُو مِنْهُ فَمَنْعُونِي، فَقَالَ: أَتَرْكُوهُ. فَذَنُوتُ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا اخْتَلَفَ عَنْقُ رَاحِلَتِهِ وَعَنْقُ رَاحِلَتِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَبِئْنِي بِمَا يُبَاعِدُنِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَيُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ: (١) تَعْبُدُ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْبُدُ) اللَّهَ وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. (٢) وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. (٣) وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ. (٤) وَتَصُومُ رَمَضَانَ. (٥) وَتَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ. (٦) وَأَنْظُرَ مَا تَحِبُّ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْتَوْهُ إِلَيْكَ، فَافْعَلْهُ بِهِمْ، وَمَا كَرِهْتَ أَنْ يَأْتَوْهُ إِلَيْكَ، فَذَرِهِمْ مِنْهُ - (الصحيح: ৪০-৮)

৬. মুহাম্মাদ ইবনু জিহাদাহ বনী আনবারের এক বন্ধুর নিকট থেকে বর্ণনা করেন। আর তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর উপাধি ছিল, আবুল মুনতাজিক। তিনি বলেন, আমি মাক্কায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে (সাহাবীগণ) বললেন: তিনি আরাফায় অবস্থান করছেন। আমি সেখানে গেলাম। অতঃপর তাঁর নিকট যেতে চাইলে সাহাবীগণ আমাকে বাধা প্রদান করলেন। (এটা দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তাকে ছেড়ে দাও (আসতে দাও)। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম। (আলোচনার পর) যখন তাঁর উট ও আমার উটের ঘাড় পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করুন যা আমাকে আল্লাহর আযাব হতে দূরে রাখবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (উত্তরে) তিনি বললেন: (ক) আল্লাহর ইবাদাত করো (কোন কোন বর্ণনায় تَعْبُدُ-এর স্থানে أُعْبُدُ ব্যবহার হয়েছে।) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। (খ) ফরজ সালাতসমূহ আদায় কর। (গ) ফরজ যাকাত আদায় কর। (ঘ) রামাযানের রোজা পালন কর। (ঙ) হাজ্জ ও উমরাহ পালন কর। (চ) মানুষের সাথে ঐরূপ আচরণ কর, যেমন আচরণ তাদের নিকট থেকে তুমি পেতে পছন্দ কর। একইভাবে তাদের সাথে ঐরূপ আচরণ পরিহার কর; যে রূপ আচরণ তাদের পক্ষ হতে তোমার প্রতি তুমি অপছন্দ করে থাক। (আস-সহীহাহ- ৩৫০৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَمِيلٍ لَهُ مِنْ بَنِي مُحَمَّدَ بْنِ جَعَادَةَ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী তার 'الْمَعْجَمُ الْكَبِيرُ'-এর (৪/১৬) পৃষ্ঠা হা. ৩২২২। দুলাবী তাঁর 'الْكُنَى وَالْأَسْمَاءُ'-এ ১/৫৬-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

হাদীসটির অধিক شَوَاهِدُ এবং مُتَابِعَاتُ এর কারণে সহীহ।

শাইখ আলবানী (র) এছাড়া আরো বর্ণনা করেছেন সহীহুর হা. (৩/১৩৭৭)। বিভিন্ন مُتَابِعَاتُ ভিত্তিতে হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করা হয়েছে।

৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَكْرَمَ النَّاسِ؟ قَالَ: أَتْقَاهُمُ اللَّهُ. قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ؟ قَالَ: فَأَكْرَمُ النَّاسِ: يَوْسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ.

আস-সহীহাহ- ৪

قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ؟ قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَنِي؟ النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِذَا فَفَهَرُوا. (المصباح: ৩৭৭৭)

৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম মানব কে? তিনি বললেন: যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু (সেই সর্বোত্তম মানব)। সাহাবীগণ বললেন, আমরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করিনি। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, সর্বোত্তম মানব ইউসূফ ‘আলাইহিস সালাম যিনি আল্লাহর নাবী; আবার নাবীর পুত্র অনুরূপভাবে তাঁর পিতাও নাবীর পুত্র। তাঁর দাদা আবার খালিলুল্লাহ হিব্রাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর পুত্র। সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমরা এ ব্যাপারেও প্রশ্ন করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তবে আরবের সম্ভ্রান্তদের (মর্যাদার উৎস বা আকর) সম্পর্কে জানতে চাও? মানুষ সম্ভ্রান্ত (মর্যাদার আকর) জাহেলী যুগের সম্ভ্রান্তগণ ইসলামী যুগেও সম্ভ্রান্ত যদি তারা বিদ্যায় অগ্রগামী হয় (অর্থাৎ, ঈলম ও ‘আমালে প্রাবল্যতা লাভ করে)। (আস-সহীহাহ- ৩৯৯৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবু হুরাইরা(রা) মারফু‘ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির ‘أَبَا عُمَرَ بْنِ -عَبِيدُ اللَّهِ- সানাদের শর্তে সহীহ্। সানাদের ‘إِسْنَادُ -أَبَى سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ- আর ‘حَفْصِ الْعُمَرِيِّ

হাদীসটি ইমাম দারেমী তার ‘الْمُسْنَدُ-এর হা. ২২৩; সহীহ্ বুখারী হা.

‘بَابُ مَنْ فَضَّلَ يُوسُفَ) ৭/১০৩; সহীহ্ মুসলিম- ৩৩৫৩, ৩৪৯০ এবং সহীহ্ মুসলিম- ৭/১০৩; তাছাড়া বুখারী তার সহীহার হা. ৩৩৭০, ৩৩৮৩ ও ৪৬৮৯-এ (عَلَيْهِ السَّلَامُ); তাছাড়া বুখারী তার সহীহার হা. ৩৩৭০, ৩৩৮৩ ও ৪৬৮৯-এ ‘أَبَى سَعِيدٍ-এর উল্লেখ ব্যতীত রিওয়ায়াত করেছেন। এমনিভাবে ‘ইবনে হিব্বান’ তার সহীহার হা. ৬৪৮; নাসায়ী তার ‘السُّنَنِ الْكُبْرَى-এর হা. ১১২৪৯ ‘يَحْيَى-এর তরীকে এই সানাদ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বুখারী তার ‘الْأَدَبُ-এর হা. ১২৯; ইমাম নাসায়ী তার ‘السُّنَنِ الْكُبْرَى-এর হা. (১১২৫০)-তে ‘عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ-এর তরীক থেকে আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ তার ‘الْمُسْنَدُ-এর হা. ৯৫৬৮-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। বাগাভী’র “শরহুস সুন্নাহ” ১৩/১২৫।

৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ: اتَّقُوا اللَّهَ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ.

(الصحيح: ১৭৭)

৮. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। (আস-সহীহাহ- ৭৬৯)

হাদীসটি যঈফ।

তাবারানী তাঁর “আল-আওসাত”-এ (৬/১৮); আত-তারগীব [মুহাম্মাদ তামির বলেন: “হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান (আত-তারগীব দারু ইবনে রজব, মিসর) ৩/৭ পৃষ্ঠা; হা. ৩০১৯] আত-তারগীব (ইফা. ঢাকা) ৩/১১৮ পৃষ্ঠা।

আলবানী (র) হাদীসটির সানাদকে যঈফ বলেছেন। [যঈফ আত-তারগীব- ২/১২৪৫ নং; আয-যঈফাহ- ৫/৫৩৬৯ নং]

তিনি সহীহাতেও যঈফ বলার সাথে সাথে অপর একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন: ইবনু জারীর ও ‘আবদ বিন হুমায়িদ ক্বাতাদাহ থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, فَإِنَّهُ أَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَخَيْرٌ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ, অতঃপর লিখেছেন- وَيَذِلُّكَ بِصِيرُ حَسَنًا (এটি হাসান মানে উত্তীর্ণ)।

শেষে লিখেছেন: হাদীসটি وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (সূরা আন-নিসা- ১) আয়াতের ব্যাখ্যা করে। (আস-সহীহাহ হা. ৮৬৯) অবলম্বনে।

৯- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ:

الْخَلْقُ الْحَسَنُ. (الصحيح: ১৭৭)

৯. আবু দারদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মিয়ানে (কিয়ামাত দিবসে পাপ-পুণ্য মাপার পাল্লায়) সর্বাপেক্ষা ভারী বস্তু হলো, উত্তম চরিত্র। (আস-সহীহাহ- ৮৭৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দারদা (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম ইবনু হিব্বান তার ‘الصحيح’-এর হা. (২/৪৮১)।

শাইখ শুআইব আল-আরনাউত বলেন: إسناده صحيح، رجاله ثقات، أسناده صحيح، رجاله ثقات، وهو الكبخاراني، فقد أدى له رجال الشيخين غير عطاء بن نافع،

أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالبَخَارِيُّ فِي (الْأَدَبِ الْمَفْرُودِ)، وَهُوَ ثِقَةٌ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو: هُوَ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ وَابْنُ أَبِي بَكِيرٍ: هُوَ يَحْيَى

হাদীসটি হাদীসটি ১০: ১০; বায়হাকী তার “উআবুল ঈমান” ৮০০৫ এবং ২৭৫১৭ ও ২৭৫১৮ এবং ২৭৫৩২; তিরমিযী তার ‘সুনানে’ হা. ২০০৩; ইমাম তাবারানী তার ‘-এর (৪২১০) (২৪/৬৫৩) ‘الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ’ এবং তার ‘الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ’ (২১৭৯ এর ‘مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ’ এবং তার ‘الْمُعْجَمُ الصَّغِيرُ’ এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। দারাকুতনী তার ‘-এর (৬/২২৩) ‘الْعِلَلُ’ এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ‘الطَّبْرَانِيُّ’ তার ‘-এর (২৪/৬৪৭) এবং (২৫/১৭৮) এ আবু নুঈম তার ‘-এর (৫/৭৫) ‘الْعَلَبَةُ’ তার ‘الْقَضَائِعُ’ এর হা. ২১৪ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আইমাদ তার ‘-এর হা. ২৭৪৯৬, ২৭৫৫৩ ও ২৭৫৫৫।

১০. عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَن رَّجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ، وَلَا تُكْثِرُ عَلَيَّ فَأَنْسَى. قَالَ: اجْتَنِبِ الْغَضَبَ. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اجْتَنِبِ الْغَضَبَ. (الصحيح: ৪৪৫)

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমাকে এমন কতিপয় বাক্য সম্পর্কে অবহিত করুন যে অনুযায়ী আমি জীবন-যাপন করতে পারি। অধিক কিছু বলবেন না, যার দরুন আমি তা ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ কর। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলে (আবার উক্ত বাক্যের প্রার্থনা করলে) তিনি বললেন, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ কর। (আস-সহীহাহ- ৮৮৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ১০: ১০; বায়হাকী তার “উআবুল ঈমান” ৮০০৫ এবং ২৭৫১৭ ও ২৭৫১৮ এবং ২৭৫৩২; তিরমিযী তার ‘সুনানে’ হা. ২০০৩; ইমাম তাবারানী তার ‘-এর (৪২১০) (২৪/৬৫৩) ‘الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ’ এবং তার ‘الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ’ (২১৭৯ এর ‘مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ’ এবং তার ‘الْمُعْجَمُ الصَّغِيرُ’ এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। দারাকুতনী তার ‘-এর (৬/২২৩) ‘الْعِلَلُ’ এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ‘الطَّبْرَانِيُّ’ তার ‘-এর (২৪/৬৪৭) এবং (২৫/১৭৮) এ আবু নুঈম তার ‘-এর (৫/৭৫) ‘الْعَلَبَةُ’ তার ‘الْقَضَائِعُ’ এর হা. ২১৪ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আইমাদ তার ‘-এর হা. ২৭৪৯৬, ২৭৫৫৩ ও ২৭৫৫৫।

শেহাব হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার “المُسْنَدُ”-এর হা. ২৩৪৬৮ ও ২৩১৭১ এ
 عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনে আবি শায়বা তার
 عَنْ سَعْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةَ-এর সূত্রে এই সানাদে রিওয়ায়াত
 করেছেন। ইমাম মালিক তার الْمُوطَأُ-এর (২/৯০৫) থেকে زَهْرِيُّ-এর
 তার الْمُصَنَّفُ-এর হা. ২০২৮৬ বাইহাকী তার السُّنَنُ-এর (১০/১০৫) তিরমিযী
 তার فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ-এর عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ তার السُّنَنُ-এর (২২৮৫)
 হা. ৩২২ রিওয়ায়াত করেছেন।

মুহাক্কিক শা'আযিব আল-আরনাউত (র)-ও হাদীসটির সানাদকে সহীহ বলেছেন
 (তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদ- ৫/২৩৫১৫ নং)

১১- عَنْ رِبْعَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
 فَأَعْطَانِي أَرْضًا، وَأَعْطَى أَبَا بَكْرٍ أَرْضًا، وَجَاءَتِ الدُّنْيَا
 فَاخْتَلَفْنَا فِي عِدْقِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ فِي حِذِّ أَرْضِي!
 وَقُلْتُ أَنَا: هِيَ فِي حِذِّي! وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ كَلَامٌ، فَقَالَ
 لِي أَبُو بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهْتُهَا وَنَدِمْتُ، فَقَالَ لِي: يَا رِبْعَةُ! رُدَّ عَلَيَّ
 مِثْلَهَا حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا. قُلْتُ: لَا أَفْعَلُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
 لَتَفُوكُنَّ أَوْ لَا سَتُعَدِّينَ عَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ.
 قَالَ: وَرَفَضَ الْأَرْضَ. فَاِنْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ
 ﷺ، فَاِنْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ، فَجَاءَ أَنَسٌ مِّنْ أَسْلَمَ فَقَالُوا: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا
 بَكْرٍ! فِي أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَعِدِّي عَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَكَ
 مَا قَالَ؟ فَقُلْتُ: أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهُوَ
 (ثَانِي اثْنَيْنِ)، وَهُوَ ذُو شَبَابَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِيَّاكُمْ يَلْتَفِتُ
 فَيَرَاكُمْ تَنْصَرُونِي عَلَيْهِ فَيَغْضِبُ، فَيَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَغْضِبُ
 لِحُضْبِهِ، فَيَغْضِبُ اللَّهُ لِحُضْبِهِمَا، فَيَهْلِكُ رِبْعَةُ، قَالُوا: فَمَا

تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: أَرْجِعُوا. فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَبِعْتَهُ وَحَدِي، وَجَعَلْتُ أَتْلُوهُ، حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَحَذَّاهُ الْحَدِيثَ كَمَا كَانَ. فَرَفَعَ إِلَيَّ رَأْسَهُ فَقَالَ: يَا رِبِيعَةُ! مَا لَكَ وَلِلصِّدِّيقِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ كَذَا وَكَانَ كَذَا، فَقَالَ لِي كَلِمَةً كَرِهْتُهَا، فَقَالَ لِي: قُلْ كَمَا قُلْتَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَجَلٌ، فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قُلْ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! قَالَ: فَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ يَبْكِي. (الصحيح: ٣٢٥٨)

১১. রবিয়াহ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাত করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একখণ্ড জমি প্রদান করেন এবং আবু বাকার (রা)-কে একখণ্ড জমি প্রদান করেন। এক ফলবান খেজুর গাছ নিয়ে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। আবু বাকার বলেন, গাছটি আমার সীমানাতে রয়েছে। আর আমি বললাম, গাছটি বরং আমার সীমানায় পড়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা (বাদানুবাদ) চলল। আবু বাকার (রা) আমাকে এমন এক কথা বললেন, যা আমার অপছন্দ হল এবং তিনি তাতে লজ্জিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে রবিয়াহ আমার প্রতি ঐরূপ (কথা যেমন আমি বলেছি) ফিরিয়ে দাও, যেন তা বদলা (প্রতিশোধ) হয়ে যায়। আমি বললাম, আমি এমন করব না (অর্থাৎ, ঐরূপ কথা বলব না)। আবু বাকার (রা) আমাকে বললেন, তুমি তা বল। অন্যথায় আমি তোমার বিপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্য নিব। আমি বললাম, আমি তা করব না।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আবু বাকার (রা) জমি ছেড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তখন আসলাম গোত্রের মানুষজন আসলো। তারা বলল, আল্লাহ তায়ালা আবু বাকার (রা)-এর উপর রহম করুন। তিনি [আবু বাকার (রা)] কোন ব্যাপারে আপনার বিপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্য প্রার্থনা করছে। আর তিনি আপনাকে কী বলেছে? আমি বললাম, আপনারা জানেন না ইনি কে? (অর্থাৎ

তাঁর মর্যাদা কত অধিক) ইনি আবু বাকার সিদ্দীক। তিনি দু'জনের দ্বিতীয়জন (অর্থাৎ হিজারাতকালে রাসূল ﷺ-এর গুহায় অবস্থানকালের সঙ্গী) তিনি মুসলমানদের মর্যাদাবান ব্যক্তি। তোমরা তার বিপক্ষে আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে সাবধান হও! তিনি দেখলে রাগান্বিত হবেন (অর্থাৎ, তোমরা আমাকে সাহায্য করা হতে বিরত থাক) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে গেলে তিনিও তাঁর রাগের দরুন রাগান্বিত হবেন। আর তাঁদের রাগান্বিত হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালাও রাগান্বিত হবেন। ফলে রাবিয়াহ ধ্বংস হবে। তারা (গোত্রের লোকেরা) বলল, আপনি আমাদের কী করতে বলছেন? তিনি (রাবিয়াহ) বললেন, তোমরা ফিরে যাও। আবু বাকার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন। আমি একাকী তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন, হে রাবিয়াহ! তোমার ও তোমার বন্ধুর কী হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এমন এমন হয়েছে। তিনি (আবু বাকার) আমাকে এমন এক কথা বলেছেন যা আমি অপছন্দ করি। তিনি আমাকেও ঐরূপ কথা বলতে বলেন, যেন তা বদলা (প্রতিশোধ) হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ঠিক আছে। তুমি তার প্রতিশোধ নিও না বরং তুমি বল, হে আবু বাকার! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। হে আবু বাকার আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: আবু বাকার (রা) কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। (আস-সহীহাহ- ৩২৫৮)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ৪/৫৮-৫৯; তাবারানী 'আল-মু'জামুল কাবীর'- ৫/৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪৫৭৭।

শু'আয়িব আল-আরনাউত বলেন: হাদীসটি আল-মুবারক বিন ফাযালাতের গোপনীয়তার কারণে যঈফুন জিদ্দান। তিনি ব্যাপকভাবে তাদলীস করতেন। যা তাদলসির ক্ষেত্রে খুবই নিকৃষ্ট। আর তিনি 'আন'আনাহ করেছেন। (তাহক্বীক্বূত মুসনাদে আহমাদ- ৪/১৬৬২৭)

উল্লেখ্য যে, হাদীসটি 'আন শব্দে বর্ণিত হয়নি। বরং হাদ্দাছানা শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে আলবানী (র) বলেন: “এর সানাদ সহীহ্ ও বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ। নিশ্চয় এতে ইবনু ফাযালাতের 'আন'আনাহ'র ভয় থাকে। এ পর্যায়ে সঠিকভাবেই বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া সবাই ছিক্বাহ।

ইমাম আবু যুর'আহ বলেন: যখন হাদ্দাছানা বলে তখন সে ছিক্বাহ।

হায়ছামী (র) বলেছেন: হাদীসটি হাসান (মাজমাযুয যাওয়ায়িদ- ৯/৪৫)। (আস-সহীহাহ্- ৩১৪৫)

১২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (المعجمة: ১৮৩৭)

১২. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন: সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী (-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি)। (আস-সহীহাহ- ১৮৩৭)

হাদীসটি যঈফ।

তাবারানী হাদীস নং ১৩৩২৬।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি যঈফ। কেননা, ফারওয়াতা বিন ক্বায়িস ও নাফি' বিন আব্দুল্লাহ মাজহুল (অজ্ঞাত)। কিন্তু হাদীসটির সাক্ষ্য রয়েছে ইবনু 'আমর এর মারফু হাদীসে (خِبَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا) ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ২৭১ হিফা. ঢাকা হা. ২৭২; সহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ২০৫। এবং ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহাতে হা. ৬১৭৭ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ উল্লেখ করেছেন। (আস-সহীহাহ- ১/২৮৬)

১৩- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ، إِذَا جَاءَ، أَنْاسٌ، فَقَالُوا: مَنْ أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (المعجمة: ১৮৩২)

১৩. উসামা ইবনু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা নাবী কারীম ﷺ-এর নিকট এমনভাবে বসে ছিলাম মনে হয় আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। আমাদের কেউই কোন কথা বলছিল না। হঠাৎ কিছু মানুষ এলো এবং বলল, আল্লাহর নিকট কোন বান্দা সবচেয়ে বেশি প্রিয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যে সবচেয়ে বেশি চরিত্রবান (সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় বান্দা)। (আস-সহীহাহ- ৪৩২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি উসামা ইবনু শারীক-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম সুযুতী তাঁর **الْجَامِعُ الصَّغِيرُ**-এর হা. ১৭৯ এ ইমাম তাবারানীর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম **الْفَيْضُ الْقَدِيرُ** তাঁর **الْمَنَازِلُ**-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

আল্লামা সুযুতী তাঁর ‘আল-জামেউস সগীর’-এ (হাদীস নং ১৭৯) তাবারানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

۱۴- عَنْ الْحَسَنِ مَرْسَلًا: إِحْفَظْ لِسَانَكَ، ثَكَلَتِكَ أُمُّكَ مَعَاذًا! فَهَلْ يُكَبِّرُ النَّاسُ عَلَى وَجْهِهِمْ إِلَّا أَلَسْنَتَهُمْ. (المصيبة: ۱۱২২)

১৪. হাসান থেকে মুরসাল সানাদে বর্ণিত; তোমার জিহ্বা সংযত কর। হে মুয়াজ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। জিহ্বাই মানুষকে অধোমুখী করে। (অর্থাৎ জিহ্বা তথা বাকচারিতার দরুনই মানুষ অধিকাংশ সময় বিপদে পড়ে)। (আস-সহীহাহ- ১১২২)

হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা সুযুতী তাঁর ‘জামেউস সগীর’-এ (হা. ২০৫) আল-খারায়িতী’র ‘মাকারিমুল আখলাক’-এর সূত্রে হাসান বসরী থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের সম্মিলিত বর্ণনা ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটিকে আলবানী (র) সহীহ বলেছেন।

۱۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ قَدْ وَلَّى حَرَهُ وَمَشَقَّتَهُ وَمَوْنَتَهُ فَلْيَجْلِسْهُ مَعَهُ: فَإِنْ أَبَى فَلْيَنَاولْهُ أَكْلَةً فِي يَدِهِ. (المصيبة: ۱২৮৫)

১৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; যখন তোমাদের খাদেম (কর্মচারী বা সেবক) তোমাদের কারো জন্য খাবার নিয়ে আসে, যে (খাবার প্রস্তুত করতে গিয়ে আগুনের) তাপ ও কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছে। তাকে (খাওয়ার জন্য) সাথে বসাবে; যদি সে অস্বীকৃতি প্রদর্শন করে (অর্থাৎ খেতে না চায় তবে) তার হাতে এক লোকমা (গ্রাস) দিবে। (আস-সহীহাহ- ১২৮৫)

১. আস-সহীহাতে হাদীসটি আল্লামা আলবানী (র) ২৫৬৮ নং হাদীসে পুনরুল্লেখ করেছেন। এ কিতাবের ২৩৮ নং হাদীসে তা বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

-তাজরীদকারক।

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর- সহীহ্ বুখারী'র ^{بَابُ إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ} এবং ^{بَابُ الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ} ইমাম দারেমী তার ^{الْمُسْنَدُ} ২/১০৭; ইমাম আহমাদ তার ^{الْمُسْنَدُ}-এর (২/২৮৩, ৪০৯ ও ৪৩০)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ^{إِتْحَانُ} তার ^{مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ} এর (৪/২৩৮)-এ ইমাম যাবেদী তার ^{الْهَبْئِيُّ} এর (৬/৩২৬); ইবনে হাজার তার ^{التَّلْخِصُ الْجَبَرُ} এর (৪/১৩); ^{السَّادَةُ} এর (৩/২৬৪)-এ ^{كَنْزُ الْعَمَالِ} এর হা. (২৫০১০); ইবনে কাদীর তার তারিখের (৩/২৬৪)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

১৬- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مَرْفُوعًا (مُرْسَلًا): إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي اللَّهِ فَلْيَبِينْ لَهُ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ فِي الْإِلْفَةِ، وَأَبْقَى فِي الْمَوَدَّةِ. (الصحيح: ১১৯৭)

১৬. আলী ইবনু হুসাইন থেকে মারফু' (মুরসাল) সানাদে বর্ণিত। যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে তখন সে যেন তাকে বলে দেয় (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার ভালবাসার বিষয় তাকে জানাতে হবে।) কারণ তা হৃদয়তার জন্য উত্তম এবং বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য উপযোগী। (আস-সহীহাহ- ১১৯৯)

হাদীসটি মুরসাল।

ওয়াকী' তাঁর 'কিতাবু যুহুদে' ২/৬৭/২ সহীহ্ সানাদে 'আলী বিন হুসাইন থেকে মারফু' সূত্রে।

আলবানী বলেন: আলী বিন হুসাইন বিন আলী (রা) সম্মানিত ছিক্বাহ বর্ণনাকারী এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের রাবী। মূলত হাদীসটি মুরসাল সহীহ্ সানাদে বর্ণিত। এর সাক্ষ্য হিসেবে মুজাহিদের মুরসাল বর্ণনা আছে ইবনু আবীদ দুনিয়ার 'কিতাবুল ইখওয়ানে' যেভাবে 'ফাতহুল কাবীরে' ১/৬৭ বর্ণিত হয়েছে। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীসও রয়েছে।....

১৭- عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ. (الصحيح: ১২১৭)

১৭. ‘আয়িশা (রা) থেকে মারফু’ সূত্রে বর্ণিত; যখন আল্লাহ তায়ালা কোন গৃহবাসীর মঙ্গল চান তখন তাদের মধ্যে হৃদয়তা সৃষ্টি করে দেন।

(আস-সহীহাহ- ১২১৯)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ; আর বায্বার জারিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুনিযীরী (র) বলেন: তাঁদের উভয়ের বর্ণনাকারীদের বর্ণনা সহীহ। [আত-তারগীব (ইফা. ঢাকা) ৩/৪৭৪ পৃষ্ঠা; হা. ৭; আলবানীর সহীহ আত-তারগীব- ৩/২৬৬৯) আলবানী (র) এর কয়েকটি সানাদের কথা বর্ণনা করেছেন।

১৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (١) إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تُكْذِبُ. (٢) وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا. (٣) وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ. قَالَ: وَقَالَ: (٤) الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ بَشْرَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالرُّؤْيَا مِنَ الشَّيْءِ يُحَدِّثُ بِهِ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ. (٥) فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلَا يُحَدِّثْهُ أَحَدًا، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: (٦) وَأَحْبَبُ الْقَيْدِ فِي النَّوْمِ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. (المصباح: ٣٠١٤)

১৮. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: (ক) যখন কিয়ামাত নিকটবর্তী (আসন্ন) হবে তখন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। (খ) তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদীই অতিসত্য স্বপ্ন দেখতে পাবে। (গ) মুসলিমের স্বপ্ন নবুওতের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (রাসূল ﷺ আরো) বলেন, (ঘ) স্বপ্ন তিন প্রকার। প্রথমতঃ শুভ স্বপ্ন; যা আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ। দ্বিতীয়তঃ শাইত্বানের পক্ষ হতে পেরেশানীমূলক স্বপ্ন। তৃতীয়তঃ মানুষের কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। (অর্থাৎ, সে দিনে বা জাগ্রত অবস্থায় যা কল্পনা করে স্বপ্নে তা-ই দেখে।) (ঙ) যখন তোমাদের কেউ স্বপ্নে অশ্রীতিকর কিছু দেখে; তখন সে যেন তা কারো নিকট বর্ণনা না করে এবং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে থাকে। (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন, (চ) আমি স্বপ্নে বেড়ি

(অর্থাৎ পায়ে বেড়ি পরানো)-কে পছন্দ করি এবং শৃঙ্খল (অর্থাৎ গলায় শৃঙ্খল বা বেড়ি পরানো কিংবা হাতকড়া)-কে অপছন্দ করি। (পায়ের) বেড়ি দ্বীনের উপর অটল থাকা বুঝায়। (আস-সহীহাহ্- ৩০১৪)

হাদীসটি সহীহ্।

মুসনাদে আহমাদ- ২/৫০৭।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

অনুরূপ বর্ণনা: সহীহ্ মুসলিম- ৭/৫৬; হা. ৬০৪২; তাহক্বীক্কৃত তিরমিযী- হাদীস নং ২২৭০; তাহক্বীক্কৃত আবু দাউদ- ৫০১৯।

১৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا جَاءَ خَادِمٌ أَحَدَكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ حَرَهُ وَعَمَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْعِدْهُ مَعَهُ لِبَآكُلٍ، فَلْيَنَاولْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ. (المصباح: ১০৬৩)

১৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কারো খাদেম (সেবক) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে- যে (আগুনের) গরম ও (কাজের) কষ্ট সহ্য করেছে। যদি তার সাথে খেতে না বস তবে যেন তার খাবার হতে এক লোকমা (গ্রাস) হলেও তাকে (খাদেমকে) দেয়।

(আস-সহীহাহ্- ১০৪৩)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ২/২০৪; ৪৬৪।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। সহীহ্ মুসলিমে কিছুটা ভিন্নভাবে (إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২০- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا شَهَرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ سِلَاحًا، فَلَا تَزَالُ مَلَائِكَةُ اللَّهِ تَلْعُنُهُ حَتَّى يَشْتَبِمَهُ عَنْهُ. (المصباح: ২১৭২)

২০. আবু বাকরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন: যখন কোন মুসলিম তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের উপর (তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে) তরবারী উত্তোলন করবে; তখন ফেরেশতারা তরবারী কোষাবদ্ধ না করা

পর্যন্ত তার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে। (অর্থাৎ, হত্যার বাসনা ত্যাগপূর্বক তরবারী খাপে না রাখা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার উপর লানাত করতে থাকে)। (আস-সহীহাহ- ৩৯৭৩)

হাদীসটি হাসান।

বায্যার তাঁর ‘মুসনাদে’ ৩/১০৩/৩৬৪১। শাইখ আলবানী (র)-এর কাছে হাদীসটি হাসান, তিনি এর উপর আপত্তির জবাব দিয়েছেন।

২১- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا ظَنَنْتُمْ فَلَا تَحَقُّقُوا. وَإِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا. وَإِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَاَمْضُوا، وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا. وَإِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا. (المصيبة: ৩৭৬২)

২১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা সন্দেহ পোষণ কর তখন তোমরা তাতে অটল থেকে না। যখন হিংসা করবে, তখন সীমাতিক্রম করবে না। যখন কিছু অশুভ মনে করবে তখন তা সম্পাদন করবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। যখন ওজন করবে তখন (পাল্লা) হেলিয়ে দিবে (অর্থাৎ বেশি দিবে)। (আস-সহীহাহ- ৩৯৪২)

হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান।

সুয়ূতী (র) তাঁর ‘আল-জামেউস সগীর’ ও ‘কাবীর’-এ বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির বিশ্লেষণের পর আলবানী (র) বলেন- فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي هَادِيسُ نَابِیِّ ﷺ-এর “نُسِبَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَصْلَ لَهُ” বাণী হিসেবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করার কোন ভিত্তি নেই।

তিনি অন্যত্র বলেন; হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান (আবু বকর শাফেঈ তাঁর ‘আল-ফাওয়ায়েদ’- ৪/৩৯/২; আলকামিল লি-ইবনু আদী- ১/২৩৫ ও ৪/৩১৫।

আলবানীর আয-যঈফাহ হাদীস নং ২৪৯৩; যঈফ জামেউস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহ্ হাদীস নং ৪৬৫।

২২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا غَضِبَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، سَكَنَ غَضَبُهُ. (المصيبة: ১২৭১)

২২. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয় তখন যদি সে **أَعُوذُ بِاللَّهِ** (আউযুবিল্লাহ) বলে তবে তার ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যাবে। (আস-সহীহাহ- ১৩৭৬)

হাদীসটি সহীহ।

আস-সাহমী তাঁর ‘তারীখে জুরজান’-এ পৃষ্ঠা ২৫২; আল-কামেল লি ইবনু ‘আদী- ১/২৯৭; বিভিন্ন হাদীসের সাক্ষ্য ও সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

২৩. **عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لَبَابَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاضَرَتْ خَطَايَاهُمَا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِمَا كَمَا يَتَنَاضَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ بِالسَّيْلِ. قَالَ عَبْدُ: فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّ هَذَا لَيْسِيرٌ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَقُلْ هَذَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آَلَفَ بَيْنَهُمْ﴾ (الأنفال: ৬৩) فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ عَلَى غَيْرِهِ. (الصحيح: ২০০৬)**

২৩. আবদাতা ইবনু আবু লিবাবাহ মুজাহিদ থেকে এবং তিনি ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করে তখন তাদের অঙ্গুলিসমূহ হতে গুণাহ এমনভাবে ঝরতে থাকে যেমন শীতকালে গাছ থেকে পাতা ঝরতে থাকে। আবদাহ বলেন, আমি মুজাহিদকে বললাম, এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার। মুজাহিদ বললেন, এমন বলো না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে (কুরআন মাজীদে) বলেন: যদি আপনি তাদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করতেন তথাপি তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হতেন না বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদের মাঝে হৃদয়তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা

আল-আনফাল- ৬৩ আয়াত) তখন আমি তার ঈলমের (বিদ্যার) গভীরতা অন্যান্যদের তুলনায় অনুভব করলাম। (আস-সহীহাহ- ২০০৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবদাতা ইবনু আবু লিবাবাহ মুজাহিদ থেকে আর মুজাহিদ ইবনে আব্বাস থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী তার “আত্-তারিখুল আওসাত” পৃষ্ঠা ১৬৫-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: **شَوَاهِدٌ** ও **مُنَابِعَاتٌ**-এর ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ।

২৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دِينَ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ. (الصحيح: ১৩-৬৭)

২৪. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার বাবা হাজ্জ পালন না করেই মৃত্যুবরণ করেছে। আমি কি তার পক্ষ হতে হাজ্জ করতে পারব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কী বল, যদি তোমার বাবার উপর কোন ঋণ থাকত তা তুমি পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কাজেই তুমি তোমার বাবার পক্ষ হতে হাজ্জ পালন কর। (আস-সহীহাহ- ৩০৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু হিব্বান (৬/১২১/৩৯৭১-আল-ইহসান তাহকীক ইবনু হিব্বান); ত্বাহবী তাঁর ‘শরহু মুশকিলিল আছার’-এ ৩/২২১; তাবারানী তাঁর ‘আল-কাবীরে’ ১২/১৫/১২৩৩২)।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ, ছিক্বাহ ও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী।

মুহাক্কিকু ও'আয়িব আল-আরনাউত (র) বলেন: “বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ ও সহীহ মুসলিমের, তবে ইব্রাহীম বিন হাজ্জাজ আস-সামী ছাড়া।” (তাহকীকুত ইবনু হিব্বান- ৯/৩০২/৩৯৯০)

২৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ:
أَرْحَمَكُمْ أَرْحَمُكُمْ! . (الصحيح: ১৫৩৮, ৭৩৬)

২৫. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী করীম ﷺ মৃত্যু শয্যায় বলেন, তোমাদের আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্ক থেকে। তোমাদের আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্ক থেকে। (অর্থাৎ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো তা ছিন্ন করো না)। (আস-সহীহাহ- ১৫৩৮, ৭৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু হিব্বান হা ২০৩৭; হাফিয ইরাকী ‘আল-মাজলিস ৮৬ মিনাল আমালী’।

মুহাক্কিক্ব শু‘আযিব আরনাউত (র) বলেন: “সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। (তাহক্কীক্বত ইবনু হিব্বান- ২/১৭৯/৪৩৬)

২৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ مَرْقُوعًا: أَرْحَمُوا تَرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَوَيْلٌ لِّلْأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَوَيْلٌ لِّلْمَصِيرِينَ الَّذِينَ يَصْرُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

(الصحيح: ১৪৭)

২৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে মারফু‘ সূত্রে বর্ণিত; তোমরা (মানুষের উপর) অনুগ্রহ কর (তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে) তোমাদের অনুগ্রহ করা হবে। তোমরা (মানুষকে) ক্ষমা কর (তবে) আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন। ধ্বংস কর্কশভাষীদের জন্য (অর্থাৎ কঠোরভাষী যারা তাদের জন্য মঙ্গল নেই) এবং ধ্বংস ঐ সকল দৃঢ়পদ ব্যক্তির জন্য যারা জেনে-শুনে স্বীয় (মন্দ) কর্মসমূহের উপর অটল থাকে। (আস-সহীহাহ- ৪৮২)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর ‘আদাবুল মুফরাদে’ হাদীস নং ৩৮০ (ইফা. ঢাকা, হা. ৩৮২); আহমাদ- ২/১৬৫, ২১৯।

আলবানী (র) বলেন: এই হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

ইমাম মুনিযিরী (র) তাঁর ‘আল-আত্-তারগীব’-এ বলেছেন: আহমাদ বর্ণনা করেছেন জাইয়েদ সানাদে। [আত্-তারগীব (ইফা, ঢাকা) ৩/২৪০ পৃষ্ঠা; হা. ৩; সহীহ আত্-তারগীব- ২/২৭৩/২২৫৭, ২/৩২২/২৪৬৫]

২৭- عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَرْقَاءُكُمْ! أَرْقَاءُكُمْ، أَرْقَاءُكُمْ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، فَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ، فَيَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تَعْذِبُوهُمْ. (المصيبة: ১৭৮)

২৭. ইয়াযিদ ইবনু জারিয়াহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জের দিন বলেছেন, তোমাদের দাসদাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকে। তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকে, তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান থেকে। (অর্থাৎ, তাদের অধিকার আদায় করো, তাদের প্রতি অত্যাচার কর না এবং আল্লাহকে ভয় কর) তোমরা যা খাও তাদেরও তা খাওয়াও, তোমরা যা পর তাদেরও তা পরাও। যদি তারা কোন অপরাধ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে ইচ্ছা কর না। তবে আল্লাহর বান্দাদের বিক্রয় করবে। তাদের কষ্ট দিবে না। (আস-সহীহাহ- ৭৪০)

আল-মাজমায়'- ৪/২৩৬; আহমাদ- ৪/৩৫-৩৬।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির বিভিন্ন দুর্বলতা উল্লেখ করার সাথে সাথে অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটিকে সহীহ্ গণ্য করেছেন। (আস-সহীহাহ- ৪৩২)

অন্যত্র তিনি (র) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (আহমাদ, তাবাক্বাতু ইবনু সা'দ সূত্রে: সহীহ্ আল-জামে'উস সগীর ওয়া যিয়াদাতাহ- ১/৯০৫ নং)

শুআযিব আল-আরনাউত বলেন: হাদীসটির সানাদ যঈফ। কেননা (সানাদের অন্যতম রাবী) 'আসিম বিন 'উবায়দুল্লাহ যঈফ বর্ণনাকারী। তিনি বলেন, ইবনু 'আসিম বিন উমার বিন আলখাত্তাব (রা)। 'আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জারিয়াহ ছাড়া অন্যান্যরা সিকাহ এবং সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাকারী।

তবে ইমাম বুখারী ও আসহাবুস সুনান (আবু দাউদ, তরিমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ) তার থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাহকীকুত মুসনাদে আহমাদ- ৪/৩৫/১৬৪৫৬)

২৮- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَحْيُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. (المصيبة: ১৮৩)

আস-সহীহাহ- ৫

২৮. উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা লজ্জা পোষণ করে থাক। আল্লাহ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাপোষণ করেন না। তোমরা স্ত্রীদের পায়ুপথ ব্যবহার করো না। (আস-সহীহাহ- ৩৩৭৭)

হাদীসটি সহীহ্।

নাসায়ী তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরাতে' ৫/৩২২/৯০০৯; বায্‌যার তাঁর মুসনাদ 'سَوَائِي الْأَخْلَاقِي' - ১/৪৭৪/৩৩৯; আলখারায়িতী তাঁর 'আলমুসনাদুল কাবীর'-এ ২/৩৪৪/৭৭৯।

শাইখ আলবানী (র) একই মর্মে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের পর্যালোচনার পর অন্যান্য সাক্ষ্যমূলক বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

ইমাম মুনযিরী (র) লিখেছেন, আবু ইয়া'লা জাইয়েদ সানাদে বর্ণনা করেছেন। [আত্-তারগীব- (ইফা. ঢাকা) ৩/৩৩৭ পৃষ্ঠা; হা. ১৪; সহীহ্ আত্-তারগীব- ২/৩১২/২৪২৬)

২৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: اسْمَحْ بِسَمْعٍ لَكَ. (المصبعة: ১১৫৭)

২৯. আব্বাস (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তুমি নম্রতা প্রদর্শন কর তোমার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা হবে। (আস-সহীহাহ- ১৪৫৬)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ১/২৪৮; মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আর-রাবি'রী তাঁর 'জুজ'উ মিন হাদীসিহ্' ২/২১২।

আলবানী (র) বলেন: “এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ, যদিও ওয়ালিদ 'আন'আনাহ বর্ণনা করেছেন।” অতঃপর এর সমর্থনে অন্যান্য মুত্তাসিল ও সহীহ্ সানাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুনযিরী (র) বলেন: আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে মাহদী বিন জা'ফর ছাড়া সবাই সহীহ্ গ্রন্থের বর্ণনাকারী। [আত্-তারগীব- (ইফা. ঢাকা) ২/৬১৬ পৃষ্ঠা, হা. ৬]

৩০- عَنْ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا: اِضْمِنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمِنَ لَكُمْ الْجَنَّةَ: إِصْدِقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُوا إِذَا اتَّيَبْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغَضُوا أَبْصَارَكُمْ، وَكَفُوا أَيْدِيَكُمْ. (المصبعة: ১১৭০)

৩০. উবাদাহ (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দিলে আমি তোমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব। (ক) যখন তোমরা কথা বলবে সত্য বলবে; (খ) ওয়াদা করলে তা পালন করবে; (গ) আমানত গ্রহণ করলে তা আদায় করবে; (ঘ) লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে; (ঙ) দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং হাতকে (অন্যায় কর্ম থেকে) সংযত রাখবে। (আস-সহীহাহ- ১৪৭০)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু খুযাইমাহ- ৩/৯১; ইবনু হিব্বান হা. ১০৭; হাকিম- ৪/৩৫৮-৫৯; আল-খারায়ত তাঁর 'আল-মাকারিম'-এ পৃষ্ঠা ৩১; আহমাদ- ৫/৩২৩; আব্বারানী 'আল-মুনতাক্বা' ১/৪৯; বায়হাকী তাঁর 'শুআবুল ইমান'-এ ২/৪৭/১।

আলবানী (র) হাদীসটি পর্যালোচনার শেষে হাদীসটিকে হাসান ও সহীহু মানে উত্তীর্ণ বলেছেন।

আরো দ্রষ্টব্য আত্-তারগীব (ইফা. ঢাকা) ৩/৩৩১ পৃষ্ঠা, হা. ৪৮; আলবানী (র) এ বর্ণনাটিকে হাসান লিগাইরিহী বলেছেন। (সহীহু আত্-তারগীব- ৩/৪০/২৯২৫)

৩১- عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِيْ امْرَأَةً أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: طَلِّقْهَا. فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَطْعَ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا. (المصحيح: ৭১৭)

৩১. হামযাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (ইবনু উমার) বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল যাকে আমি ভালবাসতাম। উমার (রা) তাঁকে অপছন্দ করতেন। উমার (রা) বললেন, তাকে তলাক দাও। আমি অস্বীকৃতি জানালাম। তিনি নাবী ﷺ-কে তা অবগত করলেন। নাবী ﷺ বললেন: তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তলাক দাও। (আস-সহীহাহ- ৯১৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হামযাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তাঁর বাবার সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম হাকিম নাইসাবুরী তার 'المستدرک علی'

‘الصَّحْبَيْنِ’-এর (৩/৫২৭) আহমাদ তার ‘المُسْنَدُ’-এর (২/২২০, ১৬৪, ২০৬); ইমাম ইবনে হাজার ‘المَطَالِبُ الْعَالِيَةُ’-এর হা. ৪৪৮৪ এ ইমাম বুখারী তার ‘المَجْمَعُ’-এর ‘التَّارِيخُ الْكَبِيرُ’-এর হা. ২৯; ইমাম ‘الْهَيْثَمِيُّ’ তার ‘مُرْتَضَى الزُّبَيْدِيِّ’-এর হা. ২০২৫ ইমাম ‘الْإِسْلَامِيُّ’ তার ‘إِتْحَانُ السَّادَةِ’-এর (৫/৩৯২)-এ ইমাম হিন্দী তার ‘كُنْزُ الْعُمَالِ’-এর হা. ৪৫৫০৮-এ রিওয়াযাত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৩২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَرَادَ سَفْرًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: أَعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: اسْتَقِمْ، وَلْتُحَسِّنْ خُلُقَكَ. (المصيبة: ১৭২৮)

৩২. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; মুয়াজ ইবনু জাবাল (রা) সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি (ﷺ) বললেন: আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আরো অধিক কিছু বলুন। তিনি (ﷺ) বললেন: যখন (কোন) মন্দ কর্ম করবে তখন (তার পরিবর্তে) সৎ কাজ করবে। তিনি (মুয়াজ ইবনু জাবাল) বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আরো অধিক কিছু নসীহত করুন। তিনি (ﷺ) বললেন: (এগুলোর উপর) দৃঢ়পদ (অটল) থাক এবং তোমার আচরণ উত্তম কর। (আস-সহীহাহ- ১২২৮)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু হিব্বান হা. ১৯২২; হাকিম- ৪/২৪৪।

হাকীম বলেছেন- এর সানাদ সহীহ্। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ ও সহীহ মুসলিমের রাবী। তবে সাঈদ বিন আবীল সামিত। ইবনু হিব্বান (র) তাঁকে ‘ছিক্বাতে’ উসামা বিন যায়িদ থেকে বর্ণনা করেন। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৩৩- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَمَتَّ لَهُ بِرَحْمِ بَعِيدَةٍ، فَلَا أُنَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إَعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ، تَصْلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ بِالرَّحِمِ إِذَا قَطَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً، وَلَا بَعْدَ بِهَا إِذَا وَصَلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً. (الصحيح: ২৭৭)

৩৩. ইসহাক ইবনু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: তিনি [ইবনু আব্বাস (রা)] অনেক দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়তার সম্পর্ক তার সাথে আবিষ্কার করলেন এবং তাঁর সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের বংশ পরম্পরা জেনে রেখ। আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রেখ। কারণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক যখন ছিন্ন হয় তখন তা যতই নিকটবর্তী হোক না কেন, নিকটবর্তী থাকে না। আর যখন সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন তা যত দূরবর্তী হোক না কেন, দূর থাকে না। (আস-সহীহাহ- ২৭৭)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ আত-তায়ালিসী তাঁর 'মুসনাদে' হা. ২৭৫৭; হাকিম- ৪/১৬১; আস-সামআনী (র) তাঁর 'আল-আনসাবে' ১/৭ তায়ালিসীর তরিকায়।

আর হাকিম বলেন: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

যাহাবী এতে চূপ থেকেছেন। আর আলবানী (র) বলেন; এটা এককভাবে সহীহ মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ।

৩৪- عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ جَلِيدٍ الْحَجَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَّتْ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَّتْ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ، قَالَ: أَعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

(الصحيح: ৫৪৪)

৩৪. আব্বাস ইবনু জুলাইদ আল হাজরী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাদেমকে কতবার ক্ষমা করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। অতঃপর লোকটি আব্বাসে ঐ বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার যখন প্রশ্ন করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: দৈনিক সত্তরবার তাকে ক্ষমা কর।

(আস-সহীহাহ- ৪৮৮)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ হা. ৫১৬৪; আহমাদ- ২/৯০।

আলবানী (র) বলেন: “এর সানাদ সহীহ্।”

ইমাম মুনিয়রী (র) ‘আত-তারগীবের’ ৩/১৬৩-তে বলেন: আবু ইয়াল্লা জাইয়্যেদ সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযীও তা বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি: “তিরমিযীতে উক্ত শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি।”

৩৫. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى قَوْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي؟ قَالَ: أَفْشِ السَّلَامَ وَأَبْذِلِ الطَّعَامَ. وَأَسْتَحْيِ مِنَ اللَّهِ اسْتِحْيَاءَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِكَ. وَإِذَا أَسَاتَ فَاحْسِنِ، وَلَتَحْسِنِ خُلُقَكَ مَا اسْتَطَعْتَ. (المعينة: ৩৫৫৭)

৩৫. মুয়াজ ইবনু জাবাল থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে (প্রতিনিধি হিসেবে) এক গোত্রের প্রতি প্রেরণ করছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সালামের প্রসার ঘটাবে এবং খাবার বিতরণ করবে (অর্থাৎ মানুষদের আহার করাবে) তোমার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে যেমন লজ্জাপোষণ কর তদ্রূপ আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাপোষণ করবে। যখন কোন ক্রটি কর তখন (তার বিনিময়ে) সৎ কাজ করবে। যতটুকু সম্ভব তোমার আচরণ উত্তম করবে।^১

(আস-সহীহাহ- ৩৫৫৯)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

১. [শাইখ আলবানী (র) বলেন:] সিলসিলা আল-আহাদীস আযযঈফাতে দীর্ঘদিন ধরে এ হাদীসটি আমি সংগ্রহ করেছি। অতঃপর আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, ঐগুলো তার “শাওয়াহেদ” (স্বপক্ষীয় হাদীস) তা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক। (অর্থাৎ,==

ইবনু নাসর আল-মারুযীর ‘আল-ঈমান’ ১/৩২৬; বাযযার তাঁর ‘কাশফুল আসতারে’ হাদীস নং ২১৭২।

আলবানী (র)-এর বিভিন্ন সানাদ সম্পর্কে অভিযোগের জবাব দিয়েছেন।

তবে একই মর্মে কিছু ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হাদীসকে তিনি যঈফও বলেছেন। (যঈফ জামে’ সগীর হা. ৯৯৩; আয-যঈফাহ হা. ২৭৩০)

৩৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ سُرُورًا، أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْعِمَهُ خَبْزًا.
(المصحيح: ১৬৭৬)

৩৬. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; সার্বোত্তম আমাল হলো তোমার ভাইয়ের সাথে তুমি প্রফুল্লচিত্তে সাক্ষাৎ করবে এবং তার ঋণ পরিশোধ করবে এবং তাকে রুটি (আহার্যদ্রব্য) খাওয়াবে।

(আস-সহীহাহ- ১৪৯৪)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু আবীদ দুনিয়া ^{فَضَاءُ الْحَوَانِجِ} পৃষ্ঠা ৯৮; দায়লামী- ১/১/১২৩।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান ও বর্ণনাকারীদের ছিক্বাহ বলেছেন। সর্বশেষ তিনি হাদীসটিকে বিভিন্ন হাদীসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন।

== আস-সহীহাতে এর তাখরীজ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এখন আমি এর ব্যাপারে মনোনিবেশ করব। যাতে পাঠকগণ এক প্রকাশ্য বর্ণনা পেতে পারেন। সুতরাং আমার বক্তব্য হল, প্রথম বাক্য তা আবদুল্লাহ ইবনু সালামের রিওয়ায়াতে আলোচিত হয়েছে যা ইমাম তিরমিযী (র) উল্লেখ করে সহীহ বলেছেন। তা (৫৬৯) নং হাদীসে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্য তা সাঈদ ইবনু ইয়াযিদ আল-আনসারীর হাদীসে আহমাদ ও অন্যান্যদের রিওয়ায়াতে উত্তম সানাদে বর্ণিত হয়েছে (৭৪১) নং হাদীসে তা আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় বাক্য ও সর্বশেষ বাক্য তা আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের হাদীসে ইবনু হিব্বান ও অন্যান্যদের বর্ণনায় হাসান সানাদে বর্ণিত হয়েছে (১২২৮) নং হাদীসে আলোচিত হয়েছে। অতএব, এখন হাদীসটি সহীহ হয়ে গেল- আল-হামদুলিল্লাহ।

(তাজরীদকারক বলেন:) এসকল হাদীস যা শাইখ [নাসীরুদ্দীন আলবানী (র)] নব্বরসহ এ কিতাবে ইঙ্গিত করেছেন যথাক্রমে (৪৬১, ১০২ ও ৩২) নং হাদীসে তা দেখে নিন। -তাজরীদকারক।

৩৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ

الْبَيْنِ. (الصحيح: ২১২৭)

৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; সর্বোত্তম সাদাকা হল, পরস্পরের মাঝে সমঝোতা করা। (আস-সহীহাহ- ২৬৩৯)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

আল-মুত্তাখাব মিনাল মাসানিদ- ২/৪৩; বাযযার- হা. ২০৫৯ প্রভৃতি।

শাইখ আলবানী (র) লিখেছেন- তিনি প্রথমে হাদীসটির যঈফ হওয়া দেখে তা যঈফুল জামে'তে (হাদীস নং ১০১২) আনেন। অতঃপর দেখেন হাফেয মুনিযরী (র) এটিকে হাসান লিগাইরিহী বলে উল্লেখ করেছেন। তখন তিনি এটি সহীহাতে সংযোজিত করেন।

৩৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ الْعَرَبُ تَخْدِمُ بَعْضَهَا

بَعْضًا فِي الْأَسْفَارِ، وَكَانَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَجُلٌ يَخْدِمُهُمَا، فَنَامَا، فَاسْتَيْقَظَا، وَلَمْ يَهَيِّئْ لَهُمَا طَعَامًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا

لِصَاحِبِهِ: إِنَّ هَذَا لَيَوَانِمُ نَوْمَ نَبِيِّكُمُ ﷺ (وَفِي رِوَايَةٍ: لَيَوَانِمُ نَوْمَ

بَيْتِكُمْ) فَأَيَقُظَاهُ فَقَالَا: إِنَّتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ

وَعُمَرُ يَقْرَنَانِكَ السَّلَامَ، وَهُمَا يَسْتَأْذِمَانِكَ. فَقَالَ: أَقْرِهُمَا

السَّلَامَ، وَأَخْبِرَهُمَا أَنَّهُمَا قَدْ آتَدِمَا! فَفَزِعَا، فَجَاءَا إِلَى النَّبِيِّ

ﷺ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَعَثْنَا إِلَيْكَ نَسْتَأْذِمُكَ، فَقُلْتَ: قَدْ

آتَدِمَا. فَبَايَ شَيْءٍ آتَدَمْنَا؟ قَالَ: بِلَحْمٍ أَخْيَكُمَا، وَالَّذِي نَفْسِي

بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى لَحْمَهُ بَيْنَ أَنْيَابِكُمَا. قَالَا: فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، قَالَ:

هُوَ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمَا. (الصحيح: ২১০৮)

৩৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; আরবদের একে অন্যকে সফরের সময় সেবা (খেদমত) করত। আবু বকর ও উমর (রা)-এর সাথে এক ব্যক্তি ছিল যিনি তাদের খেদমত করত। তারা উভয়ে ঘুমিয়েছিলেন। অতঃপর তারা জাগ্রত হলেন। (কিন্তু খাদেম) তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেনি (বরং সে ঘুমিয়েছিল) তাদের একজন অন্যকে বলছিল, এ (খাদেম) তোমাদের নবীর ঘুমের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করেছে (অন্য এক রিওয়াযাতে আছে, তোমাদের গৃহের ঘুমের সাথে সাদৃশ্যতা রেখেছে) অতঃপর তারা তাকে (খাদেমকে) জাগিয়ে দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বল, যে আবু বাকার ও উমার (রা) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার কাছে তরকারী (অর্থাৎ খাবার) চেয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের সালাম জানাবে এবং বলবে যে, তারা উভয়েই খাবার গ্রহণ করেছে। (এ কথা শুনে) তারা ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং (উভয়েই) নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট খাদেমকে খাবার চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। আপনি বলেছেন যে, আমরা খাবার খেয়েছি। তো আমরা কী দিয়ে খাবার খেলাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের ভাইয়ের গোশত দিয়ে। আল্লাহর শপথ! আমি তার গোশত তোমাদের নখের মধ্যে দেখছি। তারা [আবু বাকার ও উমার (রা)] বললেন, আমাদের ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমাদের ক্ষমা করবে। (আস-সহীহাহ- ২৬০৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) সূত্রে রিওয়াযাত করেছেন। হাদীসটি আল-খারায়িতী “مَسَائِدُ الْأَخْلَاقِ” হা. ১৮৬; যিয়া আল-মাকদেসী তাঁর ‘আলমুখতারাহ’-এ (২/৩৩/২)-এ হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ। সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ আবু বদর আল-গাবারী ছাড়া অন্যান্যরা সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী।

٣٩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا: أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ
إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوْطُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يُؤْلِفُونَ
وَيُؤْلَفُونَ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُؤْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ. (الصحيح: ٧٥١)

৩৯. আবু সাউদ খুদরী (রা) হতে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি; যে তাদের মধ্যে চরিত্রগত দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম, নম্র স্বভাবী, অতিথিপরায়ণগণ, যারা (অন্যকে) ভালবাসে এবং (অন্যের) ভালবাসা পায়। ঐ ব্যক্তিদের মাঝে কল্যাণ নেই- যারা অন্যকে ভালবাসে না এবং (অন্যের) ভালবাসা পায় না। (আস-সহীহাহ- ৭৫১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু সাউদ খুদরী (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবু দাউদ তার ^১السُّنَنِ-এর হা. ৪৬৮২; ইমাম আহমাদ তার ^২المُسْنَد-এর (২/২৫০, ৪৭২, ৫২৭); দারেমী তার ^৩السُّنَنِ-এর (২/৩২৩); হাকিম তার ^৪المُسْتَدْرَك-এর (১/৩); তাবারানী তার ^৫المُعْجَم الصَّغِير-এর (১/২১৮) তার ^৬الهِشْمِيِّ তার ^৭المُعْجَم-এর হা. ১৩১১ ও ১৯২৬ এবং ^৮المُجْمَع-এর (৪/৩০৩, ৮/২১-২২)-এ ^৯إِنْ حَجَرَ তার ^{১০}المَطَالِبُ الْعَالِيَةِ-এর হা. ২৫৪১; তার ^{১১}جَلْبَةُ الْأَوْلِيَاءِ তার ^{১২}أَبُو نَعِيم-এর (৩/৪১১); তার ^{১৩}إِنْ حَجَرَ তার ^{১৪}أَبُو نَعِيم-এর (৯/২৪৮); ইবনে মাজার ^{১৫}الْبَارِي-এর (১০/২৫৮); মেশকাতের হা. ^{১৬}الْمَرْتَضِ-এর (১/২০০)-এ ^{১৭}كُشِفَ الْخُفَا তার ^{১৮}الْعَجَلُونِي-এর ৩২৬৪, ৫১০১-এ ^{১৯}الْمَغْنِيِّ عَنْ তার ^{২০}الْعِرَاقِي-এর (৫/৩৫৫, ৭/৩৫৮); তার ^{২১}التَّحَاثُ তার ^{২২}الزُّبَيْدِي-এর (২/৪৫); ইমাম বুখারী তার ^{২৩}التَّارِيخُ الْكَبِير-এর (২/১৩০) তার ^{২৪}السَّنَى তার ^{২৫}وَاللَّيْلَةِ وَالْيَوْمِ-এর হা. ৬৪; তার ^{২৬}الْأَجْرِيِّ তার ^{২৭}إِبْنُ الْبَرِّ তার ^{২৮}الذَّرَرُ الْمُنْثَوْر-এর (২/৭৪-৭৬); তার ^{২৯}الشَّرِيعَةِ তার ^{৩০}إِبْنُ الْبَرِّ তার ^{৩১}الْمُنْهَد-এর (৯/২৩৭-২৪৪) এ ইমাম ^{৩২}الْهَنْدِيُّ তার ^{৩৩}كَنْزُ الْعَمَال-এর হা. (৫১৩০, ৫১৩১, ৫১৭৯, ৫২০২, ৫২০৩, ১০৫৩১); তার ^{৩৪}تَارِيخُ তার ^{৩৫}أَبُو نَعِيم-এর (২/৬৭) এবং ^{৩৬}شَيْبَةَ তার ^{৩৭}إِبْنُ أَبِي-এর (২/৬৭) এবং ^{৩৮}أَصْفَهَانَ তার ^{৩৯}الْكَامِل-এর হা. (১৭-২০ ও ২২৫) এছাড়াও শাইখ আলবানী তাঁর ^{৪০}الرِّفَاف-এর হা. ১৬১-তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: অসংখ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি হাসান মানে উল্লীর্ণ।

٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ

إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَائِهِمْ. (الصحيح: ১২৮৬)

৪০. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুমিনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ ঈমানদার যিনি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চরিত্রবান। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি—যে তার স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে ভাল। (আস-সহীহাহ- ২৮৪)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী- ১/২১৭-১৮; আহমাদ- ২/২৫০, ৪৭২; আবু দাউদ হা. ৪৬৮২; মুসান্নাফে আবী শায়বাহ ১২/১৮৫/১; আবু নাসিম তাঁর ‘আল-হিলইয়া’-এর ৯/২৪৮; হাকিম- ১/৩।

হাকিম বলেছেন: হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বরং এটি হাসান হাদীস। কেননা, মুহাম্মাদ বিন ‘আমর সামান্য যঈফ। আর এটি সহীহ মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। সুতরাং তিনি এটিকে সমর্থক (হাদীস) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।...

٤١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا

أَخْبِرَكُمْ بِمَنْ يَحْرَمُ عَلَى النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تَحْرَمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيْنَ سَهْلٍ. (الصحيح: ৭২৮)

৪১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদের ঐ ব্যক্তির সংবাদ দিব না? যে (জাহান্নামের) আগুনের জন্য হারাম অথবা যার জন্য (জাহান্নামের) আগুন হারাম? (রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) প্রত্যেক হিতৈষী, নম্র ও শান্তের জন্য (জাহান্নামের) আগুন হারাম। (আস-সহীহাহ- ৯৩৮)

হাদীসটি সহীহ।

তিরমিযী- ২/৮০; ইবনু হিব্বান- ১০৯৬, ১০৯৮; আল-খারায়ীতি ‘মাকারিমুল আখলাক’ ১১, ২৩; আহমাদ- ১/৪১৫; তাবারানী ‘আল-মুজামুল কাবীর’

৩/৮৩/২; আবুল কাশেম কুশায়রী 'আল-আরবাসিন' ১/১৯২; বাগাভী 'শরহে সুন্নাহ' ১/৯৪।

শাইখ আলবানী (র) বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বলতার উল্লেখ করার পর লেখেন- وَاللَّهِ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الشَّوَاهِدِ. وَأَلَّهُ "উক্ত বাক্যে সম্মিলিতভাবে সাক্ষ্যস্বরূপ হাদীসটি সহীহ- আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"

৬২- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةِ يَحِبُّ اللَّهُ مَوْضِعَهَا؟ تَصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ يَحِبُّ اللَّهُ مَوْضِعَهَا. (الصحيح: ২৬৬৬)

৪২. আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আমি কি তোমাদের ঐ সাদাকার প্রতি পথনির্দেশ করব না! আল্লাহ তাআলা যার পাত্রকে ভালবাসেন? (রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই উত্তর দিয়ে বলেন) মানুষের মাঝে সমঝোতা (সন্ধি স্থাপন) করবে। কারণ, তা এমন এক সাদাকা আল্লাহ তায়ালা তার পাত্রকে পছন্দ করেন। (আস-সহীহাহ- ২৬৪৪)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

ইস্বাহানী/ইস্পাহানী তাঁর 'আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব' পৃষ্ঠা ৫০; মুনযিরীর তার 'আত্-তারগীব (ইফা. ঢাকা) ৩/৫৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির বিভিন্ন রাবীর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।

সহীহ আত্-তারগীব (৩/৪৬/২৮২০) তিনি হাদীসটিকে 'হাসান লিগাইরিহী' বলেছেন। সম্ভবত অনেক হাদীসে সমার্থক ও সাক্ষ্য হিসেবে তিনি হাদীসের উক্ত হুকুমটি দিয়েছেন।

৬৩- عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يَرْفَعُونَ حَجْرًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُونَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالُوا: يَرْفَعُونَ حَجْرًا يَرِيدُونَ الشَّدَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا: الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ

بِقَوْمٍ يَصْطَرِعُونَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا فُلَانُ الصَّرِيعِ، مَا يَصَارِعُ أَحَدًا إِلَّا صَرَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أَدْلِكُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ؟ رَجُلٌ ظَلَمَهُ رَجُلٌ، فَكَظَّمْ غَيْظَهُ، فَغَلَبَهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانُهُ، وَغَلَبَ شَيْطَانُ صَاحِبِهِ. (الصحيحه: ২২৭০)

৪৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত; নাবী কারীম ﷺ এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা পাথর বহন করছিলেন। নাবী ﷺ বললেন, এ লোকগুলো কী করছে? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, তারা পাথর বহন করছে এর দ্বারা তারা বীরত্ব প্রদর্শন করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকে। নাবী ﷺ বললেন: আমি কি তোমাদের ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দান করব না! যে এদের চেয়ে অধিক বীরত্বের অধিকারী? অথবা এরূপ কোন বাক্য বলেছেন। (উত্তরে রাসূল ﷺ জানান) যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (সে-ই সবচেয়ে বড় বীর-বাহাদুর)

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, নাবী ﷺ এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা (পরস্পরে) কুস্তিতে মত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কী? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, এ অমুক কুস্তিগীর। তার সাথে যে কুস্তিতে লড়ে সে-ই ভূপাতিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: আমি কি তোমাদের ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না? যে তার (ঐ কুস্তিগীরের) চেয়ে অধিক শক্তিশালী? (রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বলেন) ঐ ব্যক্তি যার উপর অন্য ব্যক্তি অত্যাচার করেছে অতঃপর সে রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে সে তার শত্রুর উপর বিজয়ী হয়েছে এবং তার শাইত্বানের উপর বিজয়ী হয়েছে এবং তার বন্ধুর শাইত্বানের উপরও বিজয়ী হয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৩২৯৫)

হাদীসটি হাসান।

বায্যার তাঁর 'মুসনাদে' ২/৪৩৮-৩৯/২০৫৩ ও ২০৫৪।

ইমাম হায়দামী (র) তাঁর 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদে' ৮/৬৮ বলেন: "হাদীস দু'টি বায্যার একই সানাদে বর্ণনা করেছেন। এতে শু'আযিব বিন বায়ান ও ইমরান ক্বাত্তান আছেন। উভয়ে ইবনু হিব্বানের নিকট সহীহ্। তবে অন্যান্যরা যঈফ বলেছেন। বাকী বর্ণনাকারীগণ সহীহ্।

আমি (আলবানী) বলছি, “বরং এর সানাদ হাসান। যেভাবে হাফিয ইবনু হাজার ‘ফাতহুল বারী’তে (১০/৫১৯) বলেছেন।”.... অতঃপর আলবানী সাক্ষ্যস্বরূপ আরো হাদীস উল্লেখ করেন।

٤٤- عَنْ عِبَاضِ بْنِ حِمَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلِمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلَّ مَا لِي نَحْلَتُهُ عَبْدًا حَلَالًا، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حَنَفَاءَ كُلِّهِمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرُوهُ نَائِمًا وَيَقْظَانِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْرِقَ قَرِيشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذَا يَثْلَغُوا رَأْسِي، فَيَدْعُوهُ خَبْزًا! قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرِجُوكَ، وَاغْزِهِمْ نَغْزَكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةَ مِثْلِهِ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مَقْسُطٍ مُتَصَدِّقٍ مُوفِّقٍ، وَرَجُلٌ رَجِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ (مُتَصَدِّقٌ) ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِي هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتَّبِعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يَصْبِحُ وَلَا

بِمِيسَىٰ إِلَّا وَهُوَ يَخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبَخْلَ أَوْ
الْكَذِبَ، وَالشَّنْظِيرَ الْفَحَّاشَ، وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا،
حَتَّى لَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ.
(الصحيح: ২৫৭৭)

৪৪. ইয়াজ ইবনু হিমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর ভাষণে বললেন: জেনে রেখ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন তোমাদের ঐসকল বিষয় শিক্ষা দেই যা তোমরা জান না। ঐসকল বিষয় হতে যা আজ আমাকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। (আল্লাহ তা'আলা বলেন:) আমি বান্দাহকে যেসকল সম্পদ দান করেছি তা সবই হালাল। আমি আমার বান্দাদের সকলকে একশ্বরবাদে (অর্থাৎ হিদায়াতের উপর) সৃষ্টি করেছি। (অতঃপর) শাইত্বান তাদের কাছে আগমন করে এবং তাদের স্বীয় (মূল) ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমি (তাদের) মানুষদের জন্য যা হালাল করেছি সে (শাইত্বান) তাদের জন্য তা হারাম করে দেয়। আমি তাদের আদেশ করেছি যে, তারা আমার সাথে ঐসকল বস্তুকে শরীক করছে যে ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টি দেন এবং আরব-আজম সকলকে অপছন্দ করেন। তবে আহলে কিতাবদের অবশিষ্টদের (অপছন্দ করেননি) এবং তিনি (আল্লাহ তা'আলা) (আমাকে) বলেন: আমি তোমাকে (পৃথিবীতে) প্রেরণ করেছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব এবং তোমার দ্বারা (অন্যকে) পরীক্ষা করব। তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানি ধ্বংস করতে পারবে না। জাঘত ও ঘুমন্ত ব্যক্তি তা পাঠ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমি কুরাইশদের জ্বালিয়ে দিব।

আমি বললাম, হে আমার রব! (যখন আমি তাদের জ্বালাতে যাব) তখন তারা আমার মাথা পিষে ফেলবে এবং তারা তা আঁটা বানিয়ে ফেলবে। তিনি (আল্লাহ) বলেন, তাদের বের করে দাও যেমন তারা তোমাকে (দেশ থেকে) বের করে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি ব্যয় (আল্লাহর পথে খরচ) কর। সত্ত্বর আমি তোমাকে খরচে সাহায্য করব। (তাদের বিপক্ষে) বাহিনী প্রেরণ কর আমি (তোমার) পাঁচগুণ

(বাহিনী) প্রেরণ করব। যারা তোমার অনুগত তাদের সাথে নিয়ে তোমার অবাধ্যদের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। তিনি বলেন, জান্নাতের বাসিন্দা তিন প্রকার— (ক) ক্ষমতার অধিকারী, ন্যায়পরায়ণ, দানবীর ও (আল্লাহর পক্ষ হতে) সাহায্যপ্রাপ্ত। (খ) দয়ালু ব্যক্তি— প্রত্যেক নিকটাত্মীয় ও মুসলিমের প্রতি সুহৃদয়বান ব্যক্তি ও (গ) সচ্চরিত্র (দানবান) ও পরিবার-পরিজনের অধিকারী।

আর জাহান্নামের অধিবাসী পাঁচ প্রকার— (ক) ঐ দুর্বল ব্যক্তি; যার কোন জ্ঞান নেই। যারা তোমাদের (সমাজের) মধ্যে অনুগত (অর্থাৎ অন্যের আনুগত্যকারী) পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদের ধার ধারে না। (খ) ঐ খিয়ানাতকারী যার লোভ-লালসা গোপন হয় না (মিটে না) যদি সামান্য বস্তু (আমানাত হিসেবে) রাখা হয় তথাপি সে খিয়ানাত করে। (গ) এবং ঐ ব্যক্তি যে সকাল-সন্ধ্যায় (সদা-সর্বদা) তোমার পরিবার-পরিজন অর্থ-সম্পদের (যাবতীয়) ব্যাপারে তোমাকে ধোঁকা দেয়। (ঘ) আর তিনি কৃপণতা কিংবা মিথ্যাবাদীতার কথা উল্লেখ করেন (অর্থাৎ বখীল ও মিথ্যকদের জাহান্নামীদের মধ্যে গণ্য করেছে।) (ঙ) এবং অসচ্চরিত্রের অধিকারী অশ্রাব্যভাষী।

আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, তোমরা বিনয়ী হও একজন অন্যজনের উপর যেন গর্ব না করে এবং একে অন্যের প্রতি অত্যাচার না করে। (আস-সহীহাহ- ৩৫৫৯)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- ৮/১৫৯ পৃষ্ঠা, হা. ৭৩৮৬; ^{بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِي يَعْرِفُ} ^{بِهَا فِي الذَّنْبِ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ} নাসায়ী তাঁর 'আল-কুবরাতে' হা. ৮০৭০-৭১, আব্দুর রাজ্জাক হা. ২০০৮৮; তায়ালিসী হা. ১০৭৯; ইবনু হিব্বান হা. ৫৬৩-৫৪; আহমাদ হা. ১৬২, ২৬৬ প্রভৃতি।

৪০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: لَا أَنْبِئُكُمْ مَا الْعِصَةُ؛ هِيَ التَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ، وَفِي رِوَايَةٍ: التَّمِيمَةُ الَّتِي تَفْسِدُ بَيْنَ النَّاسِ. (الضعيفة: ٨٤٦)

الْخَدِيثَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، وَإِنَّهِنَّ لَيَفْعَلْنَ! قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ، أَفَلَا أَنْبَيْتُكُمْ مَا مِثْلُ ذَلِكَ؟ مِثْلُ شَيْطَانٍ أَتَى شَيْطَانَةً بِالطَّرِيقِ، فَوَقَعَ بِهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. (المصبعة: ২১৫২)

৪৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মাসজিদে (নাববীতে) প্রবেশ করেন। সেখানে আনসারী রমণীগণ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের ওয়াজ করলেন ও উপদেশ দিলেন এবং তাদের সাদাকা করার জন্য আদেশ করলেন; যদিও তা তাদের অলংকার দ্বারা হয়। অতঃপর তিনি (নাবী (স)) বললেন, সাবধান থাকবে কোন মহিলা গোত্রকে (অন্যদের) তার স্বামীর সাথে একাকীতে যা হয় তার সংবাদ দান করতে সাবধান! কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে একাকীতে তাদের মধ্যে যা হয়েছে তার খবর গোত্রকে (অন্যান্যদের) জানানোর ব্যাপারে (অর্থাৎ, এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না)। অতঃপর এক মহিলা তাদের মধ্য হতে দাঁড়াল যার উভয় গালে ফোঁড়া (ব্রণ জাতীয় রোগ) ছিল। সে বলল, আল্লাহর শপথ! পুরুষেরা একরূপ করে থাকে আর মহিলারাও একরূপ করে থাকে (অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর একান্তের কথা অন্যদের বলে থাকে) তিনি (রাসূলুল্লাহ (স)) বললেন: তোমরা এমন করো না। আমি তোমাদের জানানো না একরূপ করার উদাহরণ কী? (উদাহরণ হলো) সে শাইত্বানের মত যে এক স্ত্রী শাইত্বানের সাথে রাস্তায় সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে আর মানুষজন তা দেখছে।

(আস-সহীহাহ- ৩১৫৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আল-খারায়ীতী 'মসায়ী' (২/৩৯)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান বা *أَقْرَبُ إِلَى الْحَسَنِ* (হাসানের কাছাকাছি) বলেছেন। আর হাদীসটির একাধিক *شَاهِدٌ* হাদীস রয়েছে যার আলোকে *حَسَنٌ*-টি *إِسْنَادٌ* পর্যন্ত উত্তীর্ণ।

৬৭- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَيِّ بْنِ النَّجَّارِ، وَإِذَا جَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالذِّفِّ، يَقْلَنَ:

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ

يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَلْبِي يُخْبِكُنَّ. (الصحيح: ২১৫৬)

৪৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি নাজ্জার গোত্রের এক মহল্লার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন অকস্মাৎ কিছু কিশোরী দফ (একপ্রকার ছোট্ট ঢোল) বাজাচ্ছিল। তারা (কবিতাকারে) বলছিল—

আমরা বনী নাজ্জারের কিশোরী

কতই না উত্তম, আমাদের প্রতিবেশী মুহাম্মাদ ﷺ

অতঃপর নাবী ﷺ বললেন: আল্লাহ তা'আলা জানেন আমার হৃদয় তোমাদের ভালবাসে। (আস-সহীহাহ- ৩১৫৪)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী 'আল-মুজামুল কাবীরে' ১৫ পৃষ্ঠা (অন্য সংস্করণ ২৫); বায়হাকী 'দালালেয়ুন নবুওয়্যাতে' ২/৫০৮।

বুসীরী (র) বলেছেন: এর সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিদ্ধাহ।

অতঃপর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির প্রতি বিভিন্ন আপত্তির জবাব দিয়েছেন।

৬৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِنَا وَأَنَا صَبِيٌّ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَخْرَجُ لِأَلْعَبَ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا عَبْدَ اللَّهِ! تَعَالِ أَعْطِيكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَمَا أَرَدْتُ أَنْ تَعْطِيَهُ؟ قَالَتْ: أَعْطِيَهُ. تَمَرًا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ

تَعْطِيَهُ شَيْئًا كُنْتَ عَلَيَّ كَذِبَةً. (الصحيح: ৭৬৮)

৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়িতে আসলেন। আমি তখন বালক ছিলাম (অর্থাৎ, ছোট ছিলাম)। আমি খেলাধুলা করতে যাচ্ছিলাম তখন আমার আত্মা আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! এদিকে এসো, তোমাকে কিছু দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি তাকে কী দেয়ার ইচ্ছা করেছ? সে বলল, আমি তাকে খেজুর দিব। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তবে তোমার জন্য (আমালনামায়) একটি মিথ্যা (বলার পাপ) লেখা হত। (আস-সহীহাহ্- ৭৪৮)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

আবু দাউদ- ২/৩১৩; আহমাদ- ৩/৪৪৭; যিয়া আল মাকদেসী তার 'আলমুখতারাহ'-এ ৫৮/১৮৪/১, আলখারায়িতী ^{مَكْرِمُ الْأَخْلَاقِ} ৩৩ পৃষ্ঠা।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসগুলোর বিভিন্ন সাক্ষ্য উল্লেখ করার সাথে সাথে ক্রটিগুলোও উল্লেখ করেছেন।

সহীহ্ আত্-তারগীব (৩/৭৩/২৯৪৩) তিনি হাদীসটিকে 'হাসান লিগাইরিহী' বলেছেন।

٤٩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاجِلَيْهِ الْقُصَوَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمَحَجَّتِهِ، وَمَا وَجَدَ لَهَا مَنَاقِبًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْرِجَتْ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي فَأُنِيعَتْ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، النَّاسُ رَجُلَانِ: بِرِثْقَى كَرِيمٍ عَلَى رَبِّهِ، وَفَاجِرٍ شَقِيٍّ هَيْنَ عَلَى رَبِّهِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: أَقُولُ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.

৪৯. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিজয়ের দিন তাঁর কান কাটা উটে চড়ে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং তাঁর লাঠি দিয়ে পাথর স্পর্শ করেন (অর্থাৎ, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন) মাসজিদে উট বাসাতে না পেরে (অর্থাৎ, বসানোর স্থান না থাকায়) উট বাতনে ওয়াদীতে যান এবং সেখানে উট বসানো হয়। অতঃপর (রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করেন এবং ছানা পড়েন। এরপর বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জাহেলী যুগের গৌরব-অহংকার দূর করে দিয়েছেন। মানুষ দু'শ্রেণীর— (ক) সৎ, পরহেজগার ও আল্লাহর পছন্দনীয়। (খ) এবং অসৎ, হতভাগ্য ও আল্লাহর অপছন্দনীয়। অতঃপর তিলাওয়াত করেন—

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

অর্থাৎ, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের (কাউকে) পুরুষ (আবার কাউকে) মহিলা হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও দলে বিভক্ত করেছি। যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।

এক পর্যায়ে আয়াতটি পড়েন। অতঃপর বলেন, আমি (এ বক্তব্য) বললাম এবং আমার জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আস-সহীহাহ- ২৮০০)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু হিব্বান হাদীস নং ৫৮১৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ। মাকহুল ও তাঁর শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ ছাড়া অন্যান্যরা সহীহ মুসলিমের রাবী। তাঁরা দু'জনে মা'রুফ (প্রসিদ্ধ)। এই হাদীসটির অপর একটি সূত্র ইবনু দিনার বর্ণনা করেছেন।

৫০. عَنْ بَشْرِ بْنِ عَفْرَةَ، قَالَ: اسْتَشْهَدَ أَبِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَمَرَّ بِى النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ لِي: اسْكُتْ أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَبُوكَ، وَعَانِشَةَ أُمِّكَ؟ (المصنعة: ৩২৬৭)

৫০. বিশ্ব ইবনু আকরবাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে (গিয়ে) আমার বাবা শাহাদাতবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তখন আমি কাঁদতে ছিলাম। (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে বললেন, চুপ হও (শান্ত থাক) তুমি কি খুশি হবে না যদি আমি তোমার পিতা হই আর আয়েশা তোমার মা হন?

(আস-সহীহাহ- ৩২৪৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি বিশ্ব ইবনু আকরবাহ তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী তার 'التَّارِخُ الْكَبِيرُ' এর (২/৭৮); ইমাম ইবনু আসাকীর তার 'তারিখে দিমাশক' (৩/২৬৯, ৩৮৯, ১০, ১৬০); ইমাম عَلِيُّ بْنُ كَنْزِ الْعَمَالِ তার 'কَنْزُ الْعَمَالِ'-এর হাদীস নং ৩৬৮৬২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: "এর সানাদ হাসান বা হাসানের কাছাকাছি।"

৫১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَفِيهِمْ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي لَسْتُ مِنْهُمْ، عَشِيتُ امْرَأَةً فَلِحِقْتُهَا، فَدَعَوْنِي أَنْظُرَ إِلَيْهَا نَظْرَةً ثُمَّ اصْنَعُوا بِي مَا بَدَأَ لَكُمْ، فَنَظَرُوا فَبَإِذَا امْرَأَةً طَوِيلَةً أَدْمَاءَ فَقَالَ لَهَا: أَسْلِمِي حَبِيشَ قَبْلِ نِفَازِ الْعِيشِ.

أَرَأَيْتَ لَوْ تَبِعْتَكُمْ فَلِحِقْتَكُمْ * بِحَلِيَّةٍ أَوْ أَدْرَكْتَكُمْ بِالْخَوَانِقِ
أَمَا كَانَ حَقَّ أَنْ يَنْوَلَ عَاشِقٌ * تَكَلَّفَ إِدْلَاجَ السَّرِيِّ وَالْوَدَانِقِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ فَدَيْتُكَ، فَقَدِمُوهُ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ
فَوَقَفَتْ عَلَيْهِ، فَشَهَقَتْ شَهَقَةً ثُمَّ مَاتَتْ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَجِيمٌ؟

৫১. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ এক সারিয়া (ছোট সৈন্যবাহিনী) প্রেরণ করেন। তারা গানীমাত লাভ করে এবং তাদের মধ্যে (গানীমাতের বস্তুর মধ্যে) এক ব্যক্তি ছিল। সে তাদের বলল, আমি তাদের সদস্য নই। আমি এক মহিলার প্রেমে পড়েছি ফলে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আপনারা আমাকে সুযোগ দেন আমি তাকে একনজর দেখব। এরপর আমার সাথে আপনাদের যা মনে চায় তাই করুন। তারা দেখতে পেল, এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ রমণী সে (লোকটি) তাকে (মহিলাকে) বলল-

যদি আমি তোমার অনুগামী হতাম তবে তোমার সাথে অবস্থান করতাম অলংকারে ঝলমলে, কিংবা তোমাকে পেতাম গলায় রশি বদ্ধাবস্থায়। প্রেমিকের কি অধিকার নেই যে (প্রেমিকাকে) শান্তি ও মিলনের প্রাপ্য দিবে।

(রমণীটি) বলল: হ্যাঁ, আমাকে আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। অতঃপর তারা (সৈন্যবাহিনী) অগ্রসর হয়ে তার গর্দান কেটে ফেলে। অতঃপর মহিলাটি তার নিকট এসে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে মৃত্যুবরণ করে। যখন তারা (সৈন্যবাহিনী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসে তখন তাঁকে ঐ ব্যাপারে অবহিত করানো হয়। তিনি ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কি কোন দয়ালু ব্যক্তি ছিল না? (আবু-সহীহাহ- ২৫৯৪)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তাঁর “حَدِيثُهُ عَنِ النَّسَائِيِّ”-এ ১/৩১৬; সুনানে নাসায়ী আল-কুবরা- ৫/২০১; তাবারানী আল-মুজামুল কাবীর- ১১/৩৬৯/১২০৬৬; তাবারানী আল-মুজামুল আওসাত- ২/১৯৬/১৬৯৮ (মাকতাবাহ শামেলা সংস্করণ); বায়হাকীর ‘দালায়েলুন নবুওয়্যাত’ ৫/১১৭-১৮; ইবনু মানদাহ তার ‘আল-মারিফাহ’ ২/৮৯/২।

তাবারানী বলেন: “এই সানাদটি ছাড়া ইবনু আব্বাস (রা) থেকে আর কিছু বর্ণিত হয়নি। মুহাম্মাদ বিন ‘আলী বিন হারব একক বর্ণনাকারী।”

শাইখ আলবানী (র) বলেন: নাসায়ী তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন।

হাদীসটি হাসান, যেভাবে হায়ছামী (র) তাঁর ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদ’-এ ৬/২১০ বলেছেন।

৫২- عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ

عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ،
فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ
عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، يَقُومُ إِلَى هَذَا
حَيْثُ رَأَيْتُمْ كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِمْ فَيَقْتُلُهُ؟ فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ، أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَا
يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةٌ الْأَعْيُنُ. (المصباح: ١٧٢٣)

৫২. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যেদিন মাক্কা বিজয় হয় আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবু সরাহ উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)-এর নিকট আত্মগোপন করেছিল। তিনি [উসমান (রা)] তাকে নিয়ে আসলেন এবং নাবী ﷺ-এর নিকট দাঁড় করিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আব্দুল্লাহকে বাইআত করান। অতঃপর তিনি তার দিকে মাথা উঠালেন। অতঃপর তার দিকে তিনবার দৃষ্টিপাত করলেন। প্রত্যেকবার তিনি (বাইআত করতে) অস্বীকৃতি জানান। তৃতীয়বারের পরে তাকে বাইআত করান। অতঃপর সাহাবীদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমাদের মাঝে কি কোন সঠিক পথপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেই, যে এই ব্যক্তির নিকট দাঁড়িয়ে যখন আমাকে দেখেছে যে, আমি তাকে বাইআত করা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি। তখন তাকে হত্যা করবে? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মনের কথা আমরা জানতে পারিনি। কেন আপনি চোখ দিয়ে আমাদের দিকে ইশারা করলেন না? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: কোন নাবীর জন্য সমীচীন নয় যে, তার চোখের খিয়ানাত থাকবে (অর্থাৎ, আড়চোখে কিছু বলবে)।

(আস-সহীহাহ- ১৭২৩)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ হাদীস নং ২৬৮৩, ৪৩৫৯; নাসায়ী- ২/১৭০; হাকিম- ৩/৪৫; মুসনাদে আবু ইয়লা- ১/২১৬-১৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বিভিন্ন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ-ইনশাআল্লাহ।

৫৩- عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي خَلِيلِي ﷺ بِسَبْعٍ: (১) أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَالْذُّنُوبِ مِنْهُمْ. (২) وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ، إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي. (৩) وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ. (৪) وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا. (৫) وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. (৬) وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَأَنِّي (৭) وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ). فَإِنَّهُمْ مِنْ كُنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهَا كُنْزٌ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ).

(الصحيح: ২/১৬৬)

৫৩. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমার বন্ধু (নাবী) ﷺ আমাকে সাতটি কাজ করতে আদেশ করেছেন। (ক) আমাকে দরিদ্রদের ভালবাসতে এবং তাদের সহাবস্থান করতে আদেশ করেছেন। (খ) আমার চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি তাকাতে আর আমার চেয়ে উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি না তাকাতে আদেশ করেছেন। (গ) আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন যদিও তা (আত্মীয়তা) শীতল হয়ে যায়। (অর্থাৎ, তারা তেমন গুরুত্ব না দেয়)। (ঘ) আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন কারো কাছে কিছু না চাই। (ঙ) আমাকে সত্য বলতে আদেশ করেছেন, যদিও তা তিক্ত হয়। (চ) এবং আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন আল্লাহর পথে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরওয়া না করি। (ছ) আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন অধিক হারে বলি- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (লা- হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) কারণ, এ বাক্যগুলো আরশের খনি হতে নেয়া হয়েছে।

অপর এক রিওয়ায়াতে এসেছে, কারণ এই বাক্যটি জান্নাতের খনিসমূহ হতে একটি খনি। (আস-সহীহাহ- ২১৬৬)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ৫/১৫৯; সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা. ২০৪১; তাবারানীর আল-মু'জামুস সগীর ৫ পৃষ্ঠা; আলখায়রাতি তার 'মাকারিমুল আখলাক' ২৫ পৃষ্ঠা; সুনানে বায়হাকী- ১০/৯১; আবু নাসিমের হিলইয়া- ২/৩৫৭; খতীবের 'তারিখ' ৫/২৫৪।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: “এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী হিক্বাহ।”

৫৬- عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ آخِرُهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيَطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. (المصباح: ২৮৫২)

৫৪. আবু যার (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের ভাইগণ (দাস-দাসীগণ) তোমাদের উপহার স্বরূপ। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যার অধীনে তার ভাই থাকবে তাকে যেন সে তা-ই খাওয়ায় যা সে খায়। আর তাকে তা-ই পরায় যা সে পরে। তাদের সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দিও না। যদি তাকে এমন কাজ করতে দাও যা তার সাধ্যাতীত তবে তাকে সাহায্য কর। (আস-সহীহাহ্- ২৮৪২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবু যার (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ বুখারী-
 بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِبْدُ إِخْوَانُكُمْ (কিতাবুল ইতক্ব
 ১০০৮) এবং তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ২৯-এ
 হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আর আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

৫৫- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، وَإِنْ حَسَنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. (المصباح: ১১৯০)

৫৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুমিনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই পরিপূর্ণ ঈমানদার; যে তাদের মধ্যে সর্বাধিক চরিত্রবান। উত্তম চরিত্র অবশ্যই সালাত ও সাওমের মর্যাদায় পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ, উত্তম চরিত্রের মর্যাদা সালাত ও সাওমের তুলনায় নগণ্য নয়।)

(আস-সহীহাহ- ১৫৯০)

হাদীসটি সহীহ।

বাযযার তাঁর মুসনাদে হা. ৩৫। তিনি বলেন: এটা যাকারিয়া ছাড়া আর কারো থেকে আমাদের জানা নেই।

আমি (আলবানী) বলছি, তিনি ছিক্বাহ ও ইমাম বুখারীর শাইখদের একজন।

হায়ছামী (র) তাঁর ‘মাজমা’উয যাওয়ায়েদে’ ১/৫৮ বলেন: ‘এটি বাযযার বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।’

৫৬. عَنْ عِبَاضِ بْنِ جِمَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. (المصيبة: ৫৭০)

৫৬. ইয়াজ ইবনু হিমার নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (নাবী ﷺ) তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন: আল্লাহ তায়ালা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা নম্রতা অবলম্বন কর। একজন যেন অন্যজনের উপর গর্ব-অহংকার না করে এবং একে অন্যের প্রতি জুলুম-অত্যাচার না করে।

(আস-সহীহাহ- ৫৭০)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম ৮/১৬০/৭৩৮৯ কিতাবুল জান্নাত ওয়াসিফাত না‘য়ীমুহ আহলিহা (بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِي يَعْرِفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ); ইবনু মাজাহ- ২/৫৪৫; আবু নাসিম তাঁর ‘আল-হিলইয়াহ’ ২/১৭।

৫৭. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ، يَحِبُّ الْكِرْمَ وَمَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَيَبْغِضُ سَفْسَافَهَا.

(المصيبة: ১১৭৮)

৫৭. সাহল ইবনু সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা দয়ালু। দয়ালু ও উন্নত চরিত্রবান ব্যক্তিকে তিনি ভালবাসেন আর অনর্থক উক্তিকারীকে (বাচালকে) অপছন্দ করেন।

(আস-সহীহাহ- ১৩৭৮)

হাদীসটি সহীহ্।

আবু শাইখ “أَحَادِيثُهُ” ১/১২; হাকিম- ১/৪৮; আবু নাসিম তাঁর ‘আল-হিলইয়াহ’ ৩/২৫৫; ৮/১৩৩; ‘আস-সালাফী তার মুজামুস সফর’ ১৮/১; হাকিম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।.....

অতঃপর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির বিভিন্ন সানাদের বিশ্লেষণ শেষে বলেন “বিভিন্ন ইমামদের এই সমস্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান। যাকে কোন সাক্ষ্যমূলক হাদীস দ্বারা সংশোধন করা যায় না। সুতরাং পরবর্তী কথার উপরই নির্ভর করতে হবে।

শাইখ আলবানী (র) তাঁর ‘সহীহ্ জামেউস সগীরে’-৩ (হাদীস নং ১৮০১) হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

৫৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ قَامَتِ الرَّحْمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، (فَقَالَ مَهْ)، قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ (بِكَ) مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ (نَعَمْ)، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ، وَأَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ؟ (قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ!) قَالَ: فَذَاكَ (لَكَ). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:) اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾. (الصحيح: ২৭৬১)

৫৮. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করেন তখন দয়া আল্লাহ

তা'আলার পাশে অবস্থান করেতে থাকে। (অতঃপর তিনি বলেন খেমে যাও) দয়া বলল, এই স্থানটি বিচ্ছিন্নতা হতে (আপনার নিকট প্রার্থিত) আশ্রয়ের স্থান। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বললেন, হ্যাঁ। তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলবে আমি তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলব। আর তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার থেকে তোমার সম্পর্ক আমি ছিন্ন করব? সে (দয়া) বলল, (অবশ্যই) হ্যাঁ, হে আমার প্রভু। তিনি বলেন, তা-ই (তোমার জন্য)। আবু হুরাইরাহ্ (রা) বলেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ  বলেন: তোমরা যদি চাও তবে পাঠ কর-

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

তোমরা কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে (সত্য হতে ফিরে যাবে) যে, যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে? (তবে জেনে রেখ) ঐ সকল ব্যক্তিদের আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন। তারা কুরআন অনুধাবন করে না নাকি তাদের অন্তরে মোহর মারা রয়েছে। (আস-সহীহাহ-২৭৪১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরা (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার -এর (১৪/১০৩) হা. ৮৩৬৭; হাকিম তার -এর (৪৪/১৬২); -এর তরীকে বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এর হা. ৫০ এবং তাঁরই 'সহীহ বুখারী' হা. ৪৮৩০-৪৮৩২, ৫৯৮৭ ও ৭৫০২ এবং ইমাম মুসলিম তার 'সহীহ মুসলিম'-এর হা. ২৫৫৪; নাসায়ী তার -এর হা. (১১৪৯৭); ডুবারী তার -এর (৫৬/২৬); ইমাম ইবনে হিব্বান তার -এর হা. ৪৪১; ইমাম বায়হাকী তার -এর (৭/২৬);  তার -এর হা. ৩৪৩১ একাধিক -এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ শুআইব আল-আরনাউত তার তাহক্বীকে বলেন:
 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو بكر الحنفى، هو عبد
 الكبير بن عبد المجيد بن عبد الله المصري وسعيد أبو
 الحباب، هو سعيد بن يسار المدني -

শাইখ আলবানী (র) বলেন: “এর সানাদ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।”

৫৭- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ اللَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ كَذْبَكَ بِتَصَدِّيقِكَ
 بِمَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ. رَوَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
 وَالحسن البصري مرسلاً. وهذا لفظ حديث أنس: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ: يَا فَلَانُ! فَعَلْتَ كَذَا؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ! وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: ...
 فَذَكَرَهُ. (المصباح: ৩০৬৬)

৫৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা‘আলা তোমার মিথ্যা ক্ষমা করে দিয়েছেন- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-কে সত্যপ্রতিপন্ন করার কারণে। আনাস, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস ও হাসান বাসরী (র)-এর মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের শব্দগুলো আনাস (রা)-এর হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন: হে অমুক! তুমি এমন কাজ করেছ? সে বলল, না। ঐ সত্তার শপথ! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ “যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।” নাবী ﷺ জানতেন যে, সে ঐ কাজটি করেছে। তখন তিনি তাকে বলেছেন.... অতঃপর তা (হাদীসটি) উল্লেখ করেন। (আস-সহীহাহ- ৩০৬৪)

হাদীসটি সহীহ।

‘আবদ বিন হুমায়িদ তার ‘আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ’ ৩/১৭৫/১৩৭৪; আবু ইয়লা তাঁর মুসনাদে ৬/১০৪/৩৩৬৮; বাযযার- ৪/৭/৩০৬৮; উক্বায়লী তাঁর ‘আয-যুয়াফা’-তে ১/২১৩; ইবনু আদী তার ‘কামিল’- ২/৬০৮; সুনানে বাযহাক্বী- ১০/৩৭। এর সানাদ সালেহ।

٦٠م - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يَنْفِقَهُ، وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يَجَاهِدَهُ، وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يَكَابِدَهُ، فَلْيَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ، (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ)، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. (المعجم: ٢٧١٤)

৬০/ক. আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্র বটন করে দিয়েছেন। যেমন তিনি তোমাদের মাঝে রিযিক বটন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যাকে ভালবাসেন তাকে দুনিয়া দিয়ে থাকেন, আবার যাকে অপছন্দ করেন তাকেও দিয়ে থাকেন। (অর্থাৎ, ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলকে তিনি পার্থিব সম্পদ দিয়ে থাকেন।) আর তিনি ঐ ব্যক্তিকেই ঈমান দিয়ে থাকেন যাকে তিনি ভালবাসেন। যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ খরচ হওয়ার ভয়ে কৃপণতা করে, দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভয় পায় এবং রাতে শয়র করতে আশংকা করে। তবে সে যেন অধিক হারে পাঠ করে سُبْحَانَ اللَّهِ “সুবহানাল্লাহ” “ওয়ালা ইলাহা إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ” “ওয়াল হাম্দুলিল্লাহ” وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার”। (আস-সহীহাহ- ২৭১৪)

হাদীসটি মহীৎ ।

ইসমাইলী তাঁর 'আল-মুজাম'-এ ১/১১৪।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: “এর সানাদ সহীহ্। আল-জাওহারী ছাড়া অন্য সবাই সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনাকারীদের শর্তানুরূপ।” খতীব তাঁর ‘তারিখে’ তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। যা হাকিম- ১/৩৩ অনুসরণ করেছেন এবং তিনি তা সহীহ্ বলেছেন। আর যাহাবী (র) চূপ থেকেছেন।

٦٠- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لِيَمْلِكُ لِطَائِلِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتِهِ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (المصحة: ٣٥١٢)

৬০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে সুযোগ দিয়ে থাকেন। যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে আর রেহাই দেন না। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি (নাবী ﷺ) পাঠ করেন- **وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ** যখন আপনার প্রভু কোন অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পাকড়াও করে তখন তার পাকড়াও এরূপ হয়ে থাকে। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক (ভয়ানক)। (আল-সহীহাহ- ৩৫১২)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ৯/৪৮৯৭ নং। ইবনু হিব্বান ৭/৩০৭/৫১৫৩; তিরমিযী- ৮/২৭১; নাসায়ী তাঁর 'আস সুনানুল কুবরা' ৬/৩৬৫/১১২৪৫।

ইবনু মাজাহ হা. ৪০১৮; বায়হাকী- ৬/৯৪; বাগাভী 'শরহে সুন্নাহ' ১৪/৩৫৮।

৬১- عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ تَامٌ، وَأَخَذَ الْعِرْقُ فِي جُلُودِنَا طَرَفًا مِّنَ الْغُبَارِ وَالْوَسَخِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: لِبَشِيرٍ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ. إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ شَارَةٌ حَسَنَةٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ إِلَّا كَلَفَتْهُ نَفْسُهُ (أَنْ يَأْتِيَ بِكَلَامٍ يَعْلُو كَلَامَ النَّبِيِّ ﷺ)؛ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ هَذَا وَضْرَتَهُ، يَلُوونَ السِّنْتَهِمُ لِلنَّاسِ لِيَّ الْبَقَرَةِ لِسَانَهَا بِالْمَرْعَى؛ كَذَلِكَ يَلُوى اللَّهُ السِّنْتَهِمُ وَوُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. (المصباح: ২৫২৬)

১. যেমন 'ق' দিয়ে মূল কিতাবে আছে 'আর' আল-মাজমা' কিতাবে طَرَفًا আছে 'কুফ' বর্ণযোগে এবং আল-হিলইয়া কিতাবে طَرُوقًا 'ওয়াও' ও 'কুফ' বর্ণযোগে। আর এটাই অধিক নির্ভরযোগ্য।

২. অর্থাৎ, তার প্রকার প্রকৃতি বলেছেন এবং السُّنْبُ কিতাবে তার সমজাতীয় ব্যক্তিবর্গ বুঝানো হয়েছে। মূল বর্ণনায় তার আওয়াজের ন্যায় বুঝানো হয়েছে। -তাজরীদকারক

৬১. ওয়াছিলা ইবনু আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি আসহাবে সুফ্ফার সাথে ছিলাম (অর্থাৎ তাঁদের সদস্য ছিলাম)। আমি আমার ও আমাদের সকল সদস্যদের কারো শরীরে পূর্ণ বস্ত্র দেখতাম না (অর্থাৎ অতি দরিদ্র হওয়ার কারণে কারো নিকটই পুরো শরীর আবৃত করার মত বস্ত্র ছিল না।) ধূলা-বালি ঘামের সাথে মিশ্রিত হয়ে আমাদের চামড়াতে স্তর পড়ে যেত। অকস্মাৎ আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেন এবং বলেন, মুহাজিরগণের দরিদ্রেরা যেন (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ করে। অকস্মাৎ এক সুদর্শন ব্যক্তি তাঁর সামনে এল। নাবী ﷺ যে কথাই বলতেন সে তা গ্রহণ করত না (তার অন্তর তা মানতে নারাজ ছিল)। আর নাবী ﷺ এর কথার উপর (উচ্চ আওয়াজে) কথা বলতে থাকল। যখন সে ফিরে গেল। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তি ও এই প্রকারের মানুষ যারা মানুষের সাথে জিহ্বা ঘুরিয়ে কথা বলে, তাদের তিনি পছন্দ করেন না। গরু যেমন আহারের সময় জিহ্বা ঘুরিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এরূপ জাহান্নামে তাদের জিহ্বা ও চেহারা ঘুরিয়ে দিবেন। (আস-সহীহাহ- ৩৪২৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ওয়াছিলা ইবনু আসকা' (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম তাবারানী তার 'আল-মুজামুল কাবীর' (২২/৭০/১৭০) রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: “এর সানাদ সহীহ। বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ ও সহীহ বুখারীর রাবী।”

৬২. عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُم بِأَمْهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُم بِأَبَائِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُم
بِأَلْقَرِبٍ فَأَلْقَرِبٍ. (المعجمه ১১১১)

৬২. মিকদাম ইবনু মা'দী কারাব আল কিন্দি (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মায়ের ব্যাপারে তোমাদের আদেশ করেছেন অতঃপর তোমাদের বাবার ব্যাপারে আদেশ করেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে (অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ করতে আদেশ করেন)। (আস-সহীহাহ- ১৬৬৬)

হাদীসটি সহীহ।

আস-সহীহাহ- ৭

হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ হা. ৩৬৬১ ^{৪৯}_{৮০} ^{৫০}_{৮০} ^{৫১}_{৮০} -এর সূত্রে; ত্ববারনী তার ^{৫২}_{৮০} ^{৫৩}_{৮০} ^{৫৪}_{৮০} ^{৫৫}_{৮০} ^{৫৬}_{৮০} ^{৫৭}_{৮০} ^{৫৮}_{৮০} ^{৫৯}_{৮০} ^{৬০}_{৮০} ^{৬১}_{৮০} ^{৬২}_{৮০} ^{৬৩}_{৮০} ^{৬৪}_{৮০} ^{৬৫}_{৮০} ^{৬৬}_{৮০} ^{৬৭}_{৮০} ^{৬৮}_{৮০} ^{৬৯}_{৮০} ^{৭০}_{৮০} ^{৭১}_{৮০} ^{৭২}_{৮০} ^{৭৩}_{৮০} ^{৭৪}_{৮০} ^{৭৫}_{৮০} ^{৭৬}_{৮০} ^{৭৭}_{৮০} ^{৭৮}_{৮০} ^{৭৯}_{৮০} ^{৮০}_{৮০} ^{৮১}_{৮০} ^{৮২}_{৮০} ^{৮৩}_{৮০} ^{৮৪}_{৮০} ^{৮৫}_{৮০} ^{৮৬}_{৮০} ^{৮৭}_{৮০} ^{৮৮}_{৮০} ^{৮৯}_{৮০} ^{৯০}_{৮০} ^{৯১}_{৮০} ^{৯২}_{৮০} ^{৯৩}_{৮০} ^{৯৪}_{৮০} ^{৯৫}_{৮০} ^{৯৬}_{৮০} ^{৯৭}_{৮০} ^{৯৮}_{৮০} ^{৯৯}_{৮০} ^{১০০}_{৮০} ^{১০১}_{৮০} ^{১০২}_{৮০} ^{১০৩}_{৮০} ^{১০৪}_{৮০} ^{১০৫}_{৮০} ^{১০৬}_{৮০} ^{১০৭}_{৮০} ^{১০৮}_{৮০} ^{১০৯}_{৮০} ^{১১০}_{৮০} ^{১১১}_{৮০} ^{১১২}_{৮০} ^{১১৩}_{৮০} ^{১১৪}_{৮০} ^{১১৫}_{৮০} ^{১১৬}_{৮০} ^{১১৭}_{৮০} ^{১১৮}_{৮০} ^{১১৯}_{৮০} ^{১২০}_{৮০} ^{১২১}_{৮০} ^{১২২}_{৮০} ^{১২৩}_{৮০} ^{১২৪}_{৮০} ^{১২৫}_{৮০} ^{১২৬}_{৮০} ^{১২৭}_{৮০} ^{১২৮}_{৮০} ^{১২৯}_{৮০} ^{১৩০}_{৮০} ^{১৩১}_{৮০} ^{১৩২}_{৮০} ^{১৩৩}_{৮০} ^{১৩৪}_{৮০} ^{১৩৫}_{৮০} ^{১৩৬}_{৮০} ^{১৩৭}_{৮০} ^{১৩৮}_{৮০} ^{১৩৯}_{৮০} ^{১৪০}_{৮০} ^{১৪১}_{৮০} ^{১৪২}_{৮০} ^{১৪৩}_{৮০} ^{১৪৪}_{৮০} ^{১৪৫}_{৮০} ^{১৪৬}_{৮০} ^{১৪৭}_{৮০} ^{১৪৮}_{৮০} ^{১৪৯}_{৮০} ^{১৫০}_{৮০} ^{১৫১}_{৮০} ^{১৫২}_{৮০} ^{১৫৩}_{৮০} ^{১৫৪}_{৮০} ^{১৫৫}_{৮০} ^{১৫৬}_{৮০} ^{১৫৭}_{৮০} ^{১৫৮}_{৮০} ^{১৫৯}_{৮০} ^{১৬০}_{৮০} ^{১৬১}_{৮০} ^{১৬২}_{৮০} ^{১৬৩}_{৮০} ^{১৬৪}_{৮০} ^{১৬৫}_{৮০} ^{১৬৬}_{৮০} ^{১৬৭}_{৮০} ^{১৬৮}_{৮০} ^{১৬৯}_{৮০} ^{১৭০}_{৮০} ^{১৭১}_{৮০} ^{১৭২}_{৮০} ^{১৭৩}_{৮০} ^{১৭৪}_{৮০} ^{১৭৫}_{৮০} ^{১৭৬}_{৮০} ^{১৭৭}_{৮০} ^{১৭৮}_{৮০} ^{১৭৯}_{৮০} ^{১৮০}_{৮০} ^{১৮১}_{৮০} ^{১৮২}_{৮০} ^{১৮৩}_{৮০} ^{১৮৪}_{৮০} ^{১৮৫}_{৮০} ^{১৮৬}_{৮০} ^{১৮৭}_{৮০} ^{১৮৮}_{৮০} ^{১৮৯}_{৮০} ^{১৯০}_{৮০} ^{১৯১}_{৮০} ^{১৯২}_{৮০} ^{১৯৩}_{৮০} ^{১৯৪}_{৮০} ^{১৯৫}_{৮০} ^{১৯৬}_{৮০} ^{১৯৭}_{৮০} ^{১৯৮}_{৮০} ^{১৯৯}_{৮০} ^{২০০}_{৮০} ^{২০১}_{৮০} ^{২০২}_{৮০} ^{২০৩}_{৮০} ^{২০৪}_{৮০} ^{২০৫}_{৮০} ^{২০৬}_{৮০} ^{২০৭}_{৮০} ^{২০৮}_{৮০} ^{২০৯}_{৮০} ^{২১০}_{৮০} ^{২১১}_{৮০} ^{২১২}_{৮০} ^{২১৩}_{৮০} ^{২১৪}_{৮০} ^{২১৫}_{৮০} ^{২১৬}_{৮০} ^{২১৭}_{৮০} ^{২১৮}_{৮০} ^{২১৯}_{৮০} ^{২২০}_{৮০} ^{২২১}_{৮০} ^{২২২}_{৮০} ^{২২৩}_{৮০} ^{২২৪}_{৮০} ^{২২৫}_{৮০} ^{২২৬}_{৮০} ^{২২৭}_{৮০} ^{২২৮}_{৮০} ^{২২৯}_{৮০} ^{২৩০}_{৮০} ^{২৩১}_{৮০} ^{২৩২}_{৮০} ^{২৩৩}_{৮০} ^{২৩৪}_{৮০} ^{২৩৫}_{৮০} ^{২৩৬}_{৮০} ^{২৩৭}_{৮০} ^{২৩৮}_{৮০} ^{২৩৯}_{৮০} ^{২৪০}_{৮০} ^{২৪১}_{৮০} ^{২৪২}_{৮০} ^{২৪৩}_{৮০} ^{২৪৪}_{৮০} ^{২৪৫}_{৮০} ^{২৪৬}_{৮০</}

٦٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ، جَمَاعٍ مَنَاعٍ. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضَّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ. (الصحيحه: ١٧٤١)

৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক অসচ্চরিত্রবান, অসৎ পেটুক, অহংকারী, (সম্পদ) সঞ্চয়কারী (সৎ কাজে) বাধাদানকারী জাহান্নামী। আর জান্নাতের বাসিন্দারা হলো, দুর্বল, অত্যাচারিত। (আস-সহীহাহ- ১৭৪১)

ହାତୀମଟି ମହୀଃ ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ^১ ^২ ^৩ ^৪ ^৫ ^৬ ^৭ ^৮ ^৯ ^{১০} ^{১১} ^{১২} ^{১৩} ^{১৪} ^{১৫} ^{১৬} ^{১৭} ^{১৮} ^{১৯} ^{২০} ^{২১} ^{২২} ^{২৩} ^{২৪} ^{২৫} ^{২৬} ^{২৭} ^{২৮} ^{২৯} ^{৩০} ^{৩১} ^{৩২} ^{৩৩} ^{৩৪} ^{৩৫} ^{৩৬} ^{৩৭} ^{৩৮} ^{৩৯} ^{৪০} ^{৪১} ^{৪২} ^{৪৩} ^{৪৪} ^{৪৫} ^{৪৬} ^{৪৭} ^{৪৮} ^{৪৯} ^{৫০} ^{৫১} ^{৫২} ^{৫৩} ^{৫৪} ^{৫৫} ^{৫৬} ^{৫৭} ^{৫৮} ^{৫৯} ^{৬০} ^{৬১} ^{৬২} ^{৬৩} ^{৬৪} ^{৬৫} ^{৬৬} ^{৬৭} ^{৬৮} ^{৬৯} ^{৭০} ^{৭১} ^{৭২} ^{৭৩} ^{৭৪} ^{৭৫} ^{৭৬} ^{৭৭} ^{৭৮} ^{৭৯} ^{৮০} ^{৮১} ^{৮২} ^{৮৩} ^{৮৪} ^{৮৫} ^{৮৬} ^{৮৭} ^{৮৮} ^{৮৯} ^{৯০} ^{৯১} ^{৯২} ^{৯৩} ^{৯৪} ^{৯৫} ^{৯৬} ^{৯৭} ^{৯৮} ^{৯৯} ^{১০০} ^{১০১} ^{১০২} ^{১০৩} ^{১০৪} ^{১০৫} ^{১০৬} ^{১০৭} ^{১০৮} ^{১০৯} ^{১১০} ^{১১১} ^{১১২} ^{১১৩} ^{১১৪} ^{১১৫} ^{১১৬} ^{১১৭} ^{১১৮} ^{১১৯} ^{১২০} ^{১২১} ^{১২২} ^{১২৩} ^{১২৪} ^{১২৫} ^{১২৬} ^{১২৭} ^{১২৮} ^{১২৯} ^{১৩০} ^{১৩১} ^{১৩২} ^{১৩৩} ^{১৩৪} ^{১৩৫} ^{১৩৬} ^{১৩৭} ^{১৩৮} ^{১৩৯} ^{১৪০} ^{১৪১} ^{১৪২} ^{১৪৩} ^{১৪৪} ^{১৪৫} ^{১৪৬} ^{১৪৭} ^{১৪৮} ^{১৪৯} ^{১৫০} ^{১৫১} ^{১৫২} ^{১৫৩} ^{১৫৪} ^{১৫৫} ^{১৫৬} ^{১৫৭} ^{১৫৮} ^{১৫৯} ^{১৬০} ^{১৬১} ^{১৬২} ^{১৬৩} ^{১৬৪} ^{১৬৫} ^{১৬৬} ^{১৬৭} ^{১৬৮} ^{১৬৯} ^{১৭০} ^{১৭১} ^{১৭২} ^{১৭৩} ^{১৭৪} ^{১৭৫} ^{১৭৬} ^{১৭৭} ^{১৭৮} ^{১৭৯} ^{১৮০} ^{১৮১} ^{১৮২} ^{১৮৩} ^{১৮৪} ^{১৮৫} ^{১৮৬} ^{১৮৭} ^{১৮৮} ^{১৮৯} ^{১৯০} ^{১৯১} ^{১৯২} ^{১৯৩} ^{১৯৪} ^{১৯৫} ^{১৯৬} ^{১৯৭} ^{১৯৮} ^{১৯৯} ^{২০০} ^{২০১} ^{২০২} ^{২০৩} ^{২০৪} ^{২০৫} ^{২০৬} ^{২০৭} ^{২০৮} ^{২০৯} ^{২১০} ^{২১১} ^{২১২} ^{২১৩} ^{২১৪} ^{২১৫} ^{২১৬} ^{২১৭} ^{২১৮} ^{২১৯} ^{২২০} ^{২২১} ^{২২২} ^{২২৩} ^{২২৪} ^{২২৫} ^{২২৬} ^{২২৭} ^{২২৮} ^{২২৯} ^{২৩০} ^{২৩১} ^{২৩২} ^{২৩৩} ^{২৩৪} ^{২৩৫} ^{২৩৬} ^{২৩৭} ^{২৩৮} ^{২৩৯} ^{২৪০} ^{২৪১} ^{২৪২} ^{২৪৩} ^{২৪৪} ^{২৪৫} ^{২৪৬} ^{২৪৭} ^{২৪৮} ^{২৪৯} ^{২৫০} ^{২৫১} ^{২৫২} ^{২৫৩} ^{২৫৪} ^{২৫৫} ^{২৫৬} ^{২৫৭} ^{২৫৮} ^{২৫৯} ^{২৬০} ^{২৬১} ^{২৬২} ^{২৬৩} ^{২৬৪} ^{২৬৫} ^{২৬৬} ^{২৬৭} ^{২৬৮} ^{২৬৯} ^{২৭০} ^{২৭১} ^{২৭২} ^{২৭৩} ^{২৭৪} ^{২৭৫} ^{২৭৬} ^{২৭৭} ^{২৭৮} ^{২৭৯} ^{২৮০} ^{২৮১} ^{২৮২} ^{২৮৩} ^{২৮৪} ^{২৮৫} ^{২৮৬} ^{২৮৭} ^{২৮৮} ^{২৮৯} ^{২৯০} ^{২৯১} ^{২৯২} ^{২৯৩} ^{২৯৪} ^{২৯৫} ^{২৯৬} ^{২৯৭} ^{২৯৮} ^{২৯৯} ^{৩০০} ^{৩০১} ^{৩০২} ^{৩০৩} ^{৩০৪} ^{৩০৫} ^{৩০৬} ^{৩০৭} ^{৩০৮} ^{৩০৯} ^{৩১০} ^{৩১১} ^{৩১২} ^{৩১৩} ^{৩১৪} ^{৩১৫} ^{৩১৬} ^{৩১৭} ^{৩১৮} ^{৩১৯} ^{৩২০} ^{৩২১} ^{৩২২} ^{৩২৩} ^{৩২৪} ^{৩২৫} ^{৩২৬} ^{৩২৭} ^{৩২৮} ^{৩২৯} ^{৩৩০} ^{৩৩১} ^{৩৩২} ^{৩৩৩} ^{৩৩৪} ^{৩৩৫} ^{৩৩৬} ^{৩৩৭} ^{৩৩৮} ^{৩৩৯} ^{৩৪০} ^{৩৪১} ^{৩৪২} ^{৩৪৩} ^{৩৪৪} ^{৩৪৫} ^{৩৪৬} ^{৩৪৭} ^{৩৪৮} ^{৩৪৯} ^{৩৫০} ^{৩৫১} ^{৩৫২} ^{৩৫৩} ^{৩৫৪} ^{৩৫৫} ^৩

হাকিম হাদীসটিকে সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চূপ থেকেছেন।

٦٤- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ، مَنْ بَدَأَهُمُ السَّلَامُ. (الصحيحه: ٢٣٨٢)

৬৪. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মানুষদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক নিকটবর্তী যে তাদের সাথে (আলোচনা) সালাম দ্বারা আরম্ভ করে। (আস-সহীহাহ- ৩৩৮২)

হাদীসটি সহীহ ।

আবু দাউদ হা. ৫১৯৭; বায়হাকীর 'শুআবুল ইমান' ৬/৪৩৩/৮৭৮৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ। আবু খালেদ উবাই ছাড়া সবাই সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী। সে হল ইবনু খালিদ আলহামসী। আর সে মতপার্থক্য ছাড়াই ছিক্বাহ।

৬৫- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ تَسْمَى الْعُضْبَاءَ، وَكَانَتْ لَا تُسَبِّقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِي عَلَى قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَّحَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: سَبَّحْتَ الْعُضْبَاءَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ: أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ.

(الصحيح: ৩৫২৫)

৬৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি উদ্বী ছিল। যাকে الْعُضْبَاء আজবা নামে ডাকা হত। ঐ উদ্বীকে অতিক্রম করা যেত না। (অর্থাৎ, তার আগে কেউ যেতে পারত না) এক বেদুঈন (গ্রাম্য ব্যক্তি) তার আরোহীতে আরোহণ করে তাঁর আগে গেল (অর্থাৎ আজবাকে পিছনে ফেলল। এ দৃশ্য মুসলমানদের জন্য খুবই বেদনার কারণ হল। তারা বলল, আজবা পরাজিত হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর বিধান হলো, তিনি পৃথিবী থেকে কোন জিনিসকে ত্রুটিযুক্ত না করে উঠিয়ে নেন না। (আস-সহীহাহ- ৩৫২৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ বুখারী- কিতাবুর রিক্বাক্ব (بَابُ التَّوَاضُّعِ) হা. ৭০১; ইবনু হিব্বান- হা. ৭০১; নাসায়ী- ২/১২২; আবু দাউদ ৪৮০২; বায়হাকী তার 'শুআবুল ইমান' (৭/৩৪১/১০৫১০); আহমাদ- ৩/১০৩।

৬৬- عَنْ إِبَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةِ الْمَزْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قُرَّةِ الْمَزْنِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَذَكَرَ عِنْدَهُ الْحَبَاءَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْحَبَاءُ مِنَ الدِّينِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ

الْحَيَاءِ، وَالْعَفَافِ، وَالْعِيَّ عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ وَالْفِقْهِ: مِنْ
 الْإِيمَانِ، وَإِنَّهُمْ يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ
 فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا. وَمَا يَنْقُصْنَ مِنَ الْآخِرَةِ
 أَكْثَرَ مِمَّا يَزِدْنَ مِنَ الدُّنْيَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ
 عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَمَرَنِي فَأَمْلَيْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ كَتَبْتُ بِخَطِّهِ، ثُمَّ صَلَّى
 بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِنَّهَا لَفِي كَفِّهِ مَا يَضَعُهَا. (المصباح: ২২৮১)

৬৬. ইয়াস ইবনু মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ আল-মযনী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর পিতা তাঁর দাদা কুররাহ আল মায়নী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর নিকট লজ্জার (বিষয়ে) আলোচনা করা হইলো। তাঁরা (সাহাবীগণ) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লজ্জা কি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় লজ্জাশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও অক্ষমতা- জিহ্বার অক্ষমতা (অর্থাৎ, কম কথা বলা) অন্তরের অক্ষমতা নয় এবং দ্বীনী বিদ্যা ঈমানের অঙ্গ। এগুলো আখিরাতে (মানুষের মর্যাদা ও সওয়াব) বৃদ্ধি করে আর পৃথিবীতে (অর্থ সম্পদ) হ্রাস করে। আখিরাতে যা বৃদ্ধি করে তা পৃথিবীতে যা হ্রাস পায় তার চেয়ে অধিক। (অর্থাৎ, আখিরাতে যে লাভ হয় তা পৃথিবীর আর্থিক স্বল্পতা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক।) আর কুপণতা, অশীলতা ও অসচ্চরিত্রতা মুনাফিকীর অঙ্গ। এগুলো আখিরাতে হ্রাস করে আর পৃথিবীতে বৃদ্ধি করে। পৃথিবীতে যা বৃদ্ধি পায় তা অপেক্ষা আখিরাতে যা কমিয়ে যায় তা অধিক। (অর্থাৎ পার্থিব লাভের চেয়ে পরকালীন ক্ষতি অধিক হয়ে থাকে।) ইয়াস বলেন, আমি এ হাদীস উমার ইবনু আব্দুল আযিয এর নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে আদেশ করায় আমি তা লিখে দিলাম। অতঃপর

১. মূলত তা الْعَمَلُ (বুদ্ধি, প্রজ্ঞা) তা الْإِنْفَ-এর অর্থ ব্যবহৃত হয়। মাকারিম ইবনু আবিদ দুনিয়া থেকে প্রমাণিত। অন্যান্যদের নিকট الْعَمَلُ (আমাল) এটিই অধিক উপযোগী। দেখুন- সহীহত তারগীব। -তাজরীদকারক।

তিনি তা (ভালভাবে) লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেন। আর এ (লিপিবদ্ধ হাদীসটি) তাঁর হাতে ছিল। তিনি তা (অন্য কোথাও) রাখেননি। (আস-সহীহাহ- ৩৩৮১)

হাদীসটি সহীহ।

ইয়াকুব বিন সুফিয়ান তার ‘আল-মারিফাহ’ ১/৩১১; বায়হাকী তাঁর ‘আল-আদাবে’ ১৯৯/১৩২; শুআবুল ইমানে- ৬/১৩৪-১৩৫; ইবনু আসাকীর- ১০/৬-৭; আস-সুনানুল কুবরা- ১০/১৯৪; বুখারী তাঁর ‘তারিখে’ ৪/১/১৮১; ইবনু আবীদ দুনইয়া ‘মাকারিমুল আখলাক্’ ১৯/৮৭; তাবারানীর ‘আল-মুজামুল কাবীর’ ১৯/২৯; আবু নুঈম ‘আল-হিলইয়াহ’ ৩/১২৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সবাই হাদীসগুলো মুহাম্মাদ বিন আবী সারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী (র) তাঁর ‘আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদে’ ৮/২৬-২৭ যঈফ বলেছেন।

অতঃপর সুনানে দারেমীতে (১/১২৯-৩০/৫০৯) সম্পর্কে বলেন: “এর সানাদ জাইয়েদ।”

সুনানে দারেমীর মুহাক্কিক্ হুসাইন সালিম আসাদও হাদীসটির সানাদকে সহীহ বলেছেন। (দারেমী- ১/৫০৯)

৬৭- عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ مَرْفُوعًا: إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَوْفُونَ الْمَطِيبُونَ. (الصحيح: ২৮৫৮)

৬৭. আবু হুমাইদ আস্ সাযিদী থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; এই উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উত্তম বান্দা হলো (ওয়াদা) পূর্ণকারী ও পবিত্র আচরণের অধিকারী। (আস-সহীহাহ- ২৮৪৮)

হাদীসটি সহীহ।

আবু মুহাম্মাদ মুখালাদী “আল-ফাওয়ায়েদ’ ৪/২৪১/২; বায্যার হা. ১৩০৮; তাবারানী ‘আল-মুজামুস সগীর’; আর-রওযুন নাযীর হা. ৯৩৭।

এর সাক্ষ্য মূলক ‘আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস- আহমাদ ৬/২৬৮..... কোন কোনটির সানাদ সালেহ কিংবা সহীহ।

৬৮. عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَنْطَبِ الْمَخْزُومِيِّ مُرْسَلًا: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا الْغَيْبَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ حَقًّا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قُلْتَ بَاطِلًا فَذَلِكَ الْبَهْتَانُ.

(الصحيح: ১৯৯২)

৬৮. আব্দুল মুত্তালিব ইবনু আব্দুল মালিক ইবনু হানতাব আল-মাখযুমী হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত; এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, গীবত কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি কোন মানুষের ঐ বিষয় আলোচনা কর যা শুনে সে অপছন্দ করে। সে (সাহাবী) বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তা যদি সত্য হয় তবুও (তা গীবত হবে)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি তুমি মিথ্যা (কোন কিছু) বল তবে তা অপবাদ হবে। (আস-সহীহাহ্- ১৯৯২)

হাদীসটি মুরসাল সহীহ।

মুয়াত্তা মালিক- ৩/১৫০; ইবনু মুবারক 'আয-যুহ্দ' হা. ৭০৪। এর সানাদ মুরসাল সহীহ।

এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; সুযুতী 'যাওয়াদুল জামে', আল-খারায়িতী "مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ" গায়াতুল মারাম ফি তাখরীজি আল-হালাল ওয়াল হারাম।

৬৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ الرَّجُلَ لَتَرْفَعَ دَرَجَتَهُ فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَنَا (لِي) هَذَا؟ فَيَقَالُ: بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدَكَ لَكَ؟

(الصحيح: ১৫৭৮)

৬৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় জান্নাতে (কোন) ব্যক্তির মর্যাদা (অনেক) বৃদ্ধি করা হবে। সে (তা দেখে) বলবে, আমার জন্য কিভাবে এটা (এ মর্যাদা অর্জন) হল। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার (গুনাহ মাফের) জন্য তোমার সন্তানের (ক্ষমা প্রার্থনা তথা) ইসতিগফার করার কারণে (তুমি এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছ)।

(আস-সহীহাহ্- ১৫৯৮)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৬৬০; আহমাদ- ২/৫০৯; মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ- ১২/৪৪/১; ইম্পাহানী 'আত্-তারগীব' ২/৮৫; বাগাতী 'শরহে সুন্নাহ' ২/৮৪/২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটিকে হাসান এবং বুসিরী সহীহ বলেছেন।

৭০. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَذُرُ

بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتٍ قَانِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ. (المصيبة: ১৭৯)

৭০. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: নিশ্চয় ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে (বিনিময়ে) রাতে দণ্ডায়মান (রাত জেগে নফল সালাত আদায়কারী) ও দিনে (নফল) সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির (ন্যায়) মর্যাদা লাভ করবে। (আস-সহীহাহ- ৭৯৫)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ হা. ৪৭৯৮; ইবনু হিব্বান হা. ১৯২৭; হাকিম- ১/৬০।

হাকিম হাদীসটিকে শাইখাইনের শর্তে সহীহ বলেছেন। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

৭১. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَذُرُ

بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّاهِرِ بِاللَّيْلِ الطَّامِئِ بِالْهُوَاجِرِ. (المصيبة: ১৭৯)

৭১. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: নিশ্চয় ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে (বিনিময়ে) (পুরো) রাত্র জাগরণকারী ও তীব্র গরমে পিপাসার্তকে (পানি দ্বারা) পরিতৃপ্তকারীর (ন্যায়) মর্যাদা লাভ করবে। (আস-সহীহাহ- ৭৯৪)

হাদীসটি সহীহ।

তান্মাম তাঁর 'আল-ফাওয়ায়িদে' ১৩/২৩৪১-২। এর সানাদ যঈফ।

আল-খারায়িতী 'মাকারিমুল আখলাক' ৬ পৃষ্ঠা; হাকিম- ১/৬০ -প্রভৃতি সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে সহীহ।

৭২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّحْمَ شَجَنَةً اخَذَ

بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ، يَصِلُ مِنْ وَصْلِهَا، وَيَقْطَعُ مِنْ قَطْعِهَا.

(المصيبة: ১৭০-২)

৭৬- عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: إِنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَسْجُدُ عَلَى جِهَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ الرُّوحَ لَتَلْقَى الرُّوحَ (وَفِي رِوَايَةٍ: إَجْلِسْ وَاسْجُدْ وَاصْنَعْ كَمَا رَأَيْتَ). وَأَقْنَعِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا (قَالَ عَفَّانُ بِرَأْسِهِ إِلَى خَلْفٍ) فَوَضَعَ جِهَتَهُ عَلَى جِهَةِ النَّبِيِّ ﷺ. (الصَّحِيحَةُ: ২২৬২)

৭৪. উমারাহ ইবনু খুযাইমাহ ইবনু ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত; তাঁর পিতা বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কপালে সিজদা করছি। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই এক রূহ অন্য রূহের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে। [অপর এক রিওয়াযাতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, (বস এবং সিজদা কর যেভাবে তুমি (স্বপ্নে) দেখেছ।) রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে মাথা উঁচু করলেন (আফ্ফান তাঁর মাথা পিছন দিকে ইশারা করলেন) অতঃপর (বর্ণনাকারী) তাঁর কপাল নাবী ﷺ-এর কপালের উপর রাখলেন।

(আস-সহীহাহ- ৩২৬২)

হাদীসটি সহীহ।

নাসায়ী তাঁর ‘আস-সুনালুল কুবরা’ ৪/৩৮৪/৭৬৩১; মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বাহ- ১/৭৮/১০৫৬৪; আহমাদ- ৫/২১৪-১৫; ইবনু সা‘আদ- ৪/৩৮০-৮১; তাবারানী ‘আল-মুজামুল কাবীর’ ৪/৯৭/৩৭১৭। সানাদ সহীহ ও বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

হায়ছামী (র) তাঁর ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদে’ (৭/১৮২) বলেন: আহমাদ একটি সানাদে বর্ণনা করেছেন: এটি মুত্তাসিল। তাবারানীর বর্ণনাকারীরা ছিক্বাহ।

৭৫- عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا مَضَى وَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ: كَيْفَ وَجَدْتَ الْإِمَارَةَ؟ فَقَالَ: كُنْتُ كَبَعْضِ الْقَوْمِ، كُنْتُ إِذَا رَكِبْتُ رَكَبُوا، وَإِذَا نَزَلْتُ نَزَلُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ صَاحِبَ السُّلْطَانِ عَلَى بَابِ

عَنْتِ، إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ! لَا أَعْمَلُ لَكَ وَلَا لِغَيْرِكَ أَبَدًا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ! (المصيبة: ১২২৭)

৭৫. হুমাইদ থেকে বর্ণিত; তিনি এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে এক দলের কর্তৃত্বভার দিলেন। অতঃপর যখন তার মেয়াদ শেষ হল এবং সে তাঁর (ﷺ) নিকট ফিরে এল (তখন রাসূলুল্লাহ) তাকে বললেন, শাসন পরিচালনা কেমন লাগল? তিনি (সাহাবী) বললেন, আমি এক গোত্রের (নেতার) মত ছিলাম। আমি যখন আরোহণ করতাম তখন তারা (আমার অনুগামীরা) আরোহণ করত। আর যখন আমি (আরোহী থেকে) অবতরণ করতাম তখন তারাও অবতরণ করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: নিশ্চয় ক্ষমতার অধিকারীরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকে। তবে আল্লাহ যাকে হিফাজাত করেন। (তখন) ঐ লোকটি বলল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার (পক্ষ হতে) কোন কর্তৃত্বভার নিব না আর অন্যদের (পক্ষ হতে)ও কখনো কর্তৃত্বভার নিব না। অতঃপর (এটা শুনে) নাবী ﷺ হেসে ফেললেন; ফলে তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশ পেল। (আস-সহীহাহ- ৩২৩৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হুমাইদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী তার ‘মুজামুল কাবীর’ (৪/৫৫/৩৬০৩)।

আর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির সন্দ-কে-حسن বলেছেন।

৭৬- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَ حَنِينٍ بِ(الْجِعْرَانَةِ) اَزْدَحَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ، فَكَذَّبُوهُ وَشَجَّوهُ، فَكَانَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي الرَّجُلُ يَمْسَحُ عَنْ جَبْهَتِهِ. (المصيبة: ১২১৬)

৭৬. ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'য়িরানাতে (এক স্থানের নাম) হুনাইনের (যুদ্ধের) গনীমত বন্টন করেন। তখন লোকজন তাঁর নিকট ভিড় করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দাকে তাঁর গোত্রের নিকট পাঠিয়েছেন। (কিন্তু) তারা তাঁকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেছে এবং রক্তাক্ত করেছে। অতঃপর তিনি তাঁর কপাল থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা কর। কারণ, তারা জানে না। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, মনে হয় আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি ঐ ব্যক্তিটির কথা বলছেন যিনি কপাল (থেকে রক্ত) মুছছেন। (আস-সহীহাহ- ৩১৭৫)

হাদীসটি হাসান।

বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৭৫৭।

আহমাদ- ১/৪২৭, ৪৫৬। এর সানাদ হাসান।

৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي قَرَابَةً، أَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُونَ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ وَيَسِيئُونَ، وَأَحْلِمَ وَيَجْهَلُونَ، قَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تَسِفُّهُمْ الْمَلَأُ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهْرٌ (مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ). (المعجم: ২০৭৭)

৭৭. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার (কিছু) আত্মীয় রয়েছে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি (আর) তারা তা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি (প্রতিদানে) তারা দুর্ব্যবহার করে এবং আমি ধৈর্যধারণ করি আর তারা অধৈর্যতা প্রদর্শন করে। (তখন) তিনি (ﷺ) বললেন: তুমি যেমন বলেছ তা যদি (সত্য) হয়- তবে তুমি তাদের (একাকীত্ব হতে) জেড়াবদ্ধ করেছ। সর্বদা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবে (যতদিন তুমি এমন কাজ করতে থাকবে)। (আস-সহীহাহ- ২৫৯৭)

হাদীসটি হাসান।

আবু ইসহাক আল-হারাবী তাঁর 'আল-গরীব'-এ ৫/৬৪/২।

হাদীসটির সানাদের সবাই ছিক্বাহ কেবল যাহির বিন মুহাম্মাদ ছাড়া। অনেকে ছিক্বাহ ও সালেহ বলেছেন।

৭৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَزَلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَضْيَافٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَدَعَا النَّبِيُّ بِوُضُوئِهِ، فَتَوَضَّأَ، فَبَادَرُوا إِلَى وَضُوئِهِ فَشَرِبُوا مَا أَدْرَكُوهُ مِنْهُ. وَمَا أَنْصَبَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ فَمَسَحُوا بِهِ وَجُوهَهُمْ وَرُءُوسَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ مَا دَعَاكُمْ إِلَيَّ ذَلِكَ؟ قَالُوا: حُبًّا لَكَ، لَعَلَّ اللَّهَ يُحِبَّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ أَنْ يُحِبَّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَحَافِظُوا عَلَى ثَلَاثٍ خِصَالٍ: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَحَسَنُ الْجَوَارِ، فَإِنْ أَذَى الْجَارَ يَمْحُوا الْحَسَنَاتِ كَمَا تَمْحُو الشَّمْسُ الْجَلِيدَ. (الصحيح: ২৭৭৮)

৭৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাহরাইন থেকে কিছু অতিথি (মেহমান) আসল। নাবী ﷺ উযূর জন্য পানি চাইলেন। অতঃপর উযূ করলেন। তখন তারা (মেহমানগণ) তাঁর উযূর পানির দিকে দৌড়ে গেল এবং তারা যতটুকু (পানি) পেল তা পান করল আর মাটিতে যতটুকু পতিত হয়েছে তা (ঐ মাটি) দ্বারা তাদের চেহারা, মাথা ও বক্ষসমূহ মাসাহ করল। অতঃপর নাবী ﷺ তাদের বললেন: কোন জিনিস তোমাদের ঐদিকে উৎসাহিত করল? (অর্থাৎ, কেন তোমরা এমন করছ?) তারা (ইয়ামানী মেহমানগণ) বলল, আপনার ভালবাসা (আমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে)। হে আল্লাহর রাসূল! (উদ্দেশ্য হলো) আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের ভালবাসেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাদের) বললেন: যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের ভালবাসুক তাহলে তিনটি গুণের প্রতি যত্নবান হও। (ক) সত্য কথা বল; (খ) আমানাত (ঠিকমত) আদায় কর; (গ) প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। কারণ, প্রতিবেশীর প্রতি দুর্ব্যবহার সওয়াবকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেমন সূর্য (এর উত্তাপ) বরফকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (আস-সহীহাহ্- ২৯৯৮)

হাদীসটি হাসান।

আল-খালয়ী তাঁর 'ফাওয়ায়িদে' ১৮/৭৪/১। হাদীসটি যঈফুন জিদ্দান।

অপর কয়েকটি সানাদ পর্যালোচনার শেষে আলবানী (র) বলেন: আমাদের কাছে হাদীসটি 'হাসান' বা এর কাছাকাছি।

৭৭- قَالَ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خَلْقًا، وَخُلِقَ الْإِسْلَامُ الْحَيَاءَ. رَوَى
مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ. (الصحيح: ৭৬০)

৭৯. নাবী ﷺ বললেন: প্রত্যেক ধর্মের (জন্য) চরিত্র রয়েছে। আর ইসলামের চরিত্র হলো, লজ্জাশীলতা। (এ হাদীসটি) আনাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৯৪০)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৪১৮১; আলখারায়ীতী তাঁর ‘মাকরিমুল আখলাক্’ পৃষ্ঠা ৪৭; তাবারানী সগীর পৃষ্ঠা ৫।

শাইখ আলবানী (র) এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর বিভিন্ন সানাদের সমালোচনাগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, সম্মিলিত বর্ণনার (সাক্ষ্যের) ভিত্তিতে আনাস ও ইয়াযীদ বিন তালহার (রা) হাদীসগুলো সহীহ।

৮- عَنْ أَبِي عَنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ لِلَّهِ
أَنْبِيَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَأَنْبِيَاءَ رِيَكُمْ قُلُوبَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ،
وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلَيْنَهَا وَزَرْفَهَا. (الصحيح: ১১৭১)

৮০. আবু আনবাহ আল-খাওলানী নাবী ﷺ-এর হতে (হাদীসকে) মারফু আখ্যায়িত করে বর্ণনা করেন: নিশ্চয় যমীনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আল্লাহর পাত্র রয়েছে। আর তোমাদের প্রভুর পাত্র হলো, তার সৎ বান্দাদের অন্তর। তাঁর (আল্লাহর) কাছে (সর্বাধিক) প্রিয় হলো, যে (পৃথিবীবাসীর মধ্যে) সবচেয়ে অধিক নম্র ও কোমল (হৃদয়ের অধিকারী)। (আস-সহীহাহ- ১৬৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু আনবাহ আল-খাওলানী মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী তার ‘আল-মুজামুল কাবীর’ ১/৪০। ইমাম আহমাদ তাঁর ‘আয-যুহুদ’ এ হা. ৩৮৪সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুনতযী مُنْتَظَى الزُّبَيْدِيِّ তার إِتِّحَافُ سَادَةِ الْمُتَّقِينَ এর (৬/২০৯) এবং ইমাম ইরাবী إِسْنَاءُ فِي الْمُنَنِ এর (২/১৭৩)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ ও সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।

৪১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْطِيهِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَجْلِسِهِمْ مِنْهُ. فَجِئْنَا أَعْرَابِيًّا عَلَى رَكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صِفْهُمْ لَنَا، وَجَلِّهِمْ لَنَا؟ قَالَ: قَوْمٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ، مِنْ نَزَاعِ الْقَبَائِلِ، تَصَادَقُوا فِي اللَّهِ، وَتَحَابُّوا فِيهِ، بَضَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾. (الصحيح: ٢٤٦٤)

৮১. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহর কিছু (এমন) বান্দাহ রয়েছেন যাঁরা নবীও নন আবার শহীদও নন। (অথচ) কিয়ামাতের দিন আল্লাহর (অধিক) নিকটবর্তী হওয়ার এবং তাঁর নিকট স্থান পাওয়ার দরুন নবীগণ ও শহীদগণ তাঁদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। অতঃপর (একথা শুনে) এক গ্রাম্য ব্যক্তি তার হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট তাদের গুণাগুণ বলুন, আমাদের (নিকট) তাদের (পরিচয়) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিন? (জবাবে) তিনি বললেন, (তারা) মানুষদের মধ্য হতে একটি দল। (যারা) গোত্রসমূহের (নিকট) অপরিচিত (অর্থাৎ, খুবই সাধারণ প্রকৃতির ব্যক্তি) তারা পরস্পরের সাথে আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব রাখে এবং এ উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য নূরের মিশ্বর স্থাপন করবেন। (কিয়ামাত দিবসে আজাবের ভয়ে) মানুষজন ভয় পাবে। (কিন্তু) তারা ভয় পাবেন না। তারা আল্লাহ তা'আলার ওলী (বন্ধু) যারা (এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, আয়াতটি হলো- ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ﴾ যাঁরা (এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, আয়াতটি হলো- ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ﴾ তাদের ওপর কোন ভয় থাকবে না আর তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (আস-সহীহাহ- ৩৪৬৪)

হাদীসটি সহীহ।

আল-মুস্তাদরাক ৪/১৭১। হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন। আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে সাক্ষ্যমূলক হাদীস নাসায়ী তাঁর ‘কুবরাতে’ ৬/৩৬৪/১১২৩৬; আবু ইয়লা তাঁর ‘মুসনাদে’ ১০/৪৯৫/৬১১০; ইবনু হিব্বান ২৫০৮; বাইহাকী ‘শুআবুল ইমান’ ৬/৪৮৫/৮৯৯৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: “এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ।”

৮২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّ لِيَذْرَكَ دَرَجَةَ الصَّوَامِ الْقَوَامِ بَيَّاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ وَحُسْنِ خَلْقِهِ. (المصيبة: ৫২২)

৮২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয় সঠিক পথ প্রদর্শনকারী মুসলিম ব্যক্তি, অধিক সিয়াম পালনকারী, আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা অধিক সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সমমর্যাদা লাভ করবে তার পবিত্র অভ্যাস ও উত্তম আচরণের কারণে। (আস-সহীহাহ- ৫২২)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ২/২২০, ১৭৭। আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে সাক্ষ্যমূলক হাদীস (إِنَّ اللَّهَ لَيَبْلُغُ الْعَبْدَ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ بِحُسْنِ خَلْقِهِ)। আল-মুস্তাদরাক- ১/৬০; হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

৮৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ اخْلَاقًا. (المصيبة: ৭৭২)

৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী। (আস-সহীহাহ- ৭৯২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার *المُسْنَدُ*-এর (৬৭৬৭); ইমাম *الطَّبَائِلِ* তার *المُسْنَدُ*-এর হা. (২২৪৬); ইমাম *السُّنَنِ*-এর হা. ১৯৭৫; ইমাম বাইহাকী তার ‘শুআবুল ইমান’ এর হা. ৭৯৮৫; *شُعْبَةُ*-এর ভরীকে এই সূত্রে রিওয়ায়াত

করেছেন। সহীহ্ বুখারীতে- ২/৪৪৫ ‘أَخْلَافًا’ শব্দে বর্ণিত হয়েছে (بَابُ) (مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ)।

গুআইব আল-আরনাউত বলেন: এর إِسْنَادُ শাইখাইনের শর্তে সহীহ্ এবং এর এলন عَبْدُ اللَّهِ আর مَاسْرُكُক হলেন ابنُ نَمِيرٍ আর الْأَعْمَشُ।

৪৬- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَافًا، وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ، وَالْمُتَفَبِّهُونَ. قَالُوا: قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ، فَمَا الْمُتَفَبِّهُونَ؟ قَالَ: الْمُتَكَبِّرُونَ. (الصحيح: ৭৭১)

৮৪. জাবির (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্য হতে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান লাভকারী ব্যক্তি হলো সে-ই; যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্য হতে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক অপছন্দনীয় এবং কিয়ামাতের দিনে আমার থেকে সর্বাধিক দূরে স্থান লাভকারী ব্যক্তি হলো الثَّرَارُونَ (অচ্ছারছারুন-বাচাল), الْمُتَشَدِّقُونَ (আল-মুতাশাদ্দিকুন- অধিক ঠাট্টাকারী) ও الْمُتَفَبِّهُونَ (আল-মুতাফাইহিকুন) তারা (সাহাবীগণ) বললেন, আমরা الثَّرَارُونَ (আলছারছারুন) ও الْمُتَشَدِّقُونَ (আল-মুতাশাদ্দিকুন)-এর ব্যাপারে জানলাম। (কিন্তু) الْمُتَفَبِّهُونَ (আল-মুতাফাইহিকুন) কারা? (জবাবে) তিনি বললেন, (তারা হলো) অহংকারী ব্যক্তিবর্গ। (আস-সহীহাহ্- ৭৯১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তার ‘السنن’-এর (১/৩৬৩); খাতীব তাঁর ‘তারিখে’ (৪/৬৪); সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন শাইখ আলবানী তাঁর সহীহ্ জামেউস সগীর হা. ২২০১-এ আর তিনি হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

৪৫- عَنْ حَصِينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ حُذَيْفَةَ يَحْدُثُ عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ، قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعُوذُ فِي نِسَاءٍ، فَإِذَا سِقَاءٌ مَعْلَقٌ نَحْوَهُ، يَقْطُرُ مَاءٌ عَلَيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى فُزَادِهِ) مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ الْحُمَى، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ فَشَفَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. (المصيبة: ৩২৬৭)

৮৫. হুসাইন ইবনু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত; (তিনি বলেন,) আমি আবু উবাইদাহ ইবনু হুজাইফা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি তার ফুফু ফাতিমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (ফাতিমা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তাঁর নিকট গেলাম। (সেখানে দেখতে পেলাম) একটি মশক তাঁর দিকে (উপরে) লটকানো রয়েছে। (মশক হতে) টপকিয়ে পানির ফোঁটা তাঁর (ﷺ)-এর উপর পড়ছিল (অপর এক বর্ণনায় আছে, পানি তাঁর বুকের উপর পড়ছিল) জ্বরের তীব্র উষ্ণতা যা তিনি অনুভব করছেন তার (যন্ত্রণা দূর করার) জন্য। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেন তবে তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগ করেন নাবীগণ। এরপর যারা তার পরে আসেন (অর্থাৎ তাদের মহানুভবতায় মহান যারা) এরপর তাদের পরবর্তীগণ এরপর তাদের পরবর্তীগণ (অর্থাৎ, সৎ ব্যক্তিগণ অধিক যন্ত্রণায় ভোগেন)। (আস-সহীহাহ- ৩২৬৭)

হাদীসটি হাসান।

নাসায়ী তার 'আস সুনানুল কুবরা'-এর ৪/৩৫৫/৭৪৯২, ৩৭৯-৮০; হাকিম- ৪/৪০৪; আহমাদ- ৬/৩৬৯.....। এর সানাদ জাইয়েদ। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ কেবল আবু উবায়দা ছাড়া। ইবনু হিব্বান ছিক্বাহ বলেছেন।

হায্জামী বলেছেন: আহমাদ ও তাবারানী তাঁর 'কাবীরে' বর্ণনা করেছেন.... এর সানাদ হাসান।

আস-সহীহাহ- ৮

৪৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ مِنْ أَفْرَى الْفَرَى أَنْ يَرَى عَيْنِيهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا . (الصحيح: ১৩৬২)

৮৬. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: নিশ্চয় সর্বাধিক পেরেশানীদায়ক (মিথ্যা) বস্তু হলো, (তা-ই যা) স্বপ্নের মধ্যে চক্ষুদ্বয়কে ঐ সকল বস্তু দেখায় যা তারা দেখেনি। (আস-সহীহাহ- ৩০৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার 'المسند'-এর (২/৯৬) হা. ৫৭১; সহীহ বুখারী হা. ৭০৪৩-এর তরিকে এই-عَبْدُ الصَّمَدِ (بَابُ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ) ৯০৪৩-এ রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি, ابْنُ عَبَّاسٍ, عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, إِسْنَادُ ইত্যাদি। যাহাবী ও তাবৈয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে। ফাতহুল বারীর (১২/৪৩০) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বুখারীর শর্তে সহীহ আর এর রাবীগণ শায়িখাইনের রাবী।

৪৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنْ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَسِبًا سَتِيرًا، لَا يَرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ إِلَّا سَتَحِيَاءَ مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسْتَرُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ، وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ. وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يَبْرِنَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى، فَبَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرٌ! ثَوْبِي حَجَرٌ! حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأَوْهُ عَرِيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، وَأَبْرَاهُ مِمَّا يَقُولُونَ، (قَالُوا: وَاللَّهِ مَا

يَمُوسَىٰ مِنْ بَاسٍ، وَقَامَ الْحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبَسَهُ، وَطَفِقَ
بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بَعْضَاهُ، فَوَاللَّهِ! إِنَّ بِالْحَجَرِ لِنَدْبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ،
ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذَا مَا مَوْسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ
وَجِيهًا﴾. (الصحيحة: ٣٠٧٥)

৮৭. আবু হুরাইরাহু (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মুসা 'আলাইহিস সালাম (অধিক) লজ্জাশীল ও পর্দাকারী ব্যক্তি ছিলেন। (অধিক) লজ্জায় তাঁর (দেহের) চামড়ার কোন অংশ দেখা যেত না। (ফলে) বনী ইসরাঈলের (অনেক) কষ্টদানকারী তাঁকে (ঠাট্টা করার দ্বারা) কষ্ট দিয়েছে। তারা বলে (থাকে) তিনি (মুসা আলাইহিস সালাম) তাঁর (দেহের) চামড়ায় কোন ফ্রটি (অসুখ) থাকার কারণেই এরূপ পর্দা করে থাকেন। (এ রোগটি) হয়ত কুষ্ঠ রোগ অথবা অণুকোষের রোগ কিংবা (অন্য কোন মারাত্মক) ফ্রটিযুক্ত রোগ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মুসা আলাইহিস সালামকে তারা যা বলে থাকে তা থেকে পবিত্র প্রমাণিত করার ইচ্ছা করলেন।

একদিন মুসা 'আলাইহিস সালাম (জনশূন্য এলাকায়) একাকী গেলেন। অতঃপর পাথরের উপর (পরিধেয়) কাপড় রাখলেন এরপর (নদী কিংবা জলাশয়ে নেমে) গোসল করতে লাগলেন। গোসল সেরে কাপড় নেয়ার জন্য (পাথরের নিকট) গেলেন। (তখন) পাথর কাপড় নিয়ে (আল্লাহর কুদরতে) দৌঁড়াতে লাগল। মুসা 'আলাইহিস সালাম তার লাঠি নিয়ে (পাথরের পিছু পিছু ছুটলেন এবং) পাথরকে ডাকতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, হে পাথর! আমার কাপড় (রেখে যাও)। হে পাথর! আমার কাপড় (রেখে যাও)। এক পর্যায়ে পাথর বনী ইসরাঈলের এক (নেতৃস্থানীয়) দলের (লোকদের) কাছে গিয়ে থামল। তারা তাঁকে (মুসাকে) বিবস্ত্র অবস্থায় দেখল (যে তিনি) আল্লাহর সৃষ্টির (মাঝে) খুবই চমৎকার। আর তারা (যা বলত তার ফ্রটির ব্যাপারে) তাঁকে ফ্রটিহীন দেখতে পেল। (তারা বলল, আল্লাহর শপথ! মুসার মধ্যে কোন ফ্রটি নেই)। পাথর দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর মুসা 'আলাইহিস সালাম তাঁর বস্ত্র নিয়ে পরিধান করলেন। আর লাঠি দিয়ে

(অনবরত) তিনি পাথরকে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহর শপথ! পাথরটিতে তিন অথবা চার কিংবা পাঁচটি (গভীর) দাগ পড়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا﴾ অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ ব্যক্তিদের মত হয়ো না যারা মুসা আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিষ্কলঙ্ক করেছেন। আর তিনি আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান ছিলেন। (আস-সহীহাহ্- ৩০৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী হা. ২৭৮, ৩৪০৪, ৪৭৯৯ (بَابُ حَدِيثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى); সহীহ মুসলিম- ১/১৮৩, ৭/৯৯; (بَابُ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى); আবু আওয়ানাহ- ১/২৮১; তিরমিযী হা. ৩২১৯; তাহাবী 'শরহ মুশকিলিল আসার' ১/১১; জারীর তাবারী- ২২/৩৭; আহমাদ- ২/৩২৪, ৩৯২, ৫১৪, ৫৩৫ প্রভৃতি।

৪৪- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ هَوَازَنَ جَاءَتْ يَوْمَ حَنْبَيْنَ بِالنِّسَاءِ وَالصَّبَبَانِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، فَصَفَوْهُمْ صَفَوْفًا لِيُكْثِرُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَالتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مَدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَطْعَنْ بِرْمِجٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ بِسَيْفٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَوْمَئِذٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلْبُهُ، فَقَتَلَ أَبُو قَتَادَةَ يَوْمَئِذٍ عَشْرِينَ رَجُلًا، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ، فَأَعْجَلْتُ عَنْهُ أَنْ اخْذَ سَلْبَهُ، فَاَنْظُرْ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِي مِنِّهَا، فَأَعْطِنِيهَا!
 فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَانَ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، أَوْ سَكَتَ.
 فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللَّهِ، لَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِّنْ أَسَدِهِ وَيُعْطِيكُمَا!
 فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (الصحيح: ٢١٠٩)

৮৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; হুনাইন যুদ্ধের দিন হাওয়াযিনরা (গোত্রবাসীরা) মহিলা, শিশু, উট ও বকরী নিয়ে (অর্থাৎ পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদসহ রণাঙ্গনে) আসে। তারা তাদের সারিবদ্ধ করল যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (সারির) চেয়ে অধিক মনে হয়। অতঃপর মুসলিম ও মুশরিকগণ যুদ্ধ করতে শুরু করল। মুসলমানগণ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করল। যেমন (কুরআনে) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন-
 أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ বললেন: হে আনসারদের দল! আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল! এবং বললেন: হে আনসারদের দল! আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের পরাজয় করেন। তিনি (কাউকে) তীর নিক্ষেপ করেননি এবং (কাউকে) তরবারীর আঘাতও করেননি। নাবী ﷺ ঐদিন বলেছিলেন, যে কোন কাফেরকে হত্যা করবে তার জন্য নিহতের গানীমাত অর্জিত হবে। সেদিন আবু কাতাদা বিশজনকে (মুশরিককে) হত্যা করেছিলেন এবং তাদের সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন।

আবু কাতাদা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক ব্যক্তির ঘাড়ের রগে আঘাত করলাম তার নিকট যুদ্ধের এক ঢাল ছিল আমি তার সম্পদ নেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছিলাম। (তবে তা নিতে পারিনি) দেখুন হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তিকে? সে সময় এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তা (গানীমাতের সেই ঢাল) নিয়েছি। আপনি এ ব্যাপারে রাজি থাকুন এবং আমাকে তা প্রদান করুন। অতঃপর নাবী ﷺ চুপ থাকলেন আর নাবী ﷺ-এর কাছে যা-ই চাওয়া হোক না কেন, তা তিনি প্রদান করতেন; কিংবা চুপ থাকতেন। অতঃপর উমার (রা) বললেন, না। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ

গানীমাতের সম্পদ তার এক সিংহকে রেখে অপর সিংহকে দেন না। আর
তা তিনি তোমাকে প্রদান করেছেন। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ
হাসিলেন। (আস-সহীহাহ- ২১০৯)

ହାତୀମଟି ମହୀନ୍ ।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) রিওয়াযাত করেছেন। اِبْنُ اَلْبَيْعِ اَبُو۔ তার المستدرك على الصحيحين-এর (২/১৩০) হাদীসটিকে সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আর ইমাম আয-যাহাবী চূপ থেকেছেন।

٨٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ نَاسٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ: إِنِّي لِأَحَبُّ هَذَا لِلَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعَلِمْتَهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمِمَّنْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمَهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلِمَهُ، فَقَالَ: أَحِبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكَ مَا أَحْتَسِبْتَ. (الصحيحه: ٣٢٥٣)

৮৯. আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নাবী -এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর তাঁর নিকট কয়েকজন ব্যক্তি ছিল। ঐ ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর (সত্ত্বষ্টির লাভের) জন্য ভালবাসি। নাবী  বললেন; তুমি তাঁকে কি তা (একথা) জানিয়ে দিয়েছ? সে (লোকটি) বলল: না। তিনি () তাঁকে বললেন; তাঁর কাছে যাও এবং তাঁকে তা জানিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার নিকট গিয়ে তা জানিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বলল, আমি তোমাকে ঐ কারণে ভালবাসি যে কারণে তুমি আমাকে ভালবাস। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর সে নাবী -এর নিকট ফিরে আসলেন এবং তাঁকে ঐ ব্যাপারে অবহিত করলেন তিনি সে বলেলেন। নাবী  বললেন: তুমি ঐ ব্যক্তির সাথে (হাশরের ময়দানে উঠবে) যাকে তুমি ভালবাস। আর তোমার জন্য তা-ই (মিলবে) যা তুমি ধারণা করবে (বিশ্বাস করবে)। (আস-সহীহাহ- ৩২৫৩)

হাদীসটি হাসান।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১১/২০০/২০৩১৯; বায়হাক্বী তার ‘শুআবুল ইমান’ ৬/৪৮৯/৯০১১ যঈফ.....

আনাস (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমাদ- ৩/২৬২, ২৮৩; আবু ইয়ালা- ৫/১৪৪/২৭৫৮; ইবনু হিব্বান- ১/৩৮৭/৫৬৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ।

৯০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ، قَالَ: زَحَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَفِي رِجْلِي نَعْلٌ كَثِيفَةٌ، فَوَطَّئْتُ عَلَى رَجُلٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَانْفَحَنِي نَفْحَةً بِسَوْطٍ فِي يَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، أَوْجَعْتَنِي. قَالَ: فَبِتُّ لِنَفْسِي لَأَنَّمَا أَقُولُ: أَوْجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ كَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا رَجُلٌ يَقُولُ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي كَانَ مِنِّي بِالْأَمْسِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مُتَخَوِّفٌ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكَ وَطَّئْتَ بِنَعْلِكَ عَلَى رَجُلٍ بِالْأَمْسِ فَأَوْجَعْتَنِي، فَانْفَحْتُكَ بِالسَّوْطِ، فَهَذِهِ ثَمَانُونَ نَعْجَةً فَخُذْهَا بِهَا. (الصحيح: ২০৬২)

৯০. আব্দুল্লাহ ইবনু আবু বাকার আরবের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (আরবী ব্যক্তি) বলেন, হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ভিড় করলাম। আমার পায়ে মোটা জুতা ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ে (অসাবধানতাবশত) পা দিয়ে মাড়লাম। অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর হাতের (কোড়া জাতীয়) লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, بِسْمِ اللَّهِ (বিসমিল্লাহ) তুমি আমাকে ব্যথা দিয়েছ। তিনি (আরবী ব্যক্তিটি) বলেন, আমি নিজেকে ভর্ৎসনা করা অবস্থায় রাত কাটলাম এবং আমি নিজেকে নিজেই সম্বোধন করে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যথা দিয়েছ! আমি রাত্রি (খুব কষ্টে) কাটলাম যা আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। যখন আমি সকালে উপনীত হলাম। অকস্মাৎ এক ব্যক্তি বলল, ওমুক ব্যক্তি

কোথায়? সে (লোকটি) বলল, আমি বললাম, আল্লাহর কসম ইনি ঐ ব্যক্তি যে গতকাল ছিল। তিনি বললেন, আমি ভয়ে ভয়ে চললাম। আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, গতকাল তুমি আমার পায়ে তোমার জুতা দিয়ে মাড়িয়ে আমাকে ব্যথা দিয়েছিলে যার ফলে আমি তোমাকে কোড়া দিয়ে আঘাত করেছিলাম। (তার বিনিময়ে) এই আশিটি উষ্ট্রী, (তোমাকে দিলাম) এগুলো গ্রহণ কর। (আস-সহীহাহ-৩০৪৩)

হাদীসটি হাসান।

দারেমী- ১/৩৪-৩৫-এর সানাদ জাইয়েদ।

দারেমীর মুহাক্কিক হুসাইন সালিম আল-আসাদ দু'জন রাবীকে মুদাল্লিস বলেছেন। (তাহক্বীক্কৃত দারেমী- ১/৪৮/৭২)

আলবানী হুজ্জাত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

৭১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تَنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّهُ. (المصبعة: ২০০০)

৯১. আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন: তোমরা অচিরেই আমার পরে স্বার্থপরতা (অবলম্বনকারী অর্থাৎ অন্যের ভালো-মন্দ না দেখে শুধু নিজের ভাল ও উন্নতির প্রতি লক্ষ্যকারী ব্যক্তি কিংবা শাসক) ও শাসন-ক্ষমতা দেখবে যা তোমরা অপছন্দ করবে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ঐ ব্যাপারে) আমাদের আপনি কী আদেশ (দিক নির্দেশনা দান) করেছেন? (জবাবে) তিনি বললেন: তাদের অধিকার তোমরা (তাদের) দিয়ে দাও আর আল্লাহর নিকট তোমাদের অধিকার তোমরা চেয়ে নাও। (আস-সহীহাহ-৩৫৫৫)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী হাদীস নং ৭০৫২ (অন্যতম অনুচ্ছেদ- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرُونَ بَعْدِي أُمُورًا تَنْكِرُونَهَا- সহীহ মুসলিম-

৬/১৭-১৮; তিরমিযী হাদীস নং ২১৯০; আবু নুঈম তার 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' ৪/১৪৮; আহমাদ- ১/৪৩৩; তাবারানী 'আল-মুজামুল কাবীর' হাদীস নং ১০০৭৩।

৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ أَوْفَى

رَوَايَةٍ: صَالِحٍ الْأَخْلَاقِ. (الصَّحِيحَةُ: ১৫)

৯২. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আমি উত্তম (অপর বর্ণনা মতে সৎ) চরিত্রতার পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। (আস-সহীহাহ-৪৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর তার ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হাদীস নং ২৭৩; ইবনু সা‘দের তাবাক্বাত- ১/১৯২; হাকিম- ২/৬১৩; আহমাদ- ২/৩১৮।

ইবনু ‘আসাকির ‘তারিখে দিমেশক’ ৬/২৬৭/১-এর সানাদ হাসান।

হাকিম বলেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী চূপ থেকেছেন।

৭৩- عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِبَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكَبِيرِ، إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ نِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ (مِنْهُ) رِيحًا خَبِيثَةً. (الصَّحِيحَةُ: ৩২১৫)

৯৩. আবু মুসা (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, সৎ বন্ধু ও মন্দ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো, সুগন্ধি বহনকারী ও কামারে ভাট্রির মত (অর্থাৎ কামারের চুলার মত) সুগন্ধি বহনকারী হয়ত তোমাকে (সুগন্ধির) কিছু অংশে তোমাকে অংশগ্রহণ করাবে কিংবা তুমি তার নিকট থেকে (কিছু সুগন্ধি) ক্রয় করবে (তাও যদি না হয় তবে) তুমি তার থেকে সুঘ্রাণ লাভ করবে। আর কামারের ভাট্রি হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে নতুবা তার থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে। (আস-সহীহাহ- ৩২১৪)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী হাদীস নং ২১০১, ৫৫৩৪ (অন্যতম অনুচ্ছেদ- (بَابُ الْمِسْكِ); সহীহ মুসলিম- ৮/৩৭-৩৮; ইবনু হিব্বান- ১/৩৮৬/৫৬২/৫৭৮। বায়হাকী শুআবুল ঈমান- ৭/৫৪/৯৪৩৫; আহমাদ- ৪/৪০৪।

৯৬- عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ: إِنَّمَا يَهْدِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ: اللَّهُ، وَإِنَّمَا يَصْرِفُ مِنْ أَسْوَنِهَا هُوَ. (الصحيح: ২২৫৫)

৯৪. তাউস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তিনি মিসরে (বসা) ছিলেন। উত্তম চরিত্রের প্রতি আল্লাহই পথ দেখান আবার মন্দ চরিত্র থেকে তিনিই (মানুষকে) দূরে রাখেন। (আস-সহীহাহ- ৩২৫৫)

হাদীসটি সহীহ মুরসাল।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ১১/১৪৬/২০১৫৬-সহীহ মুরসাল।

শক্তিশালী সাক্ষ্যমূলক হাদীস: আলী (রা) থেকে আহমাদ- ১/১০২; মুসলিম ও আবু আওয়ানাহ তাঁদের ‘সহীহাতে’; তিরমিযী- সহীহ বলেছেন। সহীহ সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৭৩৮।

৯৫- عَنْ هَانِيٍّ: أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ، وَيَذُلُّ الطَّعَامَ. (الصحيح: ১৭২৭)

৯৫. হানী থেকে বর্ণিত যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গোত্রপ্রতিনিধি আসল তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন বস্তু জান্নাতকে আবশ্যক করে? (জবাবে) তিনি বললেন, তোমার জন্য আবশ্যক হলো উত্তম কথা বলা (অর্থাৎ সবার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা) এবং (অনাহারীকে) আহার করানো (অন্ন দান করা)। (আস-সহীহাহ- ১৩৯৩)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী তাঁর “خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ” ইবনু আবীদ দুনিয়া তাঁর “الصَّحُفُ” ২/৯/১; হাকিম- ১/২৩-তিনি হাদীসটিকে মুস্তাক্বীম বলেছেন....

ইমাম আয-যাহাবী এতে চূপ থেকেছেন।

৭৬- عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا تَلَقَّى، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكَ. (الصحيح: ২৪১৮)

৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ এক ক্রীতদাস (পূর্বে) যাকে তিনি ফাতিমার জন্য দান করেছিলেন, তাকে নিয়ে ফাতিমার নিকট গেলেন। তিনি (আনাস) বলেন (ঐ সময়) ফাতিমার পরনে এমন এক বস্ত্র ছিল যখন তিনি (ফাতিমা) কাপড় টেনে মাথা ঢাকেন তখন তার দু'পায়ে তা পৌঁছেনা (অর্থাৎ মাথা ঢাকলে পা উন্মোচিত হয়) আর যখন পা ঢাকে তখন তা মাথায় পৌঁছেনা। অতঃপর নাবী ﷺ যখন তার (এ) কর্মকাণ্ড দেখে বললেন, তোমার কোন সমস্যা নেই। কারণ (এ দু'জনের একজন) তোমার বাবা ও অন্যজন তোমার ক্রীতদাস। (আস-সহীহাহ- ২৮৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম যিয়া আল-মাকদেসী তার আল-মুখতারাহ এর (১/৪১); ইমাম আবু দাউদ তার মুসুন-এর হা. ৪১০৬ (بَابُ فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَانِهِ) -এ সহীহ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ। সমস্ত বর্ণনাকারী ছিদ্ধাহ।

৭৭- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: إِنَّهُ مَنْ أَعْطَى حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ، فَقَدْ أَعْطَى حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَصَلَةُ الرَّحْمِ، وَحَسَنَ الْخَلْقِ وَحَسَنَ الْجَوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ. (الصحيح: ৫১৭)

৯৭. 'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ তাকে বলেন: যাকে নম্রতার অংশ দান করা হয়েছে (অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যাকে নম্র-স্বভাব দান করেছেন) তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের অংশ দান করা হয়েছে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, উত্তম আচরণ করা এবং প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ দেশকে আবাদ করে থাকে (অর্থাৎ দেশ ধনে-জনে বৃদ্ধি পায়) এবং হায়াত বৃদ্ধি করে (অর্থাৎ, হায়াতে বরকত লাভ হয়)। (আস-সহীহাহ- ৫১৯)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ৬/১৫৯।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ। বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ এবং মুহাম্মাদ বিন মুহযাম ছাড়া সবাই শাইখাইনের রাবী। আর তিনিও ইবনু মাস্গিনের কাছে ছিক্বাহ।

৯৮. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسِمًا، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِيُغَيِّرَ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ خَيْرُونِي (بَيْنَ) أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفَحْشِ، أَوْ يَبْخُلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ. (المصيبة: ৩৫৮৯)

৯৮. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সম্পদ) বণ্টন করছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রাসূল, এরা ব্যতীত (অন্যান্যরা) এ ব্যাপারে (সম্পদ পাওয়ার উপযুক্ততায়) এদের চেয়ে অধিক হকদার। তিনি বললেন: তারা আমাকে সুযোগ দিয়েছে যে, তারা আমার নিকট অসদুপায়ে কিছু চাইবে অথবা আমাকে তারা কৃপণ আখ্যা দিবে। আর আমি কৃপণ নই। (আস-সহীহাহ- ৩৫৮৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহার (৩/১০৩) (بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بِفُحْشٍ وَغُلْظَةٍ) এ; ইমাম আহমাদ তার 'المُسْنَدُ' -এর (১/২০, ৩৫)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৯৯- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ): أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَقَالُوا: لَا يَأْكُلُ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يَرْحَلَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اغْتَبْتُمُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا حَدَّثْنَا بِمَا فِيهِ، قَالَ: حَسْبُكَ إِذَا ذَكَرْتَ أَخَاكَ بِمَا فِيهِ. (المصيبة: ২১১৭)

৯৯. আমার ইবনু শুয়াইব তাঁর বাবা ও দাদা (মুয়াজ ইবনু জাবাল)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তারা নাবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তির আলোচনা করে বলছিলেন, (যে) সে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত খায় (অর্থাৎ বেশি খায়) আর যতক্ষণ না তার জন্য (সওয়ারী) সুসজ্জিত করা হয় ততক্ষণ (সে বাহনে) আরোহণ করে না (অর্থাৎ সওয়ারী সুসজ্জিত করে বাঁধার পর সে তাতে আরোহণ করে)। (একথা শুনে) নাবী ﷺ বললেন, তোমরা তার গীবত করেছ। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো ঐ বিষয়ই উল্লেখ করেছি যা তার মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপারই আলোচিত হয়েছে) তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, (গীবত হওয়ার জন্য) তোমার ভাইয়ের মধ্যে যা (অর্থাৎ, যে ত্রুটি) রয়েছে তার আলোচনাই যথেষ্ট। (আস-সহীহাহ- ২৬৬৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আমার ইবনু শুয়াইব তাঁর বাবা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে এবং তিনি مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (রা) থেকে মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আবু জা'ফার রাযী তার "مَجْلِسُ مِنَ الْأَمَلِيِّ" -এর (১/১৭৮) হাদীসটিকে সহীহ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং সমস্ত বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

১০০. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكَ وَرِضَاكَ. قَالَتْ: قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّكَ إِذَا كُنْتَ رَاضِيَةً، قُلْتُ: بَلَى، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتَ سَاخِطَةً، قُلْتُ: لَا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلٌ، لَا أَهْجُرُ إِلَّا إِسْمَكَ. (المصباح: ২৩.২)

১০০. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আমি তোমার রাগ ও সন্তুষ্টি বুঝতে পারি। তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তা আপনি বুঝতে সক্ষম হন? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তুমি যখন (আমার প্রতি) সন্তুষ্ট থাক তখন তুমি বল- হ্যাঁ, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রভুর শপথ! আর যখন তুমি (আমার প্রতি) অসন্তুষ্ট হও তখন তুমি বল, না, ইব্রাহীম 'আলাইহিস সালাম-এর প্রভুর শপথ। তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ (চিরকাল আপনাকে মনে-প্রাণে সর্বাধিক ভালবাসলেও ঐ সময়ে) শুধু আপনার নামই বাদ দেই। (অর্থাৎ, তখন শুধু আপনার নাম উল্লেখ করি না বটে; তবে আপনিই আমার সব তা মনে প্রাণে তখনও বিশ্বাস করি।) (আস-সহীহাহ- ৩৩০২)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ তাঁর 'মুসনাদে' ১/১৮৫ এবং 'আল-ফাযায়েল'-এ ২/৯২৪/১৭৬৮; বর্ণিতভাবে বর্ণনা করেছেন 'আব্দুল্লাহ তাঁর 'আল-ফাযায়েলে'-এ ২/৯৩৮/১৮০৪; বায্যার তাঁর 'মুসনাদে' ৩/২৪৮/২৬৭৩ কাশফুল আসতার; আবু ইয়াল ২/১৩৯/৮২০.....।

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেন: এর সানাদ হাসান। (তাহকীক্কৃত মুসনাদে আহমাদ- ১/১৮৫/১৬১০); তাহকীক্কৃত সহীহ্ ইবনু হিব্বান- ১৫/৫২৮/৭০৫২।

১০১. عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلَأَ اللَّهُ أَذْنِيَهُ مِنْ نَّأْيِ النَّاسِ خَيْرًا، وَهُوَ يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ أَذْنِيَهُ مِنْ نَّأْيِ النَّاسِ شَرًّا، وَهُوَ يَسْمَعُ. (المصباح: ১৭৬০)

১০১. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জান্নাতের অধিবাসী ঐ ব্যক্তি যার উভয় কান আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রশংসা দ্বারা পূর্ণ করে দেন আর সে তা শুনে থাকে। আর জাহান্নামের অধিবাসী ঐ ব্যক্তি যার উভয় কান মানুষের মন্দ বর্ণনা অর্থাৎ নিন্দা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়, আর সে তা শুনে থাকে। (আস-সহীহাহ- ১৭৪০)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ হা. ৪২২৪; তাবারানী তাঁর 'আল-মুজাম্মুল কাবীরে' হা. ১২৭৮৭; আবু নুঈম তার 'আল-হিলইয়াহ' ৩/৮০; বাইহাকী তার 'শুআবুল ইমান' ২/৩৪২/১.....

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ সহীহ।

বুসিরী (র) তাঁর 'আয-যাওয়ায়েদে' ২/২৮৫ বলেন: এই হাদীসের সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিদ্ধাহ। হ্যাঁ, হাদীসটি সহীহ- কেননা এর অনেক সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

১০২. عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي. قَالَ: أَوْصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَسْتَحِيَ رَجُلًا مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ. (المصيبة: ৭৬১)

১০২. সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে (কিছু) উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তোমার গোত্রের সৎ ব্যক্তিদের থেকে যেমন তুমি লজ্জা পোষণ করে থাক তেমনি তোমাকে আমি আল্লাহ তা'আলার থেকে লজ্জা পোষণ করার (জন্য) উপদেশ দিচ্ছি। (আস-সহীহাহ- ৭৪১)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর 'আয-যুহদে' পৃষ্ঠা ৪৬; আবু উরওয়াবাতুল হিরওয়ানী 'তাবাক্বাত-এ ২/১০/১; সালমী 'আদাবুস সহাবাতু' ১/১২; বাইহাকী 'শুআবুল ইমান'-এ ২/৪৬২/২; আলখারায়িতী 'মাকারিমুল আখলাক' পৃষ্ঠা ৫০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিদ্ধাহ।

১০৩- عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الصَّعَدَاتِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّرِيقِ) فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَأَعْلَيْنَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قِيلَ: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَإِرْشَادُ الضَّالِّ. (المصيبة: ২৫০: ১)

১০৩. উমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা গমনাগমনের পথে বসা থেকে দূরে থাক। (অপর এক বর্ণনায় الطريق অর্থাৎ, পথের উল্লেখ রয়েছে) একান্ত যদি বসেই থাক (অর্থাৎ রাস্তায় বস) তবে রাস্তাকে তার অধিকার দাও। প্রশ্ন করা হলো, রাস্তার অধিকার কী? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, সালামের উত্তর দেয়া ও পথহারাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া। (আস-সহীহাহ- ২৫০১)

হাদীসটি সহীহ।

তুহাবী তাঁর ‘মুশকিলুল আছারে’ ১/৫৮; বাযযার তাঁর ‘মুসনাদে’ ২/৪৬৫/২০১৮। মূল মর্মে সহীহ বুখারী (بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّوْرِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا) (وَالْجُلُوسُ عَلَى الصَّعَدَاتِ)।

সহীহ মুসলিমে (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقَاتِ وَإِعْطَاءِ) সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (الطَّرِيقُ حَقُّهُ)।

১০৪- عَنْ عَبْدِ بَنِ حَزْنٍ، قَالَ: تَفَاخَرُ أَهْلُ الْإِبِلِ وَأَصْحَابُ الشَّاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بُعِثَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ رَاعِيٌ غَنَمٍ، وَبُعِثَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ رَاعِيٌ غَنَمٍ، وَبُعِثَ أَنَا وَأَنَا رَاعِيٌ غَنَمٍ بِأَجْيَادٍ. (المصيبة: ২১৬)

১০৪. আবদা ইবনু হাযন থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: উট ও বকরী পালনকারীরা একে অপরের উপর গর্ব করছিল। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, মুসা ‘আলাইহিস সালামকে (নাবী হিসেবে) প্রেরণ করা হয়েছিল অথচ তিনি

বকরীর রাখাল ছিলেন। দাউদ ‘আলাইহিস সালামকে (নাবী হিসেবে পৃথিবীতে) প্রেরণ করা হয়েছিল অথচ তিনিও বকরীর রাখাল ছিলেন। আর আমিও ছাগলের উত্তম রাখাল। (আস-সহীহাহ-৩১৬৭)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী তাঁর ‘তারিখে’ ৩/২/১১৩-১৪; ‘আদাবুল মুফরাদে’ হাদীস নং ৫৭৭; আদ-দাওয়ালাবী তাঁর ‘আলকীনা’-এ ১/৯২।....

এর সাক্ষ্যমূলক সহীহ হাদীসটি হল, আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হাদীস- “مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ...” সহীহ বুখারী (بَابُ (رَعَى الْغَنَمَ عَلَى قَرَارِيطٍ)।

১০৫- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا: بَلَّوْا أَرْحَامَكُمْ

وَلَوْ بِالسَّلَامِ . (المصيبة: ১৭৭৭)

১০৫. সুয়াইদ ইবনু আমির আল-আনসারী থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধনকে সিক্ত কর যদিও তা সালাম (বিনিময় করার) মাধ্যমে হোক। (আস-সহীহাহ- ১৭৭৭)

হাদীসটি হাসান।

ওয়াকী ‘আয-যুহদে’ ২/৭৪/২; ইবনু হিব্বান তাঁর ‘ছিক্বাতে’ ১/৭৫; কাযা‘য়ী তাঁর ‘মুসনাদে শিহাবে’ ১/৫৫; ইবনু আসাকীর ‘তারিখে দিমাশক’ ১২/১৩২/২।.... সহীহ মুরসাল।....

তবে মওসূল সূত্রে ইবনু আব্বাস, আনাস বিন মালিক এবং সাওয়াইদ বিন ‘আমর থেকে (সাক্ষ্যমূলক) হাদীস বর্ণিত হয়েছে।.....

শাইখ আলবানী অন্যত্র হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (সহীহুল জামেউস সগীর হাদীস নং ২৮৩৮)

১০৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا

يَدْخُلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنُ الْخُلُقِ، وَأَكْثَرُ مَا

يَدْخُلُ النَّاسُ النَّارَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ . (المصيبة: ১৭৭৭)

আস-সহীহাহ- ৯

১০৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ -কে, অধিকহারে জান্নাতে প্রবেশকারী (অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশে সাহায্যকারী) বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। (জবাবে) তিনি বললেন, আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র (অধিকহারে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশে সাহায্য করে) আর মুখ ও লজ্জাস্থান অধিকহারে মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

(আস-সহীহাহ- ১৭৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু হুরাইরা (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তার তার 'لُسْنُنْ'-এর (১/৩৬১); ইমাম ইবনু মাজাহ তার 'اُسْنُنْ'-এর হাদীস নং ৪২৪৬; ইমাম আহমাদ তার 'اَلْمُسْنَدُ' এর হা. ৯৬৯৬ ও ৭৯০৭।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি সহীহ-গারীব ও হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

১০৭. عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبِيدٍ مَرْفُوعًا: ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبْقَى فَمَاتَ، وَأَمْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مِزْنَةُ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ. وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ عِزًّا وَجَلَّ رِدَاءً، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. (المصباح: ৫৫২)

১০৭. ফুযালাহ ইবনু উবাইদ থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; তিন শ্রেণীর ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ তারা জান্নাতী হোক কিংবা জাহান্নামী হোক তিনি তাদের ধার ধারেন না) (ক) ঐ ব্যক্তি যে (মুসলিম উম্মাহের) দলকে বিচ্ছিন্ন করেছে; (খ) যে তার ইমামের (মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের তথা শাসকের) বিদ্রোহ করে এবং বিদ্রোহী অবস্থায় মারা যায়। (গ) ঐ দাস-কিংবা দাসী যে (মালিকের নিকট থেকে) পালিয়ে যায় এবং (পলাতক অবস্থায়) মৃত্যুবরণ করে এবং ঐ স্ত্রীলোক যার স্বামী (সফরের জন্য

কিংবা কোন প্রয়োজনে) দূরে যায় আর পার্থিব খরচাদি (যা স্বামী তাকে দিয়েছে) তার জন্য যথেষ্ট হয়। অতঃপর (তথাপি) সে তার পরে (অর্থাৎ স্বামীকে ছেড়ে অন্যের সাথে) বের হয়ে যায়। এদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো না এবং (আরো) তিন শ্রেণীর জন্য জিজ্ঞেস করো না— (ক) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার চাদর নিয়ে টানাটানি করে। কারণ তাঁর (আল্লাহর) চাদর হলো অহংকার। আর তাঁর পরিধেয় (জামা) হলো সম্মান। (খ) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর বিচার তথা তার ফায়সালা ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। (গ) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়। (অর্থাৎ, আল্লাহর রহমত পাবে বলে সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না)। (আস-সহীহাহ- ৫৪২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ফুযালা ইবনু উবাইদ (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বাযযার তার **الْمُسْنَدُ**-এর (২/৩৭২) হাসান সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

১০৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءً. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالذَّيُّوثُ، وَالرَّجُلَةُ. (المصيبة: ৩.৭৭)

১০৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। (তারা হলো) (ক) পিতামাতার অবাধ্য (সন্তান); (খ) সর্বদা মদ্যপানকারী; (গ) দান করে খোঁটাদানকারী (অর্থাৎ কাউকে কিছু দান করার পর তাকে হয় করার জন্য দানের বিষয়টি উল্লেখ করা) আর তিন শ্রেণীর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (তারা হলো) (ক) পিতা-মাতার অবাধ্য (সন্তান); (খ) দাইয়ুস (যে নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দেয়); (গ) ঐ মহিলা যে পুরুষের বেশ-ভূষা ধারণ করে। (আস-সহীহাহ- ৩০৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৫৯০; ইবনু হিব্বান- ৫০; হাকিম- ১/১১৯; আহমাদ- ৬/১৯; ইবনু আবী 'আসিম তাঁর 'আস-সুন্নাহ' হাদীস নং ৮৯...।

হাকিম একে সহীহ বলেছেন.... এবং যাহাবী চূপ থেকেছেন।

ইবনু আসাকীর (র) বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব, আবু হানী একক এবং এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

১০৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ. (الصحيح: ৬৭৫)

১০৯. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমান (তার অধিকারীকে নিয়ে) জান্নাতে যাবে। আর অশ্রাব্য (অশ্লীল) কথা বলা অসৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত। আর (যবতীয়) অসৎ কর্মকাণ্ড (তার কর্তাকে নিয়ে) জাহান্নামে যাবে। (আস-সহীহাহ- ৪৯৫)

হাদীসটি সহীহ।

তিরমিযী- ১/৩৬১; ইবনু হিব্বান- হাদীস নং ১৯২৯; হাকিম- ১/৫২-৫৩; আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব 'আল-জামে' ৭৩ পৃষ্ঠা; আহমাদ- ২/৫০১...।

তিরিমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাকিম বলেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং যাহাবী চূপ থেকেছেন।

১১০. عَنْ عَمْرِو بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: خَابَ عَبْدٌ وَخَسِرَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِهِ رَحْمَةً لِلْبَشَرِ. (الصحيح: ৬৭৬)

১১০. আমরা ইবনু হাবীব থেকে বর্ণিত; তিনি সাঈদ ইবনু খালিদ ইবনু আমরা ইবনু উসমানকে বলেন, তুমি কি জাননা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি অকৃতকার্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরে মানুষের জন্য দয়া (ভালবাসা ও অনুগ্রহ) সৃষ্টি করেনি। (অর্থাৎ, যার অন্তরে মানুষের ভালবাসা নেই সে অমানুষ ও মঙ্গলহীন ব্যক্তি)। (আস-সহীহাহ- ৪৫৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আমর ইবনু হাবীব রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম দুলাবী তার ^{الْكُنَى} ^{تَارِيخُ دِمَشْقُ} ^{وَالْأَسْمَاءُ} এর (১/১৭৩) ইমাম ইবনু আসাকির তার ^{وَالْأَسْمَاءُ} এর (৭/১১৩/২) এ হাদীসটির সানাদকে হাসান বলেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

১১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَصَلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حَسَنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ (المصيبة: ২৭৮)

১১১. আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: দু'টি (উত্তম) গুণাবলী মুনাফিকের অন্তরে সমবেত হতে পারে না (তা হলো) (ক) উত্তম চরিত্র (আচরণ) ও (খ) দ্বীনের গভীর জ্ঞান। (আস-সহীহাহ- ২৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

তিরমিযী- ২/১১৪। [অনেকে হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। হাদীসটি পর্যালোচনার শেষে আলবানী (র) বলেন:] আলোচ্য বাক্যে বিভিন্ন হাদীসের সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ।

১১২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا. (المصيبة: ২৮১)

১১২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিই যে তোমাদের মধ্য হতে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (আস-সহীহাহ-২৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ বুখারী- ৪/১২১ (بَابُ حَسَنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يَكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ) 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ২৭১ সহীহ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম মুসলিম তার সহীহার (৭/৭৮) (بَابُ كَثْرَةِ حَيَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) অধ্যায়ে হাদীসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (وَسَلَّمَ)

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১১৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا، أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقَّهُوا. (المصباح: ১১৪৬)

১১৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। যদি তারা দ্বীনী জ্ঞান লাভ করে। (অর্থাৎ দ্বীনী জ্ঞানসম্পন্ন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই সর্বোত্তম মুসলিম)। (আস-সহীহাহ- ১৮৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরা (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ২৮৫; ইমাম আহমাদ তার 'المُسْنَدُ'-এর হা. ১০০২২, ১০১৭০, ৭২১২ ও ৯২৩৫-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: “এর সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ সিদ্ধাহ ও সহীহ্ মুসলিমের রাবী।”

১১৪- عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَصُهَيْبٍ: أَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ، لَوْلَا خِصَالُ ثَلَاثٍ فِيكَ! قَالَ: وَمَا هُنَّ: قَالَ: اِكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، وَانْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَأَنْتَ مِنَ الرُّومِ، وَفِيكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ. قَالَ: أَمَّا قَوْلُكَ: اِكْتَنَيْتَ وَلَمْ يُولَدْ لَكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَنِي أَبَا يَحْيَى. وَأَمَّا قَوْلُكَ: اِنْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، فَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ التَّمِيمِ بْنِ قَاسِطٍ، فَسَبَّحَنِي الرُّومُ مِنَ الْمَوْصِلِ بَعْدَ إِذْ أَنَا غُلَامٌ عَرَفْتُ نَسَبِي. وَأَمَّا قَوْلُكَ: فِيكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ. (المصباح: ১১৪৭)

১১৪. হামযাহ ইবনু সুহাইব তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: উমার সুহাইবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি তোমার মধ্যে তিনটি বিষয় না থাকত তবে তুমি পূর্ণ ব্যক্তি হতে। তিনি (সুহাইব) বললেন, ঐ (বিষয়)গুলো কী? তিনি (উমার) বললেন, (ক) তুমি কুনিয়াত (ছেলে বা মেয়ের নামের দিকে সম্পর্কিত করে যে নাম রাখা হয় যেমন আবুল কাসেম, আবু হানিফা ইত্যাদি আমাদের দেশে যেমন তারেকের বাপ, আয়িশার বাপ ইত্যাদি) গ্রহণ করেছ (অথচ) তোমার সন্তান নেই। (খ) তুমি তোমাকে আরবের দিকে সম্পর্কিত করেছ (অথচ) তুমি রোমের অধিবাসী (অর্থাৎ তুমি রোমে জন্মগ্রহণকারী); (গ) এবং তোমার মাঝে খাবার দাবারে (অধিক) ব্যয় করার দোষ আছে (অর্থাৎ, কাউকে খাদ্য দান করার বেলায় দানে তুমি অধিক উদার) (জবাব দেয়ার জন্য) সে (সুহাইব) বলল, আপনার বক্তব্য যে তুমি কুনিয়াত গ্রহণ করেছ অথচ তোমার সন্তান নেই। (এর জবাব হলো) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আবু ইয়াহইয়া বলে ডেকেছেন। আর আপনি বলেন যে, তুমি তোমাকে আরবের প্রতি সম্পর্কিত করেছ অথচ তুমি আরবী নও। বরং তুমি রোমের অধিবাসী (তার জবাব হলো) আমি নামির ইবনু কাসিত বংশের লোক। আমি বালেগ হওয়ার পর যখন আমার বংশ সম্পর্কে আমি (ভালভাবে) জ্ঞান লাভ করেছি তখন মুসেল (ইরাকের এক শহর) থেকে আমাকে রোমে স্থানান্তর করা হয়। (অর্থাৎ, আমার বংশের লোক মুসেল ত্যাগ করে রোমে যায়। সুতরাং আমি জন্মগতভাবে আরবী) আর আপনার (শেষ) বক্তব্য যে, তোমার মাঝে খাবার দাবারের ব্যাপারে অতিরিক্ততা আছে। (তার জবাব হলো), আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই যে (অপরকে) আহ্বান করায়।

(আস-সহীহাহ- ৪৪)

হাদীসটি হাসান।

লাওয়ীন তাঁর “أَحَادِيثُ” ২/২৫; ইবনু আসাকির- ৮/১৯৪-৯৫; যিয়া মুকাদ্দিসী ‘আল-আহাদিসুল মুখতার’ ১/১৬; হাফিয় ইবনু হাজার তাঁর “أَحَادِيثُ الْعَالِيَات” হাদীস নং ২৫।

তিনি (র) বলেন: হাদীসটি হাসান; এটি ইবনু মাজাহ, আবু ইয়ালা ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন।

বুসিরী (র) বলেছেন- এর সানাদ হাসান।

১১৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: رَجِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ
عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عَرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ فَاسْتَحْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُوْخَذَ،
وَلَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أَخَذَ مِنْ
حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، حَبَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ .
(المصبيحة: ৩২১৫)

১১৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার প্রতি রহম করুন যার নিকট তাঁর ভাই অন্যায়ভাবে জান অথবা মাল হারিয়েছে অতঃপর সে তার নিকট যায় এবং তা গ্রহণ করার পূর্বেই তা হালাল ভাবে। অথচ সেখানে দিনারও ছিলনা দিরহামও ছিল না। (কিয়ামাতের দিন) যদি তার (সৎকাজের) সওয়াব থেকে থাকে তবে তার সওয়াব থেকে (নিহত ব্যক্তিকে বা সম্পদ হারা ব্যক্তিকে বিনিময় হিসেবে দেয়ার জন্য) গ্রহণ করা হবে। আর যদি তার (অত্যাচারীর) সওয়াব না থাকে তবে তারা (নিহতরা বা সম্পদহারা ব্যক্তিরা) তাদের গুনাহ তার (অত্যাচারীর) উপর চাপাবে। (আল-সহীহাহ- ৩২৬৫)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী- ২/৬৮; ইবনু জারীর তাবারী- ২/২৮/২৭৫; আবু ইয়াল্লা- ৪/১৫৪১।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি সাঈদ আল-মাক্বুরী থেকে হাসান গরীব।

আলবানী (র) বলেন: এটি যঈফ।...

ইবনু হিব্বান (তাহকীক্ব ইহসান) হাদীস নং ৭৩১৮; আবু নুঈম 'আল-হিলইয়াহ' ৬/৩৪৩। তিনি তাঁর 'মুয়াত্তা'-এ সহীহ বলেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ। মুহাম্মাদ বিন হারিস আল-হাররানী ছাড়া সবাই সহীহ মুসলিমের রাবী। নাসায়ী বলেন: "صَالِحٌ يُرْسَلُ"; ইবনু হিব্বান তাঁর 'ছিদ্ধাতে' ৯/১০২; বর্ণনা করেছেন। হাফিয বলেছেন- "صَدُوقٌ" (সত্যবাদী)।

১১৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ. (المصباح: ১১৬)

১১৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: পিতার (ও মাতার) সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি (লাভ হয়) আর পিতার (ও মাতার) অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি (নেমে আসে)। (আস-সহীহাহ- ৫১৬)

হাদীসটি সহীহ।

তিরমিযী ১/৩৪৬, ইবনু হিব্বান হাদীস নং ২০২৬, আল-হাসান বিন সুফিয়ান তার 'আল-আরবাসিন' ২/৬৯।

ইমাম তিরমিযী বলেন: এটি মারফু' না হওয়াটাই অধিক সহীহ।

শু'বা থেকে খালিস বিন হারিস ছাড়া আর কেউ এটিকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। খালিদ বিন হারিস রাবী হিসাবে মা'মুন (নির্ভরযোগ্য)।.....

হাকিম তাঁর আল-মুস্তাদরাকে ৪/১৫১-৫২ দুইভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আর যাহাবী চূপ থেকেছেন।

১১৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ، (وَالرَّحْمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ). (المصباح: ১১৭)

১১৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা অনুগ্রহকারীদের অনুগ্রহ করে থাকেন। ভূ-পৃষ্ঠে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও (তাহলে) যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন। (দয়া আল্লাহর একটি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষস্বরূপ যে তার সাথে সম্পর্ক রাখবে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক রাখবে। আর যে, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।)

(আস-সহীহাহ- ৯২৫)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ হাদীস নং ৪৯৪১, তিরমিযী ১/৩৫০, আহমাদ ২/১৬০, আল-হুমাযদী হাদীস নং ৫৯১, হাকিম ৪/১৫৯ -তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

খতীব বর্ণনা করেছেন তাঁর 'তারীখে' ৩/২৬০।..... কিছুটা ভিন্ন শব্দে তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীরে' ১/১১৮/২। মুনযিরী (র) তাঁর 'তারগীবে' ৩/১৫৫ বলেছেন: এর সানাদ শক্তিশালী জাইয়্যেদ।

১১৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ، كَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا لَهُ خَالِصَةٌ، وَالسَّابِعَةُ لَمْ يَكُنْ مُوسَى يُحِبُّهَا: (১) قَالَ: يَا رَبِّ! أَيُّ عِبَادِكَ أَتَقَى؟ قَالَ: الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنْسَى. (২) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَهْدَى؟ قَالَ: الَّذِي يَتَّبِعُ الْهُدَى. (৩) قَالَ: أَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ. (৪) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعْلَمُ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ، يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ. (৫) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَعَزُّ؟ قَالَ: الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ. (৬) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ: الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُوْتَى. (৭) قَالَ: فَأَيُّ عِبَادِكَ أَفْقَرُ؟ قَالَ: صَاحِبُ مَنَقُوصٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرِ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ،

১. মূল অর্থ হলো, ^{مَبْغُوضٌ} (অর্থাৎ, হিংসুক, অভিশপ্ত ব্যক্তি) তারীখে ইবনু কাসীর ১/২৯১ এবং ^{الْإِحْسَانُ} আর তিনি এর ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, “এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার ভগ্ন অবস্থা তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা সে কম মনে করে এবং অধিক প্রার্থনা করে।” যেন তিনি হৃদয়ের দিক দিয়ে দরিদ্র উদ্দেশ্য নিয়েছে। তার (নাবী ^ﷺ)-এর পরবর্তী হাদীসটি অপর অর্থকে জোরদার করে। এটি এসেছে আত্‌তারিখ, দায়লামী, গ্রন্থে ^{سَفَرٌ} কুফ ও ফা বর্ণযোগে। এমনই রয়েছে আল-জামে আল-কাবীর-এর কপিতে যা আমার নিকট রয়েছে। -তাজরীদকারক।

وَتَقَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا جَعَلَ فِقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

(المحبة: ৩৩০)

১১৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: মুসা 'আলাইহিস সালাম তাঁর প্রভুর নিকট ছয়টি গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি ধারণা করতেন, এগুলো শুধুই তাঁর জন্য। আর সপ্তম গুণকে তিনি পছন্দ করতেন না। (ক) তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে অধিক তাকওয়ার অধিকারী? তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বললেন, যে (আমাকে) স্মরণ করে এবং (আমাকে) ভুলে যায় না। (খ) তিনি (মুসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে অধিক পথপ্রাপ্ত (অর্থাৎ যিনি সঠিক পথে রয়েছেন)? তিনি (আল্লাহ) বললেন, যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করে। (গ) তিনি (মুসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে অধিক বিবেচক? তিনি (আল্লাহ) বলেন: যিনি মানুষের জন্য ঐক্য বিবেচনা করেন (অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত দেন বা বিচার করে থাকেন) যেমন বিবেচনা নিজের জন্য করে থাকেন। (ঘ) তিনি (মুসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী? তিনি (আল্লাহ) বলেন, যিনি ঈলম (বিদ্যা) দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারে না (অর্থাৎ, যার জ্ঞানের পিপাসা মিটে না)। মানুষের (যাবতীয়) বিদ্যা তার (অর্জিত) বিদ্যার প্রতি সঞ্চয় করে থাকে (অর্থাৎ, সবার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করে থাকে)। (ঙ) তিনি (মুসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে মর্যাদাবান? তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে। (চ) তিনি (মুসা 'আলাইহিস সালাম) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে ধনী? তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে ঐ বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকে যা তাকে দান করা হয়েছে। (ছ) তিনি (মুসা) বললেন, তোমার কোন্ বান্দা সবচেয়ে দরিদ্র? তিনি (আল্লাহ) বললেন, ভগ্নদশা ব্যক্তি (অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি যাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে সে তা অল্প জ্ঞান করে আরো অধিক অর্জন করার আশায় চিন্তামগ্ন থাকে।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অর্থ-সম্পদ দ্বারা ধনাঢ্যতা লাভ হয় না বরং প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো, অন্তরের ধনাঢ্যতা। যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার মঙ্গল কামনা করেন। তখন তার অন্তরে ধনাঢ্যতা দান করেন এবং তা তার হৃদয়ে স্থায়ী করে দেন। আর আল্লাহ

তা'আলা যখন কোন বান্দার অমঙ্গল চান তখন তার উভয় চোখে দরিদ্রতা সৃষ্টি করে (বিছিয়ে) দেন। (আস-সহীহাহ- ৩৩৫০)

হাদীসটি হাসান।

সহীহ ইবনু হিব্বান ৫০/৬৮, আলখারায়িতী 'মাকারিমুল আখলাক্ ১/২৭৪/৩৬৯, দায়লামী ১/১/৯২, ২/১০২/২, ইবনু আসাকীর তাঁর 'তারিখে ১৭/৩৬৭-৬৮।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং আবীল সামহি ছাড়া বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ। তাঁর নাম কিংবা উপাধি: দারাজ। তাঁর সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। ইবনু মু'রীন ও অন্যান্যরা তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। আবার আহমাদ প্রমুখ তাঁকে য'রীফ বলেছেন।.....

যাহাবী (র) তাঁর 'আল-কাশিফ'-এ লিখেছেন "আবু দাউদ ও অন্যান্যরা বলেছেন: তাঁর হাদীস মুস্তাক্কিম, তবে তা যদি আবীল হাশীম থেকে বর্ণিত না হয়।"

ও'আয়েব আরনাউত বলেছেন: এর সানাদ হাসান। [তাহকীক্কৃত সহীহ ইবনু হিব্বান ১৪/১০০/২৬১৭]

১১৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحَرَمَةُ مَالِهِ كَحَرَمَةِ دَمِهِ.

(الصحيح: ৩৭৭৮)

১১৯. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: কোন মুসলমানের জন্য তার (অপর মুসলিম) ভাইকে গালি দেওয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা কুফরী। আর তার সম্পদের মর্যাদা তার রক্তের মর্যাদার ন্যায় (অর্থাৎ, তার রক্তপাত ঘটানো যেমন হারাম তেমনি তার সম্পদের প্রতি যাবতীয় অবৈধ হস্তক্ষেপও হারাম)। (আস-সহীহাহ- ৩৯৪৭)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ ১/৪১৬। এর সনদে ইবরাহীম আছেন, যিনি লাইয়িনুল হাদীস।

এর সাক্ষ্যমূলক শক্তিশালী হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত: وَسَيِّئٌ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرَضُهُ (بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِفَارِهِ وَدَمِهِ وَعَرَضِهِ ৭/১০/৬৭০৬) وَمَالُهُ।

১২০. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ صَبِيَّانُ،

فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صَبِيَّانُ! . (الصحيح: ২৭৫০)

১২০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে গমন করেন (তখন) আমরা কিশোর ছিলাম। তিনি বললেন, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا صَبِيَّانُ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে বালকদল! (অর্থাৎ, তিনি অল্প বয়স্কদেরও সালাম দিতেন)। (আস-সহীহাহ- ২৯৫০)

হাদীসটি সহীহ

মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ ৮/৬৩৩/৫৮২৬, আহমাদ ৩/১৮৩।

ইবনু সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি' ৭৭/২২৩, আবু নাস্ঈম তাঁর 'হিলইয়াহ' ৮/৩৭৮।

শাইখ আলবানী বলেন: এর সানাদ সহীহ।

১২১. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا ضَمَمْتُ إِلَى سِلَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَقْعَةً فِيهَا صَلَّ مِنْ قِطْعِكَ، وَأَحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقُّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ .

(الصحيح: ১৭১১)

১২১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধান্ত্র আমার মালিকানায় নিয়ে নিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারীর হাতলে এক চিরকুট দেখলাম (যা লিপিবদ্ধ অবস্থায় হাতলে লাগানো ছিল) সেখানে (লেখা) ছিল। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন কর। আর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার সাথে সদাচারণ কর। সত্য কথা বল যদিও তা তোমার বিপক্ষে হয়। (আস-সহীহাহ- ১৯১১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আলী (রা) মাওকুফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবু আমর বিন মিসক তার কিতাবের (২/২৮/১) সহীহ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমাদ তার المسند-এর হা. ১৭৩৩৪ ও ১৭৪৫২ হাসান সানাদে-صَلِّ مِنْ قِطْعِكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন

ইমাম খতিবে বাগদাদী তার ^{أَبَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ} تَارِيخُ يَغْدَادَ -এর (৮/২৭০-২৭১) ^{أَبَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ} تَارِيخُ -এর তরীকে রিওয়াযাত করেছেন।

১২২- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: طَائِرُ كُلِّ إِنْسَانٍ فِي عُنُقِهِ. تَفْسِيرُ: ﴿وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾. (المصيبة: ১৭০-৭)

১২২. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তির আমাল তার ঘাড়ে রয়েছে। (এ হাদীসটি হলো) ﴿وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে আমি তার গলার হার বানিয়ে দিয়েছি। (আযাতের) তাফসীর। (আস-সহীহাহ- ১৯০৭)

হাদীসটি সহীহ।

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে তাবারানী তার 'আস-সগীর' পৃ. ২১৪, 'আল-আওসাত' ১/৯৩/১-মুনকার।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে 'আসাকীর তাঁর 'কিতাবুস সারায়ির' ১৭৯/১-২-যঈফুন যিদান।..... (এভাবে শাইখ আলবানী একই মর্মে নয়টি হাদীস বর্ণনার পর বলেন).... সম্মিলিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ।

১২৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلْتُ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلُ عَنْهُمْ؛ فَقَالُوا: يَهُودُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهُمْ لَا يَصْبِغُونَ الشَّعْرَ، فَقَالَ: غَيِّرُوا سِيمَا الْيَهُودِ، وَلَا تَغَيِّرُوا بَسُوَادَ (المصيبة: ৩২২৬)

১২৩. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: ইয়াহুদীরা (অর্থাৎ, তাদের একদল লোক) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে এল। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাদের সম্পর্কে (সাহাবীদের) জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তারা (সাহাবীগণ) বললেন, (তারা) ইয়াহুদী। হে আল্লাহর রাসূল! তারা চুলে খেজাব ব্যবহার করে না। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন,

তোমরা ইয়াহুদীদের আলামতকে পরিবর্তন করে দাও (অর্থাৎ, তোমরা খেজাব ব্যবহার কর) (তবে) কাল' (খেজাব) দ্বারা (উক্ত আলামত) পরিবর্তন করো না (অর্থাৎ কালো রংয়ের খেজাব ব্যবহার করো না)। (আস-সহীহাহ- ৩৩২৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম তাবারী তার **تَهْذِيبُ الْأَنْبَارِ**-এর (৪৯৩/৯২৬)-এ সহীহ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১২৪- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتُ لَهُ فَاجْلَسَهَا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ: فَهَلَّا عَدَلْتُ بَيْنَهُمَا؟! . (الصحيح: ২০৭৮)

১২৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক ব্যক্তি (বসা) ছিল। অতঃপর (তার নিকট) তার ছেলে আসলে সে তাকে চুমু খেল এবং তার রানের উপর বসালো। এরপর তার মেয়ে আসলে সে তাকে তার পাশে বসালো। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে) বললেন, তুমি কেন তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখলে না? (আস-সহীহাহ- ৩০৯৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাবী তাঁর 'শরহে মা'আনী' ২/২৪৬; ইবনু আসাকির তাঁর 'তারীখে' ৪/৬০১-তে হাসান সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

১২৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: فِي الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّعَمَّنَ خَانَ . (الصحيح: ১৭৭৮)

১. আমাদের শাইখ সহীহাতে (৭/৯৬২) বলেছেন: আনাস (রা) থেকে এ হাদীসের আরো কিছু সানাদ পাওয়া গেছে। যা ৪৯৬ নং হাদীসে তাখরীজে বর্ণিত হয়েছে। এর অধীনে আরো কিছু শাওয়াহেদও পাওয়া গেছে। -তাজরীদকারক।

১২৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মুনাফিকদের মধ্যে তিনটি (খারাপ) স্বভাব রয়েছে; (ক) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; (খ) ওয়াদা করলে (তা) ভঙ্গ করে; (গ) এবং (তাদের কাছে) আমানাত রাখা হলে খিয়ানাত করে। (আস-সহীহাহ- ১৯৯৮)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখে' ৪/২/৩৮৬, বাযযার হাদীস নং ৮৭, তাবারানী তাঁর 'আল-আওসাতে' হাদীস নং ৮০৮০।

বাযযার বলেন: ইউসুফ মাজহুল।

আলবানী (র) বলেন: কিন্তু আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু সূত্রে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে- আহমাদ ২/৩৯৮, সহীস মুসলিম ১/৫৬ بِأَنَّ (بَابُ بَيِّنَاتِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

১২৬. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتَكَى أَبُو الرَّدَادِ اللَّيْثِيُّ، فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ، وَمَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحْمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتَهُ. (المعجمة: ৫২০)

১২৬. আবু সালামা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আবু রাদাদ আল-লাইছি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনু আউফ তাঁকে শুশ্রূষা করলেন (অর্থাৎ শুশ্রূষা করতে গেলেন) অতঃপর তিনি (আবু রাদাদ) বললেন, (মানুষের মধ্য হতে) সর্বোত্তম ও (মানুষের প্রতি) অধিক অনুগ্রহকারী (প্রীতির বন্ধন স্থাপনকারী ব্যক্তি কে?) তুমি (এ ব্যাপারে) কী জান হে আবু মুহাম্মাদ? অতঃপর আব্দুর রহমান বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি আল্লাহ এবং আমি রহমান (অর্থাৎ, দয়ার আধার) আমি দয়া সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে (দয়াকে) আমার নাম থেকে উদ্ভূত করেছি [অর্থাৎ রহম (দয়া) আল্লাহর রহমান নাম থেকে উদ্ভূত] যে ব্যক্তি তার (দয়ার) সাথে সম্পর্ক

রাখবে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমি তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো (অর্থাৎ, মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলে এবং সকল বস্তুর প্রতি অনুগ্রহ দেখালেই আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করার আশা করা যায়)। (আস-সহীহাহ- ৫২০)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ হাদীস নং ১৬৯৪, তিরমিযী ১/ ৩৪৮ ...। (আস-সহীহাহ হা. ৫০)

এর সমর্থনে সাক্ষ্যমূলক সহীহ হাদীস রয়েছে। [হাকিম ৪/১৭৪/৭২৬৯, যাহাবী তাঁর 'তালখীসে' বলেন: (হাদীসটি) সহীহ]

১২৭- عَنْ أَنَسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَبِلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ. (المصباح: ১১৬৭)

১২৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা (মানুষের সাথে) নম্র আচরণ প্রদর্শন কর। কারণ, শায়তান (কারো সাথেই) নম্র আচরণ প্রদর্শন করে না। (আস-সহীহাহ- ১৬৪৭)

হাদীসটি হাসান।

আবু নুঈম তাঁর 'আত-তীব' ১/১২ এবং 'আখবারে ইস্বাহান' ১/১৯৫, ৩৫৩, ২/৬৯।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান, ইমরান আল-কাত্তান ছাড়া অন্যান্য রাবীরা সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী।

১২৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ. وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى. (المصباح: ১১৭২)

১২৮. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) ইয়াতীমের লালন-পালনকারী চাই ইয়াতীমটি তার আত্মীয় হোক বা অন্য কেউ আমি ও সে জান্নাতে এ দু'টির (অর্থাৎ আঙ্গুলের ন্যায়) মত থাকবে যদি সে আল্লাহকে ভয় করে। (এ হাদীসের বর্ণনাকারী) মালিক (রা) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করেন। (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টি আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করেন।) (আস-সহীহাহ- ৯৬২)

হাদীসটি সহীহ।

আস-সহীহাহ- ১০

হাদীসটি হুরাইরাহ্ (রা) মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীস মুসলিম ৮/২২১ (بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتِيمِ); ইমাম আহমাদ তার 'المُسْنَدُ'-এর (২/৩৭৫) হাদীসটি সহীহ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

ঔআইব আল-আরনাউত ও শাইখ আলবানী (র) তাঁদের তাহকীকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১২৭- عَنْ نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ يُتَسَامَعُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الشَّعْرُ؟ قَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ. (الصحيح: ২-৭০)

১২৯. নওফেল ইবনু আবু আকরব থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কি কবিতা আবৃত্তি করা হত? তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় কথা ছিল কবিতা। (অর্থাৎ, তিনি কবিতা পছন্দ করতেন না)।
(আস-সহীহাহ- ৩০৯৫)

হাদীসটি সহীহ।

তায়ালিসী তার 'মুসনাদে', সুনানে বায়হাকী ১০/২৪৫।

মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ ৮/৭২২/৬১৪২, আহমাদ ৬/১৩৪, ১৪৮, ১৮৮-৮৯।

আহমাদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন: كَانَ يَعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدْعُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ - আবু দাউদ (হাদীস নং ১৪৮৪) প্রমুখ। ইবনু হিব্বান, হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।

১৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كَانَ إِذَا جَاءَ الْبَابَ يَسْتَأْذِنُ لَمْ يَسْتَقْبَلْهُ، يَقُولُ: يَمْشِي مَعَ الْحَاطِطِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهُ أَوْ يَنْصَرَفُ. (الصحيح: ২-০০২)

১৩০. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, যখন তিনি (বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য) দরজার নিকট আসতেন তখন অনুমতি প্রার্থনা করতেন। (যদি গৃহকর্তা) তাকে অনুমতি না

দিত তখন, অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি দেওয়ালের দিকে হাঁটতে থাকেন অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হত কিংবা তিনি ফিরে যেতেন।

(আস-সহীহাহ- ৩০০৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরর মাওকুফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার 'المسند'-এর হা. ১৭৬৯৪ (২৯/২৩৮); ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ১০৭৮, আবু দাউদ হাদীস নং ৫১৮৬; يعقوب بن سفيان তার 'المعرفة والتاريخ'-এর (২/৩৫১); ইমাম বায়হাকী তার 'السنن الكبرى'-এর (৮/৩৩৯) একাধিক তরুকে 'عقبه' থেকে রিওয়ায়ত করেছেন। ইমাম বায়হাকী তার 'আবুল ঈমান' হা. ৮৮২২ এবং আল-আদাব এর হা. ২৫১ عثمان بن سعيد بن كثير-এর তরিকে এবং الشعب-এর ৮৮২৩-এ يحيى بن سعيد القطار-এর তরীকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ।

১৩১- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَشَى مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ. (الصحيح: ২০৮৭)

১৩১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হাঁটতেন তখন তার সাহাবীদের সামনে রাখতেন আর তার পিছনে ফেরেশতাদের (চলার) জন্য তারা খালি রাখতেন। (আস-সহীহাহ- ২০৮৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ ১/১০৮, হাকিম ৪/২৮১।

হাকিম (র) বলেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ।

যাহাবী তাঁর 'তালখীসে' সহীহ বলেছেন। বুসিরী (র) 'আয-যাওয়ায়েদে' ১/১৯ বলেন: এর সানাদ সহীহ।

১৩২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْحَمَ النَّاسِ بِالْعِبَالِ وَالصَّبَّانِ. (الصحيح: ২০৮৯)

১৩২. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ পরিবার-পরিজন ও শিশুদের ব্যাপারে সর্বাধিক দয়ালু ছিলেন (আস-সহীহাহ- ২০৮৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকুফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আর-রইস 'উসমান বিন মুহাম্মা আবু 'আমর তাঁর হাদীস গ্রন্থে ১/২০৮ হাদীসটিকে **صَحِيحٌ إِسْنَادٌ** এ বর্ণনা করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ।

১৩৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَابَهُ يَفْرَعُ بِالْأَطْفَائِرِ .

(الصحيح: ১০৭২)

১৩৩. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী **ﷺ** (আঙ্গুলের) নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন। (আস-সহীহাহ- ২০৯২)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর 'আবাদুল মুফরাদে' হা. ১০৮০, তাঁরই 'তারীখে' ১/১/২২৮, আবু নঈম 'আখবারে ইস্পাহানী' ২/১১০, ৩৬৫।

আলবানী বলেন: হাদীসটির সানাদ যঈফ। ইবনু মুনতাসির ও আবু বাকর ইস্পাহানী উভয়েই মাজহুল (অজ্ঞাত)।..... এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

অন্যত্র আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ। [সহীহ আদাবুল মুফরাদ হা. ৮২৮, সহীহ জামে' উস সগীর হাদীসনং ৪৮০৫]

১৩৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ بَعَثَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقَبَةَ ابْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ لِيَأْخُذَ مِنْهُمْ الصَّدَقَاتِ، وَأَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُمُ الْخَبْرُ فَرِحُوا، وَخَرَجُوا لِيَتَلَقُوا رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَّهُ لَمَّا حَدَّثَ الْوَلِيدُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يَتَلَقُونَهُ رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْدِثُ نَفْسَهُ أَنْ يَغْزُوهُمْ إِذْ أَتَاهُ الْوَفْدُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا حَدَّثْنَا أَنَّ رَسُولَكَ رَجَعَ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ، وَإِنَّا خَشِينَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا رَدَّهُ كِتَابٌ جَاءَهُ مِنْكَ لِفُضْظِ غَضَبَتِهِ

عَلَيْنَا، وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ! وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 اسْتَعْتَبَهُمْ (!) وَهُمْ بِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذْرَهُمْ فِي الْكِتَابِ:
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
 قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحِّحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: ৬).

(الصحيحة: ৩০-৪৪)

১৩৪. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ ওয়ালিদ ইবনু উকবাহ ইবনু আবু মুয়াইতকে বনী মুসতালিক গোত্রের প্রতি সাদাকাহ (যাকাত) সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করেন। যখন তাদের (ঐ গোত্রের) নিকট এই খবর পৌঁছল তখন তারা আনন্দিত হলো। (সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে) তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূতের সাথে সাক্ষাৎ করতে বের হল। যখন ওয়ালিদকে বলা হল যে, তারা তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসছে। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বনু মুস্তালিকের লোকজন সাদকাহ (যাকাত) দিতে অস্বীকার করেছে। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি মনে মনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করলেন। ইতোমধ্যে তাঁর নিকট ঐ প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছল। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, আপনার দূত নাকি পথিমধ্যে হতে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর আমাদের ভয় হয়েছে যে, আমাদের প্রতি আপনি রাগান্বিত হয়েছেন। ফলে আপনার পক্ষ হতে কোন পত্র তাঁর নিকট পৌঁছেছে যার দরুন সে ফিরে এসেছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রাগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের খুশি করালেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাদের দোষমুক্ত ঘোষণা করেন (আয়াত অবতীর্ণ করলেন): “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমার নিকট কোন সত্যত্যাগী কোন সংবাদ নিয়ে আসবে তখন তা পরীক্ষা করবে। দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন গোত্রকে আঘাত না করে থাকে ফলে তোমরা স্থায়ী কৃতকর্মে লজ্জিত হও” (সূরা আল-হজ্জরাত- ৬ আয়াত)। (আস-সহীহাহ- ৩০৮৮)

হাদীসটি হাসান।

এর সানাদ যঈফ.....। তবে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে—

১. ইবনু জারীর-এর সানাদ যঈফ।

২. ইবনু আবী আসীম ‘আল-ইফরাদ’ ৩/৩০৯-৩১০, তাবারানী। তাঁর ‘আল-মু‘জামুল কাবীর’ ১৮/৬-৭ -এর সানাদ হাসান।

অতঃপর আলবানী সহীহ ও হাসান সনদে আরো হাদীস বর্ণনা করেন।

১৩৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجِيمًا، وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ، وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عَنْدهُ. وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِي يَسِيرَةٌ، وَأَخَافُ أَنْسَاهَا. فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى. (الصحيح: ২০৭৬)

১৩৫. আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়ালু ছিলেন। তাঁর নিকট কেউ (কিছু) চাইতে এলে (ঐ সময় তাঁর নিকট সে জিনিস না থাকলে পরবর্তীতে) তিনি তাকে তা দেয়ার ওয়াদা দিতেন। আর যদি তাঁর নিকট তা থাকে তবে তিনি তা (তার দাবী) পূরণ করতেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি এল এবং তাঁর কাপড় ধরে বলল, আমার কিছু প্রয়োজন অবশিষ্ট রয়েছে এবং তা আমি ভুলে যাওয়ার আশংকা করছি। অতঃপর তিনি তার সাথে দাঁড়ালেন এবং তার প্রয়োজন সেরে ফেললেন। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন। (আস-সহীহাহ- ২০৯৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকুফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’-এর হা. ২৭৮ এবং তার ‘التَّارِيخُ الْكَبِيرُ’ (২/২/১১) হাসান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর আল্লামা আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

১৩৬- عَنْ الْمُقَدِّمِ بْنِ شَرِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْبَدَاوَةِ؛ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ السَّلَاعِ، وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً، فَأَرْسَلَ إِلَى نَاقَةٍ مُحَرَّمَةٍ مِنْ

إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ! اَرْفُقِي، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا نَزَعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ. (الصحيح: ৫২৬)

১৩৬. মিকদাম ইবনু গুরাইহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আয়িশা (রা)-কে গ্রামের দিকে ভ্রমণ করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ উপত্যকার (নিম্নভূমির) দিকে বের হতেন। একবার তিনি গ্রামের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং আমার নিকট সাদকার একটি শক্ত-কঠিন উট পাঠালেন। (অর্থাৎ উটটি যাকাতের মালের ছিল এবং তা এমনই শক্ত ছিল যা বাহনের জন্য তেমন উপযোগী ছিল না।) তিনি আমাকে বললেন, হে আয়িশা! তুমি নম্র আচরণ প্রদর্শন কর। কারণ, নম্রতা যখনই কোন বস্তুর মধ্যে আসে তখন তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর সর্বদা কোন বস্তু হতে (সর্বপ্রথম) তার শান শওকতই ছিনিয়ে নেয়া হয়। (অর্থাৎ কোন বস্তুর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাওয়া বরকতের লক্ষণ আর সৌন্দর্য লোপ পাওয়া বরকতহীনতার লক্ষণ)। (আস-সহীহাহ- ৫২৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর ‘আল-আদাবুল মুফরাদে’ হাদীস নং ২৭৮। তাঁরই ‘তারীখে’ ২/২/২১১ ... এর সানাদ হাসান ...।

আবু দাউদ হাদীস নং ২৪৭৮, অনুরূপ: আহমাদ ৬/৫৮/২২২, সহীহ মুসলিম ৮/৫৮/২২২ (بَابُ فَضْلِ الرِّفْقِ) বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ ৪৬৯/৪৭৫ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ৪৭১/৪৭৭ নং)।

১৩৭- عَنْ خَادِمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ، قَالَ: كَانَ مِنْهُمَا يَقُولُ لِلْخَادِمِ: الْكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَاجَتِي. قَالَ: وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: حَاجَتِي أَنْ تَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: وَمَنْ ذَلِكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: أَمَّا لَا، فَأَعْنِي بِكَثْرَةِ السَّجُودِ. (الصحيح: ২১০২)

১৩৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম থেকে বর্ণিত; সে পুরুষ কিংবা স্ত্রী লোক ছিল। তিনি বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) খাদেমকে বলতেন, (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদেমদের যা কিছু বলতেন তন্মধ্যে এক বক্তব্য এরূপও থাকত) তোমার কোন প্রয়োজন আছে? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, একদিন সে (খাদেম) বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রয়োজন হলো (এই) যে, আপনি কিয়ামাতের দিন আমার (নাজাতের) জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তোমাকে এ ব্যাপারে কে পথ দেখাল? সে বলল, আমার প্রভু! তিনি বললেন, কেন নয়? তুমি আমাকে অধিক সিজদা দ্বারা সাহায্য কর। (অর্থাৎ, আমি সুপারিশ করব তবে তোমাকে সালাত অধিকহারে আদায় করতে হবে। কারণ সালাত জান্নাতের চাবি)।

(আস-সহীহাহ- ২১০২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার ‘المُسْنَدُ’-এর (৩/৫০০) হা. ১৬০৭৬।

আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত বলেন:

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رَجَالُهُ نَفَاتُ رَجَالِ الشَّيْخَيْنِ غَيْرِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَاسْمُهُ مَيْسَرَةٌ، وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ أَبِي رَيْثَةَ الْمُخَزُومِيِّ فَمِنْ رَجَالِ مُسْلِمٍ عَفَّانٌ: هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارِ، وَخَالِدُ الْوَاسِطِيِّ: هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ: هُوَ ابْنُ عِمَارَةَ الْمَازِنِيِّ -

হাদীসটি ‘হায়ছামী’ তার ‘مَجْمَعُ الزَّوَانِدِ’-এর (২/২৪৯)-তে রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন-
وَقَالَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيحِ

আলবানী (র) বলেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ।

۱۳۸- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ ﷺ لَا يُدْفَعُ عَنْهُ النَّاسُ، وَلَا

يَضْرِبُوا عَنْهُ. (الصَّحِيحَةُ: ২১০৭)

১৩৮. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে কোন ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দেয়া হত না আবার কোন ব্যক্তিকে তাঁর নিকট আসতে বাধাও দেয়া হত না। (আস-সহীহাহ- ২১০৭)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী কাবীর ৩/৯০/১।

আলবানী (র) বলেন: এর সনদের বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ এবং আবী 'আসিম ছাড়া সবাই সহীস মুসলিমের বর্ণনাকারী।

আবু হাতিম বলেন: তাঁকে চিনি না। তাঁর থেকে হাম্মাদ ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি।

ইবনু মাস্গিন বলেছেন: ছিক্বাহ। (সাক্ষ্যমূলক সহীহ হাদীস) আবু দাউদ ১৮৮৫, আহমাদ ১৮৮৫, আলবানীর তাহক্বীক্কৃত মিশকাত ২৬২৩।

১৩৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ،

فَيَزِجِي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ، وَيَدْعُو لَهُمْ . (المصباح: ২১২০)

১৩৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সবার পিছনে যাত্রা করতেন এবং দুর্বলদের প্রয়োজন মিটিাতেন। তিনি পিছনে পিছনে যেতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন। (আস-সহীহাহ- ২১২০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তার السنن-এর (১/৪১১) এবং ইমাম ابن البيع ابو عبد الله-এর (২/১১৫) এর المستدرک على الصحيحين তার الحاكم النيسابوري এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসটির সানাদকে সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আর এক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী তাঁর التلخيص-এ হাদীসটি উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। এছাড়াও শাইখ আলবানী (র) সহীহ আবু দাউদ হাদীস নং ২৩৭৬-তে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১৪০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَأْكُلُ

عَلَى الْأَرْضِ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَيَجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خَبَزِ الشَّعِيرِ . (المصباح: ২১২৫)

১৪০. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে বসতেন এবং মাটির উপরই বসে খাবার গ্রহণ করতেন। বকরীর দুধ দোহন করতেন। দাস-দাসীদের দাওয়াত কবুল করতেন যদিও তা গমের রুটির প্রতি হোক (তথাপি তিনি দাওয়াত গ্রহণপূর্বক তা খেতেন)। (আস-সহীহাহ- ২১২৫)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীরে' ৩/১৬৪/১ -যঈফ, অন্য সূত্রে: আবু শায়েখ তার 'আখলাকুন নাবী ﷺ'-এ পৃ: ৬৩, বাগাভী তাঁর 'শরহে সুন্নাহ' ৪/৩/১ -যঈফ.....।

অতঃপর আলবানী (র) সহীহ, যঈফ ও মুরসাল বৈশিষ্ট্যের সাতটি সাক্ষ্যমূলক হাদীস উপস্থাপন করেন।

সহীহ আল-জামে'উস সগীরে (হাদীস নং ৪৯১৫) আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

١٤١- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: كَانَ ﷺ يَرْكَبُ الْجِمَارَ، وَيَخْصِفُ النَّعْلَ، وَيَرْقِعُ الْقَمِيصَ، وَيَقُولُ: مَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (المصبعة: ٢١٣)

১৪১. আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ গাধার উপর আরোহণ করতেন। জুতায় রং করতেন এবং জামা সেলাই করতেন। তিনি বলতেন, যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করবে সে আমার উম্মত নয়। (আস-সহীহাহ- ২১৩০)

হাদীসটি সহীহ্।

আবুশ শায়েখ 'আখলাকুন নাবী ﷺ' পৃষ্ঠা ১২৮; আস-সাহমী তাঁর 'তারীখে জুরজান' ৩১৫ এর সানাদ যঈফ। ইবনু সা'দ ১/৩৭২-এর সানাদ মুরসাল সহীহ্। সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ ও সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী।

আলবানী (র) অন্যত্র বলেন: 'ইবনু আসাকির এটি আবু আইয়ুব থেকে বর্ণনা করেছেন।' তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [সহীহ আল-জামে'উস সগীর হাদীস নং ৪৯৪৬]

١٤٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ) يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابَ بِبَاضِ بَطْنِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: شَعَرَ صَدْرِهِ) وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعْرِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، وَهُوَ:

وَاللَّهُ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّنَا
فَأَنْزَلَنَّا سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَنَبِّتُ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قِينَا
إِنْ الْأَلَى قَدْ أَبَوَا (وَفِي رِوَايَةٍ: بَغَوْا) عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِينَا (أَبِينَا)
وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . (المصححة: ৩২৬২)

১৪২. বারা ইবনু 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন (অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী খন্দকের দিন) তিনি (নাবী ﷺ) আমাদের সাথে মাটি বহন করছিলেন। তার পেটের শুভ্রতায় (অর্থাৎ পেটের সাদা অংশে যা নজরে পড়ত) মাটি লেগেছিল (অপর এক বর্ণনায় বুকের চুলে মাটি লেগেছিল) (রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক কেশধারী ব্যক্তি ছিলেন) তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহার বীরত্বগাথা আবৃত্তি করছিলেন: আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাদের হিদায়াত না দিতে তবে আমরা সাদকাও দিতাম না সালাতও আদায় করতাম না। আমাদের প্রতি অবশ্যই শান্তি বর্ষিত করুন। যদি আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হই তবে আমাদের পদসমূহ দৃঢ় রাখুন। অবশ্যই শত্রুরা আমাদের অবাধ্যতা দেখিয়েছে (অন্য এক বর্ণনায় بَغَرُوا অর্থাৎ বিরোধিতা করেছে) যখন তারা সংঘাতের ইচ্ছা করেছে তখন আমরা তা অগ্রাহ্য করছি অগ্রাহ্য করছি। এ কবিতা বলার সময় তিনি আওয়াজ উঁচু করেন। (অর্থাৎ, উচ্চ আওয়াজে আবৃত্তি করেছিলেন) (আস-সহীহাহ- ৩২৪২)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী হা. ২৮৩৭, ৪১০৬, ৬৬২০, ৭২৩৬ (অন্যতম অনুচ্ছেদ: بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَمِى الْأَحْزَابِ); সহীহ মুসলিম ৫/১৮৭-৮৮, দারেমী ২/২২১, ইবনু হিব্বান হাদীস নং ৪৫১৮।

১৪৩- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ بِنِسَائِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، نَزَلَ رَجُلٌ فَسَاقَ بِهِنَّ فَأَسْرَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَذَاكَ سَوْفَكَ بِالْقَوَارِيرِ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ، بَرَكَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ جَمْلَهَا، وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِهَا ظَهْرًا، فَبَكَتْ،

وجاء رسول الله ﷺ حين أخبر بذلك، فجعل يمسح دموعها
 بيده، وجعلت تزاد بكاءً وهو ينهاها، فلما أكثرت زبرها
 وانتهرها، وأمر الناس بالنزول فنزلوا، ولم يكن يريد أن ينزل،
 قالت: فنزلوا، وكان يومى، فلما نزلوا ضرب خباء النبى ﷺ
 ودخل فيه، قالت: فلم أدر علام أهجم من رسول الله ﷺ، وخشيت
 أن يكون فى نفسه شئ منى! قالت: فانطلقت إلى عائشة
 فقلت لها: تعلمين أنى لم أكن أبيع يومى من رسول الله ﷺ
 بشئ أبداً، وإنى قد وهبت يومى لك على أن ترضى رسول الله
 ﷺ عنى! قالت: نعم، قالت: فأخذت عائشة خماراً لها قد
 ثردته بزعفران، فرشته بالماء لبيذكى ريحه، ثم لبست
 ثيابها، ثم انطلقت إلى رسول الله ﷺ، فرفعت طرف الخباء،
 فقال لها: ما لك يا عائشة؟! إن هذا ليس بيومك. قالت: ذلك
 فضل الله يؤتيه من يشاء، فقال مع أهله. فلما كان عند الرواح،
 قال لزَيْنَبِ بنتِ جَحْشٍ: يا زَيْنَبُ! أفقرى أختك صفية جملًا.
 وكانت من أكثرهن ظهراً، فقالت: أنا أفقر يهوديتك! فغضب
 النبى ﷺ حين سمع ذلك منها، فهجرها فلم يكلمها حتى
 قدم مكة وأيام منى فى سفره، حتى رجع إلى المدينة، والمحرم
 وصفر، فلم يأتها، ولم يقسم لها، وبئست منه. فلما كان
 شهر ربيع الأول، دخل عليها، فرأت ظله، فقالت: إن هذا لظل
 رسول الله ﷺ، وما يدخل على النبى ﷺ، فمن هذا؟ فدخل

النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَدْرَى مَا أَصْنَعُ
حِينَ دَخَلْتُ عَلَى؟ قَالَتْ: وَكَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَكَانَتْ تَخْبِئُهَا مِنْ
النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: فُلَانَةٌ لَكَ، فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سَرِيرِ
زَيْنَبَ، وَكَانَ قَدْ رَفَعَ، فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَصَابَ أَهْلَهُ، وَرَضِيَ
عَنْهُمْ . (الصحيح: ٢٢٠٥)

১৪৩. সুফিয়া বিনতু হুয়য়ি থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে হাজ্জে গমন করেন। যখন তাঁরা রাস্তায় ছিলেন এক ব্যক্তি (সাওয়ারী হতে) অবতরণ করলেন এবং তাঁদের (বাহন ধরে) চালিয়ে নিতে লাগলেন। আর সে দ্রুত অতিক্রম করতে থাকল। নাবী ﷺ বললেন: তোমার এ দ্রুততা পাত্র হাঁকিয়ে নেয়ার মত। তারা পথ অতিক্রম করছিল। ইত্যবসরে সুফিয়াহ বিনতু হুয়য়ি-এর উট (মাটিতে) বসে গেল। আর সেটি খুবই চমৎকার বাহন ছিল। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খবর দেয়া হলে তিনি আসলেন এবং হাত দিয়ে তাঁর অশ্রু মুছতে লাগলেন। এতে করে তিনি আরো বেশি কাঁদতে লাগলেন। তিনি (নাবী ﷺ) তাঁকে (কাঁদা থেকে) নিষেধ করছিলেন। যখন বেশি কাঁদতে লাগল তখন তিনি তাঁকে ধমক দিলেন ও কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তিনি লোকজনদের (নিজ নিজ বাহন থেকে) অবতরণ করতে বললে তারা অবতরণ করলেন। তিনি অবতরণ করার ইচ্ছা করেছিলেন না।

তিনি বলেন: অতঃপর তাঁরা অবতরণ করলেন সে সময় নাবী ﷺ-এর জন্য তাঁবু খাটানো হলো এবং তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন এবং ঐ দিনটি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য) আমার (ভাগ্যে) ছিল। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারলাম না হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে (আমার পক্ষ হতে ব্যাপারটি) কেমন হয়ে গেল এবং আমি আশংকা করলাম যে, মনে মনে আমার থেকে তিনি কিছু (কষ্ট) পেয়েছেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি 'আয়িশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে বললাম, তুমি জান আমি আমার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করব না। তবে আমি আমার দিনটি তোমাকে দান করলাম এই শর্তের উপর যে, তুমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট করাবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (বর্ণনাকারী সুফিয়া) বলেন, অতঃপর 'আয়িশা তাঁর ওড়না যাকরান দ্বারা ভিজালেন এবং তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন যেন সুঘ্রাণযুক্ত হয়। অতঃপর তিনি পোষাক পরলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন এবং তাঁবুর একপার্শ্ব উত্তোলন করলেন। অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, হে 'আয়িশা! তোমার কী প্রয়োজন? এ দিনতো তোমার নয়? তিনি ('আয়িশা) বললেন, এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশি তা দান করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে কথা বলেন। অতঃপর যখন যাওয়ার সময় হল। তিনি যায়নাব বিনতু জাহাশকে বললেন, হে যায়নাব! তোমার বোন সুফিয়াকে একটি উট ধার দাও; আর সে (যাইনাব) সবচেয়ে বেশি উটের মালিক ছিল। অতঃপর সে (যাইনাব) বলল, আমি আপনার ইয়াহুদিয়াকে (উট) ধার দিব। অতঃপর (এ কথা শুনে) নাবী ﷺ রাগান্বিত হলেন এবং তার সাথে কথা বলা ছেড়ে দিলেন। একপর্যায়ে তাঁরা মাক্কায় আগমন করলেন। এক সফরে মিনার দিন উপস্থিত হলো এবং মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এমনকি মুহাররাম ও সফর মাসও অতিক্রান্ত হলো (কিন্তু) তিনি তাঁর নিকট গেলেন না এবং তাঁর জন্য কোন ভাগও রাখলেন না। আর সে (যাইনাব) তাঁর ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন রবিউল আউয়াল মাস এলো তিনি তার নিকট গেলেন। অতঃপর সে (যাইনাব) তাঁর ছাড়া দেখতে গেল এবং বলল, এটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছায়া আর নাবী ﷺ তো আমার নিকট আসেন না। তবে এটি কার ছায়া? অতঃপর নাবী ﷺ তাঁর নিকট পৌঁছলেন এবং যখন তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমার নিকট এসেছেন আমি কী করব আমি বুঝতে পারছি না? তিনি বললেন, তাঁর একটি বাঁদী ছিল সে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাদের জন্য তাঁবু (পর্দা) খাটিয়ে ফেলল এবং বলল, ওমূকে আপনার জন্য (অপেক্ষমান) অতঃপর নাবী ﷺ যাইনাবের খাটের দিকে গেলেন এবং তাঁবু উঁচু করলেন এবং সেখানে হাত রাখলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীর সাথে কাটালেন এবং তাঁর প্রতি খুশি হলেন। (আস-সহীহাহ- ৩২০৫)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ ৬/৩৩৭-৩৮, তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল আওসাত' ১/১৪৫/২/২৭৭০ পূর্ণরূপে, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আবু দাউদ অংশবিশেষ, ইরওয়াউল গালীল ৭/৮৫।

বর্ণনাকারীগণ ছিদ্ধাহ এবং ^{سُمِّيَ} ছাড়া সবাই সহীহ মুসলিমের রাবী। ইবনু হাজার (র) তাঁকে মাকবুল বলেছেন।.....

১৫৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفُّوا صَبْيَانَكُمْ عِنْدَ فَحْمَةِ الْعِشَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالسَّمَرِ بَعْدَ هَدَاةِ الرَّجُلِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَبْثُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ! فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، وَأُطِفُّوا الْمَصْبَاحَ، وَأَكْفِتُوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّفَاءَ. (الصحيح: ৩৫৫৫)

১৪৪. জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেন: তোমরা তোমাদের সন্তানদের সন্ধ্যার অন্ধকারে বের হতে দিও না। রাত্রে অন্ধকারের পর গল্প-গুজব করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, তোমাদের জানা নেই আল্লাহ তা'আলা (ঐ সময়) তাঁর কোন সৃষ্টিজীবকে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে রাখে? তোমরা (গৃহের) দরজাসমূহ বন্ধ করে দিবে, বাতি নিভিয়ে দিবে, পাত্রসমূহ ঢেকে রাখবে এবং মশক (এর মুখ) বেঁধে রাখবে। (আস-সহীহাহ- ৩৪৫৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম হুমায়দী তাঁর 'মুসনাদে' (৫৩৫/১২৭৩) সহীহ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী বলেন: এর সানাদ সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

১৫৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نَصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَتَبَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا (بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا)، فَوَضَعَهُمَا وَضْعًا رَفِيقًا، فَإِذَا عَادَ، عَادَا، فَلَمَّا صَلَّى (وَضَعَهُمَا عَلَى فَخْذَيْهِ)

وَاحِدًا هَهُنَا، وَوَاحِدًا هَهُنَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَذْهَبُ بِهِمَا إِلَى أُمِّهِمَا؟ قَالَ:
لَا، فَبَرَقَتْ بَرْقَةً، فَقَالَ: الْحَقُّ بِأُمِّكُمَا. فَمَا زَالَا يَمْشِيَانِ فِي
ضُرْنِهَآ، حَتَّى دَخَلَا (إِلَى أُمِّهِمَا). (المصيبة: ৩৩২০)

১৪৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ
-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি সিজদা করলেন
তখন হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসল। যখন তিনি (সিজদা
থেকে) মাথা উঠালেন তখন তিনি তাদের (পিছন দিক দিয়ে হাত দিয়ে) ধীরে
ধরলেন এবং ধীরে ধীরে তাদের (মাটির উপর) রাখলেন। আবার যখন তিনি
সিজদায় গেলেন তারা আবাবারো এরূপ করল। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্)
যখন (বসে) সালাত আদায় করলেন (তাদের রানের উপর রাখলেন)
একজনকে এখানে রাখলেন এবং অন্যজনকে ওখানে রাখলেন (অর্থাৎ
দু'জনকে দু'রানে বসালেন।) আবু হুরাইরাহ্ (রা) বলেন, আমি তাঁর
(রাসূলুল্লাহ্)-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!
আমি কি তাদের তাদের মায়ের নিকট নিয়ে যাব না? তিনি বললেন, না।
তখন আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের
মায়ের কাছে যাও। তারা (আকাশের) বিদ্যুতের আলোতে চলতে লাগল এক
পর্যায়ে তারা (তাদের মায়ের নিকট চলে) গেল। (আস-সহীহাহ্- ৩৩২৫)

হাদীসটি হাসান।

হাকিম ৩/১৬৭, বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন নবুওয়াতে' ৬/৭৬, আহমাদ তাঁর
'মুসনাদে' ...। ইমাম হাকিম (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী
(র) চুপ থেকেছেন। আলবানী (র) বলেন: এটি হাসান।

١٤٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ
النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ، صَدُوقُ اللِّسَانِ. قَالُوا:
صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: التَّقِيُّ النَّفْسِ،
لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غُلَّ، وَلَا حَسَدَ. (المصيبة: ৭৬৪)

১৪৬. ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? (জবাবে) তিনি বললেন, প্রত্যেক ^{مَخْمُومُ الْقَلْبِ} (মাখমুমুল ক্বালব), ^{صَدُوقُ اللِّسَانِ} (সাদুকুল লিসান) অর্থাৎ, সত্যভাষী। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ^{صَدُوقُ اللِّسَانِ} (সাদুকুল লিসান) কে? তা আমরা জানি। তবে ^{مَخْمُومُ الْقَلْبِ} (মাখমুমুল ক্বালব) কে? তিনি বললেন: আল্লাহভীরু পবিত্র চরিত্রের অধিকারী (-ই মাখমুমুল ক্বালব)। যার মধ্যে কোন গুনাহ নেই। অহংকার ঘোঁকা-প্রবঞ্চনা ও হিংসা নেই। (আস-সহীহাহ- ৯৪৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা) মাওকুফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৪২১৬; ইবনু আসাকীর তার ^{نَارِبِغْ وَمَشَقْ} (১৭/২৯/২)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ ও বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

১৪৭. ^{عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَقُولُ:}
^{يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ عَنِّي بَابَهُ، وَمَنْعَنِي فَضْلَهُ؟ (المعجم: ১৭৬)}

১৪৭. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; বহু প্রতিবেশী রয়েছে যারা তার প্রতিবেশী সম্পর্কে বলে থাকে, হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি (প্রতিবেশী)-কে জিজ্ঞেস করুন। কেন সে আমার জন্য তার দরজা বন্ধ করে রেখেছে এবং তার উদ্ধৃত (আহার্যদ্রব্য কিংবা তার অনুগ্রহ) হতে আমাকে বাধা দান করেছে? (আস-সহীহাহ- ২৬৪৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু আবীদ দুইয়া তাঁর ‘মাকারিমুল আখলাক্’ পৃষ্ঠা ৮৫, হাদীস নং ৩৪৫, ইম্পাহানী ‘আত-তারগীবে’ পৃষ্ঠা ২২৩ মাজহুল বর্ণনাকারী আছেন। ইমাম বুখারী তাঁর ‘আদাবুল মুফরাদে’ হা. ১১১।

আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ এবং ইবনু আবী সালীম ছাড়া সবাই শায়খাইনের বর্ণনাকারী।

আস-সহীহাহ- ১১

১৪৮. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ رَأَيْنَاهُ أَنْ قَدْ أَتَى أَبَا مِنْ الْأَكْبَائِرِ. (الصحيح: ২৬৬৭)

১৪৮. সালামাহ ইবনু আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে তার (অপর মুসলিম) ভাইকে অভিশাপ দিতে দেখতাম তখন আমরা তাকে (অভিশাপকারীকে) কবীরা গুনাহসমূহের দরজা হতে কোন এক দরজায় উপনীত হিসেবে জ্ঞান করতাম (অর্থাৎ, আমরা তাকে কবীরা গুনাহকারী ভাবতাম)। (আস-সহীহাহ- ২৬৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সালামা ইবনু আকওয়া (রা) মাওকুফান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী তাঁর 'আল-আওসাতে' (৩/২৭৬/১); ইমাম হায়ছামী তার 'مَجْمَعُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ' এ এবং ইমাম মুনিযিরী তার 'الزَّوَانِدُ' এ হাদীসটির সানাদকে জাইয়েদ বলেছেন।

আল্লামা আলবানী (র) হাদীসটির সানাদকে জাইয়েদ বলেছেন।

১৪৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْهِ فِي النَّارِ. (الصحيح: ৪৫১)

১৪৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: অহংকার আমার চাদর এবং সম্মান আমার (পরিধেয়) বস্ত্র। যে আমার সাথে এ দুটোর একটি (কিংবা উভয়টি) নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (আস-সহীহাহ- ৫৪১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফুআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ তার 'المسند' -এর (২/২৪৮) হা. ৭৩৮২।

আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ خَرَّجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ مُتَابِعَةً وَأَصْحَابُ السَّنَنِ، وَهُوَ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَدْ اخْتَلَطَ

১৫০. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে (পশু) জবাই করে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে ভূমির (সীমা নির্ধারণকারী) চিহ্ন পরিবর্তন করে (মুছে) ফেলে। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে অন্ধ ব্যক্তিকে রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে (হটিয়ে দিয়ে) থাকে। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে তার পিতা-মাতাকে গালি দেয় (অপর বর্ণনায় পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে)। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে তার মনীষের নিকট থেকে অন্যের নিকট পালিয়ে যায়। (আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে পশুর সাথে কু-কর্মে লিপ্ত হয়।) আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে লূত 'আলাইহিস সালাম-এর গোত্রের ন্যায় (কু) কর্ম করে থাকে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে লূত 'আলাইহিস সালাম-এর গোত্রের ন্যায় (কু) কর্ম করে থাকে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে লূত 'আলাইহিস সালাম-এর গোত্রের ন্যায় (কু) কর্ম করে থাকে। (শাম-সহীহাহ- ৩৪৬২)

হাদীসটি সহীহ।

হাকিম ৪/৩৫৬, বায়হাকী তাঁর 'শু'আবুল ইমানে' ৪/২৫৪/৫৩৭৩, আহমাদ ১/২১৭, ৩০৯, ৩১৭।

হাকিম বলেছেন: এর সানাদ সহীহ। যাহাবী (র) চুপ থেকেছেন।

শু'আয়েব আরনাউত বলেন: এর সানাদ জাইয়্যেদ এবং বর্ণনাকারীগণ সহীহ। (তাহকীকুত আহমাদ ১/৩০৯/২৮১৭)

১৫১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ:

أَصَابَنِي الْجَهْدُ (وَفِي رَوَايَةٍ: إِنِّي مَجْهُودٌ)، فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ، فَقُلْنَ: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ!) مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَضُمُّ أَوْ يَضِيفُ هَذَا (يَرْحُمُهُ اللَّهُ)؟ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَلْحَةَ): أَنَا، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (لَا تَدْخِرِي شَيْئًا)، فَقَالَتْ: (وَاللَّهِ!) مَا

عِنْدَنَا إِلَّا قُوَّةٌ لِّلصَّيْبَانِ! فَقَالَ: هَيْئُ طَعَامِكَ، وَأَصْلَحِي سِرَاجَكَ، وَنَوِّمِي صَبِيَانِكَ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّاتِ طَعَامَهَا، وَأَصْلَحْتِ سِرَاجَهَا، وَنَوِّمْتِ صَبِيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تَصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأُطْفِئَتْهُ، وَجَعَلَ يُرِيَانَهُ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، (وَأَكَلَ الضَّيْفُ)، وَبَاتَا طَوَائِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ أَوْ عَجَبَ مِنْ فِعَالِكُمَا (بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ)، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَنَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

(المحبة: ৩৭৭২)

১৫১. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি আসল এবং বলল, আমাকে ক্ষুধায় পেয়ে বসেছে (অর্থাৎ, আমি ক্ষুধার্ত) (অপর এক বর্ণনায় এসেছে) আমি ক্ষুধার্ত (مجهود অর্থাৎ ক্ষুধার কষ্টে কাতর) অতঃপর তিনি তাকে (আহার করানোর জন্য) তাঁর স্ত্রীদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা (স্ত্রীগণ) বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য (নাবী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমাদের নিকট শুধু (খাদ্য বস্তু হিসেবে এ মুহূর্তে) পানিই রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (তোমাদের মধ্যে) কে (মেহমানকে তার আতিথেয়) মিলিয়ে নিবে? কিংবা মেহমানদারী করাবে (আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন)? অতঃপর এক আনসারী ব্যক্তি বলল, (তাকে আবু তালহা বলা হয়) আমি (অর্থাৎ, আমি তার আতিথেয় গ্রহণ করলাম) সে তাকে (মেহমানকে) নিয়ে তাঁর স্ত্রীর নিকট গেল। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানকে সম্মান কর (কোন কিছু জমা করে রেখ না অর্থাৎ) কোন প্রকার বখিলতা কর না। অতঃপর তিনি বললেন, (আল্লাহর শপথ!) বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আমাদের নিকট কিছুই নেই। তিনি বললেন, (ভনিতার ছলে) তুমি খাবার প্রস্তুত কর এবং বাতি ঠিক কর (অর্থাৎ তৈল ঢালো কিংবা তা পরিষ্কার করো ইত্যাদি) এবং শিশুদের ঘুমিয়ে দাও। যখন তারা (রাতে) খাওয়ার জন্য ইচ্ছা করল।

তখন সে (তালহার স্ত্রী) খাবার প্রস্তুত করল এবং তার বাচ্চাদের ঘুমিয়ে দিল। অতঃপর সে তার বাতি ঠিক করার জন্য (ভান করে) দাঁড়াল এবং বাতি নিভিয়ে দিল। (অর্থাৎ, বাতি ঠিক করার ভান করে বাতি নিভিয়ে দিল) এবং তারা দু'জন খাওয়ার ভান করল (এদিকে মেহমান খাবার গ্রহণ করল) এবং তারা উভয়েই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করল। যখন ভোরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন তখন তিনি বললেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়ের কর্মকাণ্ড দেখে হেসেছেন কিংবা (বর্ণনাকারী বলেন) আশ্চর্য হয়েছেন এবং (তোমাদের মেহমানের সাথে (গত) রাতে যে ব্যবহার দেখানো হয়েছে সে সম্পর্কে) আল্লাহ তা'আলা (আয়াত) অবতীর্ণ করেন-

﴿وَيُزَيِّرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

তারা নিজেদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়ে থাকে আর যারা নিজেদের কার্পণ্য থেকে দূরে রেখেছে তারাই সফলকাম। (আস-সহীহাহ- ৩২৭২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩৭৮৯, ৪৮৮৯ (অন্যতম অনুচ্ছেদ: قَوْلُ اللَّهِ: وَيُزَيِّرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) এবং তাঁর প্রণীত 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৭৪০-এ হাদীসটি সহীহ্ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

১৫২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا، لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ. يَعْنِي: الظَّالِمُ. (المصيبة: ৩২৭৬)

১৫২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি (কোন) দু'জন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে (অর্থাৎ একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে) অতঃপর একে অপরকে ত্যাগ করে (অর্থাৎ পরস্পরে সম্পর্ক ছিন্ন করে) তাহলে তাদের একজন ইসলাম থেকে বের হয়ে

যাবে (অর্থাৎ, মুসলিম হিসেবে সে গণ্য হবে না) যতক্ষণ না সে (ইসলামী বন্ধুত্বের প্রতি) ফিরে না আসে। অর্থাৎ যিনি অন্যায়কারী (সেই এখানে ইসলাম হতে বহির্ভূত হিসেবে গণ্য)। (আস-সহীহাহ- ৩২৯৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর হাদীসটি ইমাম বাযযার তাঁর 'البحر الزخار فى مسند البزار' কিতাবের ২৪৫ পৃষ্ঠায়।

হায়ছামী (র) তাঁর 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদে' বলেন: হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন আর এর বর্ণনাকারীগণ সীক্বাহ।

১৫৩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ، فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِبْلِيسَ فَأَهْوَيْتَ بِيَدِي، فَمَا زِلْتُ أَخْنِفُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعِي هَاتَيْنِ: الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا، وَلَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ، لَأَصْبَحَ مَرْبُوطًا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، يَتَلَاعَبُ بِهِ صَبَّانُ الْمَدِينَةِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ، فَلْيَفْعَلْ. (المعجم: ৩২৫)

১৫৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (মিহরাবে) দাঁড়ালেন এবং সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করলেন আর সে [আবু সাঈদ খুদরী (রা)] তার পিছনে (সালাত আদায় কর) ছিল। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) কিরাআত (সূরা) পাঠ করলেন। আর তাঁর জন্য কিরাআত পাঠ করা কষ্টকর হলো (অর্থাৎ তিনি কিরাআতের কিছু অংশ ভুলে গেলেন) যখন তিনি সালাত থেকে অবসর হলেন তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাকে দেখতে (তবে বুঝতে পারতে) আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে (সালাতরত অবস্থায়) ইবলিসকে ধরেছিলাম আমি তার গলা টিপে ধরে ছিলাম একপর্যায়ে

আমার এ দু'আঙ্গুলের অর্থাৎ, বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুলের মাঝে তার (মুখের) লালার অর্দ্রতা অনুভব করলাম। যদি সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম'-এর দু'আ না থাকত তবে সে সকালে মাসজিদের খুঁটিসমূহের কোন এক খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় থাকত (অর্থাৎ, আমি তাকে খুঁটিতে বেঁধে রাখতাম) মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত। তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে যে তার ও তার কিবলার মাঝে কেউ বাধা না হয়ে দাঁড়াক তবে সে যেন এমন করে।

(আস-সহীহাহ- ৩২৫১)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ ৩/৮২-৮৩, আবু দাউদ হাদীস নং ৬৯৯৯ (সংক্ষেপে)।

ইমাম হায়ছামী (র) বলেন: আহমাদ বর্ণনা করেছেন এর বর্ণনাকারীগণ ছিদ্ধাহ। (মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ২/২৪৫/২৪৮১)

শু'আয়েব আল-আরনাউত এর সানাদকে হাসান বলেছেন। [তাহক্বীক্বুত মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ৩২৫১]

۱۵۴- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَا يَأْمَنُ

جَارَهُ غُرَائِلُهُ. (الصحيح: ۲۱۸۱)

১৫৪. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; ঐ ব্যক্তি (প্রকৃত) মু'মিন নয় যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ (শঙ্কামুক্ত) নয়।

(আস-সহীহাহ- ২১৮১)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু নাসর তাঁর 'আস-সলাতে' ২/১৪১, হাকিম ৪/১৬৫।

আলবানী (র) বলেন: হাকিম ও যাহাবী চুপ থেকেছেন। এর সানাদ হাসান। ... সহীহাইনে এর সাক্ষ্য রয়েছে।

۱۵۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ شَيْءٌ

أُطِيعَ اللَّهُ فِيهِ أَعْجَلُ نَوَابًا مِنْ صَلَوةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلُ

১. সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম আদ্বাহর নিকট দু'আ করেছিলেন এই মর্মে যে, শুধু তিনিই যেন জ্বিন-ইনসান সকলের উপর বাদশাহী করেন। তাঁর দু'আ গৃহীত হয়েছিল এবং তিনি তাদের উপর বাদশাহীও করেছিলেন। ইবলীসকে বেঁধে রাখলে সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম-এর বাদশাহীর প্রতি কিছুটা আঁচড় লাগতে পারে এ বিবেচনায় তিনি ইবলীসকে বেঁধে রাখেননি। -অনুবাদক।

عَقَابًا مِّنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةً مِّنَ الرَّحْمِ، وَالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ تَدْعُ الدِّيَارَ
بِلَاقِعٍ . (الصحيح: ১৭৮)

১৫৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহর আনুগত্যের পথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অপেক্ষা দ্রুত সওয়াব অর্জনকারী (অপর) কোন বস্তু নেই। আর মিথ্যা শপথ দেশকে (বস্তিসমূহকে) জনশূন্য (বিরান) করে দেয়। (আস-সহীহাহ- ৯৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফু‘আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বায়হাকী‘র ‘আস-সুনান কুবরা’ (১০/৩৫)-তে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক مُتَابِعَاتٌ এবং شَوَاهِدٌ থাকার কারণে হাদীসটি সহীহ।

১৫৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا . (الصحيح: ২১৭৬)

১৫৬. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (সাথে দেখা করার) উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আসল। অতঃপর (উপস্থিত) লোকজন তাকে (বসার জন্য) সুযোগ দিতে দেরি করল। ফলে নাবী ﷺ বললেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে না এবং আমাদের বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না।

(আস-সহীহাহ- ২১৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

তিরমিযী ১/৩৪৯, ...হাদীসটি সহীহ। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ইসহাক বিন আমর বিন শু‘আয়েব ‘আন আবীহি ‘আন জাদ্দিহী মারফু‘ সূত্রে।

ইমাম বুখারী তাঁর ‘আল-আদাবুল মুফরাদে’ হাদীস নং ৩৫৮।

আহমাদ ২/২০৭।

১৫৭- عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهَهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خُلُوقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَحْسَنَ هَذَا! .
(الصحيح: ৩০৫০)

১৫৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ মাসজিদের সম্মুখে (অর্থাৎ, দেয়ালে) কফ দেখতে পেলেন। ফলে তিনি রেগে গেলেন এমনকি তাঁর চেহারা (মুবারক) লাল হয়ে গেল। অতঃপর এক আনসারী মহিলা এসে তা উঠিয়ে (ঘষে) ফেলে দিলেন এবং সেখানে সুগন্ধি রাখলেন (অর্থাৎ ছিটিয়ে দিলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ (কাজটি) কতইনা উত্তম (হলো)।
(আস-সহীহাহ- ৩০৫০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মাওকুফান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী তার السنن-এর (১/১১৯); ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৭৬২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

১৫৮- عَنْ أَبِي الْأَعْوَرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا ثَلَاثًا: شَحْ مَطَاعٍ، وَهَوَى مُتَّبِعٍ، وَإِمَامٌ ضَلَالٌ .
(الصحيح: ২২৩৭)

১৫৮. আবু আ'ওয়ার রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে তিনটি বস্তুর ভয় করি (সেগুলো হল), (ক) কৃপণতার আনুগত্য করা; (খ) প্রবৃত্তির অনুসরণ ও (গ) পথভ্রষ্ট নেতা।
(আস-সহীহাহ- ৩২৩৭)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে বাযযার ২/২৩৮/১৬০২, দুলাবী “الكنى والاسماء” ১/১৬, ইবনু মানদাহ ‘আল-মা'রিফাহ’ ২/৬২/২, ইবনু আসাকীর ‘তারিখে দিমাশক’-এ ১৩/৪৬২।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

১৫৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا اسْتَكْبَرَ مِنْ أَكَلٍ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْجِمَارَ بِالْأَسْوَاتِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا. (الصحيح: ২২১৮)

১৫৯. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ঐ ব্যক্তি অহংকারী নয় যে তার গোলামের সাথে বসে আহার করে গাধায় চড়ে বাজারে যায় এবং বকরীকে নিজ হাতে ধরে দুধ দোহন করে।
(আস-সহীহাহ- ২২১৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৫৫০; ইমাম দায়লামী তার 'মُسْنَدُ الشَّهَابِ'-এর (৪/৩৩)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

১৬০- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا، وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا (الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ) شَيْئًا. قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. (الصحيح: ২০৭৭)

১৬০. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী ﷺ একদিন আমার নিকট আসলেন এবং বললেন: হে 'আয়িশা। আমি ওমুক ও ওমুকের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করি না যে, তারা আমাদের ধর্ম (যে ধর্মের উপর আমরা রয়েছে তা) সম্পর্কে কিছু জানে। (বর্ণনাকারী) লাইছ বলেন, তারা দু'জন মুনাফিক' (-দের মধ্য হতে) ছিল। (আস-সহীহাহ- ৩০৭৭)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬০৬৭-৬৮ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الظَّنِّ),

আলবানী (র) বলেন: এই হাদীসটি কুরআনের সূরা হুজুরাত ১২ নং আয়াত: إِنَّ مِنْكُمْ لَخُلُوفًا ذَلِيلًا এর দাবীর পরিপূরক।.....

১৬১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أُعْطِيَ أَهْلَ بَيْتِ الرَّفْقِ إِلَّا نَفْعُهُمْ، وَلَا مَنَعُوهُ إِلَّا ضَرُّهُمْ. (الصَّحِيحَةُ: ১৭১)

১৬১. উবাইদুল্লাহ ইবনু মা'মার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে গৃহবাসীদের (মধ্যে) হৃদয়তা দান করা হয়েছে তাদের শুধু (যেন) মঙ্গলই দেয়া হয়েছে এবং তাদের থেকে শুধু অমঙ্গলই দূর করা হয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৯৪২)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' ৩/১৯৫/১, ইবনু মানদাহ তার 'আল-মা'রেফাহ' ২/২৯/১।

আলবানী ও হায়ছামী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ ও এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

১৬২- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ شَيْءٌ لَمْ يَقُلْ: مَا بَالَ فُلَانٌ يَقُولُ، وَلَكِنْ يَقُولُ: مَا بَالَ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا؟! (الصَّحِيحَةُ: ২০৬৬)

১৬২. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) নিকট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে কোন অভিযোগ (অর্থাৎ দোষের বা অপছন্দের কিছু) আসত তখন তিনি (এভাবে) বলতেন না যে, ওম্মকের কী হয়েছে? (যে সে এমন করে বা বলে) বরং তিনি (এভাবে) বলতেন, লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এমন এমন (কাজ করে কিংবা এমন) কথা বলে থাকে। (আস-সহীহাহ- ২০৬৪)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ ২/২৮৮, বায়হাকীর 'দালায়েলুন নবুওয়াহ' ১/২৩৭ ...। সহীহ মুসলিম ৭/৯০ এবং আহমাদ ৬/৪৫-এর সমর্থিত বর্ণনাটি হল:

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرِ فِتْنَتِهِ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَلَبَّغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالَ أَقْوَامٌ يَرْغَبُونَ عَمَّا رَخَّصَ لِي فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمُ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً (بَابُ عِلْمِهِ ﷺ بِاللَّهِ تَعَالَى وَشِدَّةُ خَشْيَتِهِ -سহীহ মুসলিম)

১৬৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَعْدُونَ الرُّقُوبَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالرُّقُوبِ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْدِمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَمَا تَعْدُونَ الصَّرْعَةَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرَّجَالُ. قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (المصباح: ১৬০-১)

১৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা নিঃসন্তানকে কিভাবে মূল্যায়ন কর? (অর্থাৎ, তোমাদের জানা মতে নিঃসন্তান কারা?) তিনি (বর্ণনাকারী সাহাবী) বলেন, আমরা বললাম, যার সন্তান-সন্ততি হয় না। (তাকেই আমরা নিঃসন্তান জানি) তিনি বললেন, এটি নিঃসন্তানের (প্রকৃত) পরিচয় নয় বরং (প্রকৃত) নিঃসন্তান ঐ ব্যক্তি যে তার সন্তানদের জন্য কোন বস্তু অগ্রীম প্রেরণ করেনি। (অর্থাৎ, সন্তানদের জন্য কোন অর্থ-সম্পদ আহরণ করেনি।) তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো) বললেন, তোমরা কুস্তিগীরকে কিভাবে মূল্যায়ন কর? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা বললাম, কুস্তিগীর ঐ ব্যক্তি যাকে কেউ ধরাশায়ী করতে পারে না। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: তা (অর্থাৎ, প্রকৃত কুস্তিগীরের পরিচয়) এমন নয়। বরং প্রকৃত কুস্তিগীর ঐ ব্যক্তি; যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। (আস-সহীহাহ- ৩৪০৬)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম ৮/৩০/৬৮০৭ (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ (الْغَضَبِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْغَضَبُ) ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ১৫৩, বায়হাকীর 'আস-সুনানুল কুবরা' ৪/৬৮ ও 'শু'আবুল ইমান' ৬/৩০৬/৮২৭৩ ও ৭/১৩৬/৯৭০৬, আহমাদ ১/৩৮২।

১৬৪- عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلَانٍ فِي حَانِطِي عِذْقًا، وَإِنَّهُ قَدْ أَذَانِي وَشَقَّ عَلَى مَكَانِ عِذْقِهِ، فَأَرْسَلَ

إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: بِعْنِي عَذَقَكَ الَّذِي فِي حَانِطِ فُلَانٍ. قَالَ: لَا
 . قَالَ: فَهَبْهُ لِي. قَالَ: لَا. قَالَ: فَبِعْنِيهِ بِعَذَقِي فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: لَا
 . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ، إِلَّا الَّذِي
 يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ. (المصيبة: ۳۳۸۳)

১৬৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নাবী عليه السلام-এর নিকট আসল এবং বলল, আমার (বাড়ির) সীমানায় ওমুক ব্যক্তির এক খেজুর গাছ রয়েছে। সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং তার খেজুর গাছটির জায়গাটি (বিভিন্ন কারণে) আমার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর নাবী عليه السلام (তাকে ডেকে আনার জন্য) তার নিকট লোক পাঠালেন। (সে হাজির হলে) তিনি (নাবী عليه السلام) তাকে বললেন, ওমুকের সীমানায় তোমার যে খেজুর গাছটি রয়েছে তা আমার নিকট বিক্রয় কর। লোকটি বলল, (তা আমি বিক্রয় করব) না। তিনি (নাবী عليه السلام) বললেন, তবে আমাকে তা (হাদীয়া হিসেবে) দান কর। সে (লোকটি) বলল, না (তাও আমি দিব না) তিনি (নাবী عليه السلام) বললেন, তবে জান্নাতের একটি খেজুর গাছের পরিবর্তে তা আমার নিকট বিক্রয় কর। সে (লোকটি) বলল, না (তাতেও আমি রাজি নই)। তারপর রাসূলুল্লাহ عليه السلام বললেন: সালামের (সালাম কিংবা তার জবাব দেওয়ার) ব্যাপারে কৃপণতাকারী অপেক্ষা তোমার চেয়ে অধিক কৃপণ ব্যক্তিকে আর আমি দেখিনি। (আস-সহীহাহ্- ৩৩৮৩)

হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী।

হাদীসটি জাবির (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার ‘মুসনাদে আহমাদ’ হা. ১৪৫১৭; ইমাম عبد بن حميد তার المسند-এর হা. ১০৩৭; হাকিম তার المستدرک-এর (২/২০); ইমাম বায়হাকী তার ‘শুআবুল ইমান’ এর হা. ৮৭৭১; أبي حذيفة النهدي موسى بن مسعود তার তরীকে زهير থেকে এই ইসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন। বাযযার (২/৪১৭/২০০০)

মুনযিরী (র) বলেছেন: আহমাদ ও বাযযার বর্ণনা করেছেন আর আহমাদের সনাদে কোন আপত্তি বা সমস্যা নেই।

১৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَصَلَّاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَخُلُقٍ حَسَنٍ. (الصحيح: ১৬৬৪)

১৬৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, সালাত আদায় করা, উভয়ের (বাদী-বিবাদী) মধ্যে মিমামসা করা ও উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন করা অপেক্ষা উত্তম আমল ইবনু আদম আর করে না। (অর্থাৎ, এ আমলগুলোই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।) (আস-সহীহাহ- ১৪৪৮)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী 'তরীখে' ১/১/৬৩....।

আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ তবে মুহাম্মাদ বিন হাজ্জাজ ছাড়া, যিনি দিমাশকী। ... (সার্বিক বিচারে) হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারী (র) সাক্ষ্যমূলক হাদীস হিসাবে আবু দারদা নবী ﷺ থেকে আবু দারদা (রা)-এর হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন। এর সানাদ সহীহ এবং সবাই ছিক্বাহ।

১৬৬- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ خَلْقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ، وَمَا أَطْلَعَ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَيَبْخُلُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ (قَدْ) أَحْدَثَ تَوْبَةً! (الصحيح: ২০৫২)

১৬৬. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় আচরণ (হিসেবে গণ্য) মিথ্যা বলা অপেক্ষা আর কিছুই ছিল না। তাঁর সাহাবীগণের মধ্য হতে কারো মাঝে এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে তিনি তা থেকে ঐ ব্যক্তির তাওবা করার বিষয় প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার সাথে আন্তরিকতা দেখানোর ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করতেন। (অর্থাৎ, কারো মধ্যে মিথ্যা বলার দোষ থাকলে তিনি তার সাথে তেমন সম্পর্ক রাখতেন না। তবে তাওবা করার পর আবার তিনি তার সাথে পূর্বের ন্যায় সুসম্পর্কের ভাব দেখাতেন।) (আস-সহীহাহ- ২০৫২)

হাদীসটি হাসান।

তাবাক্বাতে ইবনু সা'দ, ইবনু আবীদ দুনইয়া 'মাকারিমুল আখলাক্' পৃষ্ঠা ৩০, তিরমিযী ১/৩৫৭, তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (হাদীস নং ১৯৭৩) ইবনুল ক্বাইয়িম (র) তার 'ই'লামুল মু'য়াক্কি'য়ীন'-এ হাসান বলেছেন।

১৬৭- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يَعْجَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ . (الصَّحِيحَةُ: ৯১৮)

১৬৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; অত্যাচার করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা এমন কোন পাপ নেই যে পাপের পাপীর জন্য আখিরাতে শাস্তি হওয়া ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য অধিক দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। (আস-সহীহাহ- ৯১৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাকিম ৪/৭৯, আহমাদ ৫/৩০৭..... হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

হায়ছামী (র) বলেছেন (১০/৩৫): আহমাদ বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া বিন নাযর আল-আনসারী ছাড়া সবাই সহীহ আর সেও ছিক্বাহ। অ

১৬৮- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَيَبْخُلُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَخْرَجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا: شَجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَيَطْرُقُ بِهِ . (الصَّحِيحَةُ: ১০৬৮)

১৬৮. জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যদি কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়ের নিকট গিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে যে অনুগ্রহ করেছেন (অর্থাত্ অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন) তা থেকে কিছু প্রার্থনা করে। আর সে তা দিতে কার্পণ্য করে (অর্থাত্, না দেয়) তবে (উক্ত সম্পদকে) কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম থেকে সাপ হিসেবে (অর্থাত্ সাপের আকৃতি দিয়ে তাকে দংশন করার জন্য) বের করা হবে। ঐ সাপকে شجاع

গুজা' বলা হবে। সাপটি জিহ্বা বের করতে থাকবে। ঐ সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। (আস-সহীহাহ- ২৫৪৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) মারফুআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম তাবারানী তার 'কাবীর' (১/২৩৫/২); এবং *المعجم الأوسط* (২/৪২/১/৫৭২৩)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং হায়ছামী এর সানদটিকে জাইয়েদ বলেছেন।

১৬৭- عَنْ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيِّ، أَنَّ عِكْرَمَةَ بْنَ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ الْمَخْزُومِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّا بَنُو الْمَغِيرَةِ قَوْمٌ فِينَا نَخْرَةُ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَاطَمُ فِي نَفْسِهِ، وَيَخْتَالُ فِي مَشِيَّتِهِ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ. (المعجم: ২২৭২)

১৬৯. ইউনুস ইবনু কাসিম আল-ইয়ামানী থেকে বর্ণিত; ইকরামা ইবনু খালিদ ইবনু সাইদ ইবনুল আস আল মাখযুমী তার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ইবনুল খাতাবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে আব্দুর রহমান! আমরা বনু মুগিরাহ গোত্রের লোক। আমাদের মধ্যে অহংকার-অহমিকা আছে আপনি কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু বলতে শুনেছেন? আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) তাকে বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজে নিজেকে বড় মনে করবে এবং তার চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর সাথে এরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হয়েছেন। (আস-সহীহাহ- ২২৭২)

হাদীসটি সহীহ।

১. সহীহাহ'র ৫৪৩ নং হাদীসে এর তাখরীজ অতিবাহিত হয়েছে। এ কিতাবের ১৭৭ নং হাদীসে অতিসত্ত্বর তা বর্ণিত হবে- ইনশাআল্লাহ। -তাজরীদকারক।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদে’ হা. ৫৪৯, হাকিম ১/৬০, আহমাদ ২/১১৮।

হাকিম বলেছেন: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী তাঁর ‘আত-তালখিসে’ বলেছেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে (বর্ণিত হয়েছে)।

আলবানী (র) বলেন: মোটেও নয়। দু’জনেরই ভুল হয়েছে। কেননা, (আবু উমার) আল-ইমামী-কে ইমাম মুসলিম আনেন নাই। সুতরাং হাদীসটি কেবল এককভাবে ইমাম বুখারীর শর্ত পূরণ করে।

১৭০- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ

بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ

(المصيبة: ২২৭২)

১৭০. আবু দারদা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে দু’জন ব্যক্তি একে অপরকে অসাক্ষাতেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে। আল্লাহর নিকট তাদের উভয়ের মধ্য হতে প্রিয় ব্যক্তিটি তার অপর বন্ধুর জন্য অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। (আন-সহীহাহ- ৩২৭০)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তার ‘আল-মু’জামুল আওসাতে’ ২/২১/২/৫৪১২, ৬/১৩৪/৫২৭৫

মুনযিরী তাঁর ‘আত-তারগীবে’ ৪/৪৬ বলেন: ‘তাবারানী শক্তিশালী জাইয়েদ সনদে বর্ণনা করেছেন।’ হায়সামী (৭/২৭৬) বলেছেন: ... বর্ণনাকারীগণ সহীহ তবে আল-মা’আফী বিন সলায়মান ছাড়া, সেও ছিক্বাহ।”

১৭১- عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: مَا مِنْ عَبْدٍ أَتَى أَخًا لَهُ يَزُورُهُ فِي اللَّهِ

إِلَّا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ طُبَّتْ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ

فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِئِي، وَعَلَى قَرَاهُ، فَلَمْ أَرْضَ لَهُ

بِقَرَى دُونَ الْجَنَّةِ. (المصيبة: ২১২২)

১৭১. আনাস (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন (আল্লাহর) কোন বান্দা তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতে আসে তখন আসমানে এক ঘোষক ঘোষণা করেন যে,

তোমার মঙ্গল হোক এবং জান্নাত তোমার জন্য উত্তম (বাসস্থান) হোক। আর আল্লাহ তা'আলা আরশের ফেরেশতাদের বলেন, আমার বান্দা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। আমার জন্য তার মেহমানদারী করা আবশ্যিক। আমি জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তার মেহমানদারী করতে নারাজ।

(আল-সহীহাহ- ২৬৩২)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আবু ইয়া'লা ৩/১০৭, বাযযার ২/৩৮৮-৮৯, আবু নুঈম তার 'আল-হিলইয়াহ' ৩/১০৭ যিয়া আল মাকদ্দেসী তার 'আল-মুখতার' ১/২৪০ ... হায়সামী তাঁর 'আল-মাজমা'উয যাওয়ায়েদে' ৭/১৭৩ বলেন: বাযযার ও আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন। আবু ইয়া'লা'র বর্ণনাকারীরা সহীহ তবে মায়মুন বিন 'আজলান ছাড়া। সেও হিক্বাহ। ... [অতঃপর আলবানী (র) বিভিন্ন সমালোচনা ও সাক্ষ্যমূলক হাদীস উপস্থাপন করেছেন।]

১৭২- عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبُو ذَرٍّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاذَا يُنْجِي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلٌ؟ قَالَ: يَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَجِدُ مَا يَرْضَخُ بِهِ؟ قَالَ: يَا مَرْءُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَيْبًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَى عَنِ مُنْكَرٍ؟ قَالَ: يَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَخْرَقَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ أَنْ تَتْرَكَ فِي صَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ تَمَسَّكَ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ؟! قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْعَلُ خُصْلَةً مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَخَذَتْ بِبِدِهِ حَتَّى تَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ. (الصحيح: ২৬৬৭)

১৭২. মালিক ইবনু মারছাদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আবু যর (রা) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন বস্তু বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমানের সাথে কি আমাদের প্রয়োজন নেই? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দান করেছে তা থেকে দান করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে দরিদ্র হয় যার দরুন সে দান করার কিছু না পায় (তবে কি করবে)? তিনি বললেন, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে এমন অক্ষম হয় যে, সে সৎ কাজের আদেশ করতে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে অপারগ? তিনি বললেন, অর্ধেক হলেও করবে। আমি বললাম, যদি কোন অর্থব (মূর্থ) ব্যক্তি কোন কিছুই (অর্থাৎ, ঈমান আনা ব্যতীত ভালো কিছুই) করতে সক্ষম না হয় (তবে কী হবে)? তিনি বললেন, সে অত্যাচারিতকে সাহায্য করবে। আমি বললাম, আপনি কি জানেন না যদি সে অক্ষম-দুর্বল হয় তবে সে তো অত্যাচারিতকে সাহায্য করতে সক্ষমই হবে না? তিনি বললেন, তুমি কি তোমার ভাইয়ের মধ্যে কোন সৎ কর্ম রাখতে চাও না? তুমি মানুষের বিপদাপদ দূর করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে তা করে (অর্থাৎ তদানুযায়ী আমল করে) তবে সে কি জান্নাতে যাবে? তিনি বললেন, যদি কোন মুসলিম এ গুণাবলীর মধ্য হতে কোন গুণের উপর আমাল করে (কিয়ামাতের দিন) তার হাত ধরা হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (আস-সহীহাহ- ২৬৬৯)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তার 'আল-কাবীর'- ১/৮২/২।

আলবানী (র) বলেন: এর সনদের প্রত্যেক বর্ণনাকারী ছিদ্ধাহ।

হায়সামী (র) বলেছেন (৩/১৩৫): ... বর্ণনাকারীগণ সিদ্ধাহ।

١٧٢- عَنْ أَبِي بِنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ
أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَفَهُ.

(المصححة: ৫১৫)

১৭৪- عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عَيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ إِدْخَالُ السَّرُورِ عَلَى الْمُزْمِنِ، تَقْضَى عَنْهُ دَيْنًا، تَقْضَى لَهُ حَاجَةٌ، تَنْفُسُ لَهُ كُرْبَةً. قَالَ سَفْيَانٌ: وَقِيلَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ: فَمَا بَقِيَ مِمَّا يَسْتَلِذُّ؟ قَالَ: الْإِفْضَالُ عَلَى الْإِخْوَانِ. (المصيبة: ১২৭৭)

১৭৪. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ ইবনুল মুনকাদির বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি (হাদীসটি) সম্পর্কিত করে বলেন, উত্তম আমালসমূহের মধ্য হতে (কিছু আমাল হচ্ছে) মুমিনের সাথে হুষ্টিচিহ্নে উঠা-বসা করা। তার ঋণ আদায় করে দেয়া। তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়া এবং তার কষ্ট (কিংবা বিপদাপদ) দূর করা। সুফিয়ান বলেন, ইবনুল মুনকাদিরকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন বস্তু অবশিষ্ট রয়েছে যাতে স্বাদ লাভ হয়? তিনি বলেন, (মুসলিম) ভাইদের প্রতি অনুগ্রহ করা। (আস-সহীহাহ- ২২৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বায়হাকী তার ‘শু‘আবুল ইমান’ (২/৪৫২/২)-তে মুরসাল রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি মুরসাল হলে তা মারদুদ করা মূর্থতারই নামান্তর। এমন কাউকেও পাওয়া যাবেন যিনি মুসলিম হাদীসকে গ্রহণ করেননি। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস দ্রষ্টব্য আস-সহীহাহ্ হাদীস নং ৯০৬।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: شَوَاهِدٌ وَمَتَابِعَاتٌ-এর ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ।

১৭৫- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، بِبَيْمَيْنِ كَاذِبَةٍ، كَانَتْ نَكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، لَا يَغْيِرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(المصيبة: ১২৭৬)

১৭৫. আবু উমামা বিন সালাবা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ মিথ্যা শপথ করে (তার কিংবা অন্যের মালিকানায) নিয়ে যায়। তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। কিয়ামাত পর্যন্ত এ দাগকে কোন বস্তুই মিটিয়ে দিতে পারবে না। (আস-সহীহাহ- ৩৩৬৪)

হাদীসটি হাসান।

হাকিম ৪/২৯৪ ... তিনি হাদীসটি সহীহ বলেছেন আর যাহাবী চুপ থেকেছেন। আলবানী বলেন: (মুহাম্মাদ বিন সিনান) আল-কুযায় সম্পর্কে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। কেউ তাঁকে কাজ্জাব, আবার কেউ তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন। ... হাফিয 'আত-তাক্বরীবে' বলেছেন: যঈফ। ... (অতঃপর তিনি এর সমর্থনে অন্যান্য শক্তিশালী হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

১৭৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: مَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيَدْعَمْ حَانِطَ جَارِهِ. وَفِي لَفْظٍ: مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَدْعَمْ عَلَى حَانِطِهِ فَلْيَدْعَمْ. (المصنعة: ১৭৬৭)

১৭৬. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি কোন স্থাপনা নির্মাণ করবে সে যেন তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে খুঁটি সংযুক্ত করে দেয় (অর্থাৎ প্রতিবেশীর দেয়ালের ধস ঠেকাতে সে যেন তার খুঁটি প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে ভর দিয়ে দেয় কিংবা তার দেয়ালের সাথে প্রতিবেশীর দেয়াল মিলিয়ে দেয়) অপর এক বর্ণনায় (ভিন্ন শব্দে) যদি কোন ব্যক্তির নিকট তার প্রতিবেশী তার দেয়ালে লাকড়ি রাখতে চায় সে যেন তার জন্য তা ছেড়ে দেয়। (আস-সহীহাহ- ২৯৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ হা. ২৩৩৭, ইবনু জারীর তাবারী 'তাহযীবুল আসার' ২/১/৭৭২-৭৪, ৭৭৭। তাহাবী 'মুশকিলুল আছার' ৩/১৫০, বায়হাক্বী ৬/৬৯, আহমাদ ১/২৩৫, ২৫৫, ৩০৩, ৩১৮। তাবারানী ১১/১১৭৩৬ ...

এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন ... (ইরওয়া ৫/২৫৫)।

১৭৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مَشْيِهِ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ .
(الصحيحه: ৫৫২)

১৭৭. ইবনু উমার থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিজে নিজেকে বড় ভাববে কিংবা তার চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর সাথে (কিয়ামাতের দিন) এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন। (আস-সহীহাহ- ৫৪৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদে’ হা. ৫৪৯, হাকিম ১/৬০ আহমাদ ২/১১৮।

হাকিম বলেছেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ।

যাহাবী বলেছেন: মুসলিমের শর্তে।....

১৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ .
(الصحيحه: ২২২৮)

১৭৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় প্রদর্শন করবে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন।

(আস-সহীহাহ- ২৩২৮)

হাদীসটি হাসান।

আবু নাদ্ঈম তাঁর ‘আল-হিলইয়াহ’-তে ৮/৪৬-তিনি বলেন: ইবরাহীম থেকে হাদীসটি গরীব। অন্য কোন সূত্রে এর বর্ণনা সম্পর্কে আমরা জানি না।

আলবানী (র) বলেন: সে সত্যবাদী ও যুহুদ অবলম্বনকারী। সুতরাং হাদীসটি হাসান ...। (অতঃপর শায়েখ আলবানী এর সমর্থনে আরো সাক্ষ্যমূলক যঈফ ও সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

১৭৯- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْإِسْلَامِ)، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّ رَجُلًا يَنْتَفُونَ الشَّيْبَ؟ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ، فَلْيَنْتَفِ نُورُهُ . (الصحيحه: ২২৭১)

১৭৯. ফুযালাহ ইবনু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী  বলেন; যে আল্লাহর পথে (অপর বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের পথে) বৃদ্ধ হয়ে (অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করে তদানুযায়ী আমাল করতে করতে মাথার চুল পেকে যাবে তথা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবে) কিয়ামাতের দিন তা (পাকা চুল) ঐ ব্যক্তির জন্য নূর হবে। ঐ সময় এক ব্যক্তি বলল, অনেকেই তো তাদের পাকা চুল উঠিয়ে ফেলে থাকে? তিনি (রাসূলুল্লাহ ) বললেন, যার ইচ্ছা হয় সে (নির্বুদ্ধিতাবশত) তার নূর উঠিয়ে ফেলুক (অর্থাৎ, কেউ এমন করবে না)। (আস-সহীহাহ- ৩৩৭১)

হাদীসটি সহীহ।

বায়হাকী তাঁর 'আল-আদাবে' ১৩২/১৯৯; 'শুআবুল ইমান' ৬/১৩৪-৩৫; ইবনু আসাকীর- ১০/৬-৭; আস-সুনানুল কুবরা- ১০/১৯৪-৯৫; বুখারী তাঁর 'তারিখে' ৪/১/১৮১; ইবনু আবিদ দুইয়া তার 'মাকারিমুল আখলাক' ১৯/৭৮; তাবারানী তার 'আল-মুজামুলকাবীর' ১৯/২৯-৩০....।

হায়সামী 'আল-মুজমাউয যাওয়ায়েদে' (৮/২৬-২৭) যঈফ বলেছেন।

দারেমী (১/১২৯-৩০) অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ জাইয়েদ। (আস-সহীহাহ- ৩৩৮১)

দারেমীর মুহাক্কিকু হুসাইন সালিম আল-আসাদ বলেছেন: এর সানাদ সহীহ। (তাহক্কীকৃত দারেমী- ১/১৩৯/৫০৯)

১৮০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مَوْلَاهُ لَهُ أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: ائْتَدَّ عَلَى الزَّمَانِ، وَأَنْتَى أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْعِرَاقِ؟ قَالَ: فَهَلَّا الشَّامُ أَرْضُ الْمَنْشَرِ (وَفِي التَّارِيخِ: الْمَحْشَرِ؟) إصْبِرِي لِكَاعٍ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى شِدَّتِهَا وَلَأْوَانِهَا، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَعْنِي الْمَدِينَةَ. وَفِي لَفْظٍ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَانِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ ... (المحببة: ٣٠٧٣)

১৮০. ইবনু উমার থেকে বর্ণিত আছে যে, তার এক আযাদকৃত বাদী তাঁর নিকট আসল এবং বলল, আমার জন্য যুগ কঠিন হয়ে গেছে (অর্থাৎ আমি খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করছি) এখন আমি ইরাকে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, শাম দেশই (তোমার যাওয়ার জন্য) উত্তম যা নশরের

স্থান (অর্থাৎ, কিয়ামাতের দিবসে মানুষ-জনদের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় উঠার স্থান) (অপর বর্ণনা অনুযায়ী যা হাশরের স্থান) তুমি এখানেই (অর্থাৎ, মাদীনাতে) ধৈর্য ধারণ কর। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে তার (মদীনার) কষ্ট-মুসীবতের উপর ধৈর্য-ধারণ করবে। আমি কিয়ামাতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দানকারী সুপারিশকারী হয়ে যাব। অর্থাৎ মাদীনা (-তে যে ধৈর্য ধরে থাকবে) অপর বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার (মাদীনার) কষ্ট-ক্রেতে ধৈর্যধারণ করবে আমি (তার জন্য কিয়ামাতের দিন সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী হব।)। (আস-সহীহাহ- ৩০৭৩)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী হাদীস নং ৩৯১৮; ইবনু আসাকীর 'তারিখে দিমাশক' ১/১৬৯।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাসান সহীহ পরীব.....।

এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস হল, সহীহ মুসলিমের বর্ণিত হাদীস- ৪/১১৯ (بَابُ (الْتَرغيبُ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالصَّبْرُ عَلَى لِأَوَانِهَا

১৮১- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وَرَدَّ مِنْ حَدِيثِ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِهَذَا اللَّفْظِ: عُمَانٌ، أَبِي هُرَيْرَةَ، عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، ابْنُ عُمَرَ، وَائِلَةُ بْنُ الْأَسْفَعِ، أَبِي مُوسَى الْغَافِقِيِّ. (المصححة: ১১০০)

১৮১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে (অর্থাৎ, আমার সূত্রে প্রচার করে) এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি। তবে তার ঠিকানা জাহান্নামে হবে। (এ হাদীসটি) সাহাবীদের (রা) এক (বড়) দল হতে এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে (তঁরা হলেন) উসমান, আবু হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, উকবাহ ইবনু আমির, যুবাইর ইবনু আওয়াম, সালামাহ ইবনু আকওয়া, ইবনু উমার, ওয়াছেলাহ ইবনু আসক্বা ও আবু মুসা আল-গাফেকী (রা) থেকে। (আস-সহীহাহ- ৩১০০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর 'তারিখে' ৩/২/২০৯; তাহাবী তাঁর 'শরহ মুশকিলিল আছারে' ১/১৬৬; আহমাদ- ১/৬৫; বায্‌যার- ১/১১৩/২০৫।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান....।

শাইখ আহমাদ শাকির (র) তাঁর মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে সহীহ বলেছেন।

১৮২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَشَفَ سِتْرًا، فَأَدْخَلَ بَصْرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصْرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ عَيْنُهُ مَا عُبِّرَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مَغْلِقٍ فَنَظَرَ فَلَا خُطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخُطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. (الصَّغِيْرَةُ: ٢٤٦٢)

১৮২. আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: সে ব্যক্তি অনুমতি নেয়ার পূর্বেই (কারো গৃহের পর্দা উঠিয়ে) গৃহের দিকে তাকাল এবং গৃহবাসীর সতর দেখে ফেলল তবে সে (অপরাধের) এমন এক সীমানায় পৌঁছল যে (এখন) তার জন্য সেখানে প্রবেশ করা (অর্থাৎ গৃহে যাওয়া) বৈধ নয়। যদি ঐ ব্যক্তি গৃহের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সময় কেউ তার প্রতি অগ্রসর হয়ে তার চোখকে (কিছু নিক্ষেপ করার দ্বারা) জখম করে ফেলে। তবে সে তার প্রতি অন্যায় করেনি। যদি কোন ব্যক্তি পর্দাহীন দরওয়াজার পাশ দিয়ে যায় এবং সেদিকে দৃষ্টি দেয় তবে তার কোন দোষ নেই। কারণ (এক্ষেত্রে) দোষ তো গৃহবাসীরই (কারণ তারাই পর্দা রক্ষায় সচেতন হয়নি)। (আস-সহীহাহ- ৩৪৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

১. آمِنٌ আমি দোষ করেছি (اعْبَى) মূল কিতাবে নুকতায়ুক্ত ঐ ব্যবহার হয়েছে। সঠিক হলো, নুকতাহ বিহীন আইন। যেমন তিরমিযীতে আছে (২৭০৭)।

-তাজরীদকারক।

তিরমিযী হাদীস নং-২৭০৭; আহমাদ- ৫/১৮১ দু'টি সূত্রে। শেষেরটিতে আছেন ইবনু লাহিয়্যাহ...।

মুনযিরী তাঁর 'আত্-তারগীব' ৩/২৭২/২ বলেন: আহমাদ বর্ণনা করেছেন এর সানাদটি সহীহ্। তবে ইবনু লাহিয়্যাহ ছাড়া।

তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গারীব। ইবনু লাহিয়্যাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানি না।

১৮৩- عَنْ أَبِي خُرَاشٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفِكَ دَمِهِ . (المصيبة: ৭২৮)

১৮৩. আবু খিরাশ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, (ঘৃণাবশত তার মুসলিম) ভাইকে ত্যাগ করল (অর্থাৎ তার সাথে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিল) তবে সে তার রক্তপাত ঘটানোর মত কাজ করল। (আস-সহীহাহ- ৯২৮)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৪০৪-০৫; আবু দাউদ- ২/৩০৩; হাকিম- ৪/১৬৩; আহমাদ- ৪/৩২০; আত্-তাবাক্বাতে ইবনু সা'দ- ৭৫০০।

হাকিম বলেছেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

১৮৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ غَرِ

كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَثِيمٌ . (المصيبة: ৭৩০)

১৮৪. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মুমিন ব্যক্তি সহজ-সরল ও শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে; আর ফাজের (অর্থাৎ কাফির) ধূর্ত ও প্রবঞ্চক প্রকৃতির হয়ে থাকে। (আস-সহীহাহ- ৯৩৫)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হাদীস নং ৪১৮; আবু দাউদ হাদীস নং ৪৭৯০; তিরমিযী- ১/৩৫৬; হাকিম- ১/৪৩; উদ্ধায়লী তাঁর 'আয-যুয়াফাতে' ৫৬ পৃষ্ঠা। [অতঃপর আলবানী (র)-এর সাক্ষ্যস্বরূপ কয়েকটি যঈফ হাদীস বর্ণনা করেন].....।

১৮৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لِيَنُونَ، مَثَلُ الْجَمَلِ الْأَلْفِ الَّذِي إِنْ قَبِدَ إِنْقَادًا، وَإِنْ سَيَّئَ إِنْسَاقًا، وَإِنْ أَنْخَسَتْ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتِنَاحَ. (المصيبة: ১২৬)

১৮৫. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মু'মিনগণ সহজ-সরল ও নম্র-ভদ্র স্বভাবের হয়ে থাকে। গৃহপালিত উট যেমন (শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকে) যদি তাকে থামানো হয় তবে সে থেমে যায়। আর যদি চালানো হয় তবে চলে। যদি তুমি তাকে পাথরের উপরও বসাও তবুও সে বসে। (আস-সহীহাহ- ৯৩৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু উমার (রা) মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম 'উক্বয়লী তাঁর 'আয-যুয়াফাতে' ২১৪ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির **إِسْنَادُ** হাসান তার পক্ষে একাধিক **مُتَابِعَاتٌ** এবং **شَوَاهِدٌ** থাকার কারণে আল্লামা আলবানী হাদীসের পর্যালোচনা শেষে একে 'হাসান' বলেছেন।

১৮৬- قَالَ ﷺ: الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ. رَوَى مِنْ حَدِيثِ قَبَسِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْخَسَنَ. (المصيبة: ১০৫৭)

১৮৬. নাবী ﷺ বলেন: কুট-কৌশল ও ধোঁকা-প্রবঞ্চনা (কারী) জাহান্নামে যাবে। (এ হাদীসটি) কাইস ইবনু সাআদ, আনাস ইবনু মালিক, আবু হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, মুজাহিদ ও হাসান (রা)-এর হাদীস সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। (আস-সহীহাহ- ১০৫৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু উমার (রা) মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবু নুঈম আল-আসবাহানী তাঁর "তারীকে আসরাহন"-এর (১/২০৯); ইমাম আবু দাউদ তাঁর **المراسيل**-এর হা. ২০; ইমাম ইবনু আদী, তাঁর পুস্তকের হা. ১১৯৩; ইমাম হাকিম তার **المستدرক على الصحيحين**-এর (৪/৬০৭); ইমাম হাইছামী তাঁর **مَجْمَعُ الزَّوَائِد**-এর (৯/১০২); ইমাম সুয়ূতী তাঁর "আদদুকুল মনসুর"-এর (১/৩০); ইমাম হাফিজ ইবনু হাজার তাঁর "ফাতহুল বারী"-এর (৪/৩৫৬); তাঁরই **تغليق التعليق**-এর হা. (৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪); ইমাম ইবনু

কাসীর তাঁর ^{وَالْبِدَايَةُ وَالنَّهَائَةُ} (৮/১০১); ইমাম মালিক তাঁর ^{وَالْمَوْطَأُ} -এর
হা. ২৮।

১৮৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: الْمَمْلُوكُ أَخُوكَ، فَإِذَا صَنَعَ لَكَ
طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ، فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمَهُ، وَلَا تَضْرِبُوا وَجُوهَهُمْ
(الصحيح: ২৫২৭)

১৮৭. আবু হুরাইরাহু (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; দাসগণ (অর্থাৎ অধীনস্থ কর্মচারীগণ) তোমার ভাই। যখন সে তোমার জন্য খাবার প্রস্তুত করে তখন তুমি তাকে তোমার সাথে বসাও (অর্থাৎ তোমার সাথে তাকেও খেতে দিবে) যদি সে (এক সাথে খেতে) অস্বীকৃতি জানায় তবে (কিছু খাবার) তাকে খেতে দিবে এবং তাদের চেহারায় আঘাত করবে না।

(আস-সহীহাহ- ২৫২৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তায়ালেসী তার ^{وَالْمُسْنَدُ} -এর (৩১২/২৩৬৯); ইমাম আহমাদ তার ^{وَالْمُسْنَدُ} -এর (২/৫০৫)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা আদিল মুরশিদ এবং আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত তাদের তাহকীকে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

১৮- عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ:
ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى أَسِيدُ بْنُ
الْحَضِيرِ النَّقِيبَ الْأَشْهَلِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ فِي أَهْلِ
بَيْتٍ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ عَامَتُهُمْ نِسَاءً، فَقَسَمَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ
شَيْءٍ قَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَرَكْنَا يَا أَسِيدُ!
حَتَّى ذَهَبَ مَا فِي أَيْدِينَا، فَإِذَا سَمِعْتَ بِطَعَامٍ قَدْ أَتَانِي، فَأْتِنِي
فَأَذْكُرْ لِي أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ، أَوْ أَذْكُرْ لِي ذَاكَ. فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ،
ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرٍ: شَعِيرٌ وَتَمْرٌ، فَقَسَمَ النَّبِيُّ
ﷺ فِي النَّاسِ، قَالَ: ثُمَّ قَسَمَ فِي الْأَنْصَارِ فَأَجْزَلَ، قَالَ: ثُمَّ قَسَمَ
فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَأَجْزَلَ، فَقَالَ لَهُ أَسِيدٌ شَاكِرًا لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ

أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ! أَطِيبَ الْجَزَاءُ أَوْ خَيْرًا، بِشُكِّ عَاصِمٍ - قَالَ: فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ ﷺ: وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! فَجَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا أَوْ: أَطِيبَ
الْجَزَاءُ، فَإِنَّكُمْ مَا عَلِمْتُمْ أَعِفَّةً صَبِرًا، وَسَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةَ فِي
الْقِسْمِ وَالْأَمْرِ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تُلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ .

(الصحيح: ৩০৭৬)

১৮৮. আসিম ইবনু সুয়াইদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু জারিয়াহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিকের সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উসাইদ ইবনু আল-হুযাইর আন নকীব আল আশহালী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল এবং বনী জফরবাসীদের এক পরিবারের ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললেন, আর তাদের (বনী জাফরের) অধিকাংশ সদস্যই মহিলা ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য কোন বস্তু ভাগ করে দিলে সে মানুষদের মধ্যে তা বণ্টন করতে লাগল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি আমাদের বাদ রেখেছ হে উসাইদ! আমাদের নিকট যা ছিল তা সবই ফুরিয়ে গেছে। যখন তুমি আমার নিকট খাবার পৌঁছায় খবর শুনে তখন আমার নিকট আসবে এবং আমাকে ঐ গৃহবাসী সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিবে অথবা আমাকে ঐ ব্যাপারে খেয়াল করিয়ে দিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চেয়েছেন তিনি ততক্ষণ অপেক্ষা করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট খাবার থেকে খাবার এসে যায়। (খাবারগুলো ছিল) গম ও খেজুর। অতঃপর নাবী ﷺ মানুষদের মাঝে তা বণ্টন করে দিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর তিনি আনসারদের বণ্টন করলেন এবং অনেক বেশি দিলেন। অতঃপর ঐ গোত্রবাসীদের মাঝে বণ্টন করলেন এবং অনেক বেশি দান করলেন। অতঃপর উসাইদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। (কিংবা মঙ্গল করুন বর্ণনাকারী আসিম এ দু'বাক্যের মধ্যে) সন্দেহপোষণ করেন (অর্থাৎ উভয় বাক্যের যে কোন একটি বাক্য নিশ্চিতভাবে শ্রুত) অতঃপর তাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনসার দল! তোমাদেরও আল্লাহ তা'আলা উত্তম বিনিময় দান করুন! কিংবা উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করুন! কারণ, আমার যতদূর ধারণা তোমরা সৎ, ধৈর্যধারণকারী দল।

অতিসত্ত্বর তোমরা আমার পরে বন্টন ও শাসনের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা দেখতে পাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে একপর্যায়ে তোমরা হাউজে কাওসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। (আস-সহীহাহ্- ৩০৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ ইবনু হিব্বান (তাহকীক আল-ইহসান) হা. ৭২৭৭; হাকিম- ৪/৭৯; ইবনু 'আদীর 'আল-কামেল' ৫/১৮৭৯; বাইহাকীর 'শুআবুল ইমান' ৬/৫২০/৯১৩৬; নাসায়ী 'ফাযায়েলে সাহাবা' ২৪০।....

হাকিম সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চূপ থেকেছেন।

১৮৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفَحْشُ وَالْبَخْلُ، وَيَخُونُ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمِنُ الْخَائِنُ، وَيَهْلِكُ الْوَعُولُ، وَتَظْهَرُ التَّحَوُّتُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْوَعُولُ وَالَّتَّحَوُّتُ؟ قَالَ: الْوَعُولُ: وَجْهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهُمْ، وَالتَّحَوُّتُ: الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ بِهِمْ. (المصنعة: ২২১)

১৮৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (নাবী ﷺ) বলেছেন: ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অশ্রীলতা, কৃপণতা প্রকাশ না পাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমানতদার ব্যক্তিকে খিয়ানাতকারী হিসেবে আখ্যা না দেয়া হবে এবং অসৎ ব্যক্তির নিকট আমানাত না রাখা হবে (وعول অর্থাৎ উচ্চশ্রেণী) ব্যক্তিদের পতন না হবে এবং (وتحوت অর্থাৎ নিম্নশ্রেণী) ব্যক্তিদের উত্থান না হবে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! উয়ুল (وعول) ও (تحوت) তুহুত কী? তিনি বললেন, হলো, মানুষদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত আর (تحوط) হলো ঐসব ব্যক্তি যারা মানুষদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর যাদের (বংশের) ব্যাপারে তেমন কিছু জানা যায় না। (আস-সহীহাহ্- ৩২১১)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আত্-তারীখে' ১/৯৮/২৭৫; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৮৮৬; হাকিম- ৪/৫৪৭; তাবারানী 'আল-মুজামুল আওসাত' ১/২২০/১/৩৯২০

হায়ছামী (র) বলেন- ৭/৩২৭ : হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ, কেবল মুহাম্মাদ বিন আল-হরিস বিন সুফিয়ান ছাড়া। তিনিও ছিক্বাহ।.....

১৭০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنَ الثَّنِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: رَمَيْنَاهُ) بِأَبْصَارِنَا، قُلْنَا: لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَّ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! قَالَ: فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ، إِلَّا مَنْ قَتَلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ، فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ، فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا، فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ، فَفِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّاعُونَ. (المصنوعة: ٢٢٤٨)

১৯০. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম ইত্যবসরে উপত্যকার দিক থেকে এক যুবক আমাদের দিকে আসছিল যখন আমরা তার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। (অপর বর্ণনায় رَمَيْنَا অর্থাৎ, আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম)। তখন আমরা বললাম, যদি এ যুবক তার যৌবন, উদ্দমতা ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করত তবে ভাল হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বক্তব্য শুনলেন এবং বললেন, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া ব্যতীত আর আল্লাহর পথ কী? যে তার মাতা-পিতার ভরণ পোষণের জন্য কামাই করে সে আল্লাহর পথে আছে। যে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণের জন্য উপার্জন করে সেও আল্লাহর পথে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি সৎভাবে জীবন-যাপন করার জন্য উপার্জনের চেষ্টা করে সেও আল্লাহর পথে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ধনাধিক্যের জন্য চেষ্টা

আস-সহীহাহ- ১৩

করে সে শাইখ্বানের পথে রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে الطَّاعُوتُ অর্থাৎ সে সীমালঙ্ঘনের পথে অর্থাৎ অশুভ পথে রয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৩২৪৮)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে বাযহার- ২/৩৭০/১৮৭১; তাবারানী তার 'আল-মুজামুল আওসাত' ১/২৫৪/৪৩৭২; আবু নুঈম তার 'আল-হিলইয়াহ' ৬/১৯৬-৯৭; বাযহাক্বী তাঁর 'আস-সুনানে' ৯/২৫ এবং 'শুআবুল ইমান' ৬/৪১২/৭৮১১; ৭/২৯৯/১০৩৭৭ -এর সানাদ হাসান।

১৭১- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ. (الصَّحِيحَةُ: ১১৬)

১৯১. আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পিতা জান্নাতী দরজাসমূহের মধ্য হতে মধ্যম দরজা (অর্থাৎ, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে জান্নাত মিলে)। (আস-সহীহাহ- ৯২৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দারদা (রা) মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ তার 'আল-সুনন'-এর হা. ২০৮৯; ইমাম আহমাদ তার 'আল-মসনদ'-এর ১/১৯৬; তার 'আল-বিসে' আবু বারু'আল-নিসাবুরী; (৫/১৯৬); তার 'আল-মসনদ'-এর (৮/১৫২) হাদীসটির সানাদকে সহীহ বলেছেন। আর এক্ষেত্রে ইমাম শমসুদ্দিন ডেম্বী তার 'আল-তলখীস'-এ চূপ থেকেছেন। আর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৭২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: لَا أَجْرَ إِلَّا عَنْ حَسَبَةٍ، وَلَا عَمَلٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ. (الصَّحِيحَةُ: ২৬১৫)

১৯২. আবু যর (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; একনিষ্ঠতা ব্যতীত সওয়াব অর্জন হয় না এবং নিয়ত ব্যতীত কোন কাজই গ্রহণযোগ্য হয় না।

(আস-সহীহাহ- ২৪১৫)

হাদীসটি হাসান।

১. শাইখ আলবানী (র) (৭/৭৫৪-তে) এরূপ বলেন যে, অতঃপর আমার কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যা আমি (২২৩২) নম্বরে তাখরীজ করেছি। -তাজরীদকারক।
২. যঈফার (৩৯৯১ নম্বরে) এটি এসেছে। আস-সহীহাহ-তে এর তাখরীজ করা হয়েছে। উল্লেখিত হাদীস ব্যতিত যঈফাতে এর আরো শওয়াহেদ পাওয়া গিয়েছে -তাজরীদকারক।

দায়ালমী ৪/২০৬। শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ যঈফ।.... সাক্ষ্যমূলক সহীহ হাদীসটি হলো- **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** “আমাল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।” সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম প্রমুখ।

১৭৩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ .
(الصحيح: ২৫২৫)

১৯৩. উক্বাহ ইবনু আমির থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন মঙ্গল নেই যার মধ্যে মেহমানদারী নাই। (আস-সহীহাহ- ২৪৩৪)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ- ৪/১৫৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ ছিদ্ধাহ এবং শাইখাইনের রাবী। কেবল ইবনু লাহিয়্যাহ ছাড়া। তিনি স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার কারণে যঈফ....।

অবশ্য রুয়ানী তাঁর মুসনাদে- ২/৪২ ইবনু ওয়াহ্‌হাব থেকে ইবনু লাহিয়্যাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনু লাহিয়্যাহ থেকে আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্‌হাবের সানাদটি সহীহ। কেননা, বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার পূর্বের বর্ণনা অনেক ইমামের নিকট সঠিক।

১৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ، وَهُوَ فِي ظِلِّ أَجْمَةٍ، فَقَالَ: قَدْ غَبَرَ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ! فَقَالَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ! إِنْ شِئْتَ لَأَتِيَنَّكَ بِرَأْسِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا، وَلَكِنْ بِرَأْسِكَ، وَأَحْسِنْ صَحْبَتَهُ . (الصحيح: ২২২২)

১৯৪. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সে তখন একটি গাছের ছায়ায় বসে ছিল। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আবু কাবশাহ আমাদের (ধর্মের) উপর ধূলি নিক্ষেপ করেছে। তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ বলল, ঐ সন্তার শপথ! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন! যদি আপনি চান (রাঙ্গি

থাকেন) তবে আপনার নিকট তার (ছিন্ন) মাথা হাজির করব। নাবী (তাকে) বললেন, না (এমন করো না) বরং তোমার পিতার প্রতি সদ্যবহার কর এবং তার সাথে সদাচরণ কর। (আস-সহীহাহ- ৩২২৩)

হাদীসটি হাসান।

সহীহ ইবনু হিব্বান হাদীস নং ২০২৯ শাবীব বিন সাঈদ সূত্রে। বায্যার- ৩/২৬০/২৭০৮ বর্ণনা করেছেন ‘আমর বিন খলীফাহ সূত্রে.... সহীহ ইবনু হিব্বানের বর্ণনাটি সানাদকে শাইখ আলবানী (র) হাসান বলেছেন।

১৭৫- عَنْ ذِيَالِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي حَنْظَلَةَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُتَمَّ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا يُتَمَّ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا
هِيَ حَاضَتْ. (المصحيح: ৩১৮০)

১৯৫. জাইয়াল ইবনু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি আমার দাদা হানযালাকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (ছেলের ক্ষেত্রে) বালগ হওয়ার পর তার এতিমী অবশিষ্ট থাকে না আর মেয়ে বালগা হওয়ার পর তার এতিমী অবশিষ্ট থাকে না।

(আস-সহীহাহ- ৩১৮০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জাইয়াল ইবনু উবাইদ (রা) তার দাদা হানযালা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম তাবারানীর তার ‘আল-কাবীর’ (৪/১৬/৩৫০২)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ এবং বর্ণনাকারীগণ হিক্বাহ ও মারুফ।

১৭৬- عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: زَعِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ: أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ مَرَّ فِي السُّوقِ، وَعَلَيْهِ حِزْمَةٌ مِنْ حَطَبٍ، فَقِيلَ
لَهُ: أَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ أَغْنَاكَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ أُرِدْتُ أَنْ أَدْفَعُ
بِهِ الْكِبَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ
فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ كِبَرٍ. (المصحيح: ৩২০৭)

১৯৬. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু হানজালা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বাজারে লাকড়ির বোঝা বহন করে যাচ্ছিল। তাকে বলা হল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কি এ থেকে অমুখাপেক্ষী করেন নাই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমি এ দ্বারা আমার অহংকার দমন করার ইচ্ছা করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আস-সহীহাহ- ৩২৫৭)

হাদীসটি হাসান।

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ তাঁর 'যাওয়ায়িদুয যাহিদ' ১৮২ পৃষ্ঠা; ইম্পাহানী তার 'আত-তারগীব' ১/২৬৫; ২/৯৫৬/২৩৩১; তাবারানী তার 'আল-কাবীর'-এ ১৩/১৪৭/৩৬৩; হাকিম- ৩/৪১৬।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: ইম্পাহানীর সানাদটি জাইয়েদ।

১৭৭- عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ نَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا. (المصبعة: ২২৮১)

১৯৭. জামরাহ ইবনু সা'লাবা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: মানুষেরা যতদিন হিংসা না করবে ততদিন তারা শান্তিতেই থাকবে। (আস-সহীহাহ- ৩৩৬৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জামরাহ ইবনু সা'লাবাহ (রা) মারফু'আন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম তাবারানীর তার 'আল-মুজামুল কাবীর' (৮/৩৬৯/৮১৫৭)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী ছিদ্ধাহ।

১৭৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ رَجُلُ الْجَنَّةِ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بِوَأْنِ قَعِهِ. (المصبعة: ২৮৬১)

১৯৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অন্তরের দৃঢ়তা অর্জনের পূর্বে কোন বান্দার ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন হয় না। আর জিহ্বার (যবানের) দৃঢ়তা লাভের পূর্বে অন্তরের দৃঢ়তাও লাভ হয় না। যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদে থাকে না সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আস-সহীহাহ- ২৮৪১)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ- ৩/১৯৮; ইবনু আবীদ দুনইয়া তার “الصَّمْتُ” হাদীস নং ৯; আল-খারায়ী তার ‘মাকারিমুল আখলাক্’ হাদীস নং ৪৪২; আল-কুযায়ী ‘মুসনাদে শিহাব’ ১/৭৫।.... হাদীসটি হাসান ইনশাআল্লাহ।

١٩٩- قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَعْطِفُ عَلَيْكَ بَعْدِي إِلَّا الصَّادِقُونَ الصَّابِرُونَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَبِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ شَيْئًا. قَدْ سَأَهُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَسَمْتُهُ بَيْنَهُنَّ بِعْنِي: بَيْنَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَحِمَتِ اللَّهِ. (المعجم: ٣٣١٨)

১৯৯. আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার পরে তোমাদের প্রতি সত্যবাদী ও ধৈর্যশীল ব্যতীত কেউ অনুগ্রহ করবে না। আব্দুর রহমান বলেন, অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবু সারহ্-এর নিকট থেকে কিছু ক্রয় করলাম যা সে চল্লিশ হাজার (দিনারের) বিনিময়ে বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর আমি তা তাদের মধ্যে অর্থাৎ নাবী ﷺ-এর বিবিদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রহম করুন। (আস-সহীহাহ- ৩৩১৮)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে বায্হার- ৩/২১০/২৫৯০ -হাদীসটি মুনকার।

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফার আলমাকরামী সূত্রে হাকিম- ৩/৩১০-১১; আহমাদ তাঁর ‘মুসনাদে’ ৬/১৩৫ এবং ‘ফাযায়েলে’ ২/৭২৯/১২৪৯; তাবাক্বাতে ইবনু সা'আদ- ৩/১৩২-৩৩; তাবারানীর তার ‘আল-মুজামুল আওসাত’ ১০/৫২-৫৩/৯১১১; ইবনু আসাকীর তাঁর ‘তারীখে’ ১০/১৩১-৩২।

হাকিম বলেছেন: এর সানাদ সহীহ।

যাহাবী বলেছেন: হাদীসটি মুত্তাসিল নয়।

হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান (হাদীস নং ২২১৬) উম্মু সালামাহ থেকে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে। দ্রষ্টব্য তাহকীকৃত মিশকাত হাদীস নং ৬১৩২।

২০০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِذِي الرَّجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا. (الصَّحِيحَةُ: ২১৭৭)

২০০. আবু হুরাইরাহ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: দু'মুখ বিশিষ্টের (অর্থাৎ, চোগলখোরের) জন্য আমানাতদার হওয়া অসম্ভব।
(আস-সহীহাহ- ৩১৯৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৩১৩।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিদ্ধাহ। 'আব্দুল্লাহ বিন সালমান ছাড়া সবাই শাইখাইনের রাবী। আর সে বুখারীর রাবী...

২০১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَنًا. (الصَّحِيحَةُ: ২১৭৬)

২০১. ইবনু উমার নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: মু'মিনের জন্য শোভা পায় না যে, সে অধিক লানাতকারী হবে।
(আস-সহীহাহ- ২৬৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৩০৯; তিরমিযী হাদীস নং ২০২০; হাকিম- ১/৪৭.... ইবনু আবীদ দুনইয়া- ২/১৪১-এর সানাদ সহীহ।

২০২. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخْفُ عَلَى الظَّهِيرِ، وَأَثْقَلُ (فِي الْمِيزَانِ) مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: عَلَيْكَ

بَحْسَنِ الْخَلْقِ، وَطَوَّلَ الصَّمْتَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلُ
الْخَلَاتِقِ بِمِثْلِهِمَا. (المصباح: ১১২৮)

২০২/ক. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু যার (রা)-এর সাথে দেখা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি কি তোমাকে দু'টি গুণের প্রতি পথপ্রদর্শন করব না; যা বাহ্যত অতি সহজ আর মীযানের (পাল্লায়) অন্যান্য বস্তু হতে সবচেয়ে ভারী? তিনি বললেন, হ্যাঁ (অবশ্যই তা জানাবেন) হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমার জন্য আবশ্যক হলো, (ক) উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা এবং (খ) দীর্ঘসময় পর্যন্ত নীরব থাকা। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! সৃষ্টি জীবের কোন আমালই (সাওয়াবও উত্তমতার দিক দিয়ে) এ দুটোর মত নহ্ন।
(আস-সহীহাহ- ১৯৩৮)^১

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) মারফু'আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর রচিত গ্রন্থ “কানযুল উম্মাল”-এর হা. ৮৪০৫-তে উল্লেখ করেন। শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির একাধিক مُتَابِعَات-এর শَوَاهِد উল্লেখ করে হাসান বলেছেন।

২০২- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: دَخَلَ الْحَبْشَةُ
الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ، فَقَالَ لِي: يَا حُمَيْرَاءُ! أَتَجِيبُنَ أَنْ تَنْظُرِي
إِلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، وَجِئْتُهُ، فَوَضَعْتُ ذَقْنِي
عَلَى عَاتِقِهِ، فَأَسْنَدْتُ وَجْهِي إِلَى خَدِّهِ، قَالَتْ: وَمِنْ قَوْلِهِمْ
يَوْمَئِذٍ: أَبَا الْقَاسِمِ طَيْبًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَسْبُكَ؟ فَقُلْتُ:

১. এ সত্ত্বেও আমাদের শাইখ আলবানী (র) যঈফুততারগীব-এ ১৬০১ নং হাদীসে তা উল্লেখ করে বলেন, সানাদটি খুবই দুর্বল। এরপর ২৯৯৯ নম্বরে তিনি শুধুমাত্র যঈফ বলেই ক্ষান্ত রয়েছেন। -তাজরীদকারক।

يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا تَعْجَلْ. فَقَامَ لِي، ثُمَّ قَالَ: حَسْبُكَ؟ . فَقُلْتُ: لَا
تَعْجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَتْ: وَمَا لِي حُبُّ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ، وَلِكِنِّي
أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامَهُ لِي، وَمَكَانِي مِنْهُ . (الصَّحِيحَةُ: ٢٢٧٧)

২০২. নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা)' থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: হাবশীগণ (ক্বীতদাসগণ) মাসজিদে প্রবেশ করে খেলাধুলা করছিল। অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) আমাকে বললেন, হুমায়রা! (লাল আদুরে বালিকা) তুমি কি তাদের (খেলাধুলা) দেখবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি দরজায় দাঁড়ালেন এবং আমি তাঁর নিকট গেলাম। আমি আমার থুতনি তাঁর ঘাড়ের উপর রাখলাম এবং তাঁর গালের সাথে আমার চেহারাকে ভর দিয়ে রাখলাম। তিনি ['আয়িশা (রা)] বলেন, তারা (হাবশীরা) সেদিন বলছিল, আবুল কাসিমের (মুহাম্মাদ ﷺ) মঙ্গল হোক। (তিনি উত্তম ব্যক্তি) অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার (দেখা) যথেষ্ট হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া করবেন না (অর্থাৎ আমার দেখা শেষ হয়নি)। অতঃপর তিনি আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবার বললেন, তোমার যথেষ্ট হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া করবেন না। তিনি ('আয়িশা') বলেন, তাদের (হাবশীদের খেলা) দেখা আমার পছন্দ ছিল না তবে আমি পছন্দ করছিলাম যে, অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে আমাকে তিনি বেশি সঙ্গ দেন আর আমিও তাঁর সাথে অধিক সঙ্গ দেই। (আবু-সহীহাহ- ৩২৭৭)

হাদীসটি সহীহ।

নাসায়ী তাঁর 'সুনানে কুবরাতে' (৫/৩০৭/৮৯৫১); তাহাবী তার 'শরহ মুশকিলুল আছারে' (১/১১৭)।

হাফিয ইবনু হাজার তার 'ফাতহুল বারীতে' বলেছেন: এর সানাদ সহীহ।

٢٠٣- عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ! أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ: هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَاحٍ، تُحِبُّ أَنْ تَغْنِيَكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:

فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخَرِهَا (الصَّحِيحة: ৩২৮)

২০৩. সাযিব ইবনু ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত; এক রমণী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল। অতঃপর তিনি বললেন, হে ‘আয়িশা! তুমি কি একে (এ মহিলাকে) চেন? তিনি বললেন, না, হে আল্লাহর নাবী! তিনি বললেন, এ ওমুক গোত্রের গায়িকা তুমি কি তার গান শুনতে চাও? তিনি (‘আয়িশা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর তিনি তাকে একটি খালা দিলেন অতঃপর সে গান গাইল। নাবী ﷺ বললেন, শাইত্বান তার দু’নাকে ফুঁ দিয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৩২৮১)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ৩/৪৪৯; নাসায়ীর ‘সুনানে কুবরা’ ৫/৩১০/৮৯৬০; তাবারানীর ‘আল-মুজামুল কাবীর’ ৭/১৮৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শাইখানের শর্তে সহীহ।

২০৪. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ إِرْفَقِي، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا دَلَّهْمُ عَلَى بَابِ الرِّفْقِ. (الصَّحِيحة: ৩২৮)

২০৪. ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ তাঁকে বলেন, হে ‘আয়িশা! তুমি নম্রতা প্রদর্শন কর। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন গৃহবাসীর জন্য মঙ্গল চান তখন তিনি তাদের নম্রতার প্রতি পথপ্রদর্শন করেন।

(আস-সহীহাহ- ৫২৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ‘আয়িশা (রা) মারফু’ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল (র) তাঁর ‘সুনন’-এর (৬/১০৪)-তে রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা শুয়াঈব আল-আরনাউত তাঁর তাহকীকে বলেছেন- বুখারীর শর্তে সহীহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ বুখারীর শর্তে সহীহ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

— দ্বিতীয় অধ্যায় —

الْأَدَبُ وَالِاسْتِئْذَانُ

শিষ্টাচার ও অনুমতি প্রার্থনা প্রসঙ্গে

২০৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَمْرُكُمْ بِثَلَاثٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، أَمْرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا، وَتُطِيعُوا لِمَنْ وُلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. (الصَّحِيحَةُ: ১৪০)

২০৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন: আমি তোমাদের তিনটি (কাজ করার জন্য) আদেশ করছি এবং তিনটি (কাজ হতে) নিষেধ করছি। তোমাদের আমি আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে আদেশ করছি। আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু ধারণ করবে কেউ পৃথক হবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর যাকে শাসক নির্বাচন করবেন তার আদেশ মান্য করবে। আর আমি তোমাদের নিষেধ করছি সমালোচনা করা থেকে, অধিক প্রশ্ন করা এবং অর্থ-সম্পদ নষ্ট থেকে হবে। (আস-সহীহাহ- ৬৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে 'মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান তার عنه والتفاسم والان এ হাদীসটিকে হা.

১৫৪৩ উল্লেখ করেছেন। আব্দামা الأرنعوط তাঁর তাহকীকেও এ হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

২০৬- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ أَوْ سَلِيمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: أَيُّكُمْ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: فِيمَا أَن يَكُونُ أَوْ مَا إِلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا أَن يَكُونُ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ مُحْتَبٌ بِبُرْدَةٍ قَدْ وَقَعَ هَذْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجْفُو عَنْ أَشْيَاءَ فَعَلِمْنِي. قَالَ: إِنَّكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءٍ الْمُسْتَسْقَى، وَإِيَّاكَ وَالْمَخِيلَةَ! فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنِ أَمْرٌ شَتَمَكَ وَعَبَّرَكَ بِأَمْرٍ يَعْلَمُهُ فَيْكَ، فَلَا تُعْبِرْهُ بِأَمْرٍ تَعْلَمُهُ فِيهِ، فَيَكُونَ لَكَ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ، وَلَا تَشْتَمَنَّ أَحَدًا (المصبعة: ٧٧٠)

২০৬. জাবির ইবনু সলীম কিংবা সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-এর দরবারে গেলাম তখন তিনি তার সাথীদের সাথে বসেছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে নাবী কে? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, হয়ত তিনি (নাবী ﷺ) তাঁর দিকে তিনিই ইশারা করলেন, কিংবা লোকজন তাঁর দিকে ইশারা করেন। (ফলে আমি তাঁকে চিনতে পারি) তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি (নাবী ﷺ) চাদর মুড়ি দিয়ে ছিলেন। আর তাঁর চাদরের প্রান্ত তাঁর (পবিত্র) পায়ের উপর পড়েছিল। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, হে আব্দাহর রাসূল! আমি কিছু ব্যাপারে

১. শাইখ আলবানী (র) মুতাবাআত তথা সাদৃশ্যমূলক সানাদ উল্লেখ করে বলেন : انق: الله শব্দটি বতীত হাদীসটি অন্যান্য সানাদে সহীহ। -তাজরীদকারক।

খুবই বিচলিত (জানার জন্য খুবই আগ্রহী)। অতএব আমাকে তা শিক্ষা দিন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন: আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। কোন পুণ্যময় কাজকে ক্ষুদ্র ভাববে না। যদিও তা তোমার বালতি হতে কোন পানির প্রত্যাশী ব্যক্তির পাত্রে পানি ঢেলে দেয়ার মত (সহজ সং কাজ) হয়। অহংকারী চালচলন থেকে বিরত থাকবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা অহংকারী ব্যক্তিকে ভালবাসেন না। যদি তোমাকে কোন ব্যক্তি গালি দেয় কিংবা তোমার এমন (মন্দ) বিষয় যা তোমার মধ্যে আছে বলে সে জানে তা নিয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করে তবে তুমি তাকে তার এমন বিষয় যা তার মধ্যে আছে বলে তুমি জান তা নিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করবে না। তাহলে তুমি তার সওয়াব পাবে আর তার উপর ঐ পাপের গুনাহ বর্তাবে। আর কাউকে গালি দিবে না। (আস-সহীহাহ- ৭৭০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি জাবির ইবনু সলীম বা সুলাইম (রা) মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ তার مُسْنَدُ (৫/৬৩)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। শাইখ আদিল মুরশিদ এবং শুআইব আল-আরনাউত তাদের تَعْلِيْقُ-এ হাদীসটি নিয়ে পর্যাণ্ড আলোচনা করেছেন। এ অর্থে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার অধিকাংশই দুর্বল। আর শাইখ আলবানী (র) এ অর্থবোধক হাদীস নিয়ে আলোচনা এবং তার দুর্বলতা বর্ণনার পর বলেন: হাদীসের “اِنَّكَ اللهُ” শব্দটির ‘زِيَادَةُ’ ছাড়া হাদীসটি সহীহ।

২০৭- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: اِتَّقُوا اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. وَجَعَلَ يَكْرُرُهَا .

(الصعيقة: ১৭৮)

২০৭. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুশয্যায় বার বার বলতে থাকেন, তোমরা সালাত ও গোলাম-বান্দীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। (অর্থাৎ, সালাত আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং গোলাম-বান্দীদের যথাযথ অধিকার আদায় কর।) (আস-সহীহাহ- ৮৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

খাতীব তাঁর ‘তারীখে বাগদাদে’ ১০/১৬৯।

তাহাবী ‘মুশকিলুল আছার’ (৪/২৩৫-৩৬)। এর সানাদ সহীহ। কেননা তাহাবী প্রমুখ আনাস (রা) থেকে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২০৮. عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ

الْأَيْدِي . (الصحيح: ১৭৫)

২০৮. জাবির (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; ঐ খাবারই আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়- যে খাবারের উপর অধিক হাত থাকে (অর্থাৎ একত্রে সমবেত হয়ে খাবার গ্রহণকে আল্লাহ পছন্দ করেন)। (আস-সহীহাহ- ৮৯৫)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে আবু ইয়া'লা- ১/১১৫।

হাদীসটির বিভিন্ন ক্রটি ও বিভিন্ন সানাদ ও মর্মে বর্ণনার পর শাইখ আলবানী (র) বলেন: সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি হাসান, ইনশাআল্লাহ।

২০৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ،
وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ يَدْخُلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ
يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ يَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا،
وَلَأَن أَمَشَى مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا
الْمَسْجِدِ (يَعْنِي: مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ) شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ
اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَهُ أَمْضَاءَ مَلَأَ اللَّهُ
قَلْبَهُ رَجَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى
تَنْتَهِيَ لَهُ، أَثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، (وَإِنْ سَاءَ الْخُلُقُ
يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخُلُقُ الْعَمَلَ). (الصحيح: ১৭৬)

২০৯. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী
ﷺ-এর নিকট আসলো এবং জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর

নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে? এবং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম আমাল কোনটি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক প্রিয় যে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উপকারী। আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমাল হলো, কোন মুসলিমের সাথে আনন্দচিন্তে উঠাবসা করা অথবা তার ঋণ আদায় করে দেয়া অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করে দেয়া। আর আমার নিকট পছন্দনীয় কাজ হলো, আমি এ মাসজিদে (নববীতে) এক মাস বসে ইতিকাফ করা অপেক্ষা কোন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করাকে অধিক ভালবাসি। যে ব্যক্তি তার রাগ দমিত রাখবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি (রাগের ফলে কোন কিছু) যদি সে ঘটানোর ইচ্ছা করত তবে ঘটাতেও পারত তথাপি যদি সে রাগ নিয়ন্ত্রণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতে তার মনের আশা পূরণ করবেন। তবে যেদিন (কিয়ামাতে) সবার পা স্থানচ্যুত হবে সেদিন আল্লাহ তার পা দৃঢ় ও অবিচল রাখবেন। (নিশ্চয় মন্দ আচরণ ও মন্দ স্বভাব-চরিত্র সৎ আমালকে এমনভাবে বিনষ্ট করে ফেলে যেমনভাবে সিরকা (টক জাতীয় পানীয়) মধুকে বিনষ্ট করে ফেলে।

(আস-সহীহাহ- ৯০৬)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' ৩/২০৯/২; ইবনু আসাকীর তার 'আত-তারীখে' ১৮/১/২... সানাদটি যঈফুন জিদ্দান।

ইবনু উমার (রা)-এর অপর একটি বর্ণনাকে আলবানী (র) হাসান বলেছেন।

২১০- عَنْ بَزِيدِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: حَبِّ

لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ . (المعجمة: ৭২)

২১০. ইয়াযিদ ইবনু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, মানুষের জন্য তুমি তা-ই ভালবাস যা তুমি তোমার জন্য ভালবাস। (আস-সহীহাহ- ৭২)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'তারীখে কাবীর' (২/৪/৩১৭/৩১৫৫); আবদ বিন হুমাইদ তার 'আল-মুত্তাখাব মিনাল মাসানিদ'-এর (২/৫৩); তাবাকাতে ইবনু সাদ- (৭/৪২৮)। -হাদীসটির পক্ষে সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

২১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعَجَبَتْهُ،

فَقَالَ: أَخَذْنَا فَأَلَكَ مِنْ فَيْكَ. (المصيبة: ১৭২)

২১১. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ এক (উত্তম) কথা শুনতে পেলেন যা তাকে আনন্দ দান করল। অতঃপর তিনি (ব্যক্তিকারীকে) বললেন, আমরা তোমার মুখের কথার দ্বারা তোমার শুভ লক্ষণ উদ্দেশ্য নিয়েছি। (আস-সহীহাহ- ৭২৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবু দাউদ তার ^{السَّنَنُ}-এর (২/১৫৮-৫৯); ইমাম আহমাদ- তার ^{المُسْنَدُ}-এ (২/৩৮৮); ইমাম ইবনু সুন্নী তার ^{الْمُبْلَغُ وَاللَّيْلُ}-এর হা. ২৮৬। আবু শায়েখ তার “আখলাকুন নাবী ﷺ”-এর ২৭০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক ^{مُنَابِعَاتٌ} এবং ^{شَوَاهِدٌ} রয়েছে।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির একাধিক ^{لَفْظِيٌّ} এবং ^{مَعْنَوِيٌّ} সাক্ষ্যমূলক হাদীস উল্লেখ করতঃ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

২১২- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ: أَلَجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْرَجْ إِلَى هَذَا فَعَلِمَهُ الْإِسْتِئْذَانُ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَدَخَلَ.

(المصيبة: ১১৭)

২১২. বনি আমির গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত; তিনি বলেন যে, একবার তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। ঐ সময় নাবী ﷺ ঘরের মধ্যে ছিলেন। তিনি (লোকটি) বলছিলেন, আমি (ঘরে) প্রবেশ করব? অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির নিকট যাও এবং তাকে অনুমতি চাওয়া শিক্ষা দাও। তাকে বল, ^{السَّلَامُ عَلَيْكُمْ} (আসসালামু আলাইকুম) বলবে এবং আমি প্রবেশ করতে পারি? একথা বলবে। অতঃপর

ঐ লোকটি তা শুনল এবং বলল, **الَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ** (আসসালামু আলাইকুম) আমি প্রবেশ করতে পারি? অতঃপর নাবী **ﷺ** তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে (ঘরে) প্রবেশ করল। (আস-সহীহাহ- ৮১৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বনি আমির গোত্রের একজন সাহাবী মাওকুফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি তার **السُّنَنُ**-এর ৫১৭৭ রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি প্রচুর পরিমাণের **شَاهِدٌ**-এর **مُتَابِعَاتٌ** হাদীস রয়েছে- যার অধিকাংশই হাসান হাদীস।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ।

২১৩- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ **ﷺ**, فَقَالَ: أَلَلَّجُ، فَقَالَ النَّبِيُّ **ﷺ** لِمَخَادِمِهِ: أَخْرِجِي إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْاسْتِئْذَانَ، فَقَوْلِي: فَلْيَقُلْ: **الَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ**, أَدْخُلُ؟

(المصيبة: ১১৭০)

২১৩. বনী আমেরের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী **ﷺ**-এর নিকট অনুমতি চেয়ে বলছিল, আমি কি (ঘরে) প্রবেশ করব? (একথা শুনে) নাবী **ﷺ** তাঁর খাদেমকে বললেন, তার নিকট যাও কারণ সে উত্তমভাবে অনুমতি প্রার্থনা করতে পারে না। তাকে বল, সে যেন বলে, **الَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ** (আসসালামু আলাইকুম) আমি কি আসতে পারি?

(আস-সহীহাহ- ১১৭০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বনি আমির গোত্রের একজন সাহাবী মাওকুফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি তার **السُّنَنُ**-এর (২/৩৩৯) এবং ইমাম আহমাদ তার **مُسْنَدٌ**-এর (৫/৩৬৮ ও ৩৬৯)-এ সহীহ সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

অতঃপর শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

২১৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ **ﷺ**: أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلًا، تَسْمَى مَلِكَ الْأَمْلاكِ . (المصيبة: ৭১৫)

আস-সহীহাহ- ১৪

২১৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। কিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির নামই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হবে যার নাম হবে **مَلِكُ الْأَمَلَاكِ** অর্থাৎ, বাদশাহদের বাদশাহ। (আলমগীর, শাহিনশাহ ইত্যাদি)। (আস-সহীহাহ- ১১৫)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাযল তার **المُسْنَدُ**-এর (৫/৩৬৮); ইমাম বুখারীর উস্তায হুমায়দী তার **المُسْنَدُ**-এ হা. ১১২৭; সহীহ্ মুসলিম- ৬/১৭৪ (**بَابُ تَحْرِيمِ التَّسْمِيَةِ بِمَلِكِ الْأَمَلَاكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ**) অধ্যায়ে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

২১৫. **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أُرِدْتُمْ إِلَى بَرِيدٍ فَأَبْغِثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْأَسْمِ.**
(الصَّحِيحَةُ: ১১৮৬)

২১৫. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমরা আমার নিকট দূত প্রেরণ কর তখন তোমরা সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ও সুন্দর নাম বিশিষ্ট দূতকে প্রেরণ করবে। (আস-সহীহাহ- ১১৮৬)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বায্যার তার **مسند البزار** কিতাবের ২৪২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। আর একই মর্মে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা তার মুতাবাআত এবং শাহেদ হিসেবে গণ্য। সমালোচনার পর শাইখ আলবানী বলেন: উক্ত বাক্যে হাদীসটি সহীহ্। তাছাড়া ইমাম **نُورُ الدِّينِ** তার 'ফয়যুল কাদীর'-এ ইমাম সুয়ূতী তার 'জামে সগীর'-এও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

২১৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: إِذَا أْبْرَدْتُمْ إِلَى

بَرِيْدًا، فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْإِسْمِ . (الصَّحِيْحَةُ: ৬০২৬)

২১৬. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতার নিকট থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন। যখন তোমরা আমার নিকট দূত পাঠাও তখন তোমরা সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ও সুন্দর নাম বিশিষ্ট দূতকে পাঠাও। (আস-সহীহাহ- ৪০৩৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি মানগত দিক দিয়ে ২১৫ নং হাদীসের সমতুল্য যা ইমাম বায্যার তার 'المُسْنَدُ'-এ ইমাম হাছামী তার 'ফয়যুল কাদীর'-এ এবং ইমাম সুয়ূতী তার 'আল-জামেউস সগরী'-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম হায়ছামী ও আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

২১৭- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفَهْرِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا: مَرْحَبًا،

فَمَرْحَبًا بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا لَهُ:

فَحُطًّا، فَحُطًّا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (الصَّحِيْحَةُ: ১১৮৯)

২১৭. আবু সাঈদ আয্ যাহহাক ইবনু কায়িস আলফিহরি (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: যখন কোন ব্যক্তি কোন গোত্রের নিকট আসে আর তারা তাকে বলে, অভিনন্দন (তোমার জন্য)। তবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন (অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন) সে অভিনন্দন পাবে। আর কোন ব্যক্তি যখন গোত্রের নিকট আসে আর তারা (গোত্রবাসীরা) তাকে বলে, অশুভ (অমঙ্গল, অভাব-অনটন) তোমার জন্য। তবে কিয়ামাতের দিন অশুভ পরিণতি নেমে আসবে। (আস-সহীহাহ- ১১৮৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু সাঈদ আয্ যাহহাক ইবনু কায়িস আলফিহরি (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়াযাত করেছেন। হাদীসটি الامام ابن البسة ابو عبد الله الحاكم তার النيسابورى (৩/৫২৫)-তে শায়িখাইনের শর্তে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম যাহাবী তার النسخة المستدرکة على التلخيص -এ সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আর শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

২১৮- قَالَ ﷺ: إِذَا أَنَاكُمْ كَرِيمٌ قَوْمٌ فَأَكْرِمُوهُ. رَوَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَبِي رَاشِدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. (المعجم: ১২০৫)

২১৮. নাবী ﷺ বলেন: যখন তোমাদের নিকট (কোন) গোত্রের সম্মানিত (নেতৃস্থানীয়) ব্যক্তি আসবে তখন তাকে সম্মান করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল বাজালী, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আবু হুরাইরাহ্, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, মুয়াজ ইবনু জাবাল, আদী ইবনু হাতিম, আবু রাশেহ আব্দুর রহমান ইবনু আব্দ ও আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আস-সহীহাহ- ১২০৫)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু মাজাহ- ২/৪০০; ইবনু আদী- ১/১৭৮; বায়হাকী- ৮/১৬৮....

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির সমর্থনে নয়টি হাদীসের সমালোচনা উল্লেখ করেন। ৩ নং এ বর্ণিত হাদীসটিকে হাকিম (৪/২৯১-৯২) সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চূপ থেকেছেন...। (আস্ সহীহাহ্ হা. ১২০৫)

শাইখ আলবানী (র) তাঁর ইবনু মাজাহ'র তাহকীকে (হাদীস নং ৩৭১২) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

২১৭- عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُعَلِّمَهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. (الصحيح: ৫১৭)

২১৯. মিকদাম ইবনু মা'দী কারিব (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কেউ তার (অপর মুসলিম) ভাইকে ভালবাসে তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে। (আস-সহীহাহ- ৪১৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৭৯; আবু দাউদ- ২/৩৩৩; তিরমিযী- ২/৬৩; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ২৫১৪; হাকিম- ৪/১৭১; আহমাদ- ৪/১৩০; ইবনু সুন্নী- ১৯৩।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাকিম ও যাহাবী চুপ থেকেছেন। এ সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ ও সহীহ।

২২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ، فَلْيُخْبِرْهُ بِأَنَّهُ يُحِبُّهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيح: ৭৭৭)

২২০. আবু যার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কেউ তার বন্ধুকে ভালোবাসে তখন সে যেন তার বাড়িতে যায় এবং তাকে যেন এ সংবাদ দেয় যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাসে।

(আস-সহীহাহ- ৭৯৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মুবারক তার 'আয-যুহদ' ১/১৮৮।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং সবাই ছিক্বাহ। আর ইবনু নাহিয়্যাহ সহীহ যখন তিনি কোন الْعَبَادِلَه (আব্দুল্লাহ নামের কয়েকজন) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক তাদের একজন।

২২১- عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَقِيتُنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ بِمَنْكَبِي مِنْ وَرَائِي، قَالَ: أَمَا إِنِّي أُحِبُّكَ. قُلْتُ: أُحِبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ

الرَّجُلَ، فَلْيَخْبِرْ أَنَّهُ أَحَبُّهُ، لَمَّا أَخْبَرْتِكَ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ يَعْزُضُ عَلَى الْخُطْبَةِ. قَالَ: أَمَّا إِنْ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ، أَمَّا إِنَّهَا عَوْرَاءٌ.

(المعجمة: ৬১৮)

২২১. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্য হতে একজন আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। সে পিছন দিক হতে আমার কাঁধে ধরে বলল, জেনে রেখ, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি বললাম, তোমাকে ঐ সত্তা ভালোবাসে যাঁর জন্য তুমি আমাকে ভালোবাস। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি এ কথা না বলতেন যে, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভালবাসে তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালোবাসে। তাহলে আমি তোমাকে খবর দিতাম না। তিনি (মুজাহিদ) বলেন, অতঃপর তিনি (ঐ সাহাবী) আমাকে প্রস্তাব দিতে থাকেন এবং বলেন, আমাদের নিকট এক কুমারী আছে সে কুশী। (আস-সহীহাহ- ৪১৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু যার (রা) মারফুআন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই শব্দের আরো হাদীস রয়েছে যার কোনটা মিকদাম ইবনু মা'দী কারিবা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আবার কোনটা মুজাহিদ (র) মাকতুআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৭৯; ইমাম আবু দাউদ তার 'আল-সুনন'-এর (২/৩৩৩); ইমাম তিরমিযী তার 'আল-সুনন'-এর (২/৬৩); ইমাম ইবনু হিব্বান তার 'আস-সহীহার হা. ২৫১৪; তার 'আল-সুনন'-এর (৪/১৭১); ইমাম আহমাদ তার 'আল-মুসনদ'-এর (৪/১৩০); ইবনু সুন্নী তার 'আল-মুসনদ'-এর ১৯৩-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসন' বলেছেন। এবং ইমাম যাহাবী এতে চূপ থেকেছেন। হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান ও সমস্ত বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

২২২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْمَدْحَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ لِيَصِلْ عَلَى

النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَيْسَ أَلْبَعْدُ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَنْجَحَ. مَوْقُوفٌ فِي
حُكْمِ الْمَرْفُوعِ. (المصيبة: ٢٢٠٤)

২২২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ দু'আ করার ইচ্ছা করে তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও সানা পাঠ করে যেমন তিনি তাঁর যোগ্য। অতঃপর যেন নাবীর উপর দরুদ পাঠ করে। এরপর সে যেন দু'আ করতে থাকে। কারণ, তা কবুল হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত। (হাদীসটি মাওকুফ তবে হাদীসটি মারফূ'র বিধান রাখে)। (আস-সহীহাহ- ৩২০৪)

হাদীসটি হাসান।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ১/৪৪১/১৯৬৪২; তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' ৯/১৭০/৮৭৮০... এর সানাদ যঈফ।.... [মূল মর্মে ইবনু মাসউদ (রা)-এর একটি হাদীস] ইমাম তিরমিযী (হাদীস নং ৫৯৩) বর্ণনা করে বলেছেন- 'এর সানাদ হাসান।'

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

٢٢٣- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كُنْتُ فِي
مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ،
فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذِنْ لِي، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ:
مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذِنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذِنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ.
فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيْتُهُ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ
ﷺ؟ فَقَالَ أَبِي بَن كَعْبٍ: وَاللَّهِ! لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ،
فَكُنْتُ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ ذَلِكَ. (المصيبة: ٢٤٧٤)

২২৩. আবু সুঈদ (রা) ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি আনসারীদের কোন এক মাজলিসে ছিলাম। ইত্যবসরে আবু মুসা সেখানে আসলেন, তখন তাঁকে চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট (যাওয়ার জন্য) অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি অনুমতি প্রদান করেননি। অতঃপর আমি ফিরে আসি। পরে তিনি আমাকে (তলব করে) বলেন, কে তোমাকে বাধা দিয়েছে? (অর্থাৎ, তুমি কেন ফিরে গেছ?) আমি বললাম, আমি তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেছি, আমার অনুমতি হয়নি এ জন্যই ফিরে গিয়েছি। (কারণ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে আর তখন তার অনুমতি না মিলে তখন যেন সে ফিরে যায়। অতঃপর তিনি [উমার (রা)] বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি এ কথার প্রমাণ পেশ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি? যে নাবী ﷺ থেকে এ কথা শুনেছে? অতঃপর উবাই ইবনু কা'ব বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমার সাথে সবার ছোট ব্যক্তিই (প্রমাণের জন্য) যাবে। আমি তাদের সবার ছোট ছিলাম। আমি তাঁর সাথে গেলাম অতঃপর উমার (রা)-কে অবহিত করলাম যে, অবশ্যই নাবী ﷺ এমন বলেছেন।

(আস-সহীহাহ- ৩৪৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬২৪৫ (بَابُ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا); সহীহ মুসলিম- ৬/১৭৭-৭৯ (بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ); আবু দাউদ- হাদীস নং ৫১৮০-৮৪; তিরমিযী হাদীস নং ২৬৯০; দারেমী- ২/২৭৪; ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৭০৬; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ৫৭৭৬; আহমাদ- ৩/৬, ১৯....।

২২৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ পিঠের উপর শুবে (অর্থাৎ, চিৎ হয়ে শয়ন করে) তখন যেন সে এক পায়ের উপর অন্য পা না রাখে। (আস-সহীহাহ- ১২৫৫)

হাদীসটি সহীহ।

তিরমিযী- ২/১২৭; তাহাবী তার 'শরহু মাআনিল আহার' ২/৩৬০, ...
 সহীহ মুসলিমের- ৬/১৫৪; বর্ণনা হলো- ثُمَّ يَضَعُ لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ
 بَابُ فِي مَنْعِ الْإِسْتِلْقَاءِ عَلَى (অনুচ্ছেদ- إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
) (الظَّهْرُ وَوَضَعَ إِحْدَى الرَّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

২২৫- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا: إِذَا اصْطَحَبَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ،
 فَحَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ أَوْ مَدْرٌ، فَلْيَسْلِمْ أَحَدُهُمَا عَلَى
 الْآخَرِ، وَيَتَبَادَلَاَنِ السَّلَامَ. (المصيبة: ৩৭৭২)

২২৫. আবুদ দারদা (রা) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন দু'জন মুসলিম
 ব্যক্তির দেখা হবে তারপর তাদের মধ্যে গাছ অথবা পাথর কিংবা টিলা
 আড়াল হবে। (এরপর আবার দেখা হলে) একে অন্যের উপর সালাম দিবে।
 (পুনরায় দেখা হলে আবার) উভয়ে সালাম বিনিময় করবে।^১

(আস-সহীহাহ- ৩৯৬২)

হাদীসটি হাসান।

বাইহাকীর 'উআবুল ঈমানে' ৬/৪৫১/৮৮৬০.... এর সানাদ যঈফ।.....

হাদীসটির কিছু সাক্ষ্য আছে, যার দিকে মুনাভী সহীহ হওয়ার ইশারা করেছেন।
 বর্ণনাগুলো আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু বা মওকুফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার
 অন্যতম মূল 'আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ' হা. ১৮৬-এ (আবু দাউদ হা. ৫২০০
 সূত্রে) বর্ণিত হয়েছে।

২২৬- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: إِذَا انْتَهَى
 أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَإِنْ وَسَّعَ لَهُ فَلْيَجْلِسْ، وَإِلَّا فَلْيَنْظُرْ أَوْسَعَ
 مَكَانٍ يَرَاهُ فَلْيَجْلِسْ فِيهِ. (المصيبة: ১৩২১)

১. আবু হুরাইরাহ (রা)-এর হাদীসে মাওকুফ ও মারফু সূত্রে হাদীসের শাহেদ অর্থাৎ এ
 হাদীসের স্বপক্ষে অপর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন) সহীহাহু হাদীস নং ১৮৬।
 যেমন শাইখ আলবানী (র) সহীহাতে বলেছেন (দেখুন) ৭/১৬৯০।

২২৬. মুসআব ইবনু শাইবাহ তাঁর পিতা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ কোন মাজলিশে যায় তখন তার জন্য যদি কোন জায়গা থাকে তবে সেখানে বসবে। নতুবা যে জায়গা বেশি শূন্য দেখবে সেখানে গিয়ে বসবে। (আস-সহীহাহ- ১৩২১)

হাদীসটি সহীহ্।

আস-সিলফী 'আত-তুয়রাত' ১/৬৫; ইবনু আসাকির- ৮/৭৭/২;.....

হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।.....

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

২২৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيَسْلِمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيَسْلِمْ، فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرِ . (المصيبة: ১৮৩)

২২৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ কোন মাজলিশে যায় তখন সে যেন সালাম দেয়। আবার যখন মাজলিশ থেকে উঠার ইচ্ছা করবে তখন আবার সালাম দিবে। প্রথমটি (সালাম) শেষটির অপেক্ষা অধিক হকদার নয়। (আস-সহীহাহ- ১৮৩)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ১০০৭-০৮; আবু দাউদ হা. ৫২০৮; তিরমিযী- ২/১১৮-তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ এবং বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ।

২২৮- عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَحْدِثُهُ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا: فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسَ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا . (المصيبة: ১২৭৫)

২২৮. সাঈদ আল মাকবেরী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার (রা)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি এক ব্যক্তির সাথে আলাপ-চারিতায় মগ্ন ছিলেন। আমি তাঁদের নিকট গেলাম। অতঃপর তিনি আমার বৃকে আঘাত করে বললেন, তুমি কি জান না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন দু'ব্যক্তি আলাপ করবে তখন অনুমতি নেয়া ব্যতীত তাদের নিকট যাবে না। (আস-সহীহাহ- ১৩৯৫)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি সাঈদ আল-মাকবেরী ইবনু উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল তার মুসনাদের (২/১১৪)-তে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদে কোন সমস্যা নেই এর অনুগামী ও সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে সহীহ।

২২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نَخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاولَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّم أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَجَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيَسْرَى .
(الصحيح: ১১৭৬)

২২৯. আবু হুরাইরাহ ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত; তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মাসজিদের দেয়ালে কফ দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি একটি চাটাই দিয়ে তা উঠিয়ে ফেললেন এবং বললেন, যখন তোমাদের কেউ কফ বা থুতু নিক্ষেপ করে তখন যেন সে কিবলার দিকে কফ থুতু নিক্ষেপ না করে। আবার ডান দিকেও যেন নিক্ষেপ না করে। বরং বাম দিকে নিক্ষেপ করবে অথবা বাম পায়ের নিচে নিক্ষেপ করবে।

(আস-সহীহাহ- ১২৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) মারফু' সুত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি সহীহ বুখারী (بَابُ حَكِّ الْمَخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ)

হা. ৪১০ ও ৪১১-يحيى بن بكير عن ليث-এর সূত্রে এই সানাদে হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন। ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তার المصنف-এর হা. ১৬৮১; معمر এবং مسلم তার সহীহ্ এর হা. ৫৪৮ ও ৫২ এবং ইমাম ইবনু খুযাইমা তার সহীহার হা. ৮৭৫; আবু আওয়ানা তার মুসনাদের (১/৪০২); ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহার (التفاسيم والانواع) হা. ২২৬৮; ইমাম বাইহাকী তার السنن-এর হা. (২/২৯৬); ইউনুসের তরিকে রিওয়াযাত করেছেন এবং معمر ও يونس উভয়ই-এর তরিকে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল তার মুসনাদের হা. ৭৪০৫, ১১০২৫ ও ১১৫৫০-এ হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন।

শাইখ আদিল মুরশিদ এবং শুআইব আল-আরনাউত তাদের তাহকীকে বলেন: হাদীসটিকে শায়িখাইনের শর্তে সহীহ্।

২৩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ

ثُمَّ انْفَتَتْ فِيهِ أَمَانَةٌ. (المصباح: ১০৯০)

২৩০. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন কোন ব্যক্তি কথা বলে অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তা আমানাত হয়ে যায়।

(আস-সহীহাহ- ১০৯০)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ- ২/২৯৭; তিরমিযী- ১/৩৫৫; তাহাবী তার 'মুশকিলিল আছার' ৪/৩৩৫-৩৬; আহমাদ- ৩/৩২৪, ৩৫২, ৩৭৯-৬০ ও ৩৯৪। আবু ইয়া'লা- ২/৫৭৯।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান.... (অতঃপর সমালোচনাও করেছেন)।

এর সমর্থনে বর্ণিত হাদীসটি আবু ইয়ালা- ৮/৯৮ মালিক ইবনু দিনার থেকে বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী (র) বলেন- ৮/৯৭: আবু ইয়া'লা তাঁর শাইখ জাব্বার বিন মুদাল্লাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি যঈফুন জিদ্দান....।

আর ইবনু নুমায়ির বলেন: সদৃক (সত্যবাদী), অন্যান্যরা ছিক্বাহ।

২৩১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا تَعَجِبَهُ فَلْيَذْكُرْهَا، وَلْيُفْسِرْهَا، وَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا تَسْوَهُ، فَلَا يَذْكُرْهَا، وَلَا يُفْسِرْهَا. (المصباح: ১৩৬০)

২৩১. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তা বলে এবং তার ব্যাখ্যা করে। আর যদি কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তা না বলে এবং তার ব্যাখ্যাও না করে।

(আস-সহীহাহ- ১৩৪০)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু আব্দুল বার তার 'আত্-তাহমীদ' ১/২৮৭-২৮৮।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ এবং সহীহ্ মুসলিমের রাবী।

২৩২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ، وَلْيَتَفَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا. (المصباح: ১৩১১)

২৩২. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি তোমার মধ্যে কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে তবে সে যেন পার্শ্ব ফিরে নেয় এবং বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলে। আর সে যেন আল্লাহর নিকট মঙ্গলের জন্য দু'আ (প্রার্থনা) করে আর স্বপ্নের অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। (আস-সহীহাহ- ১৩১১)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু মাজাহ- ২/৪৫০-এর সানাদ যঈফ।....

এর সাক্ষ্যমূলক হাদীসটি হলো: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا -সহীহ্ মুসলিম ৬/৫২; আবু দাউদ- ২/৬০১; ... হাকিম- ৪/৩৯২; আহমাদ- ৩/৩৫০....

২৩৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَجَلَسَ عِنْدَهُ، فَلَا يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ. (المصحيح: ১১২)

২৩৩. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমাদের কেউ তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার নিকট বসে তখন সে যেন অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তার নিকট হতে উঠে না যায়। (আস-সহীহাহ- ১৮২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইবনু উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি আবুশ শাইয়েখ তার 'তারীখে ইস্বাহান' হাদীস নং ১১৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সিদ্ধাহ্।

২৩৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ، فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابٍ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ. (المصحيح: ১২৭)

২৩৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি তোমাদের কেউ তার অপর (মুসলিম) ভাইয়ের নিকট যায়। আর যদি সে (মেজবান) তাকে তার খাবার হতে খেতে দেয়। তবে সে যেন খায় আর তার নিকট কিছু না চায়। আর যদি তার পানীয় হতে পান করতে দেয় তবে সে যেন পান করে। আর তার নিকট কিছু না চায়। (আস-সহীহাহ- ৬২৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম- ৪/১২৬; আহমাদ- ২/৩৯৯।

দায়লামী তার 'মুসনাদে ফিরদাউস' ১/১/১১৩।

হাকিম বলেন: এর সানাদ সহীহ্। সহীহ্ মুসলিমের শর্তে এর সাক্ষ্যমূলক সহীহ্ হাদীস আছে।..... যাহাবী চুপ থেকেছেন।

২৩৫- قَالَ ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاجِينَ فَاحْشُوا فِي وُجُوهِهِمُ
التُّرَابَ. وَرَدَّ مِنْ حَدِيثِ الْقَدَادِ بْنِ الْأَسَدِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. (الصَّحِيحَةُ: ১১২)

২৩৫. নাবী ﷺ বলেন: যদি তোমরা প্রশংসাকারীদের (চাটুকারদের) দেখ তবে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ও উবাদাহ ইবনুস সামিত থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আস-সহীহাহ-৯১২)

হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহী।

হাদীসটি মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রা) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আবু হুরাইরাহ এবং উবাদা ইবনু সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। আর হাদীসটি সহীহ মুসলিম **بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْرَاطٌ وَخِيفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ** (৮/২২৮); আবু দাউদ তার সুনানের (২/২৯০); ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. ৫৬৮৪; ইমাম ইবনু আবি শায়বা তার **المصنف** -এর (৯/৭-৮); ইমাম আবদ ইবনু হুমাঈদ তার **المنخب** হা. ৮১২; ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' এর হা. ৩৪০; ইমাম ইবনু হিব্বান তার সহীহুর ৫৭৭০; ইমাম তাবারানী তার **المعجم الكبير** -এর হা. ১৩৫৮৯ এবং **المعجم الأوسط** -এর ২৫১৪; ইমাম বায়হাকী তার 'শুআবুল ইমান' এর হা. ৪৮৬৭; খাতিবে বাগদাদী তার 'তারীখে বাগদাদ'-এর (১১/১০৭)-এ একাধিক তুক্রকে হাম্মাদ থেকে এই সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

এমনিভাবে হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহার হা. ৫৭৬৯ এবং আবু নুয়াঈম তার **حِلْيَةُ الْأَوْثَارِ** -এর (৬/১২৭); খাতিবে বাগদাদী তার 'তারীখে বাগদাদ' এর **الضعفاء** তার **العقيل** -এর সূত্রে ইমাম **زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ** (৭/৩৩৮); ইমাম ইবনু আদী তার **السَّكَاهِلُ فِي ضَعْفِ الرِّجَالِ** (৭/২৫৪৪৫); শুআয়িব আল-আরনাউত -এর সূত্রে আবু নুয়াঈম তার **الحِلْيَةُ** -এর (৬/৯৯); ইবনু উমার থেকে মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনজনেই হাদীসটি ইবনু উমার থেকে মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর ইবনু হিব্বান হাদীসটি- **احْثُوا فِيْ افْوَاهِ اعْوَابِ بْنِ اَنْرَابٍ** শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি **مَجْمَعُ الزَّوَانِدِ** তার **الْهَيْثُمِيُّ** (৮/১১৭)-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন-

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ

এছাড়া হাদীসটির একাধিক শাহেদ রয়েছে এ সম্পর্কে আল্লামা শুআইব আল-আরনাউত বলেন:

وَلَهُ شَاهِدٌ أَمْرٌ عَنْ حَدِيثِ الْمُقَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ عِنْدَ مُسْلِمٍ (৩০০/২)

سِيرِد (৫/৬) وَأَخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (২৩৭৬)

وَنَائِلٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عِنْدَ بَزَّارٍ (২০২৩)

ورابع من حديث أنس عند بزار

২৩৬- عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ الْعُوفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ قَالَ: إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِطُوبَى أَكْفَيْكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ

بِظُهُورِهَا. (المصباح: ৫৭৫)

২৩৬. মালিক ইবনু ইয়াসার আস-সাকুনী আল-আউফী থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেন: যখন তোমরা আল্লাহর নিকট চাইবে তখন আঙ্গুলের পেট দ্বারা (মুনাজাত করে হাত উঠিয়ে) চাবে আর আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা (হাত উঠিয়ে) তার নিকট কিছু চাইবে না। (আস-সহীহাহ- ৫৯৫)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ হাদীস নং ১৪৮৬..... এর সানাদ জাইয়েদ।

শাইখ আলবানী (র) সহীহ আবু দাউদ (হাদীস নং ১৩১৮) হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলেছেন।

২৩৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

إِذَا سَمِعْتُمْ نَبَاحَ الْكَلْبِ بِاللَّيْلِ أَوْ نَهَاةَ الْحَمِيرِ، فَتَعَوَّذُوا

بِاللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ. وَأَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَّاتِ الرَّجُلُ،

فَإِنَّ اللَّهَ يَبْثُّ فِي لَيْلِهِ مَنْ خَلِقَهُ مَا يَشَاءُ. وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ،
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَغَطُّوا الْجِرَارَ، وَأَكْفِفُوا الْأَنْبِيَةَ، وَأَوْكُوا الْقُرْبَ.

(المعجم: ৩১৮৫)

২৩৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যখন তোমরা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনবে কিংবা গাধার আওয়াজ শুনবে তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারণ, তারা এমন কিছু দেখে থাকে যা তোমরা দেখ না। যখন রাত্রের অন্ধকার নেমে আসবে তখন বাইরে কম বের হবে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা রাতে তাঁর সৃষ্টজীবের যাদের চান তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেন। তোমরা بِسْمِ اللَّهِ (বিসমিল্লাহ) বলে দরওয়াজা বন্ধ করে দিবে। কারণ, শয়তান ঐ দরওয়াজা খুলতে পারে না যে দরওয়াজা ‘বিসমিল্লাহ’ বলে বন্ধ করা হয়। কলসগুলো ঢেকে রাখবে। পাত্রগুলো উলটিয়ে রাখবে এবং মশকের মুখ বন্ধ করে দিবে।’ (আস-সহীহাহ- ৩১৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আবু ইয়া‘লা- ৪/২১০-১১; সহীহ ইবনু হিব্বান হা. ৫৪৯৩.... এর সানাদ জাইয়েদ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ ও শাইখাইনের রাবী। কেবল সিরাত লেখক মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ছাড়া। তিনি মুদাল্লিস। কিন্তু হাদীসটি হাদ্দাসানা শব্দে ইয়াযীদ বিন যুরায় থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর ইয়াযীদ প্রতিষ্ঠিত ছিক্বাহ।

হাকিম সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন.... [অতঃপর আলবানী (র) আরো পর্যালোচনা করেছেন).....।

মুহাক্কিক হুসাইন সালিম আল-আসাদ বলেছেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ। (তাহক্কীকৃত আবু ইয়ালা হাদীস নং ২৩২৭)

২৩৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا صَنَعَ خَادِمٌ أَحَدَكُمْ طَعْمًا
فَوَلَّى حَرًّا وَمَشَقَّنَهُ فَلْيَذِّعْهُ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ
فَلْيَنَاولْهُ مِنْهُ. (المعجم: ৩১৬৭)

১. সহীহাহ’র ১৫১৮ নং হাদীসে এর কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। আর এ কিতাবের ২৬৭ নং হাদীসে অতিসত্বর তা বর্ণিত হবে- ইনশাআল্লাহ।

আস-সহীহাহ- ১৫

২৩৮. আবু হুরাইরাহু (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কারো গোলাম (সেবক) খাবার প্রস্তুত করে যে তার গরম ও কষ্ট সহ করেছে তাকে ডাকবে এবং তার সাথে খাবার খাবে। আর যদি তাকে ডেকে না খাওয়াও তবে ঐ খাবার হতে তাকে কিছু দিয়ে দিবে।^১ (আস-সহীহাহ- ২৫৬৯)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ- ২/৪৮৩..... এর সানাদ হাসান এবং প্রত্যেকেই ছিক্বাহ....
বর্ণনাকারী ফুলাহ যঈফ।

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ - ভিন্ন শব্দে হাদীসটি সহীহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে-
إِذَا لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا (আহমাদ হা. ১২৮৫) এবং অপর বর্ণনা
ثُمَّ جَاءَ بِهِ وَقَدْ وَلَّى حَرَّهُ دَخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ
-সহীহ মুসলিম- مَشْفُوعًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ
بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَالْبَاسُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا (অনুচ্ছেদ: ৫/৯৪)
۵/৯৪ (অনুচ্ছেদ: ৫/৯৪); আবু দাউদ- ২/১৯৪; আহমাদ- ২/২৮৮...।
(يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ)

২৩৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ
الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. (المصبعة: ৮৭২)

২৩৯. আবু হুরাইরাহু (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কেউ (কাউকে) আঘাত করে তখন সে যেন (তার) চেহারাতে মারা থেকে বিরত থাকে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আদমকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। (আস-সহীহাহ- ৮৬২)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ২/২৪৪..... এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ।....

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ - সহীহ মুসলিম- (৮/২২/৬৮২১) হাদীসটির শব্দ হলো-
بَابُ (অনুচ্ছেদ: ৮/২২/৬৮২১) أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ
..... (النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ)

১. সহীহাহ্-তে ১২৮৫ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে। আর এ কিতাবে ১৫ নম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

٢٤٠- عَنْ أَبِي بَرْدَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى فِي بَيْتِ ابْنَةِ أُمِّ الْفَضْلِ، فَعَطِطْتُ وَلَمْ يَشْمِتْنِي، وَعَطِطْتُ فَشَمَّتْهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا، فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ: عَطِسَ ابْنِي عِنْدَكَ فَلَمْ تَشْمِتْهُ، وَعَطِطْتُ فَشَمَّتْهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكَ عَطِسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمْ أَشْمِتْهُ، وَإِنَّمَا عَطِطْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ فَشَمَّتْهَا، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَشْمِتُوهُ. فَقَالَتْ: أَحْسَنْتِ أَحْسَنْتِ. (المصنعة: ٢٠٩٤)

২৪০. আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, উম্মুল ফযলের মেয়ের ঘরে আমি আবু মূসার নিকট গেলাম। আমি সেখানে হাঁচি দিলাম সে আমার (হাঁচির) জওয়াব দেয়নি। সে হাঁচি দেয় অতঃপর আমি হাঁচির জওয়াব দিলাম। অতঃপর আমি আমার মায়ের নিকট ফিরে এলাম এবং তাঁকে এ সংবাদ প্রদান করলাম। তিনি তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, আমার ছেলে তোমার নিকট হাঁচি দিয়েছে আর তুমি তার জওয়াব দাওনি। এমনকি তুমি হাঁচি দিয়েছ সে জওয়াব দিয়েছে? তিনি বলেন, তোমার ছেলে হাঁচি দিয়েছে তবে আল্লাহর প্রশংসা করেনি (অর্থাৎ الحمد لله বলেনি)। এ কারণে আমি তার জবাব দেইনি। আর সে হাঁচি দিয়েছে এবং আল্লাহর প্রশংসা করেছে এজন্য আমি জবাব দিয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দিবে এবং আল্লাহর প্রশংসা (অর্থাৎ الحمد لله বলবে) করবে তখন তার জবাব প্রদান করবে। আর যদি সে আল্লাহর প্রশংসা না করে তবে তার জবাব দিবে না। অতঃপর তিনি বললেন: তুমি উত্তম কাজ করেছে; তুমি উত্তম কাজ করেছ। (আবু-সহীহাহ- ৩০৯৪)

হাদীসটি সহীহ।

মুসান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ—(৮/৬৮৩/৯৩৩০); বাইহাকীর 'সুআবুল ইমান' (৭/২৫/৯৩৩০); আহমাদ— ৪/৪১২.....।

অনুব্রূপ: সহীহ মুসলিম- ৮/২২৫/৭৬৭৯। (অনুচ্ছেদ- **بَابُ تَشْيِيبِ** (الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّشَاؤُبِ); ইমাম বুখারীর তার ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ৯৪১; তাবারানীর ‘আদ-দুআ’ ৩/১৬৯৪/১৯৯৮। হাকিম- ৪/২৬৫। হাকিম বলেন: এর সানাদ সহীহ....। যাহাবী চূপ থেকেছেন।....

২৪১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا عَطِسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَشْمِتْهُ جَلِيسُهُ، فَإِنَّ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ فَهُوَ مَرْكُومٌ، وَلَا يَشْمِتُ بَعْدَ ذَلِكَ.

(المصيبة: ১২২)

২৪১. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় তখন তার সাথী যেন তার হাঁচির জবাব দেয়। যদি তিনবারের অধিক হাঁচি দেয় তবে তার জবাব দিতে হবে না। কারণ, তা তার সর্দির দরুন হয়ে থাকে। (আস-সহীহ- ১০০০)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু সুন্নী‘র ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়ালা লায়লা’ হা. ২৫১; ইবনু আসাকিরের ‘তারীখে দিমাশক’ ২/৩৯১/২..... যঈফ.....। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীসটি হল, সালামাহ বিন আকুওয়া থেকে বর্ণিত হাদীস.... সহীহ মুসলিম (**بَابُ تَشْيِيبِ** (الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّشَاؤُبِ); ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হাদীস নং ৯৩৫, ২৩৮; ইবনু সুন্নী হাদীস নং ২৪৯।

২৪২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُتَنَافِقِ يَا سَيِّدُ فَقَدْ أَغْضَبَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. (المصيبة: ১২৪)

২৪২. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদ তাঁর পিতার নিকট থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন; যে কোন মুনাফিক ব্যক্তিকে **يَا سَيِّدُ** (হে মহান!) বলে আহ্বান করল সে আল্লাহ তা‘আলাকে ক্রোধান্বিত করল। (আস-সহীহ- ১০৪১)

হাদীসটি হাসান।

হাকিম- ৪/৩১১; আবু নুঈম তার ‘আখবারে ইব্রাহান- ২/১৯৮; বাতীব- ৫/৪৫৪.....। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ সানাদে গণ্য করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: যঈফ.....। তবে কাতাদাহ থেকে অন্য শব্দে- ১
..... تَقُولُوا لِلْمُتَنَافِقِ سَيِّدًا..... (হাদীস নং ৩৭০) এই হাদীসটি হাসান।

২৪২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (الصَّحِيحَةُ: ১৭৭৫)

২৪৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি তোমাদের মধ্য হতে কেউ মাজলিস থেকে উঠে যায় এবং তারপর আবার ফিরে আসে তবে সে ঐ জায়গায় (অর্থাৎ, পূর্বের স্থানে) বসার জন্য অধিক হকদার। (আস-সহীহাহ- ৩৯৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- ৭/১০ (অনুচ্ছেদ- مَجْلِسُهُ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ-); ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ১১৩২; আবু দাউদ হা. ৪৮৫৩; ইবনু মাজাহ হা. ৩৭১৭; ইবনু খুযাইমা হা. ১৮২১; ইবনু হিস্বান হা. ৫৮৭; আহমাদ- ২/২৬৩, ২৮৩....।

২৪৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قُلْتُ لِلنَّاسِ: انْصَرُوا وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ، فَقَدْ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بَعْزِي: يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (الصَّحِيحَةُ: ১৭০)

২৪৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন মানুষজন কথা বলতে থাকে তখন যদি তুমি তাদের বল, তোমরা চুপ কর তখন তুমি নিজেই নিজের ক্ষতি করলে। (আস-সহীহাহ- ১৭০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. ৮২৩৫ ও ৭৩৩২; ইমাম আব্দুর রাজ্জাক তার 'আদাবুল মুফরাদে' হা. (৫৪১৮)-এ; (الصَّحِيحَةُ: ১৭০)-এর মত। শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী তার 'আল-আম' (১/১৩৭-১৩৮); ইমাম হুমাইদী তার 'মুসলিম' হা. ৯৬৬; সহীহ মুসলিম হা. ১২ ও ৮৫১; ইমাম ইবনুল জারুদ তার 'কিতাবের' হা. ২৯৯; ইবনু খুযাইমা তার 'সহীহ' হা. ১৮০৬; ইমাম বায়হাকী তার 'সুনানের' (৩/২১৯); ইবনু সফিয়ান-এর তরিকে এই সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: শাইখাইনের শর্তে হাদীসটি সহীহ।

২৪৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ؓ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْ، فَقُلِّصْ عَنْهُ الظِّلَّ وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ، فَلْيَقُمْ. (المصيبة: ৪২৭)

২৪৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আবুল কাসিম ؓ বলেন: যখন তোমাদের কেউ ছায়ার মধ্যে অবস্থান করে। অতঃপর তার নিকট হতে ছায়া চলে যায় এবং তার (দেহের) কিছু অংশ রৌদ্রে থাকে আর কিছু অংশ ছায়ায়; তবে সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। (অর্থাৎ, পূর্ণভাবে রৌদ্রে গিয়ে দাঁড়াবে বা ছায়ায় দাঁড়াবে)। (আস-সহীহাহ- ৮৩৭)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আবু দাউদ হাদীস তার السنন-এর হা. ৪৮২২; ইমাম হুমায়দী তার মুসনাদে হা. ১১৩৮ সহীহ্ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

২৪৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ جَمِيعًا فَلَا يَتَنَاجَوْنَ اِثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ. (المصيبة: ১৬০২)

২৪৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন: যখন তিনজন ব্যক্তি একত্রে থাকে তখন যেন তৃতীয় জনকে রেখে (কোন) দু'জন কানে কানে কথা না বলে। (আস-সহীহাহ- ১৪০২)

হাদীসটি হাসান লি-গায়রিহী।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির সানাদ ; صَحِيحٌ لِّغَيْرِهِ; এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে হাদীসটি সহীহ্ সানাদেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তার المسند-এর- হা. ৮৬১৩ এবং ৩৫৬০-তে হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকেও সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন مسند أحمد হা. ৬৬৪৭।

ওআয়েব আল-আরনাউত বলেন: এটি হাসান লি-গায়রিহী, এর সানাদ যঈফ। (তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ৮৫৯৭)

২৪৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: إِذَا كَانَ جَنَحُ اللَّيْلِ، فَكُفُّوا صَبَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ جَبْنًا، فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةُ مِنَ الْعِشَاءِ، فَخَلُّوهُمْ. (المصيبة: ৪০)

২৪৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে তখন বাচ্চাদের (ঘর থেকে বের হতে) বাধা দিবে। কারণ, শাইত্বান ঐ সময় ছড়িয়ে পড়ে। যখন ইশার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন তাদের ছেড়ে দিবে। (আস-সহীহাহ- ৪০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ বুখারী- (২/৩২২, ৪/৩৬-৩৭) (অন্যতম অনুচ্ছেদ- بَابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ) (অন্যতম অনুচ্ছেদ- (وَجُنُودِهِ) তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী হিক্বাহ।

২৪৮- أَبُو سَفْيَانَ (عَنْ جَابِرٍ)، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا رَأَى النَّاسُ كَانَ عُنُقِي ضَرِبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِي (فَتَدَحَّرَجَ)، فَاتَّبَعْتَهُ، فَأَخَذَتْهُ فَأَعَدَّتْهُ؛ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي نَمَائِهِ، فَلَا يَحْدِثْ بِهِ النَّاسَ. (المصيبة: ৩৭৬)

২৪৮. আবু সুফিয়ান (জাবির থেকে) বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করল। তখন তিনি (নাবী ﷺ) বক্তব্য দান করছিলেন। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি গতরাতে স্বপ্ন দেখেছি যুমন্ত ব্যক্তি যেমন (স্বপ্ন) দেখে থাকে। আমি আমার মাথায় আঘাত

১. আমাদের (তাজরীদকারকের) পক্ষ থেকে সংযোজিত- মূল কিতাব থেকে তা বিচ্যুত হয়েছে। উৎস কিতাবসমূহে তা প্রমাণিত রয়েছে। -তাজরীদকারক।

করলাম আমার মাথা কেটে পড়ে গেল। অতঃপর তা লাফালাফি করতে থাকল। এরপর আমি গিয়ে মাথা ধরে আবার তাকে তার স্থানে রেখে দিলাম। (একথা শুনে) নাবী ﷺ হাসলেন এবং তিনি বললেন, যখন শাইত্বান তোমাদের কাউকে নিয়ে স্বপ্নে ক্রীড়া-কৌতুক করে তখন সে যেন তা মানুষের নিকট না বলে। (আস-সহীহাহ- ৩৯৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু সুফিয়ান জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি সহীহ
 ৩ এর إِسْنَادُ মুসলিমের শর্তে قَوِي; সহীহ মুসলিম- ৭/৫৫ (অনুচ্ছেদ- بَابُ ٧
يُخْبِرُ بِتَلْعِبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ)। ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৯১২;
 আবু আওয়ানা তার الْمُسْنَدُ-এর الْثَوْبِي অধ্যায়ের (৩/১৬৬); বাগাভী তার شَرْحُ
السُّنَنِ-এ হা. ৩২৮০; আবু মুয়াবিয়া এর সূত্রে এই সানাদে হাদীসটি রিওয়ায়াত
 করেছেন। তাছাড়া ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ তার الْمُصَنَّفُ-এর (১১/৫৭); আবদ ইবনু
 হুমাইদ তার الْمُسْنَدُ-এর হা. ১০৩১ এবং আবু ইয়াল্লা তার الْمُسْنَدُ-এর হা.
 ২২৭৪-এ একাধিক তরুকে আ'মাশের সূত্রে এই সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

২৪৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ
 أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ
 ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا. (المصنعة: ১১৮৬)

২৪৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন তোমাদের
 কেউ তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে যেন তাকে
 সালাম দেয়। যদি তাদের মাঝে গাছ অথবা দেয়াল কিংবা পাথর আড়াল হয়
 এরপর আবার দেখা হয় তবে পুনরায় সালাম দিবে। (আস-সহীহাহ- ১৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম
 আবু দাউদ হাদীসটি তার السُّنَنِ-এর হাদীস নং ৫২০০-তে রিওয়ায়াত করেছেন।
 হাদীসটি مَرْفُوعٌ এবং এর সানাদের সকলেই ছিক্বাহ আর হাদীসটি সহীহ।

২৫০. عَنْ أَبِي تَيْمَةَ الْهَجِيمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: طَلَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَجَلَسْتُ، فَإِذَا نَفَرُ هُوَ فِيهِمْ، وَلَا أَعْرِفُهُ، وَهُوَ يَصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. (المصباح: ১৬০৩)

২৫০. আবু তায়ীমাহ আল হুজাইমী তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-কে খোঁজ করছিলাম। তাঁকে না পেয়ে আমি (একস্থানে) বসেছিলাম। ইত্যবসরে একদল লোককে দেখলাম আর সেখানেই তিনি অবস্থান করছিলেন। তবে আমি তাঁকে চিনতাম না। তিনি তাঁদের মধ্যে (কোন ব্যাপারে) মিমাংসা করছিলেন। তাঁরা (একপর্যায়ে) বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল! (একথা শুনে) যখন আমি জানতে পারলাম, যে তিনিই (সেই নাবী) আমি বললাম, (عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, যে তোমার সালামটি (عَلَيْكَ السَّلَامُ) মৃত্যু ব্যক্তিদের প্রতি অভিবাদন (এর উপযুক্ত)। অতঃপর তিনি আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, যখন কোন ব্যক্তি তাঁর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন যেন সে বলে, (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) অতঃপর নাবী ﷺ আমার সালামের জবাব দেন। (عَلَيْكَ) তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

(আস-সহীহাহ- ১৪০৩)

হাদীসটি সহীহ।

তিরমিযী- ৩/৩৯৪; ইবনু সুন্নীর ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা’ হা. ২৩৩

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ বুখারীর শর্তে সহীহ।

২৫১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْلَ الْكِتَابِ) فَلَا تَبْدُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْفِقِهَا. (الصحيح: ১১১১)

২৫১. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন তোমরা মুশরিকদের (অপর বর্ণনায় আহলে কিতাবদের) সাথে সাক্ষাৎ কর তখন তাদের সালাম দিবে না। আর যখন রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হবে তখন রাস্তার একপাশে যেতে তাদের বাধ্য করবে। (অর্থাৎ, এমনভাবে চলবে যেন তারা রাস্তার একপাশে সংকীর্ণভাবে চলতে বাধ্য হয়)

(আস-সহীহাহ- ১৪১১)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- ৭/৫ (বিভিন্ন শব্দে, অনুচ্ছেদ- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ابْتِدَاءِ) ২/৬৪২; আবু দাউদ- ২/৬৪২; আহমাদ- ২/৩৪৬ ও ৪৫৯। ইবনু সুন্নী ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাতি’ হাদীস নং ৩৩৭....।

২৫২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ رَجُلٌ عَنِ الَّذِينَ مَرُّوا عَلَى الْجَالِسِينَ، وَرَدَّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاحِدٌ، أَجْزَأُ عَنِ هَؤُلَاءِ وَعَنْ هَؤُلَاءِ. (الصحيح: ১১১২)

২৫২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন পথ দিয়ে একদল লোক (অপর একদল উপবিষ্ট) ব্যক্তিদের নিকট দিয়ে যায় তখন গমনকারীদের মধ্য হতে একজন যদি উপবিষ্টদের সালাম দেয় আর তাদের (উপবিষ্টদের) একজন জওয়াব দেয় তবে তাদের (পথিক ও উপবিষ্ট) উভয় দলের জন্য যথেষ্ট হবে। (আস-সহীহাহ- ১৪১২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী (রা) মারফু’ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবু নুঈম তাঁর ‘আল হিলইয়াতে’ ৮/২৫১; ইমাম হসামুদ্দীন আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী

তার ^{كُنْزُ الْعَمَالِ فِي سُنَنِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ} -এর হা. (২৫২৯৯); ইমাম মুবতাদা আয-যাবীদী তার ^{إِتِّحَافُ السَّادَةِ الْمُتَّقِينَ} -এর (৬/২৭৫) ইমাম হামিলী তার আল-আমালী এর (৫/৬২/২)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

এর সাক্ষ্যমূলক জাইয়েদ হাদীস আলী (রা) থেকে হামিলী তাঁর 'আল-আমালী' ৫/৬২/২-তে বর্ণনা করেছেন (ইরওয়াউল গালীল- ৭৭০)।

২৫৩- عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِالْيَهُودِ...^١ فَلَا تَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَإِذَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ. (الصحيح: ২২৫২)

২৫৩. আবু বুসরাহ আল গাফফারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^ﷺ বলেন: যখন তোমরা ইয়াহুদীদের পাশ দিয়ে যাবে তখন তাদের সালাম দিবে না। যদি তারা তোমাদের সালাম দেয় তবে বলবে, ^{وَعَلَيْكُمْ} অর্থাৎ, তোমাদের উপর। (আস-সহীহাহ- ২২৪২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু বুসরাহ আল গাফফারী (রা) রাসূলুল্লাহ ^ﷺ থেকে মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। শাইখ শুআইব আল-আরনাউত তার ^{المعرفة والتاريخ} কিতাবের (২/৪৯১)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

২৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ فَاةٌ فَأَخَذَتْ تَجْرُ الْفَتِيلَةَ، فَذَهَبَتْ الْجَارِيَّةُ تَزْجُرُهَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: دَعِيهَا، فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْخِمَرِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَاعِدًا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دَرَاهِمٍ، فَقَالَ ﷺ: إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَيَحْرِقُكُمْ. (الصحيح: ১৫২৬)

১. খালি স্থানে ^{والنصرى} শাইখ আলী (রা) তা বর্ণনা করেন। সম্ভবত তা বর্ণনাকারীদের (নকলকারীদের) ভুল-২য় থাকবে। -তাজরীদকারক।

২৫৪. ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ইদুর এল এবং বাতির ফিতা নিয়ে দৌড়াতে থাকল। অতঃপর বাঁদী তার পিছু পিছু ধাওয়া করতে লাগল। নাবী عليه السلام বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর ইদুরটি ফিতা নিয়ে আসল এবং নাবী عليه السلام যে চাটাইয়ের উপর বসেছিল সে চাটাইয়ের উপর রেখে দিল। ফলে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান গুড়ে গেল। অতঃপর নাবী عليه السلام বললেন, যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন বাতি নিভিয়ে দিবে। কারণ, শাইত্বান এ প্রকারের বস্তুকে এ ধরনের কাজে উৎসাহিত করে। ফলে সে তোমাদের দঙ্ক করে থাকে। (আস-সহীহাহ- ১৪২৬)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ হাদীস নং ৫২৪৭; সহীহ ইবনু হিব্বান হা. ১৯৯৭; হাকিম- ৪/২৮৪-৮৫।

তিনি সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চূপ থেকেছেন..... (অতঃপর আলবানী হাদীসটির সমালোচনা করেন ও এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস তাঁর তাহকীকৃত মিশকাতের হা. ৪৩০৩ কথা উল্লেখ করেন)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁর অন্যান্য তাহকীকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ৯৩২; তাহকীকৃত আবু দাউদ হাদীস নং ৫২৪৭; সহীহুল জামেউস সগীর হাদীস নং ৮১৬)

۲۵۵- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ مَرْفُوعًا: أَرَى الرَّبَّ شَتَمَ الْأَعْرَاضَ .

(المصحيح: ۱۴۳۳)

২৫৫. সাঈদ ইবনু যায়িদ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; নিকৃষ্ট সুদ হলো সম্মান বিনষ্ট করা (অর্থাৎ, মর্যাদাবান ব্যক্তিদের গালাগালি করা)।

(আস-সহীহাহ- ১৪৩০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সাঈদ ইবনু যায়িদ (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হুশাইম ইবনু কুলাইব তার المسند-এর (২/৩০)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ ও এর সকল رِجَالُ-কে ثِقَاتٌ বলে উল্লেখ করেছেন।

২৫৬- عَنْ كِلْدَةَ بْنِ خَبْلٍ، قَالَ: إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبْنٍ وَلَبْيَا، وَضَفَائِسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْلَمْ وَلَمْ أَتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ! (المصيبة: ১১৮)

২৫৬. কিলদাহ ইবনু খাবাল বলেন: সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ তাকে দুধ, ঘি ও শসা দিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট পাঠালেন আর নাবী ﷺ তখন উপত্যকার উপরে ছিলেন। তিনি বলেন: আমি তার নিকট গেলাম। তবে আমি তাঁকে সালাম দিলাম না। আবার অনুমতিও নিলাম না। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং বল, **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ**; “আসসালামু ‘আলাইকুম আমি কি আসতে পারি?” (আস-সহীহাহ- ৮১৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি কালাদাতু ইবনু হানবাল মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এর ‘ইসনাদ’ সহীহ এবং এর সকল رجال ছিক্বাহ।

শাইখ ওআই আল-আরনাউত বলেন:

رَجَالَ ثِقَاتٍ رَجَالُ الصَّحَابِ غَيْرُ عُمَرَ وَبْنِ أَبِي سَفْيَانَ: وَهُوَ الْجَمْعُ، وَعُمَرُو بْنُ أَبِي صَفْوَانَ، وَهُوَ عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، فَقَوْرُو الْبَخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمَفْرَدِ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ ابْنِ مَاجَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَوْا لِعُمَرُو بْنِ أَبِي سَفْيَانَ، وَهُمَا ثِقَتَانِ وَعُمَرُ وَالْقَائِلُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرُ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ: هُوَ عُمَرُو بْنُ أَبِي سَفْيَانَ، وَابْنُ جَرِيحٍ: هُوَ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ هُنَا، فَانْتَقَتْ شُبُهَةٌ تَدْلِيهِ ١٠

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. ১৫৪২৫; তাবারানী তার **إِسْنَادُ رُوِّ** থেকে এই **أَسْنَادُ الْكَبِيرِ** (১৯/৪২১); আহমাদের তরিকে **رُوِّ** থেকে এই **أَسْنَادُ الْكَبِيرِ** (১৯/৪২১); আবু দাউদ তার সুনানের হা. (৫১৭৬); তাবারানী তার **إِسْنَادُ الْكَبِيرِ** (১৯/৪২১);

এ-إِسْنَادُ এই رُوْح থেকে এর তরিকে الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبِي عَاصِمٍ-এর তরিকে রিওয়াত করেছেন।

ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১০৮১; তার إِبْنُ أَبِي عَاصِمٍ তার বায়হাক্বী তার السُّنُنُ-এর (৮/৩৩৯); ابی-এর তরীকে রিওয়াত করেছেন।

তিরমিযী তার সুনানের হা. ২৭১০; ইবনু সুন্নী তার عمل اليوم والليلة এর হা. ৬৬৪; বায়হাক্বী তার সুনানের (৮/৩৩৯)-এর شعب الإيمان এর হা. ৮৮০৯; روح-এর তরীকে এই সানাদে রিওয়াত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে 'হসান ও গারীব' বলেছেন। তাছাড়া নাসায়ী তার عمل اليوم والليلة এর হা. ৬৭৩৫-এও হাদীসটি রিওয়াত করেছেন।

২৫৭- قَالَ ﷺ: اسْتَعِينُوا عَلَىٰ إِنْجَاحِ الْحَوَانِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. رَوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي بَرْدَةَ مَرْسَلًا. (الصحيح: ১৬৫২)

২৫৭. নাবী ﷺ বলেন, তোমরা গোপনে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা কর। কারণ প্রতিটি নিয়ামাতই হিংসার পাত্র হয়ে থাকে। মুয়াজ ইবনু জাবাল, আলী ইবনু আবী তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবু হুরাইরাহ ও আবু বুরদাহ থেকে এ হাদীস মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(আস-সহীহাহ- ১৪৫৩)

হাদীসটি হাসান।

....শাইখ আলবানী (র) এ সম্পর্কিত পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করেন। চার নম্বরে আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণিত হাদীস যা ইবনু হিব্বান তাঁর 'রাওয়াতুল উক্বালা' ১৮৭ পৃষ্ঠা; সাহমী তার 'তারীখে জুরজানে' ১৮২ পৃষ্ঠা..... (আরো অনেকে) বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসটি সম্পর্কে আলবানী (র) বলেন: আমার কাছে এর সানাদ জাইয়েদ (অন্যগুলো যঈফ ও মুরসাল).....।

২৫৮- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: اسْتَكَثِرُوا مِنَ النَّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ. (الصحيح: ২৬৫)

২৫৮. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-কে ঐ যুদ্ধে বলতে শুনেছি, যে যুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি। তোমরা অধিক হারে জুতা পরিধান কর। কারণ, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিধান করে থাকবে ততক্ষণ সে আরোহী হিসেবে থাকবে। (শাস-সহীহাহ- ৩৪৫)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- ৬/১৫৩/৫৬১৫ (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْتِعَالِ وَالْإِسْتِكْثَارِ) ৪১৩৩; আহমাদ- ৩/৩৩৭, ৩৬০; তারীখে বাগদাদ- ৩/৪২৫।

২৫৯- عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ اتَّبَعَتْنَا ابْنَةُ حَمْرَةَ فَنَادَتْ: يَا عَمُّ يَا عَمُّ! فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَنَاولْتُهَا فَاطِمَةَ قُلْتُ: دُونَكَ ابْنَةُ عَمِّكَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، اخْتَصَمْنَا فِيهَا أَنَا وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقُلْتُ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَجْعَفَرُ: أَشَبَّهْتَ خُلُقِي وَخُلُقِي، وَقَالَ لَزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا، وَقَالَ لِي أَنْتَ مَتْنِي وَأَنَا مِنْكَ، إِدْفَعُوهَا إِلَيَّ خَالَتُهَا، فَإِنَّ الْخَالَهَ أُمٌّ فَقُلْتُ: أَلَا تَزَوَّجُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ. (الصحيح: ১১৮২)

২৫৯. আলী (রা) থেকে বর্ণিত; যখন আমরা মাক্কা থেকে বের হলাম তখন হামজার মেয়ে আমাদের পিছু নিল এবং ডাকল, হে চাচা! হে চাচা! অতঃপর আমি তাকে আনলাম এবং ফাতিমা তাকে খেতে দিল। আমি

(ফাতিমাকে) বললাম, তোমার চাচার মেয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখ। অতঃপর যখন আমরা মাদীনায পৌঁছলাম তখন তার ব্যাপারে আমি, যাইদ ও জাবির বিতর্ক করলাম। আমি বললাম, সে আমার চাচার কন্যা আর আমিই তাকে এনেছি। যাইদ বলল, সে আমার ভতিজী। আর জা'ফর বলল, সে আমার চাচার কন্যা আর তার খালা আমার অধীনে রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জা'ফরকে বললেন, তুমি আমার আকৃতি ও চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যতা রাখো। আর যাইদকে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের আযাদকৃত গোলাম। আমাকে বললেন, তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার থেকে। তোমরা তাকে তার খালার নিকট দিয়ে দাও। কারণ, খালা মায়ের মত। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাকে বিবাহ করবেন না? তিনি বললেন, সে আমার দুধ সঙ্গি। (আস-সহীহাহ- ১১৮২)

શાદીમટિ મશીર ।

হাদীসটি আলী (রা) মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ তার **السُّنَنِ**-এর (১/৫০৩); আবু আব্দুল্লাহ নিসাবুরী তার **المُسْتَدْرَكُ عَلَى** **الصَّحِيحِ**-এর (৩/১২০)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ; যদিও তা মুরসাল।

٢٦٠- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

اِسْفَعُوا تَزْجُرُوا، فَاِتٰى لِاَرِيْدَ اَلْاَمْرَ فَاَوْخِرْهُ كَيْمًا تَسْفَعُوا
فَتَزْجُرُوا. (المحجعة: ١٤٦٤)

২৬০. মুয়াবিয়া ইবনু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন: তোমরা সুপারিশ কর তা গ্রহণ করা হবে। কারণ, আমি কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ইচ্ছা করলে সে ব্যাপারে সময় নেই যেন তোমরা সুপারিশ কর আর তা গ্রহণ করা হয়। (আবু-সহীহাহ- ১৪৬৪)

হাদীসটি সहीহ ।

হাদীসটি মুয়াবিয়া ইবনু সুফিয়ান (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তার السُّنَنُ-এর হা. ৫১৩২; নাসায়ী (১/৩৫৬); আল-খারায়ীতী তার 'মকারিমুল আখলাক'-এর ৭৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

২৬১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. (الصحيح: ৫৭১)

২৬১. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা রহমানের (আল্লাহর) ইবাদাত কর (মানুষকে) খাবার খাওয়াও এবং সালামের প্রচলন ঘটাও আর নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর।
(আস-সহীহাহ- ৫৭১)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হাদীস নং ৯৮১; তিরমিযী ২/৩৪০; দারেমী- ২/১০৯; ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৬৯৪; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৩৬০; আহমাদ- ২/১৭০, ১৯৬....।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ....।

শাইখ আলবানী (র)-এর কাছে হাদীসটি যঈফ (যঈফুজ-জামেউস সগীর হাদীস নং ২৮৫১)।

হাদীসটির মূল মর্মে ব্যাপক সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে। (বিস্তারিত: ইরওয়াউল গালীল হাদীস নং ৭৭৭ ও তৎসংশ্লিষ্ট পর্যালোচনা)

২৬২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَعَجَزَ النَّاسُ مِنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلَ النَّاسُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ. (الصحيح: ১০১)

২৬২. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মানুষের মধ্যে প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি চাওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষমতা দেখায় আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে সালামের ক্ষেত্রে কৃপণতা দেখায়।
(আস-সহীহাহ- ৬০১)

হাদীসটি সহীহ।

আব্দুল গনী আল-মাকদেসী- ২/১৪১; সহীহ ইবনু হিব্বান হা. ১৩৯৩।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (ইবনু হিব্বানের) হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

শুআয়িব আল-আরনাউতও অনুরূপ বলেছেন। (তাহকীকুত সহীহ ইবনু হিব্বান- ১০/৩৪৯/৪৪৯৮)

আস-সহীহাহ- ১৬

۲۶۳- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَتْنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ،
 حَدِيثُهُ مِنْ فِيهِ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ (أَصْبَهَانَ)، مِنْ
 أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا: (جَى)، وَكَانَ أَبِي دِهْقَانُ قَرَيْنِهِ،
 وَكُنْتُ أَحَبُّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، فَلَمَّ يَزَلْ حَبَهُ إِبَائِي حَتَّى حَبَسَنِي فِي
 بَيْتِهِ أَيْ: مُلَازِمَ النَّارِ كَمَا تَحْبَسُ الْجَارِيَةُ، وَأَجْهَدْتُ فِي
 الْمَجْرُسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ قَاطِنَ النَّارِ الَّذِي يَوْقِدُهَا لَا يَتْرُكُهَا
 تَخْبُو سَاعَةً، قَالَ: وَكَانَتْ لِأَبِي ضَيْعَةٌ عَظِيمَةٌ، قَالَ: فَشَغَلْتُ فِي
 بَنِيَانٍ لَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لِي: يَا بَنِي! إِنِّي شَغَلْتُ فِي بَنِيَانٍ هَذَا
 الْيَوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي. فَاذْهَبْ فَاطْلَعْهَا. وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا
 يُرِيدُ، فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ، فَمَرَرْتُ بِكَنِيْسَةٍ مِنْ كَنَانِسِ
 النَّصَارَى، فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يَصَلُّونَ، وَكُنْتُ لَا أَدْرِي
 مَا أَمَرَ النَّاسَ لِحَبْسِ أَبِي إِبَائِي فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ
 وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ، دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ، قَالَ: فَلَمَّا
 رَأَيْتَهُمْ أَعْجَبَتْنِي صَلَاتُهُمْ، وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ، وَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ
 خَيْرٌ مِنَ الدِّينِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ
 الشَّمْسُ، وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِي، وَلَمْ أَتِهَا، فَقُلْتُ لَهُمْ أَيْنَ أَصْلُ
 هَذَا الدِّينِ؟ قَالُوا: بِالشَّامِ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي، وَقَدْ بَعَثْتُ فِي
 طَلْبِي، وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ: أَيْ بَنِي
 أَيْنَ كُنْتَ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَاهَدْتُ إِلَيْكَ مَا عَاهَدْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتِ!

مَرَرْتُ بِنَاسٍ يَصْلُونَ فِي كَنْبِسَةٍ لَهُمْ، فَأَعَجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ
 دِينِهِمْ، فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ عَنْدهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: أَيُّ بَنِي
 لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ، دِينُكَ وَدِينُ أَبَانِكَ خَيْرٌ مِنْهُ. قَالَ:
 قُلْتُ: كَلَّا وَاللَّهِ، إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَا، قَالَ: فَخَافَنِي، فَجَعَلَ فِي
 رَجُلِي قَيْدًا، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ، قَالَ: وَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى
 فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكَبٌ مِنَ الشَّامِ تَجَارٍ مِنَ النَّصَارَى،
 فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكَبٌ مِنَ الشَّامِ تَجَارٍ مِنَ
 النَّصَارَى، قَالَ: فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَا قَضَوْا
 حَوَاجَتَهُمْ، وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ فَأَذِّنُونِي بِهِمْ، فَلَمَّا أَرَادُوا
 الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ أَخْبِرُونِي بِهِمْ، فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رَجُلِي،
 ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ، فَلَمَّا قَدِمْتُهَا قُلْتُ: مَنْ
 أَفْضَلُ أَهْلِ هَذَا الدِّينِ؟ قَالُوا: الْأَسْقَفُ فِي الْكَنْبِسَةِ. قَالَ:
 فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَذَا الدِّينِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ
 مَعَكَ، أَخْدِمَكَ فِي كَنْبِسَتِكَ، وَاتَّعَلَّمْ مِنْكَ، وَأَصْلِي مَعَكَ. قَالَ:
 فَادْخُلْ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ، قَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ سَوَّى، بِأَمْرِهِمُ بِالصَّدَقَةِ
 وَيَرْغَبُهُمْ فِيهَا، فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ، اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ
 وَلَمْ يَعْطِ الْمَسَاكِينَ، حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قَلَالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرَقٍ، قَالَ:
 وَأَبْغَضْتِهِ بَغْضًا شَدِيدًا لَمَّا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ، ثُمَّ مَاتَ، فَاجْتَمَعَتْ
 إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنْ هَذَا كَانَ رَجُلٌ سَوَّى،

بَأْمَرِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيَرْغِبُكُمْ فِيهَا، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ بِهَا، اِكْتَنَزَهَا
لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا. قَالُوا: وَمَا عَلِمُكَ
بِذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا أَدْلِكُمْ عَلَى كَنْزِهِ. قَالُوا: فَدَلَّنَا عَلَيْهِ. قَالَ:
فَأَرَيْتَهُمْ مَوْضِعَهُ، قَالَ: فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْلُوءَةٍ
ذَهَبًا وَوَرِقًا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا: وَاللَّهِ لَا نَدْفَنُهُ أَبَدًا. فَصَلَّبُوهُ،
ثُمَّ رَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ. ثُمَّ جَاؤُوا بِرَجُلٍ آخَرَ فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِهِ. قَالَ:
يَقُولُ سَلْمَانُ: فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا لَا يَصَلِّيَ الْخُمْسَ أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ
مِنْهُ، أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، وَلَا أَرْغَبُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا أَدَّابَ لَيْلًا وَنَهَارًا
مِنْهُ، قَالَ: فَأَحْبَبْتُهُ حَبًّا لَمْ أَحِبَّهُ مِنْ قَبْلِهِ، وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا،
ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَلَانُ! إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ، وَأَحْبَبْتُكَ
حَبًّا لَمْ أَحِبَّهُ مِنْ قَبْلِكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فَبَالِي
مَنْ تُوصِي بِى؟ وَمَا تَأْمُرْنِي؟ قَالَ: أَيُّ بَنِيَّ! وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا
الْيَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ، لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَبَدَّلُوا، وَتَرَكُوا
أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا (الْمَوْصِلَ)، وَهُوَ فَلَانُ، فَهُوَ عَلَى
مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَالْحَقُّ بِهِ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغِيبَ، لَحِقْتُ
بِصَاحِبِ (الْمَوْصِلِ)، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَلَانُ! إِنْ فَلَانُ أَوْصَانِي عِنْدَ
مَوْتِهِ أَنْ الْحَقُّ بِكَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: أَقِمْ
عِنْدِي. فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلٍ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ، فَلَمْ
يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ: يَا فَلَانُ! إِنْ فَلَانُ

أَوْصَىٰ بِي إِلَيْكَ، وَأَمَرَنِي بِاللَّحْقِ بِكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ مَا تَرَىٰ، فَإِلَىٰ مَنْ تَوْصَىٰ بِي؟ وَمَا تَأْمُرُنِي؟ قُلْ: أَيُّ بَنِي
وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَىٰ مِثْلٍ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا بِ(نَصِيبَيْنِ)،
وَهُوَ فُلَانٌ، فَالْحَقَّ بِهِ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغِيبَ، لَحِقْتُ بِصَاحِبِ
(نَصِيبَيْنِ) فَجِئْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِي وَمَا أَمَرَنِي بِهِ صَاحِبِي،
قَالَ: فَأَقِمَّ عِنْدِي. فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ، فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ أَمْرِ صَاحِبِهِ،
فَأَقَمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلٍ، فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، فَلَمَّا
حَضَرَ؟ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ! إِنْ فُلَانًا كَانَ أَوْصَىٰ بِي إِلَىٰ فُلَانٍ، ثُمَّ
أَوْصَىٰ بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ، فَإِلَىٰ مَنْ تَوْصَىٰ بِي؟ وَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَيُّ
بَنِي! وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ عَلَىٰ أَمْرِنَا أَمْكَ أَنْ تَأْتِيَهُ إِلَّا رَجُلًا
بِ(عَمُورِيَّةَ)، فَإِنَّهُ بِمِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِهِ، قَالَ:
فِيَّاهُ عَلَىٰ أَمْرِنَا. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ وَغِيبَ، لَحِقْتُ بِصَاحِبِ
(عَمُورِيَّةَ)، وَأَخْبَرْتُهُ خَبْرِي، فَقَالَ: أَقِمَّ عِنْدِي. فَأَقَمْتُ مَعَ رَجُلٍ
عَلَىٰ هَدْيِ أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ، قَالَ: وَاکْتَسَبْتُ حَتَّىٰ كَانَ لِي بَقَرَاتٌ
وَوُغْنِيْمَةٌ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللَّهِ، فَلَمَّا حَضَرَ قُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ!
إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلَانٍ، فَأَوْصَىٰ بِي فُلَانٌ إِلَىٰ فُلَانٍ، وَأَوْصَىٰ بِي فُلَانٌ
إِلَىٰ فُلَانٍ، ثُمَّ أَوْصَىٰ بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ، فَإِلَىٰ مَنْ تَوْصَىٰ بِي؟ وَمَا
تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَيُّ بَنِي! مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَىٰ مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌ
مِنَ النَّاسِ أَمْكَ أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظْلَكَ زَمَانُ نَبِيٍّ، هُوَ

مَبْعُوثٌ بِدَيْنِ إِبْرَاهِيمَ، يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضِ
بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَخْلٌ، بِهِ عَلَامَاتٌ لَا تَخْفَى، يَأْكُلُ الْهَدْيَةَ،
وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ، فَإِنْ اسْتَطَاعَتْ أَنْ
تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ فافْعَلْ. قَالَ: ثُمَّ مَاتَ وَغِيبَ، فَمَكَثْتُ فِي
(عَمُورِيَّةَ) مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُثَ، ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تَجَارًا،
فَقُلْتُ لَهُمْ: تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ
وَعَنِيْمَتِي هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَأَعْطَيْتَهُمُوهَا، وَحَمَلُونِي، حَتَّى
إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِيَ الْقُرَى ظَلَمُونِي، فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلٍ مِنَ
الْيَهُودِ عَبْدًا، فَكُنْتُ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ
الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي، وَلَمْ يَحَقِّقْ لِي فِي نَفْسِي، فَبَيْنَمَا
أَنَا عِنْدَهُ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٍّ لَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي قَرِيطَةَ،
فَابْتَاعَنِي مِنْهُ، فَاحْتَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ
رَأَيْتَهَا فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِي، فَأَقَمْتُ بِهَا. وَبَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ
فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ، لَا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرِ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُغْلِ
الرِّقِّ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ عِذْقٍ لِسَيِّدِي
أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ، وَسَيِّدِي جَالِسٌ إِذَا أَقْبَلَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ حَتَّى
وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: فَلَانُ! قَاتَلَ اللَّهُ بَنِي قَبِيلَةَ، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ الْآنَ
لَمَجْتَمِعُونَ بِ(قُبَاءَ) عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ
يَزْعَمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ حَتَّى

ظَنَنْتُ أَنِّي سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي، قَالَ: وَنَزَلَتْ عَنِ النَّخْلَةِ
فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِإِبْنِ عَمِّي ذَلِكَ: مَاذَا تَقُولُ؟ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ:
فَنَضِبَ سَيِّدِي فَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلِهَذَا؟
أَقْبَلَ عَلَى عَمَلِكِ. قَالَ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُسْتَشِيتَ
عَمَّا قَالَ. وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ
ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِ(قُبَاءَ)، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ
فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ
غُرَبَاءُ. ذُووُ حَاجَةٍ، وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي لِلصَّدَقَةِ، فَأَرَيْتُكُمْ أَحَقَّ
بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قَالَ: فَفَرَّيْتَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ:
كُلُوا. وَأَمْسِكْ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِهِ وَاحِدَةٌ،
ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ عَنْهُ، فَجَمَعْتُ شَيْئًا، وَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى
الْمَدِينَةِ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَهَذِهِ
هَدِيَّةٌ أَكْرَمْتُكَ بِهَا، قَالَ: فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا، وَأَمَرَ
أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَاتَانِ اثْنَتَانِ، ثُمَّ
جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِبُقَيْعِ الْغُرَقِدِ، قَالَ: وَقَدْ تَبِعَ جَنَازَةً مِنْ
أَصْحَابِهِ، عَلَيْهِ شَمْلَتَانِ لَهُ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَدْرْتُ أَنْظُرَ إِلَى ظَهْرِهِ، هَلْ أَرَى الْخَاتَمَ الَّذِي وَصَفَ
لِي صَاحِبِي، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَدْبَرْتُهُ، عَرَفَ أَنِّي

اُسْتُثْبِتَ فِي شَيْءٍ وَصَفَ لِي، قَالَ: فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ،
 فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتِمِ فَعَرَفْتُهُ، فَاَنْكَبْتُ عَلَيْهِ اُقْبِلْهُ وَاَبْكِي،
 فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَحَوَّلْ. فَتَحَوَّلْتُ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ
 حَدِيثِي كَمَا حَدَّثْتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! قَالَ: فَأَعْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ
 يَسْمَعَ ذَلِكَ أَصْحَابَهُ. ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرِّقَّ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ بَدْرَ وَاحِدٍ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَاتِبُ يَا
 سَلْمَانُ! فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِ مِثَّةٍ نَخْلٍ أَحْيِيهَا لَهُ
 بِالْفَقِيرِ، وَبِأَرْبَعِينَ أَوْقِيَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ.
 فَأَعَانُونِي بِالنَّخْلِ، الرَّجُلُ بِثَلَاثِينَ وَدِيَّةً، وَالرَّجُلُ بِعِشْرِينَ،
 وَالرَّجُلُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ، وَالرَّجُلُ بِعِشْرٍ، بَعْنِي: الرَّجُلُ بِقَدْرِ مَا
 عِنْدَهُ حَتَّى اجْتَمَعَتْ لِي ثَلَاثُ مِثَّةٍ وَدِيَّةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 اذْهَبْ يَا سَلْمَانُ! فَفَقِرَ لَهَا، فَإِذَا فَرَعْتُ فَاتِنِي أَكُونُ أَنَا أَضَعُهَا
 بِيَدِي. فَفَقِرْتُ لَهَا، وَأَعَانَنِي أَصْحَابِي، حَتَّى إِذَا فَرَعْتُ مِنْهَا
 جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعِيَ إِلَيْهَا، فَجَعَلْنَا قُرْبَ
 لَهُ الرَّدَى، وَيَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ
 بِيَدِهِ، مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَأَدَيْتُ النَّخْلَ وَبَقِيَ عَلَى
 الْمَالِ، فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ
 بَعْضِ الْمُغَازِي، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمَكَاتِبُ؟ قَالَ: فَدُعِيتُ

১. তা এক প্রকার গর্ত যা চারা রোপণের জন্য খনন করা হয়।

২. الردى একবচন। অর্থ- ছোট চারা।

لَهُ. فَقَالَ: خُذْ هَذِهِ فَأَدِّ بِهَا مَا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانَ! فَقُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا عَلَيَّ؟ قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ. قَالَ: فَأَخَذْتُهَا، فَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ أَرْبَعِينَ أَوْقِيَةً، فَأَوْفَيْتَهُمْ حَقَّهُمْ، وَعَتِيقْتُ، فَشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْخُنْدَقَ، ثُمَّ لَمْ يَفْتِنْنِي مَعَهُ مَشْهَدٌ.
(الصحيح: ٨٩٤)

২৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: সালমান আল-ফারেসী (রা) বর্ণনা করেন। এ হাদীসটি তার মুখ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি পারস্যবাসী ছিলাম (ইস্পাহানী)। আমার গ্রামের নাম ছিল جى “জাই”। আর আমি সেখানকার বাসিন্দা ছিলাম। আমার পিতা ছিলেন গ্রামের সর্দার। আর আমি তাঁর নিকট ছিলাম সবচেয়ে প্রিয়। তাঁর ভালবাসা আমার প্রতি এরূপ পর্যায়ে ছিল যে, তিনি আমাকে বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখতেন। অর্থাৎ (পূজার) আগুনের তত্ত্বাবধায়ক করে রাখেন। যেমন কোন বাঁদীকে আটকিয়ে রাখা হয় (তেমন আমাকে আবদ্ধ করে রাখতেন) এতে করে আমি অগ্নিপূজাতে খুবই মনোযোগী হলাম। আমি এক পর্যায়ে আগুনের এমন খাদেম হয়ে গেলাম যে, এক মুহূর্তের জন্যও আগুন নিভতে দিতাম না। সেই সাথে আমার পিতার ছিল বিশাল জমিদারী।

তিনি বলেন: তিনি একদিন তাঁর এক গৃহ নির্মাণে ব্যস্ত হলেন এবং আমাকে বললেন, হে পুত্র! আমি আমার জমিদারীতে এক গৃহ নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছি তুমি গিয়ে তা দেখ এবং আমাকে সেখানে যা ইচ্ছা তা করতে সুযোগ দিলেন। আমি তার জমিদারীর দিকে রওয়ানা হলাম। আমি খৃষ্টানদের এক গির্জার পাশ দিয়ে পথ চলছিলাম। তারা সালাত আদায় করছিল আমি তাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমাকে বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখার কারণে মানুষের চাল-চরিত্র সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। আমি যখন তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম তখন আমি তাদের নিকট গেলাম— যে তারা কী করে? আমি যখন তাদের সালাত দেখলাম তখন আমার ভালো লাগে এবং আমি তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমাদের পূর্বের ধর্মের চেয়ে এ ধর্মই উত্তম। আল্লাহর শপথ! আমি আমার বাবার জমিদারী ত্যাগ করে সেখানে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অবস্থান করলাম। ফলে জমিদারীতে আর যাওয়া হল না। আমি তাদের (খৃষ্টানদের) জিজ্ঞেস করলাম, এ ধর্মের উৎপত্তি কোথায়? তারা বলল, শামে (সিরিয়ায়)। তিনি বললেন, এরপর আমি আমার বাবার নিকট ফিরে এলাম। তিনি আমাকে খোঁজার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন এবং কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি ক্লান্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি তাঁর নিকট গেলাম তখন তিনি বললেন, হে পুত্র! তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে যা বলেছিলাম তা করেছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, বাবা! আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তারা গির্জায় সালাত আদায় করছিল। তাদের ধর্ম পদ্ধতি আমার খুবই ভালো লেগেছে। আল্লাহর শপথ! আমি সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের নিকট অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, হে বৎস! ঐ ধর্মের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। তোমার ধর্ম ও তোমার বাপ-দাদার ধর্ম তার চেয়ে অধিক উত্তম। আমি বললাম, না, আল্লাহর শপথ! কখনও তা নয়। ঐ ধর্মই আমাদের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিনি বলেন, অতঃপর আমাকে তিনি ভয় দেখালেন এবং আমার পায়ে বেড়ি পড়িয়ে দিলেন। অতঃপর আমাকে বাড়িতেই বন্দী করে রাখা হল। আমি খৃষ্টানদের নিকট সংবাদ পাঠালাম যে, যখন তোমাদের নিকট শামের খৃষ্টান ব্যবসায়ী কাফেলা আসবে তখন যেন আমাকে সংবাদ দেয়া হয়। তিনি বলেন (কিছুদিন পর) তাদের নিকট শামের এক খৃষ্টান ব্যবসায়ী কাফেলা আসে। অতঃপর তারা আমাকে সংবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি তাদের বললাম, যখন তোমরা তোমাদের প্রয়োজনাতি সেরে ফেলবে এবং দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন আমাকে জানাবে। যখন তারা তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো তখন আমাকে সংবাদ দিল। অতঃপর আমি আমার পা থেকে বেড়ি খুলে ফেললাম এবং তাদের সাথে সিরিয়ার পথে যাত্রা করলাম।

আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বললাম, তোমাদের মধ্যে এ ধর্মের ব্যাপারে সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি কে? তারা বলল, গির্জার পাদ্রীগণ। তিনি বলেন, অতঃপর আমি পাদ্রীর নিকট গেলাম এবং বললাম, আমি এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আর আমি আপনার সঙ্গ লাভকে ভালো মনে

করি। আমি গির্জাতে আপনার খিদমাত করতে চাই এবং আপনার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই। আমাকে আপনার সাথে মিলিয়ে নিন। তিনি (সালমান) বলেন, তিনি (পাদ্রীটি) আমাকে গীর্জাতে প্রবেশ করিয়ে নেন। অতঃপর আমি তার সাথে গির্জায় প্রবেশ করলাম। তিনি বলেন, সে (পাদ্রীটি) অসৎ লোক ছিল। মানুষজনকে সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ করতেন এবং তাদের খুবই উৎসাহিত করতেন। যখন লোকজন তার নিকট (সাদকার) বস্তু-দ্রব্যাদি জমা দিত তখন সে তা নিজের জন্য জমা করে রাখত। আর মিসকিনদের কিছুই দিত না। এক পর্যায়ে সে স্বর্ণ-চাঁদি দিয়ে সাতটি কলস পূর্ণ করে। তিনি বলেন, আমি যখন এমন কার্যকলাপ দেখলাম তখন তার প্রতি খুবই রাগান্বিত হলাম। (এর কিছুদিন পর) সে মারা গেল। খৃষ্টানগণ তাকে দাফন করার জন্য সমবেত হল। আমি তাদের বললাম, এ ব্যক্তিটি অসৎ ছিল। তোমাদের সে সদকাহ করার আদেশ দিত ও উৎসাহিত করত বটে, যখন তোমরা তাকে সম্পদ দিতে তখন সে তা নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রাখত এবং মিসকীনদের কিছুই দিত না। তারা বলল, এ ব্যাপারে তোমার কী জানা আছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তোমাদের তার সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব? তারা বলল, আমাদের তা জানিয়ে দাও। তিনি বলেন, আমি তাদের ঐ লোকটির স্থান দেখালাম। তিনি বলেন, তারা সেখান থেকে স্বর্ণ-চাঁদিপূর্ণ সাতটি কলস বের করল। তিনি বলেন, যখন তারা তা দেখল (তখন) তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে দাফন করব না। বরং তাকে শূলে চড়াব। অতঃপর তারা তাকে পাথর নিক্ষেপ করল। এরপর তারা এক ব্যক্তিকে তার স্থলে স্থলাভিষিক্ত করল।

তিনি [আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)] বলেন, সালমান (রা) বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে সে এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অধিক দুনিয়াত্যাগী। আর আখিরাতের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী তার চেয়ে আগ্রহী কাউকে দেখিনি। তিনি বলেন, আমি অন্তর থেকে তার চেয়ে অধিক আর কাউকে ভালবাসিনি। তার নিকট দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলাম এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর আমি তাকে বললাম, হে গুরু! আমি আপনার সাথে ছিলাম আর আপনাকে অন্তর থেকে যেরূপ ভালবাসি আর কাউকে এমন ভালবাসিনি। আর আপনার নিকট আল্লাহর আদেশ পৌঁছেছে এখন কার প্রতি আপনি আমাকে হাওয়াল

করছেন? আর আমাকে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর শপথ! এখন আমি আমার পথের উপর কাউকে দেখিনা। মানুষজন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারা অধিকাংশই আসল (ধর্ম) ত্যাগ করেছে। তবে মুসেলে (ইরাকের এক শহর) এক ব্যক্তি আছে। সে ওমুক (এক নাম বলে দিয়েছেন) সে আমার পথে আছে। সে সঠিক পথে আছে। তিনি বলেন, অতঃপর যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং তার কার্বাদি সমাপ্ত করা হলো, আমি মুসেলের ব্যক্তিটির নিকট গেলাম। আমি তাকে বললাম, হে মহোদয়! ওমুক ব্যক্তি আমাকে তার মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করেছে যে, আমি যেন আপনার সান্নিধ্যে থাকি। তিনি বলেন, তিনি (পাদ্রীটি) বললেন, তুমি আমার নিকট অবস্থান কর। আমি তার নিকট অবস্থান করলাম। আমি তাকে তার বন্ধুর পথে উত্তম মানুষ হিসেবে পেলাম। তবে বেশিদিন না যেতেই সে মৃত্যুবরণ করল। যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন আমি তাকে বললাম, হে গুরু! ওমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট আসার জন্য আমাকে ওসীয়ত করেছিল আর আপনার সান্নিধ্যে গ্রহণের জন্য আদেশ দিয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার উপর যা উপস্থিত হয়েছে তা আমি দেখছি (অর্থাৎ, আপনার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে) এখন আপনি কার নিকট যাওয়ার জন্য আমাকে ওসীয়ত করছেন? আর আমাকে কী আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহর শপথ একজন ব্যক্তি ব্যতীত আমি আর কাউকে আমাদের সঠিক পথে দেখছি না যার নিকট যাওয়ার জন্য আদেশ দিব। (ঐ ব্যক্তিটি হলো) উমুরিয়াহ এর বাসিন্দা। সে হুবহু আমাদের পথেই রয়েছে। তিনি বলেন, যদি তুমি চাও তবে তার নিকট যাও। কারণ, সে আমাদের পথেই রয়েছে। তিনি বলেন, অতঃপর যখন সে মারা গেল এবং দাফন-কাফন করা হলো। আমি উমুরিয়াহ-এর ব্যক্তিটির নিকট গেলাম এবং আমার ঘটনাটির ব্যাপারে তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট অবস্থান কর।

অতঃপর আমি তার নিকট অবস্থান করলাম। সে তার বন্ধুদের আদর্শ ও ধর্মের উপর ছিল। তিনি [সালমান ফারেসী (রা)] বলেন, আমি কিছু উপার্জনও করেছিলাম। একপর্যায়ে অনেক গাভী ও বকরীর মালিক হয়ে গেলাম। তিনি বলেন, অতঃপর তার উপর আল্লাহর হুকুম আসল। (অর্থাৎ মৃত্যু ঘনিয়ে এল) যখন তার মৃত্যু সন্নিহিত হলো তখন আমি তাকে বললাম, হে গুরু! আমি

(প্রথমে) ওমূকের নিকট ছিলাম অতঃপর তিনি ওমূক ব্যক্তির ব্যাপারে ওসীয়াত করেন। অতঃপর ওমূক ব্যক্তি আবার ওমূকের নিকট (যাওয়ার জন্য) ওসীয়াত করেন। অতঃপর অমূক ব্যক্তি আবার আমাকে আপনার নিকট আসার জন্য ওসীয়াত করেন। এখন আপনি কার নিকট যাওয়ার জন্য আমাকে ওসীয়াত করছেন? আর আপনি আমাকে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, হে বৎস! আমার জানা মতে এখন আর এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, আমাদের ধর্মে রয়েছে যার নিকট যাওয়ার জন্য তোমাকে আদেশ করব। তবে নাবী আবিল্‌ভাবের সময় ঘনিষে এসেছে। তিনি ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্মে প্রেরিত হবেন। আরব ভূমিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন আর তিনি এমন ভূমির দিকে হিজরত করবেন যা পাথরময় ভূমি হবে এবং সেখানে খেজুর বৃক্ষ থাকবে। তার কিছু নিদর্শন হবে যা খুবই স্পষ্ট। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন, তবে সাদ্‌কাহ ভক্ষণ করবেন না। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যভাগে নবুওতের সিলমোহর থাকবে। যদি তোমার ঐ দেশে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে তবে তুমি যাও। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি ইস্তেকাল করলেন এবং তাকে দাফন-কাফন করা হলো।

অতঃপর আমি উমুরিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যতদিন চান অবস্থান করলাম। আমার নিকট দিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলা যাচ্ছিল আমি তাদের বললাম, আমাকে আরবে নিয়ে চল। (বিনিময়ে) আমি তোমাদের এই গাভী ও বকরীগুলো প্রদান করব। তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর আমি তাদের সেগুলো দিয়ে দিলাম আর তারা আমাকে নিয়ে চলল। যখন তারা আমাকে নিয়ে ওয়াদী আল কারায় গেল তখন তারা আমার প্রতি অবিচার করল। তারা আমাকে গোলাম হিসেবে এক ইয়াহুদী ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করল। অতঃপর আমি তার নিকট থাকতে লাগলাম। আর আমি খেজুর গাছ দেখতে লাগলাম ও ভাবলাম, আমার বন্ধু আমাকে যে ভূমির কথা বলেছিলেন, তা মনে হয় এটিই হবে। আমার মনে এমন চিন্তা-চেতনাই চেপেছিল। এসময় আমি তার নিকট ছিলাম। আর তার (মনিবের) চাচাত ভাই যে বনী কুরাইজার বাসিন্দা সে মাদীনা হতে আসল। অতঃপর সে আমাকে তার নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়ে গেল। সে আমাকে মাদীনায়ায় আনল। আল্লাহর শপথ! এটি (মাদীনা শহর) ঐরূপই যা আমার দেখা মাত্রই বিশ্বাস হয়েছে যে, এরই বর্ণনা আমার বন্ধু করেছে। আমি এখানে অবস্থান করতে লাগলাম। (একদিন) আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনি মক্কাতে যতদিন

থাকার থাকলেন। আমি গোলামী জীবনে ব্যস্ত থাকায় তাঁর কোন খবর পেলাম না। অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) মাদীনাতে হিজরত করেন। আল্লাহর শপথ! আমি আমার মালিকের খেজুর গাছের মাথায় কাজ করছিলাম। আর আমার মনিব বসেছিল। ইত্যবসরে তাঁর চাচাত ভাই এল এবং তার নিকট এসে থামল। অতঃপর সে বলল, হে অমুক! আল্লাহ বনী কাইলাহদের ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ! তারা কুবাতে মাক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির নিকট সমবেত হয়েছে। তারা তাকে নাবী ধারণা করছে। তিনি বলেন, যখন আমি এ কথা শুনলাম আমার কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল একপর্যায়ে আমি ধারণা করলাম যে, আমি আমার মনিবের উপর পড়ে যাব। তিনি বলেন, আমি গাছ থেকে নেমে আসলাম এবং তাঁর চাচাত ভাইকে বলতে লাগলাম, তুমি কী বলতে ছিলে? তুমি কী বলছিলে? তিনি বললেন, অতঃপর আমার মনিব চটে গেলেন এবং আমাকে খুব জোরে আঘাত করলেন এবং বললেন, এ ব্যাপারে তোমার কী হয়েছে? তুমি তোমার কাজে যাও। তিনি বলেন, আমি বললাম, কিছুই না। আমি শুধু সে যা বলেছে তা আমি জানতে চাচ্ছি। আমার নিকট কিছু সম্পদ ছিল যা আমি সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। যখন সন্ধ্যা হল তখন আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি কুফাতে ছিলেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, আপনি সং ব্যক্তি। আর আপনার সাথে আপনার সাথীরা রয়েছেন যাঁরা অভাবী আর এগুলো আমার নিকট সাদকাহ করার জন্য রয়েছে। আমি এগুলোর ব্যাপারে আপনারা ব্যতীত আর কাউকে হাক্কদার বলে মনে করি না।

তিনি বলেন: আমি এগুলো তাঁর নিকট হাজির করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের বললেন, তোমরা খাও। আর তিনি হাত সংযত করলেন এবং কিছুই খেলেন না। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এটি প্রথম আলামত। অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে চলে আসলাম। অতঃপর আরও কিছু দ্রব্যাদি সঞ্চয় করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাতে চলে আসলেন। এরপর আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, আমি আপনাকে সাদকার সম্পদ খেতে দেখিনি আর এগুলো আপনার নিকট হাদিয়া। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো থেকে খেয়েছেন এবং সাহাবীদের আদেশ করলে তাঁরাও আহ্বার করলেন। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এই দুটি (হলো নাবুওতের) আলামত। অতঃপর বাকীউল গারকাদে আমি নাবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি তাঁর এক সাহাবীর জানাযায় পিছু পিছু যাচ্ছিলেন। তাঁর

পরিধানে দু'টি চাদর ছিল তিনি তাঁর সাথীদের সাথে বসেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। অতঃপর আমি তাঁর পিঠের দিকে ঘুরে দেখতে লাগলাম। যেন আমার বন্ধুর বর্ণনা মোতাবেক ঐ মোহরটি দেখতে পাই। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখলেন যে, আমি তাঁর পিছনে ঘুরছি তখন তিনি তা বুঝতে পারলেন— আমি কোন কিছু অনুসন্ধান করছি যা আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি বলেন: অতঃপর তিনি পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে ফেললেন। আমি মোহর দেখতে পেলাম এবং তাঁকে চিনতে পারলাম (ইনিই নাবী)। আমি তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লাম এবং তাতে চুমু খেয়ে কাঁদতে লাগলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এদিকে এস। আমি ঘুরে এলাম এবং তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। যেমন তোমার নিকট বর্ণনা করছি। হে আব্বাসের পুত্র! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরও এ ঘটনা শুন্যর জন্য পছন্দ করলেন। অতঃপর সালমান গোলামীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন যার দরুন বদর ও উহুদ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তিনি বলেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে সালমান! তুমি (তোমার মালিকের সাথে আজাদীর ব্যাপারে) চুক্তি কর। আমি তাঁর সাথে তিনশত ছোট খেজুর গাছের চারা ফলদায়ক হওয়া পর্যন্ত এবং চল্লিশ উকিয়া আদায় করার উপর চুক্তি করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর তারা আমাকে খেজুর গাছ (চারা) দিয়ে সাহায্য করল। এক ব্যক্তি ত্রিশটি চারা দিলেন, আরেকজন বিশটি। অপরজন পনেরটি আরেকজন দশটি চারা দিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রদান করলেন। এক পর্যায়ে আমার তিনশত চারা হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে সালমান! তুমি যাও এবং এগুলো রোপণ করার জন্য গর্ত খনন কর। যখন শেষ করবে তখন আমার নিকট আসবে আমি নিজ হাতে তা রোপণ করব। অতঃপর আমি গর্ত খনন করলাম। আর একাজে তাঁর সাহাবীগণ আমাকে সাহায্য করলেন। যখন আমি কাজ শেষ করলাম তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সংবাদ দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে চললেন। আমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) গাছের চারা দিতাম আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা রোপণ করতেন। ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে সালমানের প্রাণ! ঐ চারাগুলোর একটি চারাও মারা যায়নি। আমি গাছের চুক্তি আদায় করেছি এখন আমার

উকিয়ার অর্থের চুক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোন যুদ্ধের গনীমত হতে মুরগীর ডিমের ন্যায় স্বর্ণের এক টুকরা আসলে তিনি বলেন, সালমান তার মুকাতাবের (মুনিবের) ব্যাপারে কী করেছে? (অর্থাৎ, সে মাল আদায় করেছে না করেনি?) তিনি বলেন, অতঃপর আমাকে ডাকা হল, অতঃপর তিনি বললেন, এটি নাও এবং তোমার যে ঋণ আছে তা আদায় কর।

অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর যে ঋণ আছে এটা কিভাবে তার বরাবর হবে? তিনি বললেন, এটা নাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারাই তোমার ঋণ আদায় করে দিবেন। তিনি বলেন, আমি তা নিলাম এবং তাদের সাথে চল্লিশ উকিয়ার ওজন করলাম। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে সালমানের প্রাণ! আমি তাদের হাক্ক পূর্ণভাবে আদায় করলাম। অতঃপর আমি মুক্তি লাভ করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। তারপর তাঁর সাথে আর কোন যুদ্ধেই আমি অনুপস্থিত থাকিনি। (আস-সহীহাহ-৮৯৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটির ইসনাদ 'হাসান' সানাদের 'মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্' হুদুকُ حَسَنُ الْحَدِيثِ তিনি এখানে تَحْدِيثُ তাছবীহ করেছেন। হাদীসটি ইমাম ইবনুল যাওজী তার الْحَدَائِقُ-এর (১/৪১৩-৪১৮); যাহাবী তার সিয়ারের (১/৫০৬); আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বলের তরিকে তার বাবা থেকে এই সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইবনু হিশাম তার السِّيَرَةُ النَّبَوِيَّةُ-এর (১/২২৮-২৩৫); ইবনু সা'দ তার السُّطُفَاتُ الْكُبْرَى-এর (৪/৭৫-৮০); ইমাম বায্যার তার মুসনাদের হা. ২৯৯ এবং ২৫০০; ইমাম তাহাভী তার نَرْحُ مَشْكِلِ الْأَنْبَاءِ-এর হা. ৪৭৭২; ইবনু হিব্বান তার الْتَفَاتُ-এর (১/২৪৯ ও ২৫৭); তাবারানী তার الْكَبِيرُ-এর হা. ৬০৬৫; আবুশ শায়েখ তার طَبَقَاتُ الْمُحَدِّثِينَ بِرُصَبَهَانٍ-এর (১/৪৯-৫০); ইমাম বাইহাকী তার السُّنَنُ-এর (১০/৩২২-৩৪০) এবং دَلَائِلُ النَّبَوَةِ-এর (২/৯২); ইমাম খাতীবে বাগদাদী তার تَارِيخُ بَغْدَادَ-এর (১/১৬৫); ইবনুল আছীর তার أَسْدُ الْغَابَةِ-এর (২/৪১৭-৪১৯); ইমাম যাহাবী তার السِّيَرُ-এর (১/৫০৬) একাধিক তরুকে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে এই إِسْنَادُ-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

٢٦٤- عَنْ الْبَرَاءِ مَرْفُوعًا: أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلِيمًا.

(الصحيحة: ١٤٩٣)

২৬৪. বারা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা সালামের প্রচলন কর। শান্তিতে থাকবে। (আস-সহীহাহ- ১৪৯৩)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ ৪৭৭/১২৬৬।

আহমাদ- ৪/২৮৬। আবু ইয়ালা- ২/১০১। ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৯৩৪। আবু নুঈম তার ‘আখবারে ইম্পাহান’ ১/২৭৭...।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান।

٢٦٥- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ. (الصحيحة: ١٥٠١)

২৬৫. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা সালামের প্রচলন কর এবং খাবার খাওয়াও। আর তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও। আল্লাহ যেমন তোমাদের আদেশ করেন। (আস-সহীহাহ- ১৫০১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু উমার (রা) মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর নাসায়ীর ‘সুনানে কুবরার আল-ক্বাযা’ অধ্যায়ে (৪/৪/২); ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩২৫২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ।

٢٦٦- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْتُلُوا الْحَيَاتِ وَالْكَلابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفِينِ وَالْأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْفِطَانِ الْحَبَالَى. وَرَدَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(الصحيحة: ১৭৭১)

২৬৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা সাপ ও কুকুরকে হত্যা কর। দু’ফোটাওয়ালা (একপ্রকার সাপ যার চোখের নিকট দু’টি দাগ থাকে) ও আস-সহীহাহ- ১৭

লেজকাটা (সাপ) হত্যা কর। কারণ, এরা দৃষ্টিশক্তি হরণ করে এবং গর্ভপাত ঘটায়। (আস-সহীহাহ- ৩৯৯১)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- ৭/৩৭/৫৯৬২ (بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا)

সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩২৯৭; আবু দাউদ- ৫/৪১১/৫২৫২।

তিরমিযী- ৫/১৯১/১৫২৮।

২৬৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: أَقْبَلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابَّ يَبْثُنُ فِي الْأَرْضِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ.

(الصحيح: ১৫১৮)

২৬৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; সন্ধ্যার অন্ধকারের পরে তোমরা কম বের হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ঐ সময় পৃথিবীতে তার বাহিনী প্রেরণ করেন।^২ (আস-সহীহাহ- ১৫১৮)

হাদীসটি সহীহ।

বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১২৩৩; আবু দাউদ হা. ৫১০৪।

শাইখ আলবানী (র) এ সম্পর্কিত চারটি হাদীস বর্ণনার পর বলেন: এই চারটি হাদীসই মা'লুল (ক্রেটিযুক্ত)। কিন্তু সম্মিলিত বর্ণনা পরস্পরকে শক্তিশালী করে যা হাদীসটি সহীহ্ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়।

২৬৮- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِكْتَنِي (بِابْنِكَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي: ابْنُ الزُّبَيْرِ) أَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَتْ، وَلَمْ تَلِدْ قَطُّ.

(الصحيح: ১১২২)

১. এদের চোখের দিকে তাকানোর দ্বারা চোখের জ্যোতি নষ্ট হয় এবং গর্ভবতী মহিলার দৃষ্টি তাদের দৃষ্টির সাথে মিলিত হলে একপ্রকার রশ্মি আসে যার ফলে গর্ভের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। -অনুবাদক।

২. ৩১৮৪ নম্বরে শাইখ আলবানী (র)-এর (কিতাবে) বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আর অত্র কিতাবে ২৩৭ নম্বরে তা আলোচিত হয়েছে। -তাজরীদকারক।

২৬৮. হিশাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, ‘আয়িশা (রা) নাবী -কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যতীত আপনার সকল স্ত্রীরই উপনাম রয়েছে। রাসূলুল্লাহ  তাঁকে বললেন, তুমি তোমার উপনাম (তোমার পুত্র আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইবনু যুবাইর এর নামে) উম্মু আব্দুল্লাহ রাখ। তিনি বলেন, তাকে মৃত্যু পর্যন্ত উম্মু আব্দুল্লাহ বলে ডাকা হত। তিনি কোন সন্তান জন্ম দেননি। (আস-সহীহাহ- ১৩২)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ৬/১৫১....।

শুআয়িব আল-আরনাউত বলেন: এই হাদীসটি সহীহ; কিন্তু সানাদটির হিশাম বিন উরওয়া সম্পর্কে ইখতিলাফ (বিতর্ক) আছে। (তাহকীকুত মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ২৫২২২২)

٢٦٩- عَنْ شَيْبَةَ، قَالَ: لَبَّى عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّفَا، ثُمَّ قَالَ: يَا لِسَانِ! قُلْ خَيْرًا تَغْنِمُ، اسْكُتْ تَسْلِمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدِمَ. قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! هَذَا شَيْءٌ أَنْتَ تَقُولُهُ أَمْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ. (الصحيح: ١٥٢٤)

২৬৯. শাকীক (র) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (রা) সাফা পাহাড়ের ওপর তালবিয়া পাঠ করলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, হে জিহ্বা! উত্তম কথা বল, উপকার পাবে। লজ্জিত হওয়ার পূর্বেই চুপ হও; শান্তিতে থাকতে পারবে। তারা বলল, হে আব্দুর রহমান! এগুলো তুমি বলছ না কোথাও শুনেছ? তিনি বললেন, না, বরং রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, বানী আদামের অধিকাংশ গুনাহ তার জিহ্বার কারণেই হয়ে থাকে। (আস-সহীহাহ- ৫৩৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি শাকীক (র) সূত্রে  সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী তার -এর (৩/৭৮/১-২); ইমাম ইবনু আসাকির তার  (১৫/৩৮৯/১)

আলবানী বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ ও সহীহ মুসলিমের শর্ত মোতাবেক।

২৭১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: رَجُلٌ مُمَسِّكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ أَوْ قَالَ: فَرَسٍ. فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَفْتُلَ. قَالَ: فَأَخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِمْرُؤٌ مَعْتَزِلٌ فِي شُعَيْبٍ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ. قَالَ: فَأَخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الَّذِي يَسْأَلُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يُعْطَى بِهِ. (الصحيح: ২৫০)

২৭১. ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ তাদের নিকট আসল, তখন তারা উপবিষ্ট ছিল। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম ব্যক্তির সংবাদ দিব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখে অথবা ঘোড়ার লাগাম ধারণ করে রাখে। এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করে কিংবা শহীদ হয়। তিনি বললেন, অতঃপর খবর দিব না ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে তার পরে স্থান লাভ করবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি যে কোন এক (ঘটি বা উপত্যকার) পাশে একাকীত্ব গ্রহণ করে, সালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং মানুষজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। তিনি বললেন, তোমাদের কি সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তির সংবাদ প্রদান করব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি যার নিকট মহান আল্লাহর নামে চাওয়া হল আর সে কিছু দিল না। (আস-সহীহাহ- ২৫৫)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী- ১/১১ (بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ) ১/৮৯/১৭৯ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَصَالَ) সহীহ মুসলিম- ১/৮৯/১৭৯ (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَصَالَ) (إِلَى الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ).....

২৭২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرَجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيقُ ﷺ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ ﷺ فِي

الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودِ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاجِيَةِ
 الْمِصْرَ لَا يَزُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: الْوُدُودُ
 الْوُلُودُ الْعَزُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ
 يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُولَ: لَا أَذُوقُ غَمَضًا حَتَّى تَرْضَى.

(الصحيح: ২৮৭)

২৭২. ইবনু আব্বাস থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আমি তোমাদের কি জান্নাতী ব্যক্তিদের সংবাদ দিব না? নাবীগণ জান্নাতী, সিদ্দীকগণ জান্নাতী, শহীদগণ জান্নাতী, শিশুগণ জান্নাতী, আর ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শহরের এক প্রান্তে অবস্থানকারী বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। তোমাদের ঐ সকল স্ত্রীগণ জান্নাতী; যারা স্বামীভক্ত, অধিক সন্তান দানকারী ও স্বামীর সাথে অধিক সখ্যতাকারিণী যখন স্বামী তার উপর রাগান্বিত হয় তখন সে স্বামীর হাতে হাত রাখে এবং বলে, আপনি রাগি না হওয়া পর্যন্ত আমি চক্ষু বন্ধ করব না। (আস-সহীহাহ- ২৮৭)

হাদীসটি সহীহ।

তাম্মাম আর-রাযী 'আল-ফাওয়ায়েদ' ১/২০২; ইবনু আসাকির- ২/৮৭/২; আবু বাকার আশ-শাফেয়ী তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদে' ১১৫-১৬; আবু নুঈমের তার 'আল-হিলইয়াহ' ৪/৩০৩ (প্রথমংশ); নাসায়ীর "عَشْرَةُ النِّسَاءِ" (শেষাংশ);...

শাইখ আলবানী (র) বিভিন্ন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ গণ্য করেছেন।

২৭৩. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ

عِنْدَ امْرَأَةٍ نَيْبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ مُحَرَّمًا. (الصحيح: ৩০৮৬)

২৭৩. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বিবাহিত কিংবা মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত কেউ যেন প্রাপ্তবয়স্কা (কিংবা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের) নিকট রাত না কাটায়। (আস-সহীহাহ- ৩০৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- ৭/৭/৫৮০২ (بَابُ تَحْرِيمِ الْخُلُوفِ بِالْأَجْنِبَةِ وَالْدُخُولِ) ৭/৭/৫৮০২; ইবনু আবী শায়বাহ- ৪/৪০৯...; নাসায়ীর 'আস-সুনানুল কুবরা' ২/৩৮৬/৯২১৫; ইবনু আব্দুল বারের 'আত-তামহীদ' ১/২২৭; মুসনাদে আবু

ইয়লা- ৩/৩৭৬, ৩৮৪/১৮৪৮, ১৮৫৯; ইবনু হিব্বান হা. ৫৫৮৭, ৫৫৯০; খাতীবের 'তারীখে বাগদাদ'....।

২৭৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَخِذْ بِعَهْدِكَ عَهْدًا لَّنْ تَخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُزْمِنِينَ أَذِيتُهُ، شَتْمُهُ، لَعْنَتُهُ، جَلْدَتُهُ فَاجْعَلْهَا لِي صَلَاةً، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً تَقْرِبُنِي بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الصَّحِيحَةُ: ১৭৭৭)

২৭৪. আবু হুরাইরাহু (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ওয়াদা নিয়েছি তুমি তা কখনও ভঙ্গ করবে না। আমি একজন মানুষ। অতএব মুমিনদের যাকে আমি কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি, আঘাত দিয়েছি। তা তার জন্য সালাত, যাকাত বানিয়ে দিন এবং কিয়ামাতের দিন আপনার নৈকট্য লাভের ওয়াসীলা বানিয়ে দিন।

(আস-সহীহাহ- ৩৯৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- ৮/২৫/৬৭৮৪ (أَوْ سَبَّهُ أَوْ) بَابُ مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ (دَعَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ أَهْلًا لِذَلِكَ كَانَ لَهُ زَكَاةٌ وَأَجْرٌ وَرَحْمَةٌ)।

আহমাদ- ২/২৪৩, ৪৪৯।....

২৭৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (زَانِرًا فِي مَنْزِلِنَا)، فَرَأَى رَجُلًا شَعَثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَسْكُنُ بِهِ شَعْرُهُ؟ وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟. (الصَّحِيحَةُ: ৫৭৩)

২৭৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন (আমাদের বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে আসলেন) তিনি এক এলোকেশী ব্যক্তিকে দেখলেন, যার চুল বিক্ষিপ্ত ছিল। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি কি তার চুল সুন্দর করার জন্য কিছু পায় না? আর তিনি

অপর এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার পরিধেয় কাপড় ময়লা ছিল। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি কি পানি পায় না যার দ্বারা সে কাপড় ধুয়ে নিবে?

(আস্-সহীহাহ- ৪৯৩)

হাদীসটি সহীহ্।

আবু দাউদ হা. ৪০৬২; নাসাঈ- ২/২৯২।

প্রথমাংশ বর্ণনা করেছেন আহমাদ- ৩/৩৫৭; দুহাইম তার 'আল-আমালী' ২/২৫; মুসনাদে আবু ইয়ালা- ১/১১৪; সহীহ্ ইবনু হিব্বান হা. ১৪৩৮; হাকিম- ৪/১৮৬; আবু নাসিমের 'হিলইয়াহ' ৬/৭৮....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ্। যেভাবে হাকিম বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন....।

২৭৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: أَمَرَنِي جَبْرِيلُ أَنْ أَقْدِمَ الْأَكَابِرَ.
(المصيبة: ১০০০)

২৭৬. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; জিবরাঈল ('আলাইহিস সালাম) আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন প্রবীণদের অগ্রগামী করি। (অর্থাৎ প্রাধান্য দিয়ে থাকি)। (আস্-সহীহাহ- ১৫৫৫)

হাদীসটি হাসান।

আবু বাকার শাফে'য়ীর 'আল-ফাওয়ায়েদ' ৯/৯৭/১.... এর সানাদ নুঈম বিন হাম্মাদের জন্য যঈফ....।

সহীহ্ বুখারীতে তা'লীকরূপে এবং বায়হাকী মাওসুল সূত্রে..... এর সানাদ সহীহ্....।

২৭৭- عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَرِنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ. قَالَ: أَمِطِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنَّهُ لَكَ صَدَقَةٌ.
(المصيبة: ১০০৮)

২৭৭. আবু বারযাহ আল আসলামী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমাল বলে দিন যা আমি আমাল করতে পারি। তিনি বললেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও। কারণ, তা তোমার জন্য সাদাকা হবে। (আস্-সহীহাহ- ১৫৫৮)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনু সা'দ ৪/২৯৯; ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ২২৮; ইবনু নসরের 'আস-সালাত' ১/২২২, ১/২২৪; আহমাদ- ৪/৪২২-২৩....

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ.....।

٢٧٨- عَنْ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، وَابْكْ عَلَى خَطِيئَتِكَ. (الصحيحه: ٨٩٠)

২৭৮. উকবাহ ইবনু আমির আল যুহানী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নাজাত কী? তিনি বললেন, তুমি তোমার জিহ্বার ব্যাপারে তোমার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখ। তোমার গৃহ যেন তোমাকে আবদ্ধ করে রাখে এবং তোমার গুনাহের উপর ক্রন্দন কর।

(আস-সহীহাহ- ৮৯০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার ^{১৯৫}المُسْنَدُ-এর হা. ১৭৪৫২ ও ১৭৩৩৪-এ
 رِوَايَاتُ كَرَرَهُ ۱. ^{২০০}إِسْنَادُهُ جَسَنٌ সানাদের ^{২০১}إِبْنُ عَبَّاسٍ ইচ্ছেন
 এবং তিনি ^{২০২}ثِقَاتٌ আর বাকী ^{২০৩}صَدُوقٌ فِي رِوَايَتِهِ আর সানাদের
^{২০৪}ابن بهرام المروزي তিনি হলেন

হাদীসটি ইমাম ইবনুল মুবারক তার الزهد-এ এবং তিরমিযী তার 'সুনানের' (২/৬৫) রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়াও ইমাম ইবনু আবী দার الكامل-এর (৫/১৮১৩) عثمان بن أبي عاتكة-এর তরিকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٩- عَنْ أُسُودِ بْنِ أَصْرَمَ الْحَارِثِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي: قَالَ: أَمْلِكْ يَدَكَ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ (المحيطة: ١٥٦٠)

২৭৯. আসওয়াদ ইবনু আসরাম আল-মাহারেরী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে নসীহত করুন। তিনি বলেন, তোমার হাতের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর (অর্থাৎ, তোমার হাত সংযত রাখ) অপর বর্ণনা এসেছে, মঙ্গল ব্যতীত অন্য দিকে হাত প্রসারিত করো না। (আস-সহীহাহ- ১৫৬০)

হাদীসটি সহীহ ।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আত্-তারীখে' ১/১/৪৪৪; তাবারানী তার আল-কাবীরে হাদীস নং ৮১৮..... যঈফ.... (ঐ) হাদীস নং ৮১৭.....

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ.....।

২৮০- عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَوَدُّوا السَّلَامَ، وَأَعْيَنُوا الْمَظْلُومَ. (المعجمة: ১৫১)

২৮০. বারা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের এক মাজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা (মানুষকে) পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য সালামের জবাব দেয়ার জন্য ও অত্যাচারিতকে সাহায্য করার জন্য (রাস্তায়) বসবে। (আস-সহীহাহ- ১৫৬১)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ ৪/২৮২, ২৯১, ২৯৩; তাহাবীর 'শরহ্ মুশকিলিল আছার' ১/৬০; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৯৫৩; দারেমী- ২/২৮২; তিরমিযী- ২/১২১.....।

তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। বরং হাদীসটি সহীহ্।

২৮১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ تَلِيْنَنَ قَلْبَكَ، فَأَطْعِمِ الْمَسْكِيْنَ، وَأَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ. (المعجمة: ১৫২)

২৮১. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার অন্তরের কঠোরতা (পাষণতের) ব্যাপারে নালিশ করল (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির হৃদয় খুবই কঠিন ছিল) তিনি বললেন, যদি তুমি তোমার অন্তরকে নরম বানাতে চাও তবে মিসকিনদের খাবার দান কর এবং ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। (আস-সহীহাহ- ৮৫৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তার মুসনদ-এর (২/২৬৩) হা. ৭০৭৬; ইমাম তাবারানী তার 'মুখতাসারু মাকারিমিল আখলাকু' (১/১২০/১)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্; এর বর্ণনাকারীগণ ছিক্বাহ্।

২৮২- عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا إِنْسَانٌ شَاعَرَ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ مِنْ أَسْرَهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ .
(الصحيح: ১৭১২)

২৮২. 'আয়িশা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অপরাধী ব্যক্তি হলো, ঐ কবি যে পুরো বংশের নিন্দা করে এবং ঐ ব্যক্তি যে তার পিতাকে অস্বীকার করে থাকে।

(আস-সহীহাহ- ৭৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ১২৬।

ইবনু হাজার তার ফাতহুল বারীতে (১০/৪৪৩) বলেন: এর সানাদ হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বরং তা সহীহ।

২৮৩- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فَرِيَةً، لَرَجُلٍ هَجَا رَجُلًا، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرَهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ، وَزَنَى أُمَّهُ . (الصحيح: ১৬৮৭)

২৮৩. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই যে কোন ব্যক্তির নিন্দা করল। অতঃপর সে (জবাবে) পুরো বংশের নিন্দা জ্ঞাপন করল এবং ঐ ব্যক্তি যে তার পিতার থেকে অস্বীকৃত দেখায়। (অর্থাৎ, পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে) এবং তার মাকে অপবাদ দেয়। (আস-সহীহাহ- ১৬৮৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি 'আয়িশা (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম ইবনু মাজাহ তার 'السُّنَنُ'-এর (২/৪১১); ইমাম বায়হাকী তার 'السُّنَنُ الْكُبْرَى'-এর (১০/২৪১)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারীই ছিকাহ ও শাইখাইনে শর্তে উত্তীর্ণ।

১. শাইখ আলবানী (র) আদাবুল মুফরাদের ৭৬১ পৃষ্ঠায় এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, প্রকৃত শব্দ انتفى আর এমনই রয়েছে ব্যাখ্যা গ্রন্থে। ইবনু হিব্বান ও অপরাপর গ্রন্থে এমনই বর্ণনা এসেছে। -তাজরীদকারক।

করেন।^১ সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো প্রশ্ন করছিলাম যদি কারো সন্তান জন্মলাভ করে সে সম্পর্কে। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে তার সন্তানের পক্ষ হতে (পশু) জবাই করতে চায় তবে সে যেন করে। পুত্রের পক্ষ হতে দুটি সমাকৃতির বকরী আর কন্যার পক্ষ হতে একটি বকরী। (আস-সহীহাহ- ১৬৫৫)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ- হাদীস নং ২৮৪২; নাসায়ী- ২/১৮৮; হাকিম- ৪/২৩৮; বাইহাকী- ৯/৩০০; আহমাদ- ২/১৮২, ১৯৪....

হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চূপ থেকেছেন। মূলত হাদীসটি হাসান.....।

২৮৬- عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَأَشْرَافَهَا، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا. (المعجم: ১১২৭)

২৮৬. হুসাইন ইবনু আলী থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা উত্তম ও উন্নত বস্তুকে পছন্দ করেন আর অনর্থক-নিকৃষ্ট বস্তুকে অপছন্দ করেন। (আস-সহীহাহ- ১৬২৭)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী হাদীস নং ২৮৯৪; ইবনু 'আদী- ১/১১৪, যঈফ। কিন্তু এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে।....

বায়হাকী (র) তাঁর 'আল-আসমা ওয়াসসিফাতে' ৫৩ পৃষ্ঠা...এর সানাদ সহীহ।

২৮৭- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الرُّؤْيَا تَقَعُ عَلَى مَا تَعْبَرُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَهُ فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا، فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ رُؤْيَا، فَلَا يَحْدِثُ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمًا. (المعجم: ১২০)

১. কারণ عَنِي (আকীকা) শব্দটির উদ্ধৃত মূল শব্দ عَنْ আর তা থেকে عَنْكَ অর্থ্যাৎ অবাদ্যতা অর্থও হয়। এজন্য তিনি এ আমালের এ নাম পছন্দ করেননি। -অনুবাদক

২৮৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: স্বপ্ন তা'বীর (ব্যাখ্যা) অনুযায়ী ঘটে থাকে। এর উদাহরণ হলো, ঐ ব্যক্তির মত যে পা উঠায় এবং অপেক্ষা করে যে কখন সে পা রাখবে। যখন তোমাদের কেউ স্বপ্নে দেখবে সে যেন মঙ্গলকামী ও আলেম ব্যতীত কারো নিকট তা না বলে। (আস-সহীহাহ- ১২০)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস (রা) মারফু' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। الامام ابن اليسع المَسْتَدْرَكُ عَلَى ابوعبد الله الحاكم النيسابوري হাদীসটি তার (৪/৩৯১)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি হাদীসটির সানাদটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

২৮৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ، فَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ الْمَلِكُ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَزُورُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ (تَرْبُهَا)؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ لَهُ. (الصحيح: ১০৪৪)

২৮৮. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; এক ব্যক্তি তাঁর (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে গ্রামে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা তার পথের মধ্যে ফেরেশতাকে দাঁড় করিয়ে দেন। যখন ফেরেশতা তার নিকট আসে এবং বলে যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, আমি এই গ্রামে আমার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যাচ্ছি। তিনি (ফেরেশতা) বললেন, তোমার উপর তার কোন উপকার রয়েছে (যা তুমি ভাগ করছ)? সে (লোকটি) বলল, না। তবে আমি তাকে আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য ভালবাসি। তিনি (ফেরেশতা) বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার প্রতি প্রেরিত দূত। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নিশ্চয় তেমনি গণ্যকরবেন যেমন তুমি তাঁকে ভালবাস। (আস-সহীহাহ- ১০৪৪)

হাদীসটি সহীহ্।

আবু বাকার আশ-শাফেয়ী তাঁর ‘আল-ফাওয়ায়েদে’ ২/১১৫; হাসান বিন আলী আয-যাওয়াহেরী তাঁর ‘ফাওয়ায়েদুল মুনতাকাত্বে’ ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম মুসলিমও হাদীসটি ৮/১২/৬৭১৪ এ বর্ণনা করেছেন (بَابُ فِي فَضْلِ الْحَبِّ فِي اللَّهِ) ।

২৮৭- عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَنْزِلُنِي عَلَى أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ. أَوْ كَمَا قَالَ .

(المصيبة: ১১৮৫)

২৮৯. জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ ওমুককে ক্ষমা করবেন না। আর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, কোন্ ব্যক্তি এমন আছে যে আমার নিকট অনুনয় করবে—আমি যেন ওমুককে ক্ষমা না করি? আমি ওমুককে ক্ষমা করেছি আর তোমার (ক্ষমা না করার জন্য দু‘আকারীর) আমাল মূল্যহীন করে দিয়েছি। অথবা তিনি যেমনভাবে (হাদীসটি) বলেন। (আস-সহীহাহ- ১৬৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি জুন্দুব (রা) মারফু‘ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ মুসলিম (৮/৩৬/৬৮৪৭) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيطِ الْإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى) ইবনু আবীদ দুনইয়া “حَسَنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ” (১৯০/-১-২)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

২৯০- عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَزْنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ . (المصيبة: ১১৮৮)

২৯০. বিলাল ইবনু হারিস আল-মুযনী (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে তখন সে জানে না যে, তার এ কথা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে? আল্লাহ তা'আলা এ কথার কারণে কিয়ামাত পর্যন্ত তার প্রতি সন্তুষ্টি নির্ধারণ করেন (অর্থাৎ, তিনি তার প্রতি খুশি হন)। আর কোন ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি মূলক কোন কথা বললে তার এ কথা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা অনুমান করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এ কথার কারণে কিয়ামাত পর্যন্ত তার উপর অসন্তুষ্টিতা নির্ধারণ করে দেন। (আস-সহীহাহ-৮৮৮)

হাদীসটি সহীহ।

মালিক- ২/৩৮৫/৫; তিরমিযী- ২/৫২; ইবনু মাজাহ হা. ৩৯৬৯; ইবনু হিব্বান হাদীস নং ১৫৭৬; হাকিম- ১/৪৫-৪৬; আহমাদ- ৩/৪৬৯; আল-হুমাযদী হা. ৯১১।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান সহীহ।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে.....।

২৭১- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ السَّلَامَ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.
(المصيبة: ১৮৫)

২৯১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: নিশ্চয় সালাম (سَلَامٌ) আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে একটি নাম। যা তিনি পৃথিবীতে রেখেছেন। অতএব, তোমাদের পরস্পরে সালামের প্রচলন কর।

(আস-সহীহাহ-১৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস (রা) মারফু সূত্রে রিওয়াযাত করেছেন। হাদীসটির 'ইসনাদ' সহীহ। ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৯৮৯-এ ^{صحيح} রিওয়াযাত করেছেন। এছাড়াও ইমাম তাবারানী ^{المعجم الكبير} এর ^{سند} হা. ১০৩৯২; ইমাম বায্বার তার ^{المسند} এর হা. ১৯৯৯-এ হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

২৭২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: إِنَّ السَّلَامَ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشَوْهُ فِيكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ دَرَجَةٍ، لِأَنَّهُ ذَكَرَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ سَلَامِهِ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ (المعينة: ১১০-৭)

২৯২. আব্দুল্লাহ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; নিশ্চয় সালাম (السلام) আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম যা তিনি পৃথিবীতে রেখেছেন। অতএব, তোমরা পরস্পরে সালামের প্রচলন কর। কেননা, যখন কোন ব্যক্তি কোন দলের উপর সালাম দেয় আর তারা তার জওয়াব দেয় তখন ঐ ব্যক্তির জন্য (সালামদাতার জন্য) তাদের উপর মর্যাদা লাভ হয়। কারণ, সে তাদের (আল্লাহর নাম) স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আর যদি তারা তার জওয়াব না দেয় তবে তাদের চেয়ে উত্তম ও পবিত্র তিনিই তার জওয়াব দিয়ে থাকে।

(আস-সহীহাহ- ১৬০৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। হাদীসটি ইমাম নুরুদ্দীন আল হাইছামী তার ^{القُدْسِي}مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ-এর (طَبَعَةُ الْعِرَاقِ) (৮/২৯); ইমাম তাবারানী তার আল-মু'জামুল কাবীরের (১০/২২৪); ইমাম সুয়ূতী তার জামউল জাওয়ামে'র হা. ৫৫৮৫, ৫৫৮৬, ৫৫৮৭ এবং ৫৫৮৮; হুসামুদ্দীন আল মুত্তাকী আল-হিন্দী তার ^{كَنْزُ الْعَمَالِ فِي سُنَنِ}كَنْزُ الْعَمَالِ فِي سُنَنِ-এর হা. ২৪২৩৭, ২৫২৩৮, ২৫২৫৫ এবং ২৫২৬৬ আব্দুর রাজ্জাক তার ^{المُضَفَّ}المُضَفَّ-এর (المَكْتَبُ الْإِسْلَامِي) (১/৭৫) ইমাম সুয়ূতী তার ^{الدر}الدر-এর (الْمَعْجَمُ الصَّغِيرُ) (১/৭৫) ইমাম সুয়ূতী তার ^{المنشور}المنشور-এর (২/১৮৭) খাতীবে বাগদাদী তার তারীখে বাগদাদ (বইরুত ছাপা)-এর ৪/৩৯৫; সুয়ূতী তার ^{المصنوعة في الأحاديث}المصنوعة في الأحاديث-এর (২/১৫৫); ইমাম ^{عقيل}عقيل-এর হা. (২/২৯৪); ইমাম ^{الضعفاء}الضعفاء-এর (১/১৪১) এ রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইবনু হিব্বান তার ^{روضة العقلاء}روضة العقلاء-এর পৃষ্ঠা ৫৯-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

আস-সহীহাহ- ১৮

২৭৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ (مَا يَتَّبِعَنَّ فِيهَا)، يُزَلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (الصَّحِيحَةُ: ৫৫০)

২৯৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় মানুষ এমন (কিছু) বাক্যের দ্বারা কথা বলে (যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করে না) এর দ্বারা সে জাহান্নামের মধ্যে এমন এক দূরত্বে পতিত হয় যার দূরত্ব হবে পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত। (আস-সহীহাহ্- ৫৪০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তার ‘মুসনাদে’ (২/৩৭৮-৭৯)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ। (কিছুটা ভিন্ন সানাদে ও শব্দে) সহীহ মুসলিম- ৮/২২২/৭৬৭২ (بَابُ التَّكَلُّمِ) ۱ (بِالْكَلِمَةِ يَهْوَى بِهَا فِي النَّارِ)

২৭৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيْدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قِبَالَةَ الْقِبْلَةِ. (الصَّحِيحَةُ: ২৭৪০)

২৯৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি বস্তুর প্রধান রয়েছে আর মাজলিসের প্রধান হলো, সবার সামনের (অগ্রে) উপবিষ্টকারী। (আস-সহীহাহ্- ২৬৪৫)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানীর ‘আওসাতে’ (৩/২৬৯) হাদীসটিকে হাসান সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। আর শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান।

২৭৫- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاضَرَتْ خُطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاضَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ. (الصَّحِيحَةُ: ৫২৬, ২৭৭২)

২৯৫. হুজাইফাহ ইবনু ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন: যখন কোন মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম প্রদান করে এবং তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করে তখন তাদের উভয়ের গুনাহ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (আস-সহীহাহ- ২৬৯২, ৫২৬)

হাদীসটি হাসান।

মুনযিরী তার 'আত্-তারগীব' ৩/২৭০, হায়ছামীর 'আল-মাজমা'উয যাওয়ায়েদ' ৮/৩৬ সূত্রে: তাবারানীর 'আল-আওসাত'।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্‌হাব 'আল-জামে' (৩৮-৩৯)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ।

২৭৬- عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ مَرْفُوعًا: إِنَّ مَسَابِكُمْ هَذِهِ وَلَيْسَتْ بِمَسَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طِفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلُؤُوهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدَيْنٍ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبَانًا. (المصيبة: ১০-২৮)

২৯৬. উকবাহ ইবনু আমের আল-জুহানী থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; নিশ্চয় তোমাদের গালাগালি এটিই আর তা কারো উপর গালাগালি দ্বারা হয় না (তা হলো) মানুষের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে অশ্লীল ভাবী, কর্কশ, কৃপণ ও ভীরা হবে। তোমরা আদমের সন্তান, তোমরা পাল্লা পূর্ণ কর। তোমরা তা পূরণ করে থাক না। একজনের উপর অন্যের মর্যাদা শুধু ধর্মের দিক দিয়েই হয়ে থাকে। কিংবা সং আমলের দরুন হয়ে থাকে।

(আস-সহীহাহ- ১০৩৮)

হাদীসটি সহীহ।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্‌হাব তার 'আল-জামে' (পৃষ্ঠা ৬); তাহাবীর 'শরহ মুশকিলিল আছার' ৪/৩৬৫; তাফসীরে ইবনু জারীর- ২৬/৮৯...।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এই সানাদটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ তবে ইবনু লাহিয়্যাহ ছাড়া। তিনিও সিক্বাহ; যখন কোন الْعَبَادِلَةُ (আব্দুল্লাহ নামের কয়েকজন) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্‌হাব তাদের একজন। সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

২৭৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ (وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: فَجَعَلَ يَثْنِي عَلَيْهِ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مِنَ الْبَيِّنِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمًا. (المصبعة: ১৭২১)

২৯৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট আসলো এবং খুবই উন্নত মানের ভাষায় আলোচনা করল। (আহমাদের বর্ণনা মতে, অতঃপর সে তাঁর প্রশংসা করে) নাবী ﷺ বললেন, নিশ্চয় কিছু বক্তব্যে যাদু (আকর্ষণ) থাকে এবং কিছু কবিতায় হিকমাত তথা প্রজ্ঞা থাকে। (আস-সহীহাহ- ১৭৩১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ৮৭২; আবু দাউদ হা. ৫০১১; ইবনু মাজাহ হাদীস নং ৩৭৫৬-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

২৭৮- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً.

(المصبعة: ২৮৫১)

২৯৮. উবাই ইবনু কা'ব থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; নিশ্চয় কিছু কবিতায় হিকমাত তথা প্রজ্ঞা রয়েছে। (আস-সহীহাহ- ২৮৫১)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী- ৮/১০৮ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحَدَا: وَمَا) ১২৪, ১২৫, আবু দাউদ- ২/৩১৫; দারেমী- ২/২৯৬-৯৭; ইবনু মাজাহ- ২/৪১০; তায়ালিসী হা. ৫৫৭; আহমাদ- ৩/৪৫৬, ৫/১২৫....।

২৭৯- عَنْ هَانِيٍّ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَنَيْتَنِي عَلَى عَمَلٍ يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ: بَذْلُ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ. (المصبعة: ১০২০)

২৯৯. হানী ইবনু ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোন আমাল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় ক্ষমা আবশ্যিককারী বস্তুর মধ্য হতে (কিছু হলো) সালামের (অধিক হারে) প্রচলন করা ও উত্তম কথা বলা। (আস-সহীহাহ- ১০৩৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হানী ইবনু ইয়াযিদ (রা) মারফু সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ ইবনু খুয়ায়মাহ- (১/৭৩/১); এবং ইমাম আবু নুঈম তার *الحلبة الاولى* -তে হাদীসটিকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ ও সমস্ত বর্ণনাকারী ছিক্বাহ।

৩০০. عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ يَهُودَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَعَلَيْكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ ﷺ لِذَلِكَ، فَسَكَتُ. ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: عَلَيْكَ. فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ ﷺ لِذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثُ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّامُ وَغَضِبَ اللَّهُ وَلَعَنَتْهُ إِخْوَانُ الْقِرْدَةِ وَالْخَنَازِيرُ! أَتُحِبُّونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا لَمْ يُحِبِّهِ اللَّهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، قَالُوا قَوْلًا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِمْ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حَسِدٌ، وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسِدُونَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسِدُونَنَا عَلَى السَّلَامِ، وَعَلَى أَمِينٍ. (الصحيح: ১৭১)

৩০০. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে আসল এবং বলল, *السَّامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ* (আস্‌সামু

আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ!) অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, (ওয়া' وَعَلَيْكَ (ওয়া' আলাইকা)। অতঃপর 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি কথা বলার ইচ্ছা করছিলাম (তবে) এ ব্যাপারে নাবী ﷺ-এর অপছন্দনীয়তা জানা থাকার কারণে চুপ থাকলাম। অতঃপর অপর একজন আসল এবং বলল, السَّامُ عَلَيْكَ (আস্‌সামু আলাইকা)। জবাবে তিনি বললেন, عَلَيْكَ (আলাইকা)। এবার আমি (কিছু) বলার জন্য ইচ্ছা করছিলাম তবে এ ব্যাপারে আমি নাবী ﷺ-এর অপছন্দনীয়তার কথা জানি (ফলে কিছু বলিনি)। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি আসল এবং বলল, السَّامُ عَلَيْكَ (আস্‌সামু আলাইকা) ফলে আমি ধৈর্যধারণ করতে পারিনি। একপর্যায়ে আমি বললাম, وَعَلَيْكَ السَّامُ (ওয়া' عَلَيْكَ السَّامُ) (তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক! আল্লাহর গযব ও লানাত তোমাদের উপর পতিত হোক। হে বানর ও শুকরের ভাইয়েরা!) তোমরা কি জীবিত থাকবে যখন আল্লাহ তাকে জীবিত না রাখে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা কঠোর কথাকে পছন্দ করেন না এবং কঠোরভাষী হওয়াকেও পছন্দ করেন না। তারা যা বলেছে আমি তা তাদের উপর ফিরিয়ে দিয়েছি। নিশ্চয় ইয়াহুদীরা হিংসুক জাতি। আর তারা আমাদের সাথে সালাম ও আমীন বলার ব্যাপারে যতটুকু হিংসা করে অন্য কিছু নিয়ে আর ততটুকু হিংসা করে না। (আস্-সহীহাহ্- ৬৯১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি মা 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম খুযাইমা তার সহীহ্ এর (১/৭৩/২), আবু নুয়াইম আল-আসবাহানী তার আল-হিলয়াতুল আওয়ালিয়া এবং আখবাবে আসবাহানে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি ইমাম আবিল কাসিম তার 'আল-আহম' গ্রন্থের (১/৩৫) খতিবে বাগদাদী তার تَارِيخُ بَغْدَادِ-এর (১১/৪৩) ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক আলহারীর তরিকে বর্ণনা করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ। এছাড়াও তিনি তাঁর আস্-সহীহার দ্বিতীয় খণ্ডে হা. ৬৯২ উল্লেখ করেছেন।

৩০১- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ الْوَفَاةُ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ لِأُمِّ سَلَمَةَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. فَلَمَّا تَوَفَّى، خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَبِيرَةُ السِّنِّ. قَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًا، وَالْعِيَالُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأُمَّا الْغِيْرَةُ، فَارْجُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَهَا فَتَزُوجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِرَحَابَيْنِ وَجَرَّةٍ لِّلْمَاءِ! . (المصبيحة: ২৭৩)

৩০১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন আবু সালামার মৃত্যু ঘনিষে এল তখন উম্মু সালামাহ বললেন, তুমি আমাকে কার নিকট সোপর্দ করছ? অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! উম্মু সালামার জন্য আপনি আবু সালামাহ থেকে উত্তম অভিভাবক। অতঃপর যখন তিনি ইস্তেকাল করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন, আমি অধিক বয়সী। তিনি বললেন, আমি তোমার চেয়েও বয়সের দিক দিয়ে বড়। আর সাহায্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। আর আত্মসম্বলবোধ আল্লাহর প্রতি আশা রাখি তিনি তা দূর করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিবাহ করলেন এবং তাঁর নিকট দু'টি চাক্কি (যাঁতা) ও একটি পানির মশক পাঠালেন। (আস-সহীহাহ- ২৯৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাউকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি আবু ইয়াল্লা আর-মাউসুলী তার মুসনাদে আবু ইয়া'লা (১/১৯৮)-তে উল্লেখ করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ।

৩০২- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رِضِّ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَرْءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خَلْقَهُ. (المصبيحة: ২৭৩)

৩০২. আবু উমামা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি ঝগড়া ত্যাগ করল অথচ সে সত্যবাদী তথা এ ব্যাপারে সত্য ছিল। আমি জান্নাতের কেন্দ্রস্থলে তার গৃহ লাভের ব্যাপারে জামিন হব। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ছেড়ে দিবে যদিও ঠাট্টার ছলে হয়ে থাকে। তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে গৃহ পাওয়ার ব্যাপারে জামিন হব। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্র উন্নত করবে তার জন্য সর্বোচ্চ জান্নাতের গৃহ লাভের ব্যাপারে জামিন হব। (আস-সহীহাহ- ২৭৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আবু উমামা আল-বাহেলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ তার সুনানের হা. ৪৮০০ এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ সিদ্ধাহ। তবে আইয়ুব বিন মুহাম্মাদ আস-সা'দী ব্যতীত। (বিভিন্ন হাদীসের পর্যালোচনা শেষে এবং সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে শাইখ আলবানী (র) বলেন) হাদীসটি হাসান।

৩০৩. عَنْ جَابِرِ بْنِ صَخْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّا نُهَيِّنَا أَنْ تَرَى عَوْرَاتِنَا. (المصباح: ১৭.১)

৩০৩. জাবির ইবনু সখর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অবশ্যই আমাদের সতর প্রকাশ করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। (আস-সহীহাহ- ১৭০৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাকিম- ৩/২২২-২৩; বাইহাকীর 'শুআবুল ইমান'- ২/৪৬৫/১.....।

ইমাম হাকিম ও আযযাহাবী চুপ থেকেছেন। এর সানাদটি যঈফ....

সহীহ মুসলিমে- ১/১৮৪/৭৯৯ বর্ণিত হয়েছে- أَرْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ. (بَابُ الْإِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ: وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً) (অনুচ্ছেদ:)

৩০৪. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعًا: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ. وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا. (المصباح: ৪০০)

৩০৪. সাহল ইবনু সা'দ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আমি ও ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে এ দু'টির মত থাকব। তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং এ দু'টোর মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন।

(আস-সহীহাহ-৮০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সাহল ইবনু সা'দ আস-সায়েদী (রা) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেকে মারফু'আন বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী- ৭/৭৬ (بَابُ ١); তাঁরই 'আদাবুল মুফরাদে' পৃষ্ঠা ২২২; আবু দাউদ- ২/৩৩৬; তিরমিযী- ১/৩৩৯; আহমাদ- ৫/৩৩৩-এ উল্লেখ করেছেন।

জাযিদ আরনাউত এবং আদেল মুরশিদ তাদের তাহকীকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

৩-৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةٌ. (المعجمة: ২১২)

৩০৫. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ আসিয়ার নাম পরিবর্তন করে রাখেন আর বলেন, তুমি (অর্থাৎ, তোমার নাম) জামিলাহ (সুন্দরী)। (আস-সহীহাহ-২১৩)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- ৬/১৭৩/৫৭২৭ (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ) الْفَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجَوَيْرِيَةَ وَنَحْوَهُمَا) ইমাম বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদে' হা. ৮২০, আবু দাউদ হা. ৪৯৫২; তিরমিযী- ২/১৩৭; আহমাদ- ২/১৮।

৩-৬- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: حُزْنٌ. قَالَ: أَنْتَ سَهْلٌ. قَالَ: لَا، السَّهْلُ يَوْطَأُ وَيَمْتَنُ. قَالَ سَعِيدٌ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ حُزْنَةٌ. (المعجمة: ২১৬)

৩০৬. সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব তাঁর পিতার ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। নাবী عليه السلام তাকে বলেন, তোমার নাম কী? সে বলল, حَزَنٌ (হাজন- কঠোর, দুঃখ) তিনি বললেন, তুমি سَهْلٌ (অর্থাৎ, নম্র, সহজ)। তিনি বললেন, না السَّهْلُ তাকে অপদস্থ করা হয় ও তুচ্ছ ভাবা হয়। সাঈদ বলেন, আমার মনে হয় এরপর আমাদের উপর কঠোরতা নেমে আসে। (আস-সহীহাহ্- ২১৪)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) তার পিতা থেকে আর তিনি তার দাদা থেকে পরস্পরায় বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারী (১০/৪৭৪) (بَابُ تَحْوِيلِ) তাঁরই 'আদাবুল মুফরাদ' হা. ৮৪১। আবু দাউদ হা. ৪৯৫৬; আহমাদ- ৫/৪৩৩ এ উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা আদেল মুরশীদ এবং শুআয়্যিব আরনাউত তাদের تَحْقِيقٌ عَلَى مُسْنَدِ الْأَمَامِ أَحْمَد-এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

৩০৭. জাবির (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা আমাদের সাথে ঐ বাসীরের (চক্ষুস্থানের) নিকট চল যে বনী ওয়াকিফে থাকে। আমরা তার সেবা শুশ্রূষা করব। তিনি বলেন, সে অন্ধ ব্যক্তি ছিল। (আস-সহীহাহ্- ৫২১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত الْبَصِيرُ ব্যক্তিটি অন্ধ ছিল। হাদীসটি ইমাম আত-তবরানী তার 'আল-মু'জামে' এবং আবু সাঈদ ইবনুল আ'রাবী তার 'আল-মু'জামে' এর (১/১৩৩) উল্লেখ করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ।

৩০৮- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ مِنَ الْاَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا اَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذْنْتُ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ. قَالَ: بَلْ أَذْنْتُ لَهُ. (الصحيح: ৩৫৫২)

৩০৮. আবু মাসউদ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি যাকে আবু শুয়াইব বলা হত। তার গোশত বিক্রেতা এক গোলাম ছিল। সে তাকে বলল, তুমি খাবার প্রস্তুত কর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঁচজনসহ হিসেবে দাওয়াত দিব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঁচজনের দাওয়াত করল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করল। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করেছ আর এ ব্যক্তি আমাদের অনুগামী রয়েছে। যদি তুমি চাও তবে তাকে অনুমতি দাও আর যদি চাও তবে তাকে বাদ দাও। সে বলল, বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম। (আস-সহীহাহ- ৩৫৫২)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী হা. ৫৪৩৪, ৫৪৬১ (অন্যতম অনুচ্ছেদ: بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ (الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ)

সহীহ মুসলিম (কিছুটা ভিন্ন শব্দে) ৬/১১৫-১৬ (بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرٌ مِّنْ دَعَا صَاحِبٍ....)

তিরমিযী হা. ১০৯৯; নাসায়ী 'আসসুনানুল কুবরা' হা. ৬৬১৪, ৬৬১৫; দারেমী- ২/৩৭৩-৭৫; ইবনে হিব্বান হা. ৫২৭৬; আহমাদ- ৪/১২১।

৩০৯- أَنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا، فَإِنْ أَذْنْتُ لَهُ دَخَلَ. جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ: عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ
 الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ إِلَى غُلَامٍ
 لَهُ لَحْمٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي
 وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُوعَ. قَالَ: فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى
 النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَاهُ وَجَلَسَ الْبَدْرِيُّ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ
 اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ دَعَا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ إِلَى الْبَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ: ... فَذَكَرَهُ. قَالَ: فَقَدْ أَذِنُ
 لَهُ، فَلْيَدْخُلْ. (الصحيح: ٣٥٧٩)

৩০৯. আমাদের সাথে এক ব্যক্তি অনুগত হয়েছে। তুমি যখন আমাদের দাওয়াত দিয়েছিলে তখন সে ছিল না। যদি তুমি তাকে অনুমতি দাও তবে সে (তোমার গৃহে) প্রবেশ করবে। আবু মাসউদ আল-বাদরী ও জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ এর হাদীস থেকে এসেছে। এ শব্দগুলো আবু মাসউদ আল-বাদরীর। আবু মাসউদ আল-বাদরী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার গোশত বিক্রেতা গোলামের নিকট আসল। যাকে আবু শুয়াইব বলা হত। সে বলল, তুমি পাঁচজনের জন্য যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ খাবার-পাকাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায়ে ক্ষুধার চিহ্ন দেখেছি। তিনি বলেন, এরপর সে খাবার প্রস্তুত করে। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বৈঠকের সাথীদের নিকট লোক পাঠাল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন তখন এক ব্যক্তি তাঁদের অনুগামী হল। যে তাঁদের দাওয়াত দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (দাওয়াত দানকারীর) দরজায় পৌঁছল। তিনি গৃহকর্তাকে বললেন, অতঃপর হাদীসটি (أَنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ دَعَا) উল্লেখ করেন। সে বলল, আমি তাকে অনুমতি দিলাম। অতএব সে যেন প্রবেশ করে।

(আস-সহীহাহ- ৩৫৭৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) এবং হযরত আবু মাসউদ আলবাদরী আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তবে উল্লেখিত শব্দটুকু আবু মাসউদ আল-বাদরী আল-আনসারী (রা)-এর শব্দ। হাদীসটি ইমাম বুখারী তার সহীহ বুখারী হা. ৫৪৩৪, ৫৪৬১; সহীহ মুসলিম- (৬/১১৫-১৬); তিরমিযী হা. ১০৯৯; দারেমী- (২/১০৫-১০৬); আবু আওয়ানা- (৫/৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫); ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫২৭৬; আহমাদ- ৪/১২১ এ উল্লেখ করেছেন।

৩১০- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ! إِنَّكَ وَالْإِلْحَادُ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيُلْجِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَوْ وَزَنْتَ ذُنُوبَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ. قَالَ: فَانْظُرْ لَا تَكُونَهُ. (الصعيقة: ৩১০-৪)

৩১০. ইসহাক ইবনু সাঈদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার^১ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের নিকট আসল অতঃপর তিনি বললেন, (হে যুবাইরের পুত্র! তুমি আল্লাহর হেরেমে অত্যাচার (তথা দ্বীনের ব্যাপারে অপবাদ) থেকে বিরত থাক। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এখানে সত্ত্বর কুরাইশদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি অত্যাচার করবে। যদি তার গুনাহসমূহ জ্বিন-ইনসানের গুনাহের বিপরীতে ওয়ন করা হয় তবে তার গুনাহ অধিক হবে। তিনি বললেন, খেয়াল রাখ তুমি তা সূচনা করবে না।

(আস-সহীহাহ- ৩১০৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইসহাক ইবনে সাঈদ তার পিতা থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তার মুসনাদে- ২/১৩৬ এ বর্ণনা করেছেন।

গুআয়িব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিক্বাহ এবং শাইখাইনের রাবী। তবে মুহাম্মাদ বিন কিনাসাহ এর ব্যাপারে কালাম থাকলেও তিনি হাসান পর্যায়ে রাবী।

১. শাইখ আলবানী (র) তাঁর তাখরীজে সঠিকভাবে তা উল্লেখ করেন যে, (ابن عمرو) 'আইন বর্ণে পেশ নয় বরং যবরযোগে উল্লেখ হবে। -তাজরীদকারক।

৩১১- عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا وَلِدَ الْحَسَنُ سَمَاءَ حَمْزَةَ، فَلَمَّا وَلِدَ الْحُسَيْنَ سَمَاءَ بَعْثَهُ (جَعْفَرَ) قَالَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أُغَيِّرَ اسْمَ هَذَيْنِ. فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَمَّاهُمَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا. (الصحيح: ২৭০৯)

৩১১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, যখন হাসান জন্মগ্রহণ করে তখন তার নাম রাখা হল, হামযাহ আর হুসাইন যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার নাম রাখা হল তার চাচার নামে 'জাফর'। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি এ দু'জনের নাম পরিবর্তন করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি। অতঃপর আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। অতঃপর তিনি তাদের নাম রাখলেন, হাসান ও হুসাইন। (আস-সহীহাহ- ২৭০৯)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদের আহমাদ- ১/১৫৯; তাঁরই 'ফাযায়েলে সাহাবা' ২/৭১২, ১২১৯; মুসনাদে আবু ইয়াল্লা- ১/১৪৭; তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' ১/২৭৮০; আল-মুসতাদরাক হাকিম- ৪/২৭৭।

হাকিম বলেন; এর সানাদ সহীহ্। যাহাবী তা খণ্ডন করেছেন।..... (পর্যালোচনার শেষে) আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান এবং এর বর্ণনাকারীগণ সিদ্ধাহ।

৩১২- عَنْ أُمِّةٍ بِنْتِ رُقَيْفَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ نُبَايَعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبَهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطَقْتُمْ. قَالَتْ: فَقُلْنَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، هَلُمَّ

نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ،
إِنَّمَا قَوْلِي لِمِثْلَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. (المصيبة: ১০২৭)

৩১২. উমাইয়াহ বিনতু রকীকাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি কিছু মহিলার সাথে ইসলামের উপর বাইয়াত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তারা (মহিলারা) বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট বাইয়াত হতে চাই যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। ছুরি করব না, যিনা করব না, আমাদের সন্তানদের হত্যা করব না। আমরা কাউকে অপবাদ দিব না; যা আমরা সচরাচর করে থাকি। আমরা মঙ্গলকাজে আপনার অবাধ্যতা করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের যতটুকু সম্ভব ও তোমাদের যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে। (তা পালন করে চলবে) তিনি (বর্ণনাকারী মহিলা) বলেন, অতঃপর তারা বলল, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক দয়ালু। আপনি এগিয়ে আসুন আমরা আপনার নিকট বাইয়াত হব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা তথা হাত মিলাব না। একশত মহিলার প্রতি আমার যে বক্তব্য তা একজন মহিলার প্রতি আমার বক্তব্য দেয়ার মতই।

(আস-সহীহাহ- ৫২৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মালেক- ২/৯৮২/২; নাসায়ী'র 'عَشْرَةُ النِّسَاءِ' ও 'আস-সুনানুল কুবরা' ২/৯৩০/২; ইবনে হিব্বান- ১৪; আহমাদ- ৬/৩৫৭.....; নাসায়ী- ২/১৪৮; তিরমিযী- ১/৩০০২; ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৮৭৪...। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ।

৩১৩- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ نَابِتٍ: أَهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ جَبْرِيلَ مَعَكَ. (المصيبة: ১০-১)

৩১৩. বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইযার সাথে যুদ্ধের দিন হাসসান ইবনু ছাবিতকে বললেন, মুশরিকদের প্রতি (কবিতা দ্বারা) নিন্দাবাদ রচনা কর। কারণ, জিবরাঈল তোমার সাথে রয়েছেন। (আস-সহীহাহ- ৮০১)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী- ৫/৫১; তালিকান ^{مِنْ الْأَحْزَابِ} ^{رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ} ^{النَّبِيِّ} (بَابُ مَرْجَعِ النَّبِيِّ) আহমাদ- ৪/২৬২, ৩০৩
মওসূল সূত্রে.....।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ।

৩১৬- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَرْقُوعًا: أَهْجُوا بِالشَّعْرِ، إِنَّ
الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، كَأَنَّمَا
تَنْضَحُوهُمْ بِالنَّبْلِ. (المصيبة: ৮০২)

৩১৪. কাব' ইবনু মালিক (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা কবিতার দ্বারা (মুশরিকদের) নিন্দা জানাও। কারণ মুমিন তার জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! এটি (নিন্দামূলক কবিতা) তাদের তীরের ন্যায় আঘাত করে। (আস-সহীহাহ- ৮০২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি কা'ব ইবনে মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তার আহমাদে- ৩/৪৬০ এ উল্লেখ করেছেন।

শুআবিব আরনাউত এবং আদেল মুরশিদ তাদের তাহকীকে হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

৩১৫- عَنْ جُرْمُوزِ الْهَجِيمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَوْصِنِي، قَالَ: أَوْصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَعَنًا. (المصيبة: ১৭২৭)

৩১৫. জুরমুজ ইবনু হজাইমী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি অধিক লানাতকারী হবে না।

(আস-সহীহাহ- ১৭২৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি জুরমুয আল-হাজীমী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তার আহমাদে- ৫/৭০; তাবারানী হা. ২১৮১ উল্লেখ করেছেন।

গুআযিব আরনাউত এবং আদেল মুরশিদ তাদের তাহক্বীকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ।

৩১৬- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِيَّاكَ وَالسَّمَرَ بَعْدَ هَذِهِ اللَّيْلِ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَأْتِي اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ.

(المعجمة: ১৭৫২)

৩১৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ থেকে বারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ আননাইসাবুরী তার 'আল-মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন' গ্রন্থের (৪/২৮৪)-এ বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম শামসুদ্দীন আযযাহাবী তার التلخيص على المستدرک গ্রন্থে চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম তিরমিযী ভিন্ন শব্দে হাদীসটি তার সুনানে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। হাকিম আবু আব্দুল্লাহ আননাইসাবুরী তার 'আল-মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাইন' গ্রন্থের (৪/২৮৪)-এ বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম শামসুদ্দীন আযযাহাবী তার التلخيص على المستدرک গ্রন্থে চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম তিরমিযী ভিন্ন শব্দে হাদীসটি তার সুনানে উল্লেখ করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: সুতরাং মুতাবায়াত ও শাহেদের কারণে হাদীসটি হাসান এর উপযুক্ত।

৩১৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: إِيَّاكَ وَكُلَّ مَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ.

(المعجمة: ২৫৫)

৩১৭. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; তুমি ঐ সকল কাজ থেকে বিরত থাক যার প্রতি ওজর-আপত্তি করা হয়।

(আস-সহীহাহ- ৩৫৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। আল্লামা মুনায্জী তার فيض القدير আস-সহীহাহ- ১৯

عَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ কিতাবে বলেন: হাদীসটি ইমাম দায়লামী তার 'মুসনাদুল ফিরদাউস' হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটির সূত্র হাসান।

আলবানী (র) বলেন: যিয়া মুকাদ্দিসী 'আল-মুখতার' ১/১৩১-এ হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

৩১৮- عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحِ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ .

(الصحيح: ১১৮৮)

৩১৮. মুয়াবিয়া (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা প্রশংসা করা থেকে বিরত থাক। কারণ, তা জবহের তুল্য। (আস-সহীহাহ- ১২৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হযরত মুআবিয়াহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ হাদীসটি তার সুনানের (২/৪০৭) এ ইমাম সুয়ুতী তার আল-জামে'উস সগীরে হা. ২৬৭৪ এবং আল্লামা মুনাভী তার *فَيْضُ الْقَدِيرِ* এ হাদীসটির সানাদ হাসান বলেছেন।

শাইখ আলবানী (র) জামেউস সগীরের বরাত দিয়ে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩১৯- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيْمَنُ أَمْرِي

وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لِحْيَتَيْهِ . (الصحيح: ১১৮৯)

৩১৯. আদি ইবনু হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল তার দু' চোয়ালের মধ্যে। (অর্থাৎ, মুখের কথাই মঙ্গল ও অমঙ্গলের কারণ হয়ে থাকে।) (আস-সহীহাহ- ১২৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হযরত আদি ইবনে হাতিম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২৫৪২।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ছাড়া সানাদের সকলেই বুখারী-মুসলিমের রাবী। তবে মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইনকে ইমাম দারাকুতনী তার *الِثْقَاتُ* কিতাবে তাকে সিক্বাহ বলেছেন। যার কারণে হাদীসটি সহীহ।

৩২০- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَابَانِ مُعْجَلَانِ عَقِبْتَهُمَا فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ وَالْعُقُوقُ. (المصيبة: ১১২০)

৩২০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন; দু'টি দরজা (পাপ) এমন রয়েছে যা তার (কর্তার উপর) পৃথিবীতে শাস্তি ত্বরান্বিত করে থাকে। (তা হলো) অত্যাচার ও অবাধ্যতা।

(আস-সহীহাহ- ১১২০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইবনুল বাইয়ি আবু আব্দুল্লাহ হাকিম আল-নাইসাবুরী তার المستدرک علی الصحیحین কিতাবের (৪/১৭৭) এ হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন আযযাহাবী (র) তার المستدرک علی التلخیص-এ নাইসাবুরীর সমর্থন না করে নিরবতা পালন করেছেন।

আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

৩২১- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُلُّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ مُتَكِنًا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ. فَأَحْنَى رَأْسَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ تُصِيبَ جَبْهَتَهُ الْأَرْضُ وَقَالَ: بَلْ أَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ. (المصيبة: ৫৫৫)

৩২১. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আহার গ্রহণ করুন (আপনার আসনের জন্য) আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার গদি হিসেবে উৎসর্গ করেছেন। কারণ, এমনটি আপনার জন্য সহজ। অতঃপর আমি তাঁর মাথায় হাত লাগাতাম এক পর্যায়ে তাঁর কপাল মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে থাকত। আর তিনি বলেন, বরং আমি ঐরূপে আহার করব যেমন ক্রীতদাস আহার করে থাকে আর আমি ঐরূপ আসন গ্রহণ করব যেমন ক্রীতদাস আসন গ্রহণ করে থাকে।

(আস-সহীহাহ- ৫৪৪)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বাগাভী তার 'শরহে সুন্নাহ' ৩/১৮৭/২.... এর সানাদ যঈফ ।

হায়ছামী (র) বলেন (৯/১৯): আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন- এর সানাদ হাসান । এর সাক্ষ্যমূলক মু'দাল হাদীস ইবনে সা'দ (১/৩৭১) ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন । এর বর্ণনাকারীরা সিক্বাহ ।

৩২২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: الْبَرَكَةُ مَعَ أَكْبَرِكُمْ. (الصَّحِيحَةُ: ১৭৭৮)

৩২২. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; বরকত তোমাদের পূর্বসূরীদের সাথে রয়েছে । (আস-সহীহাহ- ১৭৭৮)

হাদীসটি সহীহ ।

ইবনে হিব্বান হাদীস নং ১৯১২; আবু বকর আশ-শাফেয়ী 'আল-ফাওয়ায়েদ' ৯৭/১-২ । আবু নুঈমের 'আর-হিলইয়া' ৮/১৭২; ইবনে আদীর 'আল-কামিল' ১/৪৪; হাকিমের 'আল-মুস্তাদরাক' ১/৬২; তাঁরই 'উলুমুল হাদীস' পৃষ্ঠা ৪৮; খতীব তাঁর 'তারীখে' ১১/১৬৫ ।

ইমাম হাকিম বলেন: সহীহ বুখারীর শর্তে সহীহ । আর যাহাবী চুপ থেকেছেন ।

৩২৩- عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوكَةَ وَالْعِظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ. (الصَّحِيحَةُ: ১০৭২)

৩২৩. আবু যর (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; তোমার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসা তোমার জন্য সাদকাহ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ তোমার জন্য সাদকাহ, পথহারাকে তোমার পথ নির্দেশ করাও তোমার জন্য সাদকাহ । অল্প দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তোমার কিছু দেখিয়ে দেয়াও তোমার জন্য সাদকাহ । রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা ও হাড় দূর করাও (সরিয়ে ফেলা) তোমার জন্য সাদকাহ । তোমার বালতি হতে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও তোমার জন্য সাদকাহ । (আস-সহীহাহ- ৫৭২)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী ।

আবু যার (রা) হাদীসটি মারফু‘আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী তার ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ১২৮; তিরমিযী- ১/৩৫৪; সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ৮৬৪-এ হাদীসটি তাখরীজ করেছেন।

শুআযিব আরনাউত ও আদেল মুরশিদ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির পর্যালোচনার শেষে এটিকে হাসান লি-গায়রিহী বলেছেন।

৩২৪- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: تَحَوَّلْ إِلَى الظِّلِّ. (المصيبة: ৪২২)

৩২৪. কায়িস ইবনু হাজিম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রৌদ্রে বসে থাকতে দেখে বললেন, ছায়ায় চলে যাও। (আস্-সহীহাহ- ৮৩৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাকিম- ৪/২৭১। তিনি বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ, এতে শু‘বা মুরসাল সূত্রে রিওয়াযাত করেছেন।

সাক্ষ্যমূলক সহীহ হাদীস দ্রষ্টব্য- আস্-সহীহাহ হা. ৩১১০।

৩২৫- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: تَسْلِيمُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يُشِيرُ بِهَا فَعَلَ الْيَهُودَ. (المصيبة: ১৭৪২)

৩২৫. জাবির (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে কারো সালাম দেয়া হলো ইয়াহুদীদের কাজ। (আস্-সহীহাহ- ১৭৮৩)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে আবু ইয়ালা- ১/১০৯; উক্বায়লী হা. ২৯৪; তাবারানীর ‘আল-আওসাত’ হা. ৪৫৯৮।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ এবং সহীহ মুসলিমের রাবী। যদিও আবু যুবায়ের ‘আন‘আনাহ ভাবে বর্ণনা করেছেন। আর নিশ্চয় তিনি মুদাল্লিস।..... আবু ইয়ালা ও তাবারানী ‘আওসাতে’ বর্ণনা করেছেন। আবু ইয়ালার বর্ণনাকারীগণ সহীহ।

হাফেয ইবনে হাজার ‘ফতহুল বারীতে’ বলেছেন: নাসায়ী জাইয়েদ সানাদে বর্ণনা করেছেন। সেটা নাসায়ীর ‘আস্-সুনানুল কুবরা’ বা ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ’.....।

৩২৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: التَّائِبُ مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. (المصيبة: ১৭৭০)

৩২৬. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন: ধীর-স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ হতে আর তাড়াহুড়া প্রবণতা শাইত্বানের পক্ষ হতে হয়। (আস-সহীহাহ- ১৭৯৫)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে আবু ইয়ালা- ৩/১০৫৪; বায়হাকী তার 'আস-সুনানুল কুবরা' ১০/১০৪.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং এর বর্ণনাকারীগণ সিদ্ধাহ। সাঈদ বিন সিনান ব্যতীত সকলেই শায়খাইনের রাবী, আর তিনিও হাসান রাবী।

৩২৭- عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: التَّوَدُّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ. (المصيبة: ১৭৭১)

৩২৭. আ'মাশ (রা) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন: আখিরাতের আমল ব্যতীত সব কাজেই ধীর-স্থিরতা করতে হবে। (আস-সহীহাহ- ১৭৯৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আ'মাশ নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাকতুআন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ হা. ৪৮১০; হাকিম- ১/৬২; বায়হাকীর 'আয়-যুহুদ' ১/৮৮-তে উল্লেখ করেছেন।

হাকিম বলেছেন: হাদীসটি শায়খাইনের শর্তে সহীহ। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

৩২৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: الرِّسَالَةُ، وَالذَّهْنُ، وَاللِّبْنُ. (المصيبة: ১৭৭২)

৩২৮. ইবনু উমার থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তিনটি বস্তু কখনও ফেরত দেয়া যাবে না- বালিশ, তৈল ও দুধ। (আস-সহীহাহ- ৬১৯)

হাদীসটি হাসান।

(পর্যালোচনার শেষে) শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ এবং এতে কোন ত্রুটি নেই।

৩২৯. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির প্রতি তাকাবেন না। (ক) পিতা-মাতার অবাধ্য (সন্তান); (খ) সর্বদায় মদপানকারী; (গ) দানের খোঁটা দানকারী। আর তিন শ্রেণীর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (ক) পিতা-মাতার অবাধ্যতাকারী; (খ) দাইয়ুস (যে নিজের স্ত্রীকে অন্যের সাথে মেলামেশা করতে দেয়); (গ) এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী স্ত্রীলোক। (আস-সহীহাহ- ১৩৯৭)

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার মারফু'আন সুত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায্‌যার তার البحر الزخار في مسند الزار-এর হা. ১৮৭৫ হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন।

٣٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ
(خَيْبَرَ)، فَاتَّبَعَهُ رَجُلَانِ، وَآخِرُ يَتْلُوهُمَا يَقُولُ: ارْجِعَا، ارْجِعَا،
حَتَّى رَدَّهُمَا، ثُمَّ لَحِقَ الْأَوَّلُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ شَيْطَانَانِ، وَإِنِّي لَمْ
أَزِلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْتَهُمَا، فَإِذَا أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاقْرِئْهُ
السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَا هَهُنَا فِي جَمْعِ صَدَقَاتِنَا، وَلَوْ كَانَتْ تَصْلِحُ

لَهُ لَبَعَثْنَا بِهَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخُلُوفِ. (الصحيح: ২১৩৬)

৩৩০. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি খায়বর থেকে বের হল। অতঃপর দু' ব্যক্তি তার পিছু চলতে থাকে আর অপর এক ব্যক্তি তাদের দু'জনের পিছু চলতে থাকে আর বলতে থাকে, তোমরা দু'জন ফিরে যাও তোমরা দু'জন ফিরে যাও। এক পর্যায়ে সে তাদের ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর প্রথম ব্যক্তির সাথে মিলিত হল এবং বলল, এ দু'জন হলো শাইত্বান; আর আমি এদের এক পর্যায়ে ফিরিয়ে দিয়েছি। যখন তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছবে তাকে (আমার) সালাম জানাবে এবং সংবাদ দিবে যে, আমি এখানে সাদকাহ সংগ্রহ করছি। যখন এগুলো সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমরা তার নিকট তা (যাকাত) পৌঁছিয়ে দিব। তিনি বলেন, অতঃপর লোকটি মাদীনাতে এসে নাবী ﷺ-কে সংবাদ দিল ঐ সময় নাবী ﷺ একাকী থাকা থেকে নিষেধ করেন। (আস-সহীহাহ- ৩১৩৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাকতুআন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। حَكِيمُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ থেকে হাদীসটি তার الصحيحين النيسابوري কিতাবের (২/১০২); ইমাম আহমাদ তার المسند (১/২৭৮, ২৯৯) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হাকিম বলেছেন: সহীহ বুখারীর শর্তে সহীহ। আর যাহাবী তার 'তালখীছে' চূপ থেকেছেন।

শুআয়িব আরনাউত ও আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩৩১- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُوْا اَنْتَارَ النَّاسِ. قَالَتْ: فَسَمِعْتُ وَنَيْدَ اَرْضٍ وَرَأَيْتُ بَعْنَى: حِسَّ اَرْضٍ. قَالَتْ: فَالْتَفْتُ، فَاِذَا اَنَا بِسَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ اَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ اَوْسٍ يَحْمِلُ مَجَنَّةً. قَالَتْ: فَجَلَسْتُ اِلَى الْاَرْضِ، فَمَرَّ

سَعِدَ وَعَلَيْهِ دَرَعٌ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا أَتَخَوُّ
عَلَى أَطْرَافِ سَعِدٍ. قَالَتْ: فَمَرٌّ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ:

لَيْتَ قَلِيلًا يَدْرِكُ الْهَيْجَا حَمْلُ

مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلُ

قَالَتْ: فَقُمْتُ، فَأَقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً، فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، وَإِذَا فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ
سَبْعَةٌ لَهُ يَعْزِي: مَغْفَرًا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا جَاءَ بِكَ؟ لَعُمْرِي وَاللَّهِ
إِنَّكَ لَجَرِيئَةٌ! وَمَا يَوْمُنِكَ أَنْ يَكُونَ بَلَاءٌ أَوْ يَكُونَ تَحَوُّزٌ؟ قَالَتْ:
فَمَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنْ الْأَرْضُ انْشَقَّتْ لِي سَاعَتِيذُ
فَدَخَلْتُ فِيهَا! قُلْتُ: فَرَفَعَ الرَّجُلُ السَّبْعَةَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا طَلْحَةُ
بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ مِنْذُ الْيَوْمِ، وَأَيْنَ
التَّحَوُّزِ أَوْ الْفِرَارِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَتْ: وَيَرْمِي سَعْدًا رَجُلٌ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ يَقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرْقَةِ بِسْمِهِمْ لَهُ، فَقَالَ
لَهُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْعَرْقَةِ. فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ فَقَطَعَهُ، فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ سَعْدًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَا تَمِتْنِي حَتَّى تَقْرَأَ عَيْنِي مِنْ قَرِيبَةٍ.
قَالَتْ: وَكَانُوا حُلَفَاءَ مَوَالِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَتْ: فَرَفَعِي كَلِمَهُ
أَيَّ جَرَحَهُ، وَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّيحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَكَفَى
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، فَلَحِقَ أَبُو سَفْيَانَ
وَمَنْ مَعَهُ بِتِهَامَةٍ، وَلَحِقَ عُبَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْدٍ، وَرَجَعَ

بَنُو قَرِیْظَةَ فَتَحَصَّنُوا فِی صِیَاصِهِمْ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِیْنَةِ، فَوَضَعَ السِّلَاحَ، وَأَمَرَ یَقْبَةَ مِنْ أَدَمٍ فَضْرِبَتْ عَلَى سَعْدٍ فِی الْمَسْجِدِ. قَالَتْ: فَجَاءَ جَبْرِیْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّ عَلَى نَنَائَاهُ لَنَفْعَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: أَوْقَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟! وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ السِّلَاحِ، أَخْرَجَ إِلَى بَنِي قَرِیْظَةَ فَقَاتِلَهُمْ. قَالَتْ: فَلَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَمْتَهُ، وَأَذَنٌ فِی النَّاسِ بِالرَّجِیْلِ أَنْ یَخْرُجُوا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَّ عَلَى بَنِي غَنَمٍ، وَهُمْ جِیرَانُ الْمَسْجِدِ حَوْلَهُ، فَقَالَ: مَنْ مَرَّ بِكُمْ؟ قَالُوا: مَرَّ بِنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِیُّ، وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِیُّ تَشْبَهُ لِحِیْنَتِهِ وَسِنَتِهِ وَوَجْهَهُ جَبْرِیْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَقَالَتْ: فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَحَاصَرَهُمْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَیْلَةً، فَلَمَّا اشْتَدَّ حَصْرُهُمْ وَاشْتَدَّ الْبَلَاءُ، قَبِلَ لَهُمْ: أَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَشَارُوا أَبُو لِبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ الذَّبْحُ. قَالُوا: نَنْزِلُ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. فَنَزَلُوا، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَتَى بِهِ عَلَى جِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَاثٌ مِنْ لَبِیْفٍ، وَقَدْ حَمَلَ عَلَيْهِ، وَحَقَّ بِهِ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَمْرٍو! حَلَفْنَاؤُكَ وَمَوَالِیْكَ وَأَهْلُ النِّكَایَةِ وَمَنْ قَدْ عَلِمْتَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا، وَلَا یَلْتَفِتْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ دَوْرِهِمْ، ائْتَفَتْ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: قَدْ أَنَى لِي أَنْ لَا أُبَالِیَ فِی اللَّهِ لَوْمَةً

১. মূলত তা হবে- তাসবীব মিন মাজামা।

৩. তলফত ইলী কুওমহু, যানী অনী- যানী অনী।

لَا نَمُ. قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:
 قَوْمُوا إِلَى سَيْدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ. فَقَالَ عُمَرُ سَيِّدَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ:
 أَنْزِلُوهُ. فَأَنْزِلُوهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْكُمْ فِيهِمْ. قَالَ سَعْدُ: فَإِنِّي
 أَحْكُمُ أَنْ تَقْتُلَ مَقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذُرَارِيَهُمْ، وَتَقْسِمَ أَمْوَالَهُمْ.
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُكْمِ رَسُولِهِ.
 قَالَتْ: ثُمَّ دَعَا سَعْدٌ، قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ
 مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشٍ شَيْئًا، فَأَبْقِنِي لَهَا، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ
 بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ. قَالَتْ: فَأَنْفَجَرَ كَلِمَهُ، وَكَانَ قَدْ
 بَرَّئَ حَتَّى مَا يَرَى مِنْهُ إِلَّا مِثْلَ الْخَرَصِ، وَرَجَعَ إِلَى قَبْتِهِ الَّتِي
 ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ
 بُكَاءَ عُمَرَ مِنْ بُكَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، وَكَانُوا كَمَا قَالَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿رَحِمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾. قَالَ عَلْقَمَةُ: قُلْتُ: أَيُّ أُمَّه!
 فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: كَانَتْ عَيْنُهُ لَا تَدْمَعُ
 عَلَى أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ، فَإِنَّمَا هُوَ أَخَذُ بِلِحْيَتِهِ.

(الصحيح: ١٦٧)

৩৩১. 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি খন্দকের (যুদ্ধের) দিন বের হলাম মানুষজনের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখছিলাম। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আমার পিছনে যমীনে দাবানোর (পায়ের) শব্দ পেলাম অর্থাৎ যমীনের কম্পন অনুভব করলাম। তিনি বলেন, অতঃপর আমি ফিরে তাকালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, সা'দ ইবনু মুয়াজ এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারিস ইবনু আউস তাঁর ঢাল বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি যমীনে বসে পড়লাম। সা'দ পথ অতিক্রম করে

গেলেন, তার উপর লোহার বর্ম ছিল তার কিছু অংশ বের হয়েছিল। আমি সা'দের তাকানোর ব্যাপারে ভয় পেয়েছিলাম। তিনি বলেন, সে পথ অতিক্রম করছিল এবং বীরত্বগাথা গেয়ে বলতেছিলেন—

لَيْتَ قَلِيلًا يُدْرِكُ الْهَيْجَا حُمْلُ
مَا أَحْسَنَ الْمَوْتُ إِذَا حَانَ الْأَجَلُ

“কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর উট উত্তেজিত হয়েছে কতই না উত্তম হত যদি তখন মৃত্যু হত।”

তিনি বলেন, আমি তখন দাঁড়িলাম এবং একটি বাগান অতিক্রম করলাম, সেখানে মুসলিমদের একদল লোক (সৈন্য) ছিল। সেখানে উমার ইবনুল খাতাব ছিলেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন য়ার (দেহের) উপর লৌহবর্ম অর্থাৎ যুদ্ধের পোষাক ছিল। অতঃপর উমার বললেন, কেন এখানে এসেছেন? আল্লাহর শপথ! আপনি সাহসী। আপনার কিভাবে সাহস হলো (অথচ) কোন বিপদ হতে পারত নাকি পৃথক হওয়া হচ্ছে? তিনি বলেন, আমাকে ভর্ৎসনা করা হল, এক পর্যায়ে আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, যদি মাটি ফেটে যেত তবে আমি তাতে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য প্রবেশ করব। অতঃপর লোকটি তাঁর চেহারা থেকে বর্ম উঠালে দেখা গেল যে, তিনি তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ। অতঃপর তিনি বললেন, হে উমার! তুমি আজকে অনেক কিছু বলছ। আল্লাহ ব্যতীত আর কার দিকে পলায়ন বা বিচ্ছিন্ন হওয়া? তিনি বলেন, মুশরিকদের এক ব্যক্তি যার নাম ইবনুল আরাকাহ সে সা'দকে তীর নিক্ষেপ করলে। সে বলল, তাকে পাকড়াও কর (ধর) আমি আরাকার পুত্র। অতঃপর সে (সা'দ) তার বাহুর রগে আঘাত করলো এবং তা কেটে ফেলল। অতঃপর সাদ' আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাল, “হে আল্লাহ! আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত মৃত্যু দান করবেন না যতক্ষণ বনী কুরাইজাদের (পরাজয়) দেখে আমার চক্ষু শীতল হয়।”

তিনি বলেন, তারা জাহেলী যুগে তার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামদের সাহায্যকারী (চুক্তিকারী) ছিল। তিনি বলেন, অতঃপর তার ক্ষত অর্থাৎ আঘাতে দু'আ পড়া হলো। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিপক্ষে বাতাস (ঝড়) প্রবাহিত করলেন। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ শক্তিশালী পরাক্রমশালী। অতঃপর আবু সুফিয়ান ও তার সাথে যারা

ছিল তারা তেহামায় চলে যায় উয়াইনাহ ইবনু বদর ও তার সাথে যারা ছিল তারা নজদে চলে যায়। বনু কুরাইজার ফিরে যায় এবং তারা তাদের দুর্গে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় ফিরে আসেন এবং অস্ত্র রেখে দেন এবং সাদের জন্য মাসজিদে এক চামড়া নির্মিত তাঁবু খাটানোর আদেশ করেন। তিনি বলেন, তখন জিবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম আসেন তাঁর ডানায় ধুলার চিহ্ন ছিল। তিনি বললেন, আপনি কি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! ফেরেশতারা অস্ত্র নেওয়ার পর আর তা রেখে দেয়নি। বনী কুরাইজাদের দিকে অগ্রসর হোন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করুন।

তিনি বলেন: অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুদ্ধের পোষাক পরলেন এবং লোকজনকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ঘোষণা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং বনী গনাম গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা মাসজিদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী ছিল। তিনি বলেন, তোমাদের পাশ দিয়ে কে গিয়েছে? তারা বলল, দিহইয়া কালবী আমাদের পাশ দিয়ে গিয়েছে। আর জিবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম-এর সাদৃশ্যতা দিহইয়ার সাথে তার দাড়ি, চালচলন, বয়স ও আকৃতির দিক দিয়ে প্রায় একই ছিল। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট গেলেন এবং পঁচিশ দিন ও রাত তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। যখন অবরোধ কঠিন হয়ে গেল এবং বিপদাপদ বৃদ্ধি পেল; তাদের বলা হলো, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফায়সালায় প্রতি আস। তারা আবু লিবাবাহ ইবনু আবদিল মুনকিরের নিকট পরামর্শ চাইলে সে হত্যার পরামর্শ দিল। তারা বলল, আমরা সাদ ইবনু মুয়াযের ফায়সালা অবতরণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সাদ ইবনু মুয়াযের হুকুমের উপর অবতরণ কর। অতঃপর তারা অবতরণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সা’দ ইবনু মুয়াজের নিকট লোক পাঠালেন। সা’দকে এক গাধার পিঠে করে আনা হল তার উপর তোষকের কাঁথা ছিল। তাকে বহন করে আনা হল এবং তার গোত্রের লোক তাকে ঘিরে ধরল। তারা বলল, হে আবু উমার! (আমরা) আপনার প্রতিশ্রুত (সাহায্যকারী) আপনার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম। আমরা পরাজিত, আপনি জানেন (আমরা) কারা। তিনি তাদের দিকে তাকাননি এবং অশ্রুক্ষেপও করেননি। যখন তিনি তাদের ঘর-বাড়ির নিকটবর্তী হলেন তিনি তার গোত্রের দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার জন্য কর্তব্য, আমি আল্লাহর ব্যাপারে (পথে) কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া করব না।

তিনি বলেন, আবু সাঈদ বলেছেন, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টিগোচরে এল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের সর্দারের (সাহায্যের) জন্য দাঁড়াও এবং তাকে (আরোহী) থেকে নামিয়ে আন। অতঃপর উমার (রা) বললেন, আমাদের মালিক আল্লাহ। তিনি বলেন, তোমরা তাকে নামিয়ে আন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা কর। সাদ' বললেন, আমি ফায়সালা করছি যে, তাদের (বনী কুরাইজার) যুদ্ধ করতে সক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হবে। তাদের শিশুদের বন্দী করা হবে এবং তাদের অর্থ সম্পদ (মুমিনদের মধ্যে) বণ্টন করে দেয়া হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালার (ভিত্তিতে) ফায়সালা করেছ। এরপর সা'দ দু'আ করেন। তিনি বলেন: হে আল্লাহ! আপনি যদি আপনার নাবীর বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ হতে যুদ্ধ চালু রাখেন তবে তার জন্য আমাকে বহাল রাখুন। আর যদি তাঁর ও তাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ করে দেন তবে আমাকে আপনার দিকে উঠিয়ে নিন। তিনি বলেন, অতঃপর তাঁর শব্দ নিচু হয়ে গেল এবং তাঁর মধ্যে যা (অসুস্থতা) দেখা যেত তা ভাল হয়ে গেল। তবে অনুমান করার মত (সামান্য অবশিষ্ট ছিল) এবং তাঁর তাঁবুর দিকে ফিরে গেলেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য বানিয়েছেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকার ও উমার তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ('আয়িশা) বলেন, ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবন! আমি আবু বাকার অপেক্ষা উমারের কাঁনার (তীব্রতা) বুঝতে পারলাম। তখন আমি আমার ঘরের মধ্যে ছিলাম। তাঁরা আল্লাহর বাণী— رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ (তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল)-এর উদাহরণ ছিল।

আলকামা বলেন: আমি বললাম, হে আম্মাজান! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপার কেমন ছিল? তিনি বললেন: কারো ব্যাপারে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হত না তবে যখন তিনি ব্যথা পেতেন তখন তিনি দাড়িতে হাত বুলাতেন।

(আস-সখীহাহ- ৬৭)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ ৬/১৪১-৪২....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এই হাদীসটির সানাৎ হাসান। হায়ছামী (র) তাঁর 'মাজমাউয যাওয়ায়েদে' ৬/১২৮ বলেছেন: হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এর

সানাতে মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকুমাহ আছেন, তিনি হাসানুল হাদীস। অপর বর্ণনাকারীগণ সিক্কাহ।

ইবনে হাজার (র) তাঁর 'ফতহুল বারীতে' (১১/৪৩) বলেন: এর সানাদ হাসান

শাইখ আলবানী (র) আরো বলেন:

১. اِسْتَهْرَ رَوَايَةُ هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظٍ لِسَيِّدِكُمْ. وَالرَّوَايَةُ فِي الْحَدِيثَيْنِ كَمَا رَأَيْتَ: إِلَى سَيِّدِكُمْ. وَلَا أَعْلَمُ لِلْفِظِ الْأَوَّلِ أَصْلًا. وَقَدْ نَتَجَ مِنْهُ خَطَأٌ فِقْهِيٌّ وَهُوَ الْإِسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ لِلْقَادِمِ كَمَا فَعَلَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ. قَالَ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَبُو الْفَضْلِ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى الْأَلْفَافِ الَّتِي وَقَعَ فِي نَقْلِهَا وَضَبْطِهَا تَضْعِيفٌ وَخَطَأٌ فِي تَفْسِيرِهَا وَمَعَانِيهَا وَتَحْرِيفٌ فِي كِتَابِ الْغَرِيبِينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْهَرَوِيِّ (ق ٢/١٧): وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ ذِكْرِ السَّيِّدِ. وَقَالَ كَقَوْلِهِ لِسَعْدٍ جِئْنَا قَالَ: قَوْمُوا لِسَيِّدِكُمْ. أَرَادَ أَفْضَلَكُمْ رَجُلًا. قُلْتُ: وَالمَعْرُوفُ أَنَّهُ قَالَ: قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ. قَالَ ﷺ لَجَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمَّا جَاءَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مَحْمُولًا عَلَى جِمَارٍ وَهُوَ جَرِيحٌ.... أَيْ أَنْزَلُوهُ وَحَمِلُوهُ، لَا قَوْمُوا لَهُ، مِنَ الْقِيَامِ لَهُ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالسَّيِّدِ: الرَّئِيسَ وَالْمُتَقَدِّمَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْهُ -

২. اِسْتَهْرَ الْإِسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ الْقِيَامِ لِلدَّخِيلِ، وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ فِي سِيَاقِ الْقِصَّةِ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّهُ اِسْتِدْلَالٌ سَاقِطٌ مِنْ وَجْهِ كَثِيرَةٍ أَقْوَاهَا قَوْلُهُ ﷺ فَأَنْزَلُوهُ فَهُوَ نَصٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْقِيَامِ إِلَى سَعْدٍ إِنَّمَا كَانَ لِإِنْزَالِهِ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ مَرِيضًا، وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَافِظُ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَخْدُشُ فِي الْإِسْتِدْلَالِ بِقِصَّةِ سَعْدٍ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ الْقِيَامِ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ. وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي (كِتَابِ الْقِيَامِ)

৩৩২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُمُسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجَنَازَةِ، وَعِبَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ. (المصبعة: ১৮২২)

৩৩২. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের উপর পাঁচটি অধিকার রয়েছে। (ক) সালামের জবাব দেওয়া, (খ) দাওয়াত কবুল করা, (গ) জানাযায় শরীক হওয়া, (ঘ) রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, (ঙ) হাঁচিদাতার জবাব দেওয়া যখন সে আল্লাহর প্রশংসা করে (অর্থাৎ, আলহামদুলিল্লাহ বলা)। (আস-সহীহাহ- ১৮৩২)

হাদীসটি সহীহ্।

ইবনে মাজাহ হা. ১৪৩৫; আহমাদ- ২/৩৩২.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান....। তাছাড়া হাদীসটি (ভিন্ন শব্দে- بَابُ) (حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ... সহীহ্ মুসলিমে- ৭/৩/৫৭৭) আহমাদ- ২/৩৭২, ৪১২....। (وَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ)

৩৩৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ. (المصبعة: ১০৩)

৩৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম-বন্ধু; যে তার বন্ধুর নিকট শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর নিকট ঐ প্রতিবেশীই সর্বোত্তম; যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম। (আস-সহীহাহ- ১০৩) হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী- ১/৩৫৩৫; দারেমী- ২/২১৫; হাকিম- ৪/১৬৪; আহমাদ- ২/১৬৮।

ইবনে বুশরান (র) বলেছেন: হাদীসটি সহীহ্ এবং সানাদের সবাই সিক্বাহ। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে ‘হাসান গরীব’ বলেছেন।

৩৩৪- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَوْذَنْ أَبُورِ سَعِيدٍ بِجَنَازَةٍ فِي قَوْمِهِ، فَكَانَتْ تَخْلَفُ حَتَّى أَخَذَ النَّاسُ مَجَالِسَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ تَسْرِبُوا عَنْهُ، فَقَامَ بَعْضُهُمْ لِيَجْلِسَ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا . (الصحيح: ১৮৩২)

৩৩৪. আব্দুর রাহমান ইবনু আবু উমরাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আবু সাঈদকে তার গোত্রের মধ্যে জানাযার জন্য অনুমতি দেয়া হল। অতঃপর তিনি পিছনে আসল এক পর্যায়ে লোকজন তাদের নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করল। অতঃপর তিনি আসলেন। যখন লোকজন তাকে দেখল তখন তারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল করেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ঐ মাজলিসই সর্বোত্তম যা সবচেয়ে প্রশান্তি হয়। (আস-সহীহাহ- ৮৩২)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ১১৩৬; আবু দাউদ হা. ৪৮২০; হাকিম- ৪/২৬৯; আহমাদ- ৩/১৮৬৯; আবদ বিন হুমায়িদ ‘الْمُنْتَخَبُ مِنَ الْمُسْنَدِ’ ১/১০৮....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ বুখারীর শর্তে সহীহ। যেভাবে ইমাম হাকিম বলেছেন....। (অতঃপর শাইখ আলবানী এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস উপস্থাপন করেন)....।

৩৩৫- عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ . (الصحيح: ১১৭৬)

৩৩৫. ‘আয়িশা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম; যে তার পরিবারের নিকট সবচেয়ে ভাল। আর যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন তাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, তার সমালোচনা করো না)। (আস-সহীহাহ- ১১৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

আস-সহীহাহ- ২০

হাদীসটি আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারেমী তার *মসন্দ দারমী* (২/১৫৭) এ হাদীসটি *তখরিজ* করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ বুখারীর শর্তে সহীহ্। তাছাড়া হাদীসটি একাধিক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

৩৩৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالْحَبِشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دُعُهُمْ (يَا عُمَرُ!)، فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفَدَةَ. (المصباح: ৩১২৮)

৩৩৬. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মাসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে হাবশীদের খেলাধুলারত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাদের ধমকি প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের ছেড়ে দাও হে ওমর! কারণ, তারা আরফাদাহর (ক্রীড়া-কৌতুকের) সন্তান। (আস-সহীহাহ- ৩১২৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আবু হুরাইরা (রা) থেকে *মুত্পুয়া* সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নাসায়ী- ১/২৩৬; ইবনে হিব্বান- (৭/৫৪৭/৫৮৪৬); ইমাম আবু জাফর আত-তহাবী তার *শরহু মশকিলুল আন্বার* এবং *শরহু ম'আনয়ি আন্বার* (১/১১৭) ইমাম আহমাদ (২/৫৪০) এ উল্লেখ করেছেন।

ওআয়িব আরনাউত ও আদিল মুরশিদ তাদের *তাহকীকু 'আলী মসন্দ* (১/১১৭) এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

৩৩৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَنْزِلِهِ سَمِعَهُ يَتَكَلَّمُ فِي الدَّخْلِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرِ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

سَمِعْتُكَ تَكَلَّمَ غَيْرَكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ دَخَلْتُ الدَّخِلُ
 اِغْتِمَامًا بِكَلَامِ النَّاسِ مِمَّا بَيَّ مِنَ الْحُمَى، فَدَخَلَ عَلَى دَاخِلٍ مَا
 رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ بَعْدَكَ أَكْرَمَ مَجْلِسًا وَلَا أَحْسَنَ حَدِيثًا مِنْهُ، قَالَ:
 ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّ مِنْكُمْ لِرَجُلًا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقْسِمُ
 عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ. (الصحيح: ১১১০)

৩৩৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারের এক ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য গেলেন। যখন তিনি তার বাড়ির নিকটবর্তী হলেন তিনি ভিতরে কথা-বার্তা শুনতে পেলেন। অতঃপর যখন তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং তার নিকট প্রবেশ করলেন তখন তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আমি তোমাকে কারো সাথে কথা বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আপনি আমার জ্বরের কারণে চিন্তাযুক্ত হয়ে আসেন তখন এক প্রবেশকারী আমার নিকট আসে আমি আপনার পর আর কোন ব্যক্তিকে মাজলিসের দিক দিয়ে তার চেয়ে মর্যাদাবান দেখিনি আর তার চেয়ে উত্তমভাষীকেও দেখিনি। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, তিনি হলেন, জিব্রাঈল ‘আলাইহিস সালাম। তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে যদি তাদের কেউ আল্লাহর নামে শপথ করে তবে আল্লাহ তা’আলা তা পূর্ণ করে দেন। (আস-সহীহাহ- ৩১৩৫)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে বায্যার- ৩/৩০৬-০৭; তাবারানী ‘আল-মুজামুল কাবীর’ (১২/১১-১২); তাঁরই ‘আলআওসাত’ (১/১৫৩/১/২৮৭৩); যিয়া আল-মাকদেসী ‘আল-মুখতার’ (৫৯/২১২/১-২), বায়হাক্কীর ‘দালায়েলুন নবুওয়াহ’ ৭/৭৬।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

হায়সামী (র) ‘আল-মুজমাউয যাওয়ায়েদে’ (১০/৪১) বলেন: হাদীসটি তাবারানী তাঁর ‘কাবীর’ ও ‘আওসাতে’ বর্ণনা করেছেন। আর দু’জনের সানাদ হাসান।

৩৩৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ذُبُوا بِأَمْوَالِكُمْ عَنْ أَعْرَاضِكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نَذُبُ بِأَمْوَالِنَا عَنْ أَعْرَاضِنَا؟ قَالَ: يُعْطَى الشَّاعِرُ وَمَنْ تَخَافُونَ مِنْ لِسَانِهِ. (المصيبة: ১১৬)

৩৩৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা তোমাদের সম্পদ দ্বারা তোমাদের সম্মানকে রক্ষা কর। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমরা আমাদের সম্পদ দ্বারা আমাদের সম্মান রক্ষা করব? তিনি বললেন: কবিকে এবং যার জিহ্বাকে তোমরা ভয় কর তাকে প্রদান করার মাধ্যমে। (আস-সহীহাহ- ১৪৬১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফুয়াত সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম খাতীবে বাগদাদী তার 'تَارِيخُ بَغْدَاد' এর (৯/১০৭) এ ইমাম ইবনে 'تَارِيخ' তার 'مَشَقُّ عَسَاكِر' পৃষ্ঠা ১৮২; দায়লামী- ২/১৫৪-এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

৩৩৯. عَنِ الْحَسَنِ مَرْفُوعًا مَرْسَلًا: رَجِمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ فَسَلَّمَ. (المصيبة: ১১৫)

৩৩৯. হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন; যে (কিছু) বলেছে অতঃপর সে (কোন বিনিময়) পেয়েছে কিংবা চুপ করেছে অতঃপর সে শান্তি পেয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৮৫৫)

হাদীসটি হাসান।

বাগাভী তাঁর 'حَدِيثُ كَامِلٌ بِنِ طَلْحَةَ' ৩/২; কুযায়ী তার 'মুসনাদে শিহাব' ২/৪৭ হাসান বসরী থেকে মারফু-মুরসাল সূত্রে।

হাফিয ইরাকী (র) 'তাখরীজে ইহইয়াহ'-তে ৩/৯৫ বলেন: হাদীসটি ইবনে আবীদ দুনইয়া তাঁর 'الصَّمْتُ' ও বায়হাকী তার 'শুআবুল ইমানে' আনাস (রা) যযীফ সানাদে বর্ণনা করেছেন। কেননা বর্ণনাটি হল- إسماعيل بن عباس عن الحجازيين শাইখ আলবানী (র) বলেন: উক্ত সূত্রে সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে আমার কাছে হাদীসটি হাসান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩৪০. عَنْ أُمِّ كَلْثُومَ بِنْتِ عَقْبَةَ، قَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْكِذْبِ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْحَرْبِ، وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ. وَفِي رَوَايَةٍ: وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا. (الصحيح: ৫৫৫)

৩৪০. উম্মু কুলসুম বিনতি উকবাহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ তিন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন। (ক) যুদ্ধে; (খ) মানুষের মধ্যে মিমাংসার ক্ষেত্রে এবং (গ) স্বামীর জন্য স্ত্রীকে (খুশি করার জন্য) কিছু বলার ক্ষেত্রে। অপর বর্ণনায় স্বামীর বক্তব্যে তার স্ত্রীর প্রতি (মিথ্যার সুযোগ রয়েছে) এবং স্ত্রীর (জন্য) স্বামীকে কিছু বলার ক্ষেত্রে। (আস-সহীহাহ- ৫৪৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি উম্মু কুলসুম বিনতে উকবা মাওকুফান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তার সুনানের (২/৩০৪) এবং ইমাম তাবারানী তার ^{المعجم} ^{الصغير} গ্রন্থে সহীহ সানাতে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে ভিন্ন সানাতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) এই সানাটিকে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: সূত্রটি শায়খাইনের শর্তযুক্ত।

৩৪১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: الرَّؤْيَا ثَلَاثٌ، فَالْبَشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تَعْجِبُهُ فَلْيَقْصُصْهَا إِنْ شَاءَ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقْصُصْ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقْمِ يَصْلَى. (الصحيح: ১৩৫১)

৩৪১. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; স্বপ্ন তিন প্রকার- (ক) আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ; (খ) মনের কল্পনা; (গ) শাইত্বানের পক্ষ হতে ভীতি। যদি তোমাদের কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে তবে সে যদি চায় তাহলে তা বর্ণনা করতে পারে। যদি কোন অশ্রীতিকর কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো নিকট না বলে। বরং সে যেন সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যায়।

(আস-সহীহাহ- ১৩৪১)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ২/৩৯৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ- ১২/১৯৩/২; ইবনে মাজাহ- ২/৪৪৯।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। হাওযাহ বিন খলীফাহ ছাড়া সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ এবং শায়খাইনের রাবী। সেও সত্যবাদী, সেভাবে 'আত্-তাকুরীবে' বর্ণিত হয়েছে।

৩৪২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ، قَالَ: أَتَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ فِي بَيْتِهِ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، وَقُلْنَا لِقَيْسٍ: قُمْ فَصَلِّ لَنَا، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُصَلِّيَ بِقَوْمٍ لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِأَمِيرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِدُونِهِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ حَنْظَلَةَ الْغَسِيلِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرٍ فَرَأْسِهِ، وَأَنْ يُؤْمَ فِي رَحْلِهِ. فَقَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا فَلَانُ لِمَوْلَى لَهُ: قُمْ فَصَلِّ لَهُمْ. (الصحيح: ١١٥٩٥)

৩৪২. আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ আল খিতমি থেকে বর্ণিত; তিনি কুফার আমীর ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা কাইস ইবনু সাদ ইবনু উবাদাহ এর নিকট তার বাড়িতে গেলাম। অতঃপর মুয়াজ্জিন আজান দিল। আমরা কায়িসকে বললাম, এসো আমাদের সাথে সালাত আদায় কর (অর্থাৎ, সালাতের ইমামতি করান)। তিনি বললেন, 'ঐ গোত্রের ইমামতি করতে যোগ্য নয় যাদের আমি আমীর নই। অতঃপর অপর একজন ব্যক্তি বলে উঠল, যাকে আব্দুল্লাহ ইবনু হানজালা আল গাসীল বলা হয়। (তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ বলেন ব্যক্তি তার বাহনের (কাফেলার) ব্যাপারে অধিক হাক্কদার এবং তার বাড়িতে অধিক হাক্কদার এবং সে তার বাহনে ইমামতি করবে। অতঃপর কায়িস ইবনু সাআদ ঐ সময় তার গোলামকে বলল, হে ওমুক! তুমি দাঁড়াও এবং তাদের সালাত পড়াও। (আস-সহীহাহ- ১৫৯৫)

হাদীসটি হাসান।

দারেমী- ২/২৮৫; বাযযার- ৫৫; তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীরে' হা. ৯০০.... এর সানাদ যঈফ....। (এর সাক্ষ্যমূলক সহীহ্ হাদীস:)

ولا يؤزم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته
إلا بإذنه -

..... (باب من أحق بالإمامة) ২/১৩৩-৩৪ সহীহ মুসলিম-

এবং ইমাম তিরমিযী বর্ণিত (৪/৬) হাদীস: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج سটিকে সহীহ গরীব বলেছেন।
আল-বানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ। (ইরওয়াউল গালীল- ২/২৫৭-৫৮;
হাদীস নং ৪৯৪)

٣٤٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: سَبَابُ الْمُؤْمِنِ
كَالْمُشْرِفِ عَلَى هَلَكَةٍ . (المصبعة: ১৮৭৮)

৩৪৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মু'মিনকে গালি
দেয়া ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তির ন্যায়। (আস-সহীহাহ- ১৮৭৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।
বাযযার পৃষ্ঠা ১/২৪৬ রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম মনৌ তার فیض
القدير -এও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ ও সহীহ
বুখারীর রাবী।

٣٤٤- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ الْخَضْرَمِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِ(أَيْمَن)
وَفِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلَّوْا أَزْرَهُمْ فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلِدُونَ
بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّا مَرَرْنَا بِهِمْ قَالُوا: إِنَّ هَؤُلَاءِ
قَسِيسُونَ فَدَعَوْهُمْ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا
أَبْصَرُوهُ تَبَدَّدُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضِبًا حَتَّى دَخَلَ، وَكُنْتُ

وَرَأَى الْحِجْرَةَ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! لَا مِنْ اللَّهِ اسْتَحْيَا، وَلَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اسْتَتَرُوا. وَأَمَّ أَيْمَنُ عِنْدَهُ تَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَلَأَى مَا اسْتَغْفِرْ لَهُمْ. (الصحيح: ২৭৭১)

৩৪৪. সুলাইম ইবনু যিয়াদ আল হাজরামী থেকে বর্ণিত; আব্দুল্লাহ ইবনু হারিছ ইবনু জুয আল-যুবাইদি তাঁকে বর্ণনা করেন। তিনি ও তাঁর বন্ধু আয়মানে পথ অতিক্রম করছিল। কুরাইশের একদল ব্যক্তি তাঁদের পরিধেয় লুঙ্গি খুলে চোখ মুখে পেচিয়ে উলঙ্গ হয়েছিল। আব্দুল্লাহ বললেন, যখন আমরা তাদের পাশ দিয়ে গেলাম তারা বলল, এরা পাদ্রী। এদের ছেড়ে দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে আসলেন এবং যখন তাদের দেখলেন তারা পৃথক হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে ফিরে আসলেন। আমি হাজার পিছনে ছিলাম আমি তাকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেন) ‘সুবহানাল্লাহ’ তারা আল্লাহর ব্যাপারে শরম করে না এবং আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারেও শরম করে না! উম্মু আইমান তাঁর নিকট অবস্থান করছিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা করুন। আব্দুল্লাহ বললেন, কষ্ট পাওয়ার দরুন তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। (আস-সহীহাহ- ২৯৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সুলাইমান ইবনু যিয়াদ আল-হাজরামী মাকতুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল হাদীসটি তার মুসনাদে ৪/১৯১; মুসনাদে আবু ইয়াল্লা- (৩/১০৯-১১০); বায্যার- (২/৪২৯-৪৩০)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

শুআযিব আরনাউত এবং শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ ও বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

৩৪৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَلِدَ لِرَجُلٍ هُنَا غُلَامٌ، فَقَالُوا: مَا نَسَمِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سَمُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ، حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. (الصحيح: ২৮৭৮)

৩৪৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমাদের এক ব্যক্তির একটি পুত্র-সন্তান হলে। তারা বলল, আমরা তার কী নাম রাখব? অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, আমার নিকট যে নাম সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় ঐনামে তার নাম রাখ। (তাহলো) হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব।^১

(আস-সহীহাহ- ২৮৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাকিম- ৩/১৯৬....। তিনি বলেছেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ। এটা ঋণে যাহাবী বলেছেন: (এর সানাদে) ইয়াকুব যঈফ (বর্ণনাকারী)। তিনি মুখতালিফ ফিহী (বিতর্কিত) বর্ণনাকারী। (তাহযীবুত তাহযীব)....।

শুআয়েব আল-আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (তাহক্বীক্বুত আহমাদ- ১/৩৭৭/১৭৭৪৮)

৩৪৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشَاهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ (فَضْلٌ دَرَجَةٍ)، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبُ .
(الصحيح: ١٨٩٤)

৩৪৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন: সালাম আল্লাহর নামসমূহের মধ্য হতে একটি নাম যা তিনি পৃথিবীতে রেখেছেন। তোমরা তোমাদের মধ্যে তা প্রচার কর। কারণ মুসলিম ব্যক্তি যখন কোন গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং তাদের উপর সালাম দেয় এবং তারা তার জবাব প্রদান করে তখন তাদের উপর তার (সালামদাতার) (অধিক মর্যাদা) লাভ হয়। আর যদি তারা তার জবাব না দেয় তবে তাদের চেয়ে যে উত্তম তিনি তার জবাব দেন। (আস-সহীহাহ- ১৮৯৪)

হাদীসটি হাসান।

১. শাইখ আলবানী (র) তাঁর সিলসিলা আযযঈফাতেও এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন (যার হাদীস নং ৩৭০৭) -তাজরীদকারক।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মারফুআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসনাদে বাযযার- হাদীস নং ১৯৯৯-তে উল্লেখ করেছেন। তবে সানাদটিতে একাধিক দুর্বল রাবির কারণে সানাদটি যঈফ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তবে হাদীসটির মুতাবায়াত পাওয়া যায় যা ইমাম তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীরের' হা. ১০৩৯২ উল্লেখ করেছেন। আর এই সানাদটি জাইয়েদ। তবে ইমাম বুখারী (র) হাদীস সহীহ্ সানাদে তার 'আদাবুল মুফরাদে' এর হা. ৯৮৯-এ উল্লেখ করেছেন।

আরো দ্রষ্টব্য অত্র পুস্তকের ২৯১ ও ২৯২ নং হাদীস।

৩৪৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ، فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوهُ. (المصيبة: ৪১৬)

৩৪৭. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: জিজ্ঞাসার পূর্বে সালাম দিতে হবে। যে ব্যক্তি সালামের পূর্বে কিছু জিজ্ঞাসা দ্বারা আলোচনা শুরু করে তোমরা তার জবাব দিয়ো না।

(আস-সহীহাহ- ৮১৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মারফুআন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদীর 'আল-কামেল' ২/৩০৩। তিনি হাদীসটির সানাদ সম্পর্কে বলেন- 'সানাদ লাইয়েন' এবং এ মর্মে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের সানাদ ও মতন উভয়টিই মুনকার। আর হাদীসটি সুযুতী তার الْجَامِعُ الصَّغِيرُ এবং ইমাম তার مُنَاوِي তার فَيْضُ الْقَدِيرِ-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আদী বলেন: (এ মর্মে বর্ণিত) সমস্ত হাদীস সানাদ ও মতন মুনকার, এটা যঈফ হওয়ারই বেশি নিকটবর্তী।

শাইখ আলবানী (র) সহীহ্ জামেউস সগীরে (হা. ৩৬৯৯) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৩৪৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: الشَّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ. (المصيبة: ৪৪৭)

৩৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; কবিতা কথাবার্তার সমপর্যায়ের। এর ভাল অংশ কথাবার্তার ভাল অংশের ন্যায়। আর কদার্যতা কথাবার্তার কদার্যতার ন্যায়। (অর্থাৎ, ভাল কবিতা গ্রহণযোগ্য আর মন্দ কবিতা বর্জনীয়।) (আস-সহীহাহ- ৪৪৭)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ১২৫; দারাকুতনী (৪৯০)..... এর সানাদ যঈফ।

হায়ছামী (র) বলেছেন: হাদীসটি হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এটা হাসান নয়। তবে হ্যাঁ, এর সাক্ষ্যমূলক ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّعْرِ؛ فَقَالَ: هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَ قَبِيحُهُ قَبِيحٌ

আলবানী (র) বলেন: যদি ইবনে সাওবান ছাড়া আর কারো প্রতি আপত্তি না থাকে তবে হাদীসটি হাসান। কেননা ইবনে সাওবান সত্যবাদী। তিনি ভুল করতেন। যেভাবে ‘আত-তাকুরীবে’ বর্ণিত হয়েছে.....।

অন্যত্র ‘আয়িশা (রা) থেকে দারাকুতনী হাদীসটিকে আলবানী হাসান বলেছেন। (তাহকীককৃত মিশকাত হা. ৩৮০৭) তিনি (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন- সহীহ জামেউস সগীর হা. ৬০৪৬)

٣٤٩- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: طَهَرُوا أَفْنِيَتَكُمْ، فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تَطْهَرُ أَفْنِيَتَهَا . (المصيبة: ٢٣٦)

৩৪৯. আমির ইবনু সা‘দ তাঁর পিতার বরাতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, তোমরা তোমাদের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখ। কারণ, ইয়াহুদীরা তাদের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখে না। (আস-সহীহাহ- ২৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানীর ‘আওসাত’ (২/১১); তিনি বলেন: যুহরী থেকে ইব্রাহীম ছাড়া এবং তাঁর থেকে তায়ালিসী ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করে নি, এখানে যায়েদ একক বর্ণনাকারী।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তিনি সিক্বাহ ও হাফেয। অন্যান্যরা সিক্বাহ বর্ণনাকারী এবং আলী বিন সাঈদ ছাড়া অন্যান্যরা সহীহ মুসলিমের রাবী।

৩৫০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ

بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ . (المصيبة: ১৫৫)

৩৫০. আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: কৃতজ্ঞ আহারকারী ব্যক্তি ধৈর্যধারণকারী রোজাদারের মর্যাদা রাখে।

(আস-সহীহাহ- ৬৫৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী- ২/৭৯।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ এবং নির্ভরযোগ্য আর শায়খাইনের রাবী।

৩৫১. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يُعَيِّنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ. قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: يُمَسِّكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ . (المصيبة: ৫৭২)

৩৫১. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাদকাহ আবশ্যিক। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যদি সে সামর্থ্য না রাখে তবে কি হবে? তিনি বললেন, সে হাত দ্বারা উপার্জন করবে। অতঃপর সে নিজেকে উপকৃত করবে এবং সাদাকাহ করবে। তাঁকে বলা হল, যদি সে তাতেও সামর্থ্য না রাখে তবে? তিনি বললেন, চিন্তাগ্রস্থ অভাবীকে সাহায্য করবে। প্রশ্ন করা হলো যদি তাতেও সামর্থ্য না রাখে তবে কি বলেন? তিনি বললেন, সৎ অথবা মঙ্গল কাজের আদেশ করবে। তিনি বললেন, যদি তাও না করে? তিনি বললেন, মন্দ কর্ম হতে বাধা দান করবে। কারণ এটিও একটি সাদকাহ। (আস-সহীহাহ- ৫৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

বَابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (২/১২১) - সহীহ বুখারী
 'আদাবুল মুফরাদ' হা. (بَابُ كُلِّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ) এবং فليعمل بالمعروف
 بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ (৩/৮৩/২৩৮০) - সহীহ মুসলিম-
 ৩৫-৪৬; (عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ) প্রভৃতি।

৩৫২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ مَرْفُوعًا: عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
 طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
 مِنْ أَيْنَ أَنْتَ صَدَّقَ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: لِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ
 التَّكْبِيرَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ،
 وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعَزِلُ الشُّوْكَةَ عَنِ
 طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعِظْمَةَ وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتَسْمِعُ الْأَصَمَ
 وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهُ، وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ
 مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةٍ سَاقِيكَ إِلَى اللَّهْفَانِ، الْمُسْتَغِيثِ،
 وَتَرْفَعُ بِشِدَّةٍ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ
 مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جَمَاعِكَ زَوْجَتُكَ أَجْرٌ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ:
 كَيْفَ يَكُونُ لِي أَجْرٌ فِي شَهْوَتِي؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ
 فَأَذْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ، أَكُنْتَ تَحْتَسِبُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:
 فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ. قَالَ: فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ
 هَدَاهُ. قَالَ: فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ كَانَ يَرْزُقُهُ. قَالَ: كَذَلِكَ
 فَضَعُهُ فِي حَلَالِهِ وَجَنِبَهُ حَرَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ
 أَمَاتَهُ، وَلَكَ أَجْرٌ. (الصحيح: ৫৭০)

৩৫২. আবু যর (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; প্রতিটি দিন যার মধ্যে
 সূর্য উদিত হয় প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সাদকাহ দেওয়া কর্তব্য। আমি বললাম,

হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমরা সাদকাহ দিব। আমাদের তো সম্পদ নেই? তিনি বললেন, সাদকার মধ্য হতে (কিছু সাদকাহ) হচ্ছে তাকবীর **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** (আল্লাহ আকবার) বলা, **سُبْحَانَ اللهِ** (সুবহানাল্লাহ) ও **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** (আল-হামদুলিল্লাহ) **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ** (ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে। অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। মানুষের চলাচলের রাস্তা হতে কাঁটা, হাড়ি ও পাথর সরিয়ে ফেলবে। অন্ধকে পথ দেখাবে, বধির ও বোবাকে শুনিয়ে দিবে যেন তারা বোঝে। কোন পথের অনুসন্ধানকারীকে তার পথ দেখাবে যার স্থান সম্পর্কে তুমি অবগত রয়েছ। কোন বিপদগামী সাহায্যপ্রার্থীর দিকে তোমার পায়ের গোছাকে দৃঢ়ভাবে চালাবে। দুর্বলের জন্য তোমার বাহুকে দৃঢ়ভাবে উঠাবে। এ সবই হলো সাদকাহ যা তোমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি। আর তোমার জন্য তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করাও পুণ্যের কর্ম।

আবু যর বলেন, আমার প্রবৃত্তির মধ্যে আমার পুণ্য আসল আবার কিভাবে? তিনি বললেন, যদি তোমার সন্তান থাকে আর সে বড় হয় আর তুমি তার মঙ্গলের ব্যাপারে আশাবাদী হও। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে তবে তুমি কি তার ব্যাপারে সওয়াবের আশা কর? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি কি তাকে সৃষ্টি করেছে? সে বলল, বরং আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছে। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে হিদায়াত দিয়েছ? সে বলল, বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে হিদায়াত দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কি তাকে খাবার দিয়ে থাক? সে বলল, বরং আল্লাহ তাকে খাবার দান করে থাকেন। তিনি বললেন, তবে এমনই। তুমি হারাম থেকে বিরত থাক এবং হালালের মধ্যে তা (শাহওয়াত বা প্রবৃত্তিকে) রাখ। আল্লাহ যদি চান তবে (সন্তান) জীবিত রাখবেন আর যদি তিনি চান তবে মৃত্যু দান করবেন। আর তোমার জন্য বিনিময় (পুণ্য) রয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৫৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু যার (রা) মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন। আহমাদ- ৫/১৬৮। শুআয়িব আরনাউদ ও আদেল মুরশিদ এবং শাইখ আলবানী বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ ও সহীহ মুসলিমের রাবী।

৩৫৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْقُوعًا: عَلَّقُوا السُّوطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ. (الصحيح: ১১৬৭)

৩৫৩. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা লাঠি ঐ জায়গায় লটকিয়ে রাখ; যেখানে গৃহবাসীর দৃষ্টি পড়ে। (আস-সহীহাহ- ১৪৪৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মারফু'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন। আর আবু নুঈমা আল-আসবাহানী তার حَلِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ فِي طَبَقَاتِ الْأَصْفِيَاءِ কিতাবের (৭/৩৩২)-এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান।

৩৫৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْقُوعًا: عَلَّقُوا السُّوطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّ لَهُمْ أَدَبًا. (الصحيح: ১১৬৭)

৩৫৪. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা লাঠি ঐ জায়গায় লটকিয়ে রাখ যেখানে গৃহবাসীর দৃষ্টি পড়ে। কারণ এটা তাদের জন্য আদব তথা শিক্ষা। (আস-সহীহাহ- ১৪৪৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) মারফু'য়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানীর 'কাবীর' (৩/৯/২) একই শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান। তাছাড়া হাদীসটি ভিন্ন শব্দে حَلِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ فِي طَبَقَاتِ الْأَصْفِيَاءِ আবু নুঈমা আসবাহানী উল্লেখ করেছেন।

৩৫৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُوتُ بِإِنَاءٍ لَمْ يَغْطُ وَلَا سِقَاءٍ لَمْ يَوْكُ، إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (الصحيح: ৩০৭৬)

৩৫৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা পাত্র ঢেকে রাখ, মশক বেঁধে রাখ। কারণ, পুরো বছরে একটি রাত্র রয়েছে যার মধ্যে মহামারি এসে থাকে। আর যে সকল পাত্র ও মশক খোলা থাকে সেখানে ঐ মহামারিটি পতিত হয়। (আস-সহীহাহ- ৩০৭৬)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ৩/৩৫৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ।

৩৫৬. عَنْ وَحْشِيِّ أَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ؛ قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَارِكْ لَكُمْ فِيهِ.

(المصباح: ১১৬)

৩৫৬. ওয়াহশী (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি বলেন; হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার গ্রহণ করি তবে পরিতৃপ্ত হই না! তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খাবার গ্রহণ করে থাক। তোমরা তোমাদের খাবারের প্রতি সমবেত হও (অর্থাৎ একত্রে আহার কর) এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তবে তোমাদের (খাবারে) বারাকাত লাভ হবে।

(আস-সহীহাহ- ৬৬৪)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিশী।

আবু দাউদ- ২/১৩৯; ইবনে মাজাহ- ২/৩০৭; ইবনে হিব্বান হা. ১৩৪৫; হাকিম- ২/১০৩; আহমাদ- ৩/৫০১।

হাফেয ইরাকী 'তাখরীজে ইহইয়াহ'-তে (২৪) বলেন: এর সানাদ হাসান...

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এটি হাসান নয়....। (পরিশেষে বলেন) তবে হাদীসটি হাসান লি-গায়রিশী। কেননা, এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

৩৫৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: فِي ابْنِ آدَمَ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِئَةٍ سَلَامٍ أَوْ عَظْمٍ أَوْ مِفْصَلٍ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، كُلُّ

كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَ، وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَ، وَالشُّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ تَسْقِيهَا صَدَقَ، وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَ. (المصيبة: ১৫৬)

৩৫৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; বানী আদাম তথা আদম সন্তানের মধ্যে তিনশত ঘাটটি হাড় অথবা জোড়া বা গ্রন্থি রয়েছে। এগুলোর প্রতিটির জন্য প্রত্যেক দিন সাদাকাহ রয়েছে। প্রতিটি উত্তম কথাই সাদাকাহ। এক ভাইয়ের পক্ষে অন্য ভাইয়ের সাহায্যও সাদাকাহ। পানি পান করানোও সাদাকাহ। পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সাদাকাহ।

(আস-সহীহাহ- ৫৭৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস মারফু'য়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীর 'আদাবুল মুফরাদ' হাদীস নং ৬২-তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান- ইন্শাআল্লাহ।

৩৫৮. عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فَيُقَالُ لَهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى الْأَتَعُولُوا﴾، قَالَ: أَنْ لَا تَجُورُوا. (المصيبة: ৩২২২)

৩৫৮. 'আয়িশা (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের ব্যাপারে ﴿ذَلِكَ أَدْنَى الْأَتَعُولُوا﴾ তিনি বলেন, أَنْ لَا تَجُورُوا, অর্থাৎ, তোমরা যেন অত্যাচার না কর। (আস-সহীহাহ- ৩২২২)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ১৭৩০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম- ২/১০৮/২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ ও আব্দুর রহমান বিন ইব্রাহীম ছাড়া সবাই শায়খাইনের রাবী। সে সিক্বাহ হাফেয।.....

৩৫৯. عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثُمَّ

আস-সহীহাহ- ২১

يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ
وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . (الصحيح: ৩১০৬)

৩৫৯. ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ যখন প্রত্যেক রাতে বিছানায় আসতেন তখন তিনি উভয় তালু মিলাতেন এবং ফুঁ দিতেন। অতঃপর পাঠ করতেন, ^{قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ} (সূরা ইখলাস) ^{قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ}, (সূরা ফালাক) এবং ^{قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (সূরা নাস)। অতঃপর তিনি যতটুকু সম্ভব মাথা ও চেহারা থেকে শুরু করে— চেহারা মুছে নিতেন এবং শরীরের যতটুকু সম্ভব হাত ফেরাতেন। আর তিনি তিনবার এমন করতেন। (আস-সহীহাহ- ৩১০৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ‘আয়িশা (রা) মারফু‘য়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া হাদীসটি সহীহ বুখারী হা. (৫০১৭) (بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفَاتِ) ও (৬৩১৯); আবু দাউদ হা. ৫০৫৬; তিরমিযী হা. ৩৩৯৯; ইবনে মাজাহ হা. ৩৮৭৫; ইমাম নাববী তার ‘আযকার’-এ এবং আহমাদ তার ‘মুসনাদে’ (৬/১১৬ ও ১৫৪) হা. (২৪৯০৭ ও ২৫২৬৩)। ইমাম ইবনে কাইয়ুম তার ^{الرَّوَابِلُ الصَّيِّبُ مِنَ الْكَلِمِ} ^{الطَّبِيبِ}-এর পৃষ্ঠা ১২৭-এ উল্লেখ করেন।

৩৬০. عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ
فِي بَعْضِ أَمْرٍ، قَالَ: بَشِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا.
(الصحيح: ৭৭২)

৩৬০. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যখন তিনি (নাবী ﷺ) কাউকে কোথাও প্রশাসনের কাজে পাঠাতেন তখন তিনি বলতেন, মানুষদের সুসংবাদ প্রদান কর। তাদের মন্দ কিছু শুনাবে না। তাদের সাথে সহজ-সুলভ আচরণ করবে কঠোরতা প্রদর্শন করবে না। (আস-সহীহাহ- ৯৯২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু মুসা আল-আশআরী (রা) ^{مَوْفُورًا} সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ মুসলিম- (৫/১৪১/৪২৬৬) (بَابُ فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ)

(التَّنْفِير) রিওয়াযাত করেছেন। আর ইমাম আবু দাউদ তার 'সুনানের' (২/২৯৩)-তে উল্লেখ করেন। আর শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ।

৩৬১- عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا . (المصيبة: ৩৭৭)

৩৬১. আনাস (রা) নাবী (ﷺ) থেকে বলেন: তিনি (নাবী (ﷺ)) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তা তিনবার উল্লেখ করতেন; যেন তা বুঝা সহজ হয়। আর যখন তিনি কোন গোত্রের নিকট যেতেন তখন তিনবার সালাম দিতেন। (আস-সহীহাহ- ৩৪৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক (রা) মারফু'য়ান সূত্রে রিওয়াযাত করেছেন। আর সহীহ বুখারী- (৯৪, ৯৫, ৬২৪৪) (بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا) ২৭২৩, ৩৬৪০; তিরমিযী হা. ২৭২৩, ৩৬৪০; তাঁরই 'আশ্-শামায়েলে' ১২০/১৯২; আবু শায়েখ 'আখলাকুন নাবী' (৮৩)-তে।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

৩৬২- عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا، أَوْ صَلَّى صَلَاةً تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ؛ فَقَالَ: إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . (المصيبة: ৩৭৭)

৩৬২. 'আয়িশা (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; যখন তিনি (ﷺ) কোন মাজলিসে বসতেন কিংবা সালাত আদায় করতেন তখন তিনি কিছু বাক্য পাঠ করতেন। 'আয়িশা (রা) তাকে ঐ বাক্যসমূহের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন? তিনি বললেন, যদি উত্তম কথা বলা হয় তবে তা কিয়ামাত পর্যন্ত অভ্যাস হয়ে যায়

আর অন্য কথা বলা হয় তবে তা কাফ্ফারা হয়ে যায়—سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ—
 “হে আল্লাহ! وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
 তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসা করছি। তুমি ব্যতীত কেউ
 উপাস্য নেই। তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার নিকটই তাওবাহ্
 করছি। (আস-সহীহাহ্- ৩১৬৪)

হাদীসটি সহীহ্।

নাসায়ীর ‘আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ্’ ৩০৯/৪০০; বায়হাকীর ‘শু‘আবুল
 ইম্মান’ ১/৪৪৩৫/২৬৯; আহমাদ- ৬/৭৭; তাবারানীর ‘আদ-দুআ’ ৩/১৬৫৬-৫৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। যেভাবে হাফেয ইবনে হাজার
 (র) তাঁর ‘النكت على ابن الصلاح’ (২/৭৩২-৩৩)-এ বলেছেন। এর
 বর্ণনাকারীগণ সিকাহ্ এবং সহীহ্ মুসলিমের রাবী....।

৩১২- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ إِذَا
 خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ! إِنَّا
 نَعُوْذُ بِكَ أَنْ نَزَلَ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَزَلَّ، أَوْ أَزَلُّ... بِالْإِفْرَادِ فِي الْأَفْعَالِ
 كُلِّهَا)، أَوْ نَضَلَّ، أَوْ نَظَلِمَ أَوْ نَظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يَجْهَلَ عَلَيْنَا .
 (الصعيقة: ৩১১২)

৩৬৩. উম্মু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: তিনি (নাবী ﷺ)
 যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন—اللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ أَنْ نَزَلَ، أَوْ
 نَضَلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نَظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يَجْهَلَ عَلَيْنَا
 তোমার নামে বের হচ্ছি ও তোমার উপরই ভরসা রাখি। হে আল্লাহ! পথচ্যুত
 হওয়া থেকে আমরা আশ্রয় চাচ্ছি। (অপর বর্ণনায় اَزَلَ আছে আবার اَزَلَ-ও
 আছে। সকাল কাজে পৃথক পৃথকভাবে) কিংবা আমরা পথভ্রষ্ট হব, বা
 অত্যাচার করব বা অত্যাচারিত হব কিংবা আমরা অপরাধ করব বা আমাদের
 প্রতি অপরাধ-অন্যায় করা হতে। এ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (আস-সহীহাহ্- ৩১৬৩)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী তার (৯/১২৬/৩৪২৩); সুনানে নাসায়ী- ২/৩২২ এবং তাঁরই ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ’ ১৭৬/৮৭; ইবনুস সুন্নী (১৭২); হাকিম- ১/৫১৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ- (১০/২১১/৯২৫০); আহমাদ- ৬/৩০৬; তাবারানীর ‘আল-মুজামুল কাবীর’ (২৩/৩২০/৭২৭); তাঁরই ‘আদ-দুআ’ (২/৯৮৬/৪১১)।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাকিম বলেন: শাযখাইনের শর্তে সহীহ.....।

٣٦٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ ﷺ إِذَا صَافَحَ رَجُلًا لَمْ يَتَرَكْ يَدَهُ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ التَّارِكُ لِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (المعجمة: ٢٤٨٥)

৩৬৪. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করতেন তখন ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি হাত ছাড়তেন না। (আদ-সহীহাহ- ২৪৮৫)

হাদীসটি হাসান।

খতীব তাঁর ‘الموضح’ ২/২২৫..... যঈফ।..... তিরমিযী- ২/৮০; ইবনে মাজাহ হা. ৩৭১৬; তাবাক্বাতে ইবনে সা‘দ- ১/৩৭৮; বাগভী ‘শরহে সুন্নাহ’ ১৩/২৩৫/৩৪৮০..... যঈফ।

আবূশ শায়েখ ‘আখলাকুন নাবী’ পৃষ্ঠা ২৫..... যঈফ.....। সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ২১৩২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। যদিও মুবারক বিন ফাযালাহ মুদাল্লিস ও এক্ষেত্রে ‘আন’আনাহ ভাবে বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য বাক্যের এই সূত্রের হাদীসটি সহীহ। কেননা এর অনেক সাক্ষ্য রয়েছে।..... (অতঃপর শায়েখ আলবানী সাক্ষ্যমূলক দু’টি হাদীস উল্লেখ করেন.....) দ্বিতীয় হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। হাযছামী (র) ৯/১৫ বলেন: বাযযার এবং তাবারানী তাঁর ‘আল-আওসাতে’ বর্ণনা করেছেন। তাবারানীর সানাদটি হাসান

٣٦٥- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ذِي الْجَنَاحَيْنِ: كَانَ ﷺ إِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ، فَيَقَالَ لَهُ: بِرَحْمَةِ اللَّهِ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ. (المعجمة: ٢٣٨٧)

৩৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর যুল জানাহইন (দু'পাখাওয়ালা)-এর সূত্রে বর্ণিত; নাবী ﷺ যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা (الْحَمْدُ لِلَّهِ) বলতেন। অতঃপর তাঁর জবাবে বলা হত, يَرْحَمُكَ اللَّهُ (আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।) তখন তিনি বলতেন, يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ (তিনি তোমাদের হিদায়াত দিন ও তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন)। (আস-সহীহাহ- ২৩৮৭)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে তায়ালিসী হাদীস নং ২৬৫৯.... এর সানাদ যঈফ.....; হাকিম- ৪/১৭৯..... তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

যাহাবী খণ্ডন করে যঈফ বলেছেন। কিন্তু হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক রয়েছে..... আহমাদ- ৫/৪৫৫; উক্ত ধারাবাহিকতায় হাকিম পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। যাহাবী চূপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁরা উভয়ে যেভাবে বলেছেন।

৩৬৬- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلَقَّوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا ... (المصباح: ১৭৬৭)

৩৬৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ-এর সাথীগণ যখন পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করত তখন তারা মুসাফাহা (করমর্দন) করত। আর যখন সফর থেকে আগমন করত তখন মুয়ানাকা করত।

(আস-সহীহাহ- ২৬৪৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানীর 'আওসাত' (১/৮/১/৯৯)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ জাইয়্যেদ।

৩৬৭- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُهُ يَمْشُونَ أَمَامَهُ إِذَا خَرَجَ، وَيَدْعُونَ ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ. (المصباح: ১৮৬)

৩৬৭. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তাঁর (নাবী ﷺ-এর) সাথীগণ তাঁর সামনে চলত যখন তিনি (কোথাও যাওয়ার জন্য) বের হতেন। আর পিছনের দিকটি ফেরেশতাদের জন্য খালি রাখা হত। (আস-সহীহাহ- ৪৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ৩/৩০২; ইবনে মাজাহ- ১/১০৮.....। তাছাড়া আহমাদ- ৩/৩৩২; হাকিম- ৪/২৮১ দু'টি সানাদে।

শেষেরটি সুফিয়ান থেকে যার শব্দগুলো হলো, (كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ) (مُشِينًا قَدَامَهُ، وَ تَرَكْنَا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ)। হাকিম চুপ থেকেছেন। এর সানাদ সহীহ এবং সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ.....।

৩৬৮- عَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا التَّقِيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، ثُمَّ يَسْلِمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ (الصحيح: ২৬৪৮)

৩৬৮. আবু মদীনাহ আদ-দারামী থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ-এর দু'জন সাহাবী এমন ছিলেন যে, যখন তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটত তখন একে অপরের নিকট (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) অর্থাৎ সূরা আসার পাঠ করা ব্যতীত পৃথক হত না। অতঃপর একে অন্যের প্রতি সালাম বিনিময় করতেন। (আস-সহীহাহ- ২৬৪৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু মাদীনা আদ-দারামী সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানীর 'আওসাত' (২/১১/২/৫২৫৬) এবং الْمُعْجَمُ الصَّغِيرُ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

৩৬৯- عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاطَّلَعَ فِي بَيْتِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمًا مِنْ كَنَانَتِهِ، فَسَدَّهْ نَحْوَ عَيْنَيْهِ حَتَّى أَنْصَرَفَ. (الصحيح: ৬১২)

৩৬৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে ঘরে উঁকি দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ঝুড়ি হতে তীর বের করলেন এবং তার চোখ বরাবর (মারার জন্য) তাক করলেন। অতঃপর সে ফিরে গেল। (আস-সহীহাহ- ৬১২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক (রা) মাওকুফান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারীর ‘আদাবুল মুফরাদে’ হাদীস নং ১০৬৯; আহমাদ- ৩/১৯১-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর শাইখ আলবানী (র) বলেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ্।

৩৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى. (المصيبة: ২০-২১)

৩৭০. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; জাহেলী যুগের লোকজন প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে খেলাধুলা করত। যখন নাবী ﷺ মাদীনায়ে আসলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের জন্য দুটি দিন ছিল যার মধ্যে তোমরা খেলাধুলা করত। আল্লাহ তা‘আলা ঐ দু’টি দিনের পরিবর্তে উত্তম দিন তোমাদের দান করেছে (তা হলো) ফিতরের দিন ও কুরবানীর তথা আযহার দিন। (আস-সহীহাহ- ২০২১)

হাদীসটি সহীহ্।

নাসায়ী- ১/২৩১; তাহাবীর ‘শরহ্ মুশকিলিল আসার’ ২/২১১; আহমাদ- ৩/১০৩, ১৭৮, ২৩৫, ২৫০.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্.....।

ইমাম হাকিম বলেছেন: সহীহ্ মুসলিমের শর্তে সহীহ্। আর যাহাবী চুপ থেকেছেন।

৩৭১- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ نَاسٌ يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْيَهُودِ، فَيَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكَ! فَيَقُولُ: وَعَلَيْكُمْ. فَفُطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتَهُمْ، (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: بَلَّ عَلَيْنَا السَّامُ وَالذَّامُ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَهْ يَا عَائِشَةُ! (لَا تَكُونِي فَاجِشَةً) فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. (المصيبة: ২৭২১)

৩৭১. ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: ইয়াহুদীদের অনেক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আসত এবং বলত, السَّامُ عَلَيْكَ, وَعَلَيْكُمْ (আপনার মৃত্যু হোক) তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলতেন, (তোমাদের উপর তাই হোক)। অতঃপর ‘আয়িশা (রা) তা বুঝতে পারেন এবং তাদের বকাবকি করেন। (অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ‘আয়িশা (রা) বলেন, বরং তোমাদের মৃত্যু হোক ও অমঙ্গল হোক)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হে ‘আয়িশা! তুমি থেমে যাও। (তুমি কৰ্কশভাষী হয়ে না) কারণ, আল্লাহ তা‘আলা কঠোরতা পছন্দ করেন না। আবার কঠোর হওয়াও পছন্দ করেন না। তিনি (‘আয়িশা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো এমন এমন কথা বলেছে! অতঃপর তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, আমি কি তাদের উপর তা ফিরিয়ে দেইনি? অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা, إِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ (যখন তারা আপনার নিকট আসে তখন তারা এমন শব্দে সালাম বলে; যে শব্দে আল্লাহ সালাম বলেন না।) আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন। (আস-সহীহাহ- ২৭২১)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে ইবনে রাহুয়াহ- ৪/১৬৮/১....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: শায়খাইনের শর্তে হাদীসটি সহীহ্। (মূল মর্মে) সহীহ্ মুসলিমেও- ৭/৪ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِبْتِدَاعِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ) (৭/৪) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে.....। (وَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ)

৩৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ ﷺ يُسَمِّي الْأُنثَى مِنَ الْخَيْلِ
فَرَسًا . (الصَّحِيحَةُ: ২১২১)

৩৭২. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ-এর মাদী ঘোড়ার নাম ফরস্ ঘোড়া রাখত। (আস-সহীহাহ- ২১৩১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম- ২/১৪৪.....। তিনি বলেন: হাদীসটি শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। আর যাহাবী চূপ থেকেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কেননা মুসা বিন সাহলকে শায়খাইন উল্লেখ করেন নি।.... (অতঃপর শায়েখ আলবানী এই নামে চার জনের কথা উল্লেখ করেন। যাদের একজন ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ীর শায়েখ, তিনি সিক্বাহ। দ্বিতীয় ব্যক্তি যঈফ। তৃতীয় ব্যক্তি যঈফুন জিদ্দান। চতুর্থ ব্যক্তি অজ্ঞাত....। অতঃপর তাঁর পর্যালোচনার শেষে আলবানী বলেন)... হাদীসটি সহীহ্ বা হাসান।.....

শাইখ আলবানী (র) অন্যত্র হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। (সহীহ্ আবু দাউদ হাদীস নং ২৫৪৬; সহীহ্ জামেউস সগীর হাদীস নং ৪৯৫৪৪)

৩৭৩- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ سَلَمَى،
قَالَتْ: كَانَ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ رَأْسِ الطَّعَامِ . (الصَّحِيحَةُ: ৩১২৫)

৩৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ইবনু আবু রাফে' তাঁর দাদা সুলামী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারের মাঝখান থেকে খাওয়া পছন্দ করতেন না। (আস-সহীহাহ- ৩১২৫)

হাদীসটি সহীহ্।

তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' ২৪/২৯৭/৭৫৪.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ এবং ফাইদ ছাড়া সবাই সহীহ্ বুখারীর রাবী। আর সেও সিক্বাহ। ইবনে মাজিন প্রমুখ তাঁকে সিক্বাহ বলেছেন।

হাফিয ইবনে হাজার (র) 'আত-তাকুরীবে' বলেছেন; সে সত্যবাদী।.....

৩৭৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَطَّأَ أَحَدٌ عَقِبَهُ، وَلَكِنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ . (المصبعة: ১২২৭)

৩৭৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে কারো চলা অপছন্দ করতেন। তবে ডানে ও বামে চলা পছন্দ করতেন। (আস-সহীহাহ- ১২৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। المستدرک علی তার ابویسع ابوعبد الله الى کم النیسابوری (৪/২৭৯) বলেন: হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আর ইমাম আয্‌যাহাবী এতে চূপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তবে শু'আয়িব বিন মুহাম্মাদ সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী নয়।

৩৭৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُرُّ بِالْغُلَّامَانِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمَا، وَيَدْعُو لَهُمَا بِالْبُرْكََةِ. (المصبعة: ১২২৮)

৩৭৫. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোটদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিতেন এবং তাদের বরকতের জন্য দু'আ করতেন। (আস-সহীহাহ- ১২৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনে আসাকির- ১৭/৪৪৫/২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (এর সানাদে) মুহাম্মাদ আল-মাক্বারী মাতরুক-যেভাবে হাফিয ইবনে হাজার বলেছেন। অবশ্য সহীহ বুখারী (১১/২৭ ফাতহ সহ, অনুচ্ছেদ- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ সহীহ মুসলিম- ৭/৫-৬/৫৭৯৩) (بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصَّبْيَانِ) দারেমী- ২/২৭৬ প্রমুখ সাবিত বুনা'নী, আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন: فَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبْيَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا ।

৩৭৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدُ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ. (المصيبة: ১১৭)

৩৭৬. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; ঐ বক্তব্য যেখানে তাশাহুদ (অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর রাসুলের রিসালাতের সাক্ষ্য) নেই তা অচল হাতের ন্যায়। (আস-সহীহাহ- ১৬৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরা (রা) মারফু'য়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আবু দাউদ হা. ৪৮৪১; ইবনে হিব্বান হা. ১৯৯৪; বায়হাকী- ৩/২০৯; আহমাদ- ২/৩০২, ৩৪৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) পর্যালোচনা শেষে বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ।

৩৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ، فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا. (المصيبة: ১২০)

৩৭৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: বনী আদামের সবাই নেতা। ব্যক্তি তার পরিবারের নেতা আর স্ত্রী তার গৃহের নেত্রী। (আস-সহীহাহ- ২০৪১)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনে সুন্নীর 'আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ' (৩৮২); আবু বকর ইম্পাহানীর 'আল-ফাওয়ায়েদ' ১৩/১৯০/১....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৩৭৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّوا جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ. (المصيبة: ১২১)

৩৭৮. ইবনু উমার থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমরা একত্রে খাবার গ্রহণ কর। পৃথক হয়ে যেও না। কারণ, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

(আস-সহীহাহ- ২৬৯১)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তার 'আল-আওসাত' ২/৭৫৯৭।

শাইখ আলবানী (র) এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর বিভিন্ন সানাদের বিশ্লেষণের শেষে বলেন: সম্মিলিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে হাদীসটি কমপক্ষে হাসান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৩৭৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَنْتَهَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهَى. (المصباح: ৩২০)

৩৭৯. জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা যখন নাবী ﷺ-এর খিদমাতে যেতাম তখন যে যেখানে যেত সেখানেই সে বসত। (আস-সহীহাহ- ৩৩০)

হাদীসটি হাসান।

যুহাইর বিন হারব তার 'আল-ইলম' হা. ১০০; ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১১৪১; আবু দাউদ হা. ৪৮২৫; তিরমিযী- ২/১২১; আহমাদ- ৫/৯১, ৯৮, ১০৭-০৮....।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।....

শুআয়িব আল-আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তাহক্বীক্বুত মুসনাদে আহমাদ- ৫/৯১/২০৮৮৭।

৩৮০- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا قُلْنَا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَبَرَكَاتُهُ، وَمَغْفِرَتُهُ. (المصباح: ১৫৫৭)

৩৮০. যায়িদ ইবনু আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ যখন আমাদের সালাম দিতেন তখন আমরা বলতাম- وَعَلَيْكَ السَّلَامُ - (আস-সহীহাহ- ১৪৪৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) মাওকুফান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীর ‘আত-তারীখে কাবীর’-এ বারীদের মান নির্ণয় করতে গিয়ে হাদীসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি **التَّارِخُ الصَّغِيرُ**-এও উল্লেখ রয়েছে।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ এবং এর সকল রাবী সিক্বাহ বলে উল্লেখ করেছেন।

৩৮১- **عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نَشْرِبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمِشِي، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (الصحيح: ৩১৭৮)**

৩৮১. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে দাঁড়িয়ে পান করতাম এবং হেঁটে আহার গ্রহণ করতাম।’ (আস-সহীহাহ- ৩১৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ- ৮/২০৫/৪১৭০; আহমাদ- ২/১০৮; সুনানে দারেমী- ২/১২০; তিরমিযী- ৬/১৪৮/১৮৮০; তাহাবীর ‘শরহ মা‘আনিল আসার’ ২/৩৫৮।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্ গরীব।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ ও শায়খাইনের রাবী। তবে হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমের শর্তের উপর রয়েছে....।

৩৮২- **قَالَ ﷺ: لَأَنْ يَمْتَلِي جَوْفَ أَحَدِكُمْ قَبْعًا حَتَّى يُرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي شَعْرًا. وَرَدَّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ، وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمْ. (الصحيح: ৩২৬)**

৩৮২. নাবী ﷺ বলেন: তোমাদের কারো পেট কবিতা দ্বারা তা পূর্ণ করার চেয়ে বমি দ্বারা পূর্ণ করা উত্তম হবে। (অর্থাত্, অনর্থক কবিতার পেছনে পড়া খুবই খারাপ কাজ।)

১. বিশেষ কোন প্রয়োজনে কখনও কখনও হেঁটে কিংবা দাঁড়িয়ে পান করা যেতে পারে।

-অনুবাদক।

এ হাদীসটি অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্য হতে কয়েকজন হলেন, আবু হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, সাআদ ইবনু আবী ওয়াহাস, আবু সাঈদ আল খুদরী ও উমার (রা) প্রমুখ। (আস-সহীহাহ- ২৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- ৭/৫০/৬০৩২; কিতাবুশ শির (باب: ১) আবু দাউদ হা. ৫০০৯; তিরমিযী- ২/১৩৯; ইবনে মাজাহ হা. ৩৭৫৯; তাহাভী তার 'শরহ মাআনিল আসার' ২/৩৮০; আহমাদ- ২/২৮৮, ৩৫৫, ৩৯১, ৩৭৮, ৪৮০।

৩৮৩- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعٌ خِلَالٍ: يَشْمُتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَا، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيَعُوذُهُ إِذَا مَرَضَ. (الصحيح: ২১৫৫)

৩৮৩. আবু মাসউদ (রা) নাবী থেকে বর্ণনা করেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের চারটি অধিকার আছে। যখন সে হাঁচি দিবে তখন সে তার জবাব দিবে। দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে। মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় শরীক হবে। অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষা করবে। (আস-সহীহাহ- ২১৫৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সাহাবায়ে কিরামদের এক জামাত রিওয়ায়াত করেছেন তন্মধ্যে আবু হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, সা'দ ইবনে আবী ওয়াহাস, আবু সাঈদ আল-খুদরী, উমার এবং অন্যান্যগণ। ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৯২৩; ইবনে মাজাহ- ১/৪৩৮; ইবনে হিব্বান হা. ২০৬৪; হাকিম- ১/৩৪৯, ৪/২৬৪; আহমাদ- ৫/২৭৩।

হাকিম বলেছেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

৩৮৪- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمَّا عَرَجَ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَزَّ وَجَلَّ، مَرَّتْ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمَشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ، وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ. (الصحيح: ৫২২)

৩৮৪. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন আমার প্রভু আমাকে উপরে নিয়ে যান (অর্থাৎ আমার মিরাজ হয়) আমি এমন লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের তামার নখ ছিল। তারা তাদের বক্ষ ও চেহারা চিরতে ছিল। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐসকল ব্যক্তি; যারা মানুষের গোশত খায় এবং তাদের মান সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে (অর্থাৎ, গীবাত ও ছিদ্রান্বেষণে তারা ব্যস্ত থাকত।)। (আস-সহীহাহ- ৫৩৩)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ৩/২২৪; আবু দাউদ হা. ৪৮৭৮.....। ইমাম মুনিরী তার 'আত-তারগীব' ৩/৩০০ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন....।

শুআয়িব আরনাউত বলেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ। এটি আব্দুর রহমান বিন জুবায়ের সূত্রে বর্ণিত। যার পরিপূরক হলেন, রশিদ বিন সাদ। তিনি সুনান চতুষ্টিয়ের বর্ণনাকারী এবং সিক্বাহ। (তাহক্বীক্বুত মুসনাদে আহমাদ- ৩/২২৪/১৩৩৬৪)

৩৮৫. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِطْلَعَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ يَمْدُّ لِسَانَهُ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلَّا يَشْكُو إِلَى اللَّهِ الْلِّسَانُ عَلَى حَدِّثِهِ. (المعجمة: ৫৩৫)

৩৮৫. যায়িদ ইবনু আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু বাকার (রা)-এর দিকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি জিহ্বা টানছেন। তিনি বললেন, ওহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খালীফা! আপনি কী করছেন? তিনি বললেন: এটি আমাকে ধ্বংসের নিকট এনেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পুরো দেহের মধ্যে শুধু জিহ্বাই পৃথকভাবে আল্লাহর নিকট তার পরিচালনার ব্যাপারে নালিশ করবে। (আস-সহীহাহ- ৫৩৫)

হাদীসটি সহীহ।

মুনাদে আবু ইয়াল্লা- ১/৪; ইবনে সুন্নীর ‘আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লাইলাহ’ (৭)....। বায়হাকীর ‘শুআবুল ইমান’ ৯/৬৫/২....।

শাইখ আলবানী (র) (পর্যালোচনার পর) বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ বুখারীর শর্তে সহীহ।....

৩৮৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسْطُ الطَّرِيقِ.
(الصعيعة: ১৫৭)

৩৮৬. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মহিলাদের জন্য রাস্তার মধ্যভাগ (ব্যবহার উচিত) নয়। (আস-সহীহাহ- ৮৫৬)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

‘আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাক্বাহ’ ৯/৫/২; সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ১৯৬৯; ইবনে আদী তার ‘আল-কামেলের’ ১/১৯২; বায়হাকীর ‘শুআবুল ইমান’ ২/৪৭৫/২।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান....।

শুআয়িব আরনাউত বলেন: হাদীসটি হাসান লি-গায়রিহী। (তাহকীকুত সহীহ ইবনে হিব্বান- ১২/৪১৫/৫৬০১)

৩৮৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. (الصعيعة: ১৫৭)

৩৮৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ঐ ব্যক্তি (প্রকৃত) মু‘মিন নয়; যে পরিতৃপ্ত থাকে আর পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। (আস-সহীহাহ- ১৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ (১১২); তাবারানীর ‘আল-কাবীর’ ৩/১৭৫; হাকিম- ৪/১৬৭; ইবনে আবী শায়বা’র ‘কিতাবুল ইমান’ ২/১৮৯; খাতীব তার ‘তারীখে বাগদাদ’ ১০/৩৯২; ইবনে আসাকির- ৯/১৩৬/২; যিয়া আল-মাকদেসী ‘আল-মুখতার’ ১/২৯২/৬২.....।

হায়সামী (র) তাঁর ‘আল-মুজমাউয যাওয়ায়েদে’ ৮/১৬৭ বলেন: “তাবারানী ও আবু ইয়াল্লা বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনাকারীগণ সিদ্ধাহ।”

আস-সহীহাহ- ২২

হাকিম বলেন: সানাদটি সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তারা উভয়ে যা বলেছেন সেটা সঠিক। কেননা এর সাক্ষ্য রয়েছে.....।

৩৮৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا بِاللَّعَّانِ، وَلَا بِالْفَاحِشِ، وَلَا بِالْبَذِيٍّ. (الصحيح: ৩২০)

৩৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: মুমিন ব্যক্তি (কখনো) খোঁটাদানকারী, লানাতকারী, অশ্লীলভাষী ও কর্কশভাষী হতে পারে না। (আস-সহীহাহ- ৩২০)

হাদীসটি সহীহ্।

আহমাদ- ১/৪০৪-০৫; ইবনে আবী শায়বা'র 'কিতাবুল ঈমান' হা. ৮০; ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৩৩২; তিরমিযী- ১/৩৫৭; হাকিম- ১/১২; আবু নুঈম 'আল-হিলইয়াহ' ৪/২৩৫, ৫/৫৮; খাতীব- ৫/৩৩৯.....।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

ইমাম হাকিম বলেছেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তারা উভয়ে যা বলেছেন।....

৩৮৯- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَلَيْسَ الرَّاكِبُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلَيْسَ الْأَقْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ. (الصحيح: ২১৭৭)

৩৮৯. আব্দুর রহমান ইবনু শিবল থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন: আরোহী চলন্ত ব্যক্তিকে সালাম দিবে। চলন্ত ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর অল্পসংখ্যক অধিকসংখ্যককে সালাম দিবে। যে সালামের জবাব দেবে তা তার জন্য হবে (অর্থাৎ, শান্তি ও সওয়াব) আর যে ব্যক্তি জবাব দেবে না তার জন্য কিছুই মিলবে না।

(আস-সহীহাহ- ২১৯৯)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ৯৯২; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাদীস নং ১৯৪৪৪; আহমাদ- ৩/৪৪৪।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। আবু রশীদ আল-হিবরানী ছাড়া সবাই সহীহ্ মুসলিমের রাবী। আর তিনিও সিক্বাহ।.....

৩৭০- عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ الشَّامِيِّ مَرْفُوعًا: لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (المصبعة: ২২-৬)

৩৯০. আবু কারীমাহ আশ-শামী থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; প্রতিটি মুসলমানের উপর মেহমানের রাত্রির অধিকার রয়েছে (অর্থাৎ, মেহমানের জন্য রাতের বসবাসের অধিকার রয়েছে) যে ব্যক্তি তার আঙ্গিনায় রাত্রি যাপন করবে তা তার ঋণ হয়ে যাবে; যদি চায় তবে সে তা আদায় করবে নতুবা তা পরিত্যাগ করবে। (অর্থাৎ, মেহমানদারী করা মেজবানের দায়িত্ব যদি সে যথাযথভাবে পালন না করে তবে মেহমান ইচ্ছা করলে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে)। (আস-সহীহাহ- ২২০৪)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ৭৪৪; আবু দাউদ- ২/১৩৭; ইবনে মাজাহ- ২/৩৯২; তাহাবী তার ‘শরহ মুশকিলিল আসার’ ৪/৩৯; আহমাদ- ৪/১৩০, ১৩২, ১৩৩; তাম্বাম- ২/২৫০; ইবনে আসাকির- ২/৭৭/১৭।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।.....

৩৭১- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ذَهَبَتْ أَحْكَى امْرَأَةً وَرَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أُجِبُّ أُنَى حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا. (المصبعة: ৯০-১)

৩৯১. ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক পুরুষ ও এক মহিলার কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি কারো কিছু বলব অথচ আমার এত এত (দোষ রয়েছে)। (আস-সহীহাহ- ৯০১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি 'আয়িশা (রা) ^{مَوْفُوعًا} সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনে মুবারক 'আয-যুহুদ' ৫/১৮৯ হা. ৭৪২; ইমাম তিরমিযী তার 'السُّنَنُ'-এর ২/৮২ বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। আর আবু নুঈম তাঁর 'আখবারে ইম্পাহানে' ২/২৭৮ বর্ণনা তিরমিযীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৩৭২- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلَّهِ إِلَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (الصَّحِيحَةُ: ১২৫৬)

৩৯২. আবু উমামা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন। (আস-সহীহাহ- ১২৫৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হযরত আবু উমামা (রা) মারফুআন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল তার 'মুসনাদে আহমাদ'- ৯/২৫৯; ইবনুল কুদামাহ তাঁর 'الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ' ১/১০৭-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদটি শামী জাইয়েদ।

৩৭৩- عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ، إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ. (الصَّحِيحَةُ: ১২৫০)

৩৯৩. আনাস (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; দু'জনের মধ্যে যে অন্যকে অধিক ভালবাসে সে আল্লাহর নিকট তার বন্ধুর জন্য অধিক ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়। (আস-সহীহাহ- ৪৫০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা. ৭৯; সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ২৫০৯; হাকিম তাঁর 'আল-মুস্তাদরাকে' ৪/১৭১; খাতীব তাঁর 'তারীখে' ১১/৩৪১।

হাকিম বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ। যাহাবী চূপ থেকেছেন।(হাদীসটিতে তাদলিসের দোষ আছে)....। (পরিশেষে) শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস- "مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابَّأ....."

ইমাম মুনিযিরী বলেন: তাবারানী শক্তিশালী জাইয়েদ সানাদে বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী তা সহীহ বলেছেন। (সহীহ আত-তারগীব হা. ৩০১৬)

৩৯৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ، وَلَا يَطْأُ عَقْبَهُ، لَوْلَا. (المصبعة: ২১-৪)

৩৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ -কে কখনও হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায়নি। আর তাঁর গোড়ালিকে পা দুটি মড়াত না (অর্থাৎ, চারজানু হয়ে তিনি বসতেন না)। (আস-সহীহাহ- ২১০৪) হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) মাওকুফান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আবু দাউদ- ২/১৪০; আহমাদ- ২/১৬৫, ১৬৭, ইবনে সাদ- ১/৩৮০; আবু শায়েখ তার 'আখলাকুন নাবী' হা. ২১৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

গুয়ায়িব আরনাউত ও শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ।

৩৯৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَا رَزَقَ عَبْدٌ خَيْرًا لَهُ وَلَا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. (المصبعة: ১১৪)

৩৯৫. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; ধৈর্য হতে অধিক প্রশস্ত ও উত্তম কোন রিযিক বান্দাকে দেয়া হয়নি। (আস-সহীহাহ- ১৪৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাকিম- ২/৪১৪। তিনি বলেছেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ। যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁরা উভয়ে যেভাবে বলেছেন (অতঃপর আলবানী সাক্ষ্যমূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন)....।

৩৯৬- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا شَخْصٌ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ، لَمْ يَقُومُوا لَهُ، لِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِمْ لِذَلِكَ. (المصبعة: ২০৪)

৩৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; পৃথিবীতে দেখতে প্রিয় (অর্থাৎ, চক্ষুকে আনন্দদানকারী) কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ -এর অপেক্ষা আর কেউ ছিল না। যখন তাঁরা (সাহাবীগণ) তাঁকে দেখতেন তখন তাঁর জন্য কেউ

দাঁড়াতেন না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপছন্দনীয়তা জানতেন। (আস-সহীহাহ- ৩৫৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদে’ হা. ৯৪৬; তিরমিযী- ২/১২৫; তাহাবীর ‘শরহ মুশকিলাল আসার’ ২/৩৯; আহমাদ- ৩/১৩২; মুসনাদে আবু ইয়ালা- ২/১৮৩।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৩৯৭- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ مَرْفُوعًا: مَا كَرِهْتَ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ. (المصيبة: ১০৫৫)

৩৯৭. উসামাহ ইবনু শারীক থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত এমন কাজ; যা তুমি অপছন্দ কর যে, মানুষ তা দেখবে; তবে তা তুমি গোপনেও করবে না।

(আস-সহীহাহ- ১০৫৫)

হাদীসটি হাসান।

ইবনে হিব্বানের ‘রُوضَةُ الْعُقَلَاءِ’ পৃষ্ঠা ১২-১৩; আবু আব্দুল্লাহ আল-ফালাকীর ‘আল-ফাওয়ায়েদ’ ১/৯০.....।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি যঈফ। সম্ভবত এটি ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। তাবারানী বর্ণনা করেছেন ‘আব্দুর রহমান বিন আবযী থেকে দু’টি সানাদে। এর একটি সহীহ, যেভাবে হায়ছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে ১০/২৩৪ বর্ণনা করেছেন। (অন্যান্য বর্ণনায় ভিত্তিতে) হাদীসটি হাসান ইনশাআল্লাহ।

৩৯৮- عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّ رُوحَ بْنَ زُبَاعٍ زَارَ تَمِيمًا الدَّارِيَّ فَوَجَدَهُ يَنْقِي شَعِيرًا لِفَرَسِهِ، قَالَ: وَحَوْلَهُ أَهْلُهُ، فَقَالَ لَهُ رُوحٌ: أَمَا كَانَ فِي هَؤُلَاءِ مَنْ يَكْفِيكَ؟ قَالَ تَمِيمٌ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْقِي لِفَرَسِهِ شَعِيرًا، ثُمَّ يعلِّقُهُ عَلَيْهِ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ.

(المصيبة: ২২৬৭)

৩৯৮. শারাহবিল ইবনু মুসলিম আল-খাওলানী থেকে বর্ণিত; রুহ ইবনু যানবাহ তামীম আদদারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি তাকে তার ঘোড়ার জন্য যব পরিষ্কার করতে দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, তাঁর নিকট তাঁর স্ত্রী ছিলেন। অতঃপর রুহ তাঁকে বললেন। তাঁদের মধ্যে কি কেউ নেই যে, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে? তামীম বললেন, হ্যাঁ, তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম ব্যক্তি তার ঘোড়ার জন্য যব পরিষ্কার করবে। অতঃপর তা দিয়ে তার খাবার দিবে তবে তার জন্য প্রতিটি দানার বিনিময়ে পুণ্য লাভ হবে। (আস-সহীহাহ- ২২৬৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি শুরাহবীল ইবনে মুসলিম আল-খাওলানী (র) মাকতুয়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল তার ‘^৮اَلْمُسْنَدُ^৮’ ৪/১০৩; তাবারানীর ‘^৮مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ^৮’ পৃষ্ঠা ১০৩ এ রিওয়ায়াত করেছেন। শামী হিসেবে সানাদটি জাইয়েদ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শামী জাইয়েদ এবং বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিক্বাহ।

৩৯৯. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا.
(المصيبة: ৫২৫)

৩৯৯. বারাহ ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে দু’ মুসলিম ব্যক্তি পরস্পর সাক্ষাৎ করবে এবং মুসাফাহা করবে তাদের (উভয়ের) পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করা হবে।

(আস-সহীহাহ- ৫২৫)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ হাদীস নং ৫২১২, তিরমিযী- ২/১২১; ইবনে মাজাহ হা. ৩৭০৩; আহমাদ- ৪/২৮৯/৩০৩; ইবনে আদী- ১/৩১।

শাইখ আলবানী (র) (এ সম্পর্কিত সানাদগুলো পর্যালোচনার পর) বলেন: উক্ত বাক্যে সম্মিলিতভাবে হাদীসগুলোর সূত্র বিচারে ও সাক্ষ্যমূলক হাদীসের ভিত্তিতে এটি সহীহ বা কমপক্ষে হাসান, যেভাবে তিরমিযী (র) বলেছেন।

৬০০- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْخُمَى. (الصَّحِيحَةُ: ১০৮৩)

৪০০. নুমান ইবনু বশীর থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মুমিনদের মধ্যে ভালবাসা, হৃদ্যতা ও অনুকম্পার দৃষ্টান্ত হলো, দেহের মত; যখন তার কোন অঙ্গ ব্যথায়ুক্ত হয় তখন পুরো দেহ জাগ্রত হওয়ার দিক দিয়ে ও গরম হওয়ার দিক দিয়ে তার সাথে একাত্মতা করে। (আস-সহীহাহ- ১০৮৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা) মারফু'য়ান সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম (৮/২০/৬৭৫১) (بَابُ تَرَاحُمٍ) আহমাদ- ৪/৭০; আবু দাউদ আত-তায়ালিসী তার 'মুসনাদের' হা. ৭৯০-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

৬০১- قَالَ ﷺ: مَنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طَرَفِهِمْ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ. يَرَوْنِي مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ. (الصَّحِيحَةُ: ১১৭৬)

৪০১. নাবী ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি মুসলিমদের রাস্তায় কষ্ট দেয় তার উপর তাদের অভিশাপ আবশ্যিক হয়ে যায়। মুহাম্মাদ ইবনু হানাফিয়াহ, হুজাইফাহ ইবনু উসাইদ ও আবু যার থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(আস-সহীহাহ- ২২৯৪)

হাদীসটি হাসান।

আবু বকর আশ-শাফেয়ী তাঁর 'মুসনাদে মুসা বিন জাফার বিন মুহাম্মাদ আল-হাশেমী' ২/৭১ এ মুসা ইবনে ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন হাদীসটির অনেক তুরূক রয়েছে যা তাবারানী (১/৩১২/১ এবং হা. ৩০৫০)।

১. অর্থাৎ, দেহের কোন অঙ্গ জখম হলে যেমন সকল অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হয়। তেমনি এক মুসলিমের দুর্দশায় সকল মু'মিন দুর্দশাগ্রস্ত হয়। -অনুবাদক।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (সানাদটির) মুসা বিন ইব্রাহীম মাতরুফ। কিন্তু ভিন্ন একটি সূত্রে তাবারানী- ১/৩১২/১ ও হা. ৩০৫০ শুআয়েব বিন বায়ান থেকে বর্ণিত; আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমরান আল-কাত্তান, তিনি ক্বাতাদাহ থেকে, তিনি আবীত তাফীল থেকে, তিনি হুয়ায়ফা বিন উসাইদ থেকে মারফু সূত্রে।

আমি বলছি: এই শুআয়িব যঈফ। ‘তাক্বুরীবে’ উল্লেখ আছে: তিনি সত্যবাদী, ভুল করতেন। আর মুনযিরী তাঁর ‘আত্-তারগীবে’ ১/৮৩ বলেন: “তাবারানী ‘কাবীরে’ বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ হাসান।” আবু নুয়াইম ‘আখবারে আসবাহানের (২/১২৯) ইবনে আদি তার ‘আল-কামেলের’ (১/৪৮) এ উল্লেখ করেছেন।

শায়েখ আলবানী (র) অন্যত্র হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (সহীহ আত্-তারগীবে- ১/৩৫/১৪৮; সহীহ জামেউস সগীর হা. ৫৯২৩)

৪০২. عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَبْلَى بِلَاءٍ فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. (الصَّحِيحَةُ: ১১৮)

৪০২. জাবির (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং তা উল্লেখ করে তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে ব্যক্তি তা গোপন করল সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

(আস-সহীহাহ- ৬১৮)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ হা. ৪৮১৪; আবু নুঈম ‘আখবারে ইস্পাহান’ ১/২৫৯। জারিরে তরিকে জাবের (রা)-এর সানাদে মারফুয়াতে রিওয়ায়াত করেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। হাদীসটির আরো শাহেদ রয়েছে যা ইবনে উমার থেকে মারফুয়ান বর্ণিত হয়েছে ইবনে আসাকির তার তারিখের (১/৩০২/১৬) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তবে সানাদটিতে উসমান ইবনে যায়েদ নামক একজন রাবি আছেন যিনি যঈফ।

৪০৩. عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ بَيْتًا فَبِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَثَبَتَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ

أَدْرِيهِمَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اجْلِسْ يَا ابْنَ عَامِرٍ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (المصيبة: ৩৫৭)

৪০৩. আবু মিজলায থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; মুয়াবিয়া ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও আব্দুল্লাহ ইবনু আমির ছিলেন। অতঃপর ইবনু আমির দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইবনু যুবাইর স্থির থাকলেন। আর তিনি (মুয়াবিয়া) তাদের চেয়ে অধিক সম্মানী ছিলেন। অতঃপর মুয়াবিয়া বললেন: হে আমির! তুমি বসে যাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন: যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, মানুষ তার জন্য দাঁড়াবে তবে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিল। (আস-সহীহাহ- ৩৫৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ৯৭৭; আবু দাউদ হা. ৫২২৯; তিরমিযী- ২/১২৫; তাহাবী তার ‘শরহ মুশকিলুল আসার’ ২/৪০; আহমাদ- (৪/৯৩, ১০০); দুলাবী তার আল-আসমা ওয়াল কুনার (১/৯৫); আল ফাওয়ায়েদুল মুনতাকাত (২/১৯৬); আবদ ইবনে আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদের (২/৫১) বাগাভী তার حبيب بن جعد-এর (২/৬৯/৭) এ এবং আবু নুযাইম তার ‘আখবারে আসবাহানের (১/২১৯) এ অনেক তরুকে حبيب بن الشهيد عن أبي مجاز থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: বরং হাদীসটি সহীহ। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ ও শায়খাইনের রাবী।

٤٠٤- عَنْ أَبِي بُرَّةٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ أُتَيْتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ

১. বুখারীর রিওয়ায়াতে ارزنها শব্দ এসেছে। সম্ভবত এটিই সঠিক/বিশুদ্ধ।

-তাজরীদকারক।

أَبِيهِ بَعْدَهُ وَإِنَّهٗ كَانَ بَيْنَ أَبِي: عُمَرُ، وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوَدَّ،

فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَوَّلَ ذَلِكَ. (الصحيح: ١٤٣٢)

৪০৪. আবু বুরদাহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি মাদীনায় আসলাম তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, তুমি কি জান আমি কেন তোমার নিকট এসেছি? তিনি বলেন, আমি বললাম না। তিনি (ইবনু উমার) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার কবরস্থ পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার ইচ্ছা করে তবে সে যেন তার পরে তার বাবার ভাইদের (বন্ধুদের) সাথে সদ্ব্যবহার করে। আমার বাবা উমার ও তোমার বাবার মধ্য ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব ছিল। (আস-সহীহাহ- ১৪৩২)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আবী ইয়াল্লা- ৩/১৩৬১; ইবনে হিব্বান তার সহীহুর হা. ২/২০৩১; হুদকা ইবনে খালেদ এর তরিকে আবু যারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ বুখারীর শর্তে সহীহ। হাদীসটি মুসলিম তাখরীজ করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার এর তরিকে যা মারফু'।

٤٠٥- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنْعَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

(الصحيح: ২৪০)

৪০৫. আবু উমামাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসে এবং (কারো প্রতি) রাগ করে, (কাউকে কিছু) দান করে এবং (দান করা হতে) বিরত থাকে। তার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। (আস-সহীহাহ- ৩৮০)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ হা. ৪৬৮১; ইবনে আসাকির 'তারীখে দামেস্ক' (২/৩৯৬, ৯, ২, ১৬/৬) এ ইয়াহইয়া ইবনুল হাকিমের তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা তিরমিযী তার সুনানের (২/৮৫); আহমাদ তার মুসনাদের (৩/৪৪০) এ উল্লেখ করেছেন তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন-
“هذا حديث حسن”

৬০৬- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلَيجِزَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُشْنِ، فَإِنَّ مِنْ أَثْنَى فَقْدَ شُكْرٍ، وَمَنْ كَثَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطِهِ كَانَ كَلَابِيسٍ ثَوْبِي زُورٍ. (الصحيح: ১১৭)

৪০৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যাকে (কারো পক্ষ হতে) কিছু দেওয়া হয়। সে যদি সুযোগ (ক্ষমতা) পায় তবে সে যেন তাকে বিনিময় (অর্থাৎ, সেও তাকে হাদিয়া বা উপঢৌকন) দেয়। আর যে (কিছু দিতে) সামর্থ্য রাখে না সে যেন (তার) প্রশংসা করে। কারণ, যে ব্যক্তি প্রশংসা করে (মূলত) সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে, (প্রশংসা) গোপন করল সে (মূলত) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে ব্যক্তি তাকে যা দেয়া হয়নি তা প্রকাশ করে (অর্থাৎ, বড়লোকিতাব প্রকাশ করল) সে মিথ্যার দু' পোষাক পরিধানকারীর ন্যায়। (অর্থাৎ, যে দরিদ্র হয়েও ধনাঢ্যতার ভাব দেখায় সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় মিথ্যার দু'পোষাক পরে তা হলো এমন যে, এক কাপড়ের মাথায় ছোট করে দু' আস্তিন বানানো কিংবা দু'হাতা বানানো যেন মানুষ মনে করে যে, লোকটি দুটি কাপড় পরেছে। অথচ কাপড় একটিই। (আস-সহীহাহ- ৬১৭)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

আবু দাউদ হাদীস নং ৪৮১৩ এ বিশর এর তরিকে হযরত জাবির (রা) থেকে মারফুয়ান উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটিকে ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে'র হা. ২১৫ মাওছুলান উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবি হাতেম তার 'আল-ইলালের' (২/৩১৮) এবং ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৬৫) এ হাদীসটিকে উল্লেখ করে বলেন যে, হাদীসটি হাসান ও গরিব। ইবনে হিব্বান হাদীসটিকে তার সহীহার হা. (২০৭৩) এবং কুজায়ী তার 'মুসনাদুশ শিহাব'-এ (৪১/২)-তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে হাসান লি-গায়রিহী বলেছেন। (সহীহ আত-তারগীব ১/২২৪/৯৬৮)

৬০৭- عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً، فَإِنَّ اللَّهَ يَطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ اِكْتَسَى بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ثَوْبًا، فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ فِي جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سَمْعَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سَمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الصحيح: ১৭৬)

৪০৭. মুসতাওরিদ থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির আহারের অবস্থা নিয়ে গীবত করবে; আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নাম হতে ঐরূপ ভক্ষণ করাবে (যে কদার্যতা সে বর্ণনা করেছিল)। আর যে কোন মুসলিম ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে গীবত করবে তাকে জাহান্নামে ঐরূপ পোষাক পরিধান করানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির নামে অপবাদ ছড়াবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামাতের দিন তাকে অপরাধের স্থলে দাঁড় করাবে। (অর্থাৎ তাকে সবার সম্মুখে লাঞ্চিত করবেন।) (আস-সহীহাহ- ৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাকিম- (৪/১২৭-২৮); ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে হা. ২২৯; তাবারানী তার ‘আল-আওসাতের’ হাদীস নং ২৮০৩; আদ-দিনুরী তার “الْمُنْتَقَى مِنْ”-এর (১/১৬২)-এ ইবনে জুরাইজের তরিকের হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আসাকির তার তারিখে দিমাশকের (১৭/৩৯১-৩৯২)।..... তিনি হাদীসটির সানাদ সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: কিভাবে (তা হতে পারে?), এখানে ইবনে জুরায়েজ ‘আন’আনাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাঁকে অনুসরণ করেছেন যিহাক্ব বিন মুখাল্লিদ মুসনাদে আবী ইয়ালাতে। তিনি সিক্বাহ ও শায়খাইনের বর্ণনাকারী। তাছাড়া এর সমর্থনে অপর একটি বর্ণনা রয়েছে, যা ইমাম বুখারী ‘আল-আদাবুল মুফরাদে’ হা. ২৪০; আবু দাউদ হা. ৪৮৮১; তাবারানী তার ‘আল-আওসাতের’ (৬৭৭ ও ৩৭১৫) এ বর্ণনা করেছেন।

সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে উক্ত বাক্যে হাদীসটির সূত্র সহীহ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৬০৮- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَيْثُثَيْنِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ أَكْلِيهِمَا فَأَمِيتُمُوهُمَا طَبَخًا.
(المصيبة: ১-২১)

৪০৮. মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে এ দু' নিকৃষ্ট গাছ থেকে ভক্ষণ করে সে যেন আমাদের মাসজিদে না আসে। যদি তুমি একান্ত এ দু'টি খাও তবে পাকানোর দ্বারা তাদের (দুর্গন্ধ) মেরে ফেল। (অর্থাৎ, রান্নার মাধ্যমে দুর্গন্ধ নষ্ট করে দাও।)
(আস-সহীহাহ- ৩১০৬)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

আবু দাউদ হা. ৩৮২৭; নাসাই 'আস-সুনানুল কুবরা' (৪/১৫৮/৬৬৮১); তাহাবী 'শরহ মা'আনিল আসার' ৪/৩৩৮; সুনানে বায়হাকী- ৩/৭৮; শুআবুল ইমান (৫/১০৫/৫৯২৬); ইবনে আদীর 'আল-কামেল' ৩/২০-২১; আহমাদ- ৪/১৯; তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' ৩/২০-২১।

শুআযিব আল-আরনাউত বলেন: হাদীসটি সহীহ লি-গায়রিহী এবং এই (মুসনাদে আহমাদের) সানাদটি খালিদ বিন মায়সারার জন্য হাসান। (তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদ- ৪/১৯/১৬২৯২)

৬০৯- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا فُلَانُ! فَقَالَ لَهُ: اعْضُضْ بِهِنِ أَبِيكَ، وَلَمْ يَكُنْ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! مَا كُنْتَ فَعَّاشًا! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَعَزَّى بِعِزِّي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعْضَوْهُ بِهِنِ أَبِيهِ وَلَا تَكْثُرَا.
(المصيبة: ১৭৭)

৪০৯. উবাই বনু কাব থেকে বর্ণিত; তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন: হে ওমুক! তিনি তাকে বললেন, তোমার পিতার উপনাম (পিতৃপদবী যুক্তনাম) দ্বারা আহ্বান কর। সে উপনাম (কুনিয়াত) দ্বারা ডাকেনি। তিনি তাকে বললেন, হে আবুল মুনজির! তুমি ককর্শভাবী হয়ো না। সে বলল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি জাহেলী

যুগের সম্বোধন দ্বারা সম্বোধিত করে তাকে তার বাবার সাথে সম্পর্কিত করে ডাক (আহ্বান কর) আর তাকে মন্দ নামে (উপনামে) ডাকবে না।

(আস-সহীহাহ- ২৬৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ ৯৬৩-৬৪; নাসায়ীর ‘আস-সুনানুল কুবরার السیر ১/৩৬/১-২; আহমাদ- ৫/১৩৬; আবু উবায়দেদ ‘গরীবুল হাদীস’ ২/২২, ১/৫৩; ইবনে মাখলাদ তার ‘আল-ফাওয়ায়েদের’ ৩/১; হায়সাম কুলাইব তার ‘মুসনাদের’ ১/১৮৬; তাবারানী তার ‘মুজামুল কাবীর’ ২/২৭; বাগাভী তার ‘শরহে সুন্নাহ’ ৪/৯৯/২; যিয়া আল-মাকদেসি তার ‘আল-আহাদিসুল মুখতাবাহ’ এর (১/৪০৭) হাসানের তুরূফকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সকল রাবিই সিক্বাহ। সুতরাং তা সহীহ, যদিও হাসান শুনেছেন ‘আতা বিন যামরাহ থেকে। আর তিনি মুদাল্লিস এবং এখানে ‘আন’ আনাহ বর্ণনা করেছেন....।

(অপর একটি সূত্র) যিয়া মুকাদ্দিসী তাঁর ‘আল-মুখতারাতে’ ১/৪০৫ বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ। মুহাম্মাদ বিন আমর ছাড়া সবই শায়খাইনের রাবী, আর তিনিও সিক্বাহ।

৬১. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مَرْفُوعًا: مَنْ تَفَلَّ تَجَاءَ الْقِبْلَةِ،

جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفَلَّتْهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ . (المصباح: ২২২)

৪১০. হুজাইফাহ ইবনু ইয়ামান থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু ফেলবে কিয়ামাতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে তার চোখের সামনে (চেহারায়) থুথু ফেলা হবে। (আস-সহীহাহ- ২২২)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ (৩/৪২৫-আউনসহ); সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ৩২২; ইবনে খুযাইমাহর তরিকে উল্লেখ করেছেন। ইবনে খুযাইমাহ তার সহীহুর হা. ১৩১৪; জারিরের তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবি সিক্বাহ ও শায়খাইনের রাবি।

ওআয়িব আল-আরনাউত বলেন: সহীহ বুখারীর শর্তে হাদীসটি সহীহ। (তাহক্বীক্কৃত সহীহ ইবনে হিব্বান- ৪/৫১৮/১৬৩৯)

মুহাম্মাদ মুস্তাফা 'আল-আযমী বলেন: এর সানাদ সহীহ। (তাহকীক্কৃত সহীহ ইবনে খুযাইমাহ- ২/৬২/৯২৫ ও ২/২৭৮/১৩১৪)

৬১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا بِمَا فِيهِ فَقَدْ اغْتَابَهُ، وَمَنْ ذَكَرَهُ بِغَيْرِ مَا فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ. (المصيبة: ১১১)

৪১১. আবু হুরাইরাহ্ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির মধ্যে যা (দোষের কিছু) রয়েছে তা উল্লেখ করল। তবে সে গীবত করল। আর যে এমন কিছু উল্লেখ করল যা তার মধ্যে নেই তবে সে তাকে অপবাদ দিল। (আস-সহীহাহ- ১৪১৯)

হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবু শায়েখ 'আত-তাবাক্কৃত' (পৃষ্ঠা ৩৪) এ আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্‌র তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ দুর্বল। এতে আবদুল্লাহ ইবনে আবি মারযাম রাবি রয়েছেন যিনি মাজহুল। তবে হাদীসটি আলা ইবনে আব্দুর রহমানের তরিকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(সহীহ বর্ণনাটি হল) আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ. قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ -

সহীহ মুসলিম- ৮/২১/৬৭৫৮ (بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيْبَةِ); তিরমিযী- ১/৩৫১-৫২ তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন: দারেমী- ২/২৯৯; আহমাদ- ২/২৩০, ৩৮৪, ৩৮৬, ৪৫৮ এ উল্লেখ করেছেন।

৬১২- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ رَجِمَ وَلَوْ ذُبِيحَةَ عَصْفُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (المصيبة: ১২)

৪১২. আবু উমামা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি দয়া দেখাবে যদি তা জবেহকৃত চড়ুই পাখির প্রতিও হয় তবেও। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়া দেখাবেন। (আস-সহীহাহ- ২৭)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ৩৭১; তামামের ‘আল-ফাওয়ায়েদ’ ১/১৯৪।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান। হায়ছামী বলেন (৪/৩৩): তাবারানী তাঁর ‘কাবীরে’ বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

৬১৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَمَتَ نَجَا. (الصحيح: ৫২৬)

৪১৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে চুপ করল সে মুক্তি পেল। (আস-সহীহাহ- ৫৩৬)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী- ২/৮২; দারেমী- ২/২৯৯; আহমাদ- (২/১৫৯ ও ১৭৭); ইবনে আবিদ দুনিয়া- ১০/৩৮ এবং তার থেকে আসবাহানী (২/৬৯৭/১৬৮৩); কুযায়ী তার মুসনাদে- ২/২৬; ইবনে আবি লাহিয়্যার তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি যঈফ-ইবনে আবি লাহিয়্যার স্মৃতি শক্তির দুর্বলতার কারণে। বাস্তবে ইবনে লাহিয়্যা এমন নয় যেমনটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুনযিরী (র) বলেন: “হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি গারীব। তাবারানীও বর্ণনা করেছেন এর রাবীগণ সিক্বাহ।”

মুনাতী (র) যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তিরমিযীর সানাদটি যঈফ, আর তাবারানীর সানাদটি জাইয়েদ।

৬১৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ: الْغَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِسْتِئْثَانُ، وَآخِذُ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيِ، فَإِنَّ الْمَجُوسَ تَعْفَى شَوَارِبَهَا، وَتَحْفَى لِحَاهَا، فَخَالِفُوهُمْ: خَذُوا شَوَارِبَكُمْ، وَأَعْفُوا لِحَاكُمْ. (الصحيح: ২১২২)

৪১৪. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ বলেন: ইসলামের ফিত্রাত তথা স্বভাবজাতের মধ্য হতে (কয়েকটি হলো) শুক্রবারে গোসল করা, কুলি করা, পৌফ ছাঁটা, দাঁড়ি ছেড়ে দেওয়া। কারণ, অগ্নিপূজকরা আস-সহীহাহ- ২৩

তাদের গৌফ ছেড়ে দেয় এবং দাড়ি ছাঁটে। তোমরা তাদের বিরোধিতা কর। তোমরা তোমাদের গৌফ ছাঁটো' এবং দাড়ি ছেড়ে দাও। (আস-সহীহাহ্- ৩১২৩)

হাদীসটি হাসান।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্ হা. ৫৬ ও ২৬১; আবু দাউদ তার সুনানের হা. ৫৩; তিরমিযী তার সুনানের হা. ৫৪৭; আবু য়া'লা তার মুসনাদের হা. ৪৫১৭; ইবনে খুযাইমা তার সহীহ্‌র হা. ৮৮; দারাকুতনী তার সুনানে ওয়াল আসারের ১/৪৪২; বাগাভী তার শরহুস সুন্নাহর হা. ২০৫; আবু আওয়ানা- (১/১৯০-১৯১); ওকাইলী তার আদ-দুয়াফার ৪/১৯; নাসায়ী তার কুবরার হা. ৯২৮৬ এবং সুনানের ৮/১২৬; সহীহ্ ইবনে হিব্বান ৫৬০।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ

٤١٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ أَوْ قَالَ: خَطَايَاهُ، شَكَّ مَسْعَرٌ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْيَحْرِ.
(الصحيح: ٣٤١٤)

৪১৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি (রাত্রে) বিছানায় (ঘুমাতে) যাওয়ার সময়, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ পাঠ করবে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। অথবা তিনি

১. যেমনটি الصحيح (৫৯০) শাইখ মুবারক-এর বরাতে (৫৯০) শাইখ صحيح فحفوا شواربكم (১/২৬৭ ও ৪৬৬ পৃষ্ঠা) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ-الموارد টীকাতে তিনি এ ব্যাক্যাংশ রেখেছেন যেমনটি মূল গ্রন্থে এসেছে। আমাদের সংস্করণে এসেছে فجزوا-তে-تاريخ البخارى গারীব-এ-خذوا: الاحسان এসেছে সম্ভবত এটিই সহীহ্।

বলেন, ^۱خَطَايَا^۲ অর্থাৎ তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করা হবে। (বর্ণনাকারী মিসআর ^۳ذُنُوبُ^۴/خَطَايَا^۵ শব্দের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। যদিও তা (গুনাহ) সাগরের ফেনা পরিমাণ হয়। (আস-সহীহাহ- ৩৪১৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুনজিরি তার ‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহী’বে (১/৪১৬); ফাতহুল বারির (১১/১২৭); বাগাভি তার শরহুস সুন্নাহর (৫/১০৬); মেশকাত হা. ২৪০৪; কানজুল উম্মাল হাদীস নং ৪১২৭৫; বায়হাকী তার ‘আল-আসমা ওয়াস সিফাত’ ১১৩।

সহীহ ইবনে হিব্বান (৫৮৭/২৩৬৫); ইবনুস সুন্নী ‘আমালুল ইয়াত্তা ওয়াল লাইলাহ’ ২২৯/৭১৬; আবু নুঈম ‘আখবারে ইস্পাহান’ ১/২৬৭.... (হাদীসটিতে তাদলিস করা হয়েছে)।

আলবানী সহীহ আত-তারগীব (১/১৪৮/৬০৭) এবং ‘আত-তালিক্বাতুল হিসান আলা সহীহ ইবনুল হিব্বানে’ হা. ৫৫০১ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৴ৱ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ قَطَعَ رَحْمًا، أَوْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجْرَةٍ رَأَى وَبَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. (المصيبة: ৱৱৱৱ)

৴ৱৱ. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে কিংবা মিথ্যা শপথের উপর শপথ করে; সে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার (মন্দ) পরিণাম দেখতে পাবে। (আস-সহীহাহ- ১১২১)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর ‘তারীখে’ (৩/২/২০৭) তা‘লীকান হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম বায়হাকী তার ‘সুনানে’ ৩৫/১০।

শায়েখ আলবানী (এ সম্পর্কিত তিনটি সানাদ উল্লেখ করার পর) বলেন: সম্মিলিত বর্ণনা সূত্রে হাদীসটি সহীহ।

৴ৱৱ- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا. (المصيبة: ২২২২)

৪১৭. আবু উমামা আল বাহেলী থেকে বর্ণিত; যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন রেশম ও স্বর্ণ না পরে।

(আস-সহীহাহ- ৩৩৭)

হাদীসটি হাসান।

হাকিম তার মুসতাদরাকের (৪/১৯১) এ আমার ইবনুল হারেছের তরিকে হয়রত আবু উমামা আল-বাহেলী (রা) থেকে মারফু'য়ান হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি “صَحِيحُ الْإِسْنَادِ” ইমাম যাহাবী এক্ষেত্রে হাকিমের মুয়াফাকাত করেছেন।

শায়েখ আলবানী (র) বলেন: বরং হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। ইমাম মুনিযিরি আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের (৩/১০৩) এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: হাদীসটি ইমাম আহমাদ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এর সকল রাবি সিক্বাহ।

৪১৮. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عَذْرَهُ. (المصيبة: ২৩১০)

৪১৮. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে দমিত রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আযাব দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর উয়র পেশ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উয়র কবুল করবেন। (আস-সহীহাহ- ২৩৬০)

হাদীসটি হাসান।

মুসনাদে আবু ইয়াল্লা- ৩/১০৭১; যিয়া মাকদেসি 'আল-মুখতার' ২/২৪৯ এবং দুলাবী তার “الأسماء والكُنَى”-এর (১/১৯৪, ১৯৫, ২/৪৪); আবু উসমান আর আল-ফাওয়ায়েদের (২/৪৪) রবি' ইবনে সুলাইমান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ দুর্বল তবে হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা আদ-দিনুরী তার 'আল-মুনতাকা মিনাল মুজালাসাহর (২/২৯৬) এ মুগিরাহ ইবনে মুসলিম থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয় ইবনে হাজার (র) বলেন: তাবারানী তাঁর 'আওসাতে' বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমার (রা) থেকে এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে আবীদ

দুনইয়া। [বলুগল মারাম (বঙ্গানুবাদ: খলিলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান) হা. ১৫০৭-০৮]

১১৭- عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ، وَمَنْ لَا يَغْفِرُ لَا يَغْفَرُ لَهُ، وَمَنْ لَا يَتَّبِعُ لَا يَتَّبِعْ عَلَيْهِ. (الصحيح: ১৪৮)

৪১৯. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি দয়া দেখাবে না তার প্রতি দয়া দেখানো হবে না। আর যে ব্যক্তি (অন্যকে) ক্ষমা করবে না তাকেও ক্ষমা করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তাওবাহ করবে না তার তাওবাহ কবুল করা হবে না। (আস-সহীহাহ- ৪৮৩)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানীর ‘আল-মুজামুল কাবীর’ (১/১৮০/১); আবুল হাসান আল-হারাবী ‘আল-ফাওয়াইদুল মুনতাক্বাহ’ (৩/১৫৫/১) হাররুর ইবনে যায়েদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: মুফাযযাল ইবনু সাদাক্বাহ ছাড়া হাদীসটির সানাদের বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। সে মুখতালিফ ফিহী (বিতর্কিত রাবী)।

হাদীসটির প্রথমাম্ম সহীহ বুখারী (بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ) ও (بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصَّبَّانِ) এবং সহীহ মুসলিমে رَحْمَةُ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ (بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصَّبَّانِ) বর্ণিত হয়েছে.....।

১২০- عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: مَنْ لَا يَرْحَمُ مِنْ خَدَمِكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَمَنْ لَا يَلَاتِمُكُمْ مِنْ خَدَمِكُمْ فَبِيعُوا، وَلَا تَعْذِبُوا خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيح: ৭২৭)

৪২০. আবু যার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের খাদেমগণ হতে কাজ নিয়ে থাক তোমরা তাদের তা-ই খাওয়াবে যা তোমরা খাও। আর তাদের তা-ই পরাও যা তোমরা পর। আর যারা তাদের খাদেমগণ হতে কাজ নেয় না তারা তাদের বিক্রি করে দেবে। আল্লাহর সৃষ্টিজীবকে কষ্ট দেবে না। (আস-সহীহাহ- ৭৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ (৫/১৬৭, ১৭৩); আবু দাউদ- ২/৩৩৭ এ মানসুর আন মুজাহিদ 'আন'আন মুরিক আন আবু যার (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। আর হাদীসটির শাহেদ পাওয়া যায়।

৪২১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (المصيبة: ১০)

৪২১. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যাকে আল্লাহ তা'আলা উভয় চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান ও দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা রয়েছে তা (-র গুনাহ) হতে রক্ষা করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আস-সহীহাহ- ৫১০)

হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী- ২/৬৬; ইবনে হিব্বান তার সহীহ্‌র হা. ২৫৪৬; ইবনে আজলানের তরিকে আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান ও গরীব।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির শাহেদ বিদ্যমান যা ইবনে আবিদু দুনিয়া 'আবু সমত' ৪২/২০ এ সহীহ্ সানাদে উল্লেখ করেছেন।

৪২২- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: مَنْ يَكُنْ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ، يَكُنِ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. (المصيبة: ২৩৬২)

৪২২. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টায় থাকে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করে। (আস-সহীহাহ- ২৩৬২)

হাদীসটি হাসান।

আবিদু দুনিয়া 'কাযাউল হাওয়ায়িজ' ৬৮ পৃষ্ঠা হা. ৪৭ এ মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে যুবাল্লাহ থেকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সানাদটিতে দু'বার দুর্বলতা এসেছে। বর্ণনাকারী ইবনে যাবালাহ, হাফিয ইবনে হাজার বলেন, সে মিথ্যাবাদী। তার শায়েখ আল-মুনকাদির লাইয়েন হাদীস।

আলবানী (র) আরো বলেন: কিন্তু হাদীসটি সহীহ। কেননা হাদীসটির পক্ষে সহীহ বুখারী (بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَسْلِمُهُ) ও সহীহ মুসলিম

(باب تخريم الظلم) থেকে সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে—

(الْمُسْلِمُ آخِرُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

৫২৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ. (الصحيح: ১২৭)

৪২৩. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে মু‘মিন ব্যক্তি মানুষের সাথে উঠাবসা করে এবং তাদের কষ্ট সহ্য করে সে ঐ মু‘মিন থেকে উত্তম যে মানুষের সাথে উঠাবসা করে না এবং তাদের কষ্টও সহ্য করে না। (আস-সহীহাহ- ৯৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনে মাজাহ হাসান সানাদে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ তিরমিযী; তবে তিনি সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি। এভাবে বুলগুগল মারামে (৪/৩১৪-ব্যাখ্যাসহ) বর্ণিত হয়েছে। ফাতহুল বারী (১০/৫১২)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির বাক্যগুলো ইবনে মাজাহ নয়; এমনকি তিরমিযীও নয়। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে (৫/৩৬৫); ইবনুল জাওযী তার জামে‘য়ুল মাসানিদে (১/৬৫) ইবনে আবি শায়বা তার আল মুসান্নাফে (৮/৭৫২/৬২৭১); আবু নুয়াইম তার আল-হিলয়াতে (৭/৩৬৫); বায়হাকী তার সুনানের (১০/৮৯) এবং শু‘যাবির (৬/২৬৬, ৮১০২) আর একাধিক তরিকে আ‘মাশ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইবনে মাজাহর (হা. ৪০৩২) শব্দগুলো হলো: الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ وَأَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ; এবং তিরমিযীর (হা. ২৫০৭) শব্দগুলো হলো:

الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسِ وَيَصِيرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ
الَّذِي لَا يَخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصِيرُ عَلَى أَذَاهُمْ -

শাইখ আলবানী তাঁর তাহকীককৃত সুনানে ইবনে মাজাহ ও তিরমিযীতে হাদীসগুলোকে সহীহ বলেছেন।

২২৪- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَرْفُوعًا: الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ، وَلَا خَيْرَ
فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُولَفُ. (الصحيح: ২২৪)

৪২৪. সাহল ইবনু সাদ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মু'মিন হৃদয়তার পাত্র। ঐ ব্যক্তির মাঝে কোন মঙ্গল নেই যে কাউকে ভালবাসে না এবং তাকেও ভালবাসা হয় না। (আস-সহীহাহ- ৪২৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদের' (৫/৩৩৫); আবুশ শায়খ তার 'আল-আমছালের' হা. ১৭৯; তাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীরের' (৬/১৬১/৫৭৪৪); খাতীবে বাগদাদী তার 'তারিখে' (১/৩৭৬); ঈসা ইবনে ইউনুস এর তারিখে রিওয়াযাত করেছেন।

হায়সামী (র) 'মুজামউয যাওয়ায়েদে' (৮/৭৮ ও ১০/২৭৩) বলেন: আহমাদ ও বায্য়ার বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সমস্ত বর্ণনাকারী সহীহ মুসলিমের রিজাল এবং তাঁরই শর্তে সহীহ।

২২৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُولَفُ، وَلَا خَيْرَ
فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُولَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ. (الصحيح: ২২৫)

৪২৫. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মুমিন (অন্যকে) ভালবাসে এবং (অন্যদের পক্ষ হতে) তাকেও ভালবাসা হয়। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তিনিই যে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপকারী হয়ে থাকে।

(আস-সহীহাহ- ৪২৬)

হাদীসটি হাসান।

দারাকুতনী 'আল-আফরাদ' যিয়া আল-মাকদেসির 'আল-মুখতারাহ'-এ জাবির (রা) থেকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বাজ্জার তার মুসনাদের হা. ৩৫৯১ এ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হায়ছামী তার ‘আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদ’-এ (১০/২৭৩-৭৪) শেযোক্ত বাক্য ছাড়া।

তিনি বলেন: আহমাদ, তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ জাইয়েদ। আর তাবারানী তাঁর ‘আওসাতে’ বর্ণনা করেছেন। এতে আলী বিন বাহরাম আছেন, তিনি অপরিচিত। অন্যান্যরা সিক্বাহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি মুসনাদে আহমাদের ‘জাবির (রা)’-এর হাদীসে নেই। তবে নিশ্চয় এতে সাহল বিন সাদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যত্র আলবানী (র) হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। (সহীহ্ জামেউস সগীর হাদীস নং ৬৬৬২)

২১৬- عَنْ أَبِي بَرزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: نَحَّ الْأَذَى عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ. (المصبعة: ২২৭২)

৪২৬. আবু বায়রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমালের কথা বলুন (অর্থাৎ, আমাকে এমন আমালের দিকে পথনির্দেশ করুন) যার দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন, মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দাও।

(আস-সহীহাহ- ২৩৭৩)

হাদীসটি হাসান।

আবু বাকর ইবনে আবী শায়বাহ ‘আল-আদাব’ (১/১৪৯/১) এর অকী’ এর তরিকে আবু বারজাহ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবু ইয়লা তার মুসনাদে আবু ইয়লা- ২/৩৪৩; যিয়া আল-মাকদেসি ‘الْمُنْتَفَى مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ’ ১/২৮; হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: ইমাম মুসলিম হাদীসটির (মা’না) অর্থ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তা হলো সহীহ্ মুসলিমের (৮/৩৪-৩৫/৬৮৩৯)। তাতে বাক্যটি এভাবে আছে-

(بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) أَعِزَّ لِلْطَّرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

২৭- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ، فَأَذَاهُ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ أَذَاهُ الثَّانِيَةَ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ أَذَاهُ الثَّالِثَةَ، فَاِنْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اِنْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوْجَدْتُ عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ، فَلَمَّا اِنْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلَسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ. (المصيبة: ২৩৭৬)

৪২৭. সাঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বসেছিলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সাথীগণও ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আবু বাকার (রা)-এর সাথে ঝগড়া জড়িয়ে পড়ল। অতঃপর সে তাকে (আবু বাকারকে) গালি দিল। (জবাবে) আবু বাকার (রা) চুপ থাকলেন। অতঃপর সে আবার তাকে গালি দিল আবার আবু বাকার (রা) চুপ থাকলেন। তৃতীয়বারে পুনরায় সে গালি দিল। অতঃপর আবু বাকার (রা) তার জবাব দিলেন। যখন আবু বাকার (রা) জবাব দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (চলে যাওয়ার জন্য) দাঁড়ালেন। অতঃপর আবু বাকার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর কি রাগ করেছেন? তিনি বললেন, সে (ঝগড়াকারী) যা বলছিল তা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছিল। অতঃপর যখন তুমি জবাব দিলে তখন শাইত্বান এসে গেল। যখন শাইত্বান এসে পড়েছে তখন আমি বসব না। (আস-সহীহাহ- ২৩৭৬)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ- (২/৩০০) বিশর ইবনে মুহাররার এর তরিকে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি মুরসাল যঈফ....। এর সমর্থিত বর্ণনা ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ইবনে আজলান হাদ্দাসানা সাঈদ বিন আবী সাঈদ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি শরহুস সুন্নাহর (১৩/১৬৩/৩৫৮৬)-তেও উল্লেখ রয়েছে এবং হাদীসটি হাসান পর্যায়ে। হাদীসটি আহমাদ তার 'মুসনাদে' হা. ২২৩১ এবং আব্দুর রাজ্জাক তার আল-মুসান্নাফে (১১/১১৭/২০২২৫) এ উল্লেখ করেছেন।

৪২৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا: نَهَى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِأَذْنِهِمَا. (الصحيح: ২২৮৫)

৪২৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত; অনুমতি নেয়া ব্যতীত (আলাপরত) দু'ব্যক্তির মধ্যে (গিয়ে) বসতে তিনি (নাবী ﷺ) নিষেধ করেছেন। (আস-সহীহাহ- ২৩৮৫)

হাদীসটি হাসান।

আবুল হাসান হারাবী 'আল-ফাওয়ায়েদ' ২/১৫৯; বায়হাকীর 'সুনান' ৩/২৩২; আমির আল আহওয়াল থেকে রিওয়ায়াত করেন। এমনিভাবে হাদীসটি ইবনে মানদাহ্ তার আল-আমালির- ১/৪০ এবং আবুল কাসেম আল হালাবী তার "حَدِيثُ ابْنِ السَّقَاءِ" গ্রন্থের (১/৭/৮২) এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান, 'আমর বিন শুআয়িব অপ্রসিদ্ধ হওয়ার ভিত্তিতে।

৪২৯- عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَ الصَّحِّ وَالظِّلِّ، وَقَالَ: مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ. (الصحيح: ৪২৮, ৪২৯)

৪২৯. নাবী ﷺ-এর সাথীদের এক ব্যক্তি বলেন, নাবী ﷺ ছায়া ও রৌদ্রের মধ্যে (দেহের কিছু অংশ ছায়ায় ও কিছু অংশ রৌদ্রে দিয়ে) বসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, (যে এটি হলো) শাইতানের মাজলিস।

(আস-সহীহাহ- ৩১১০, ৮৩৮)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তার মুসনাদের (৩/৪১৩-১৪); হাকিম তার মুসতাদরাকের (৪/২৭১) এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর সহীহুল ইসনাদে বলেছেন, আলবানী বলেন, হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ এবং ইবনে রাহুয়াহও সহীহ বলেছেন; হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা এই হাদীসটির চেয়েও অনেক উত্তম যা ইবনে মাজাহ তার সুনানের ৩৭২২ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ। ইবনু কাসীর ছাড়া সবাই শায়খাইনের রাবী। তিনি হলেন ইবনে কাসীর আল-বসরী, মাওলানা আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ। তাঁকে ইবনে হিব্বান (৫/৩৩২) ও 'ইজলী সিক্বাহ বলেছেন।

৪৩০. عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى أَنْ يَضَعَ (وَفِي رَوَايَةٍ: يَرْفَعُ) الرَّجُلُ

إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى زَادَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ. (المصبعة: ৩৫৬৭)

৪৩০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: তিনি (নাবী ﷺ) কোন ব্যক্তির জন্য এক পায়ের উপর অপর পা রাখতে (অপর বর্ণনানুযায়ী উঠাতে) নিষেধ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে। (তা হলো) সে তার পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। (অর্থাৎ, চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অন্য পা উঠিয়ে দেয়া নিষেধ)। (আস-সহীহাহ- ৩৫৬৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হযরত জাবির (রা) মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। আবু দাউদ হা. ৪৮৬৫; খাতিবে বাগদাদি তার 'তারিখে বাগদাদে'র (২/৩৯১) ইমাম ইবনে আব্দুল বার তামহীদে (৯/২০৪) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।..... (কিছুটা ভিন্ন শব্দে) লাইসের বর্ণনা সহীহ মুসলিম (৬/১৫৪/৫৬২৩):
(بَابُ فِي مَنَعَ الْإِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَوَضَعَ أَحَدَى الرَّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى)

৪৩১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ

الصُّورِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ. (المصبعة: ৫২৫)

৪৩১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নাবী ﷺ ঘরে ছবি রাখতে ও তা বানাতে নিষেধ করেছেন। (আস-সহীহাহ- ৪২৪)

হাদীসটি হাসান-সহীহ।

তিরমিযী- ১/৩২৫; আহমাদ (৩/৩৩৫, ৩৮৪); ইবনে জুবাইজ এর তরিকে উল্লেখ করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: যেভাবে তিনি বলেছেন, এটি সহীহ মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ এবং হাদীসটি ইবনে হিব্বান তার সহীহার হাদীস নং ১৪৮ এ উল্লেখ করেছেন।

৪৩২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى ﷺ عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ يَسَافِرَ وَحْدَهُ. (الصَّحِيحَةُ: ১০)

৪৩২. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ একাকীত্ব থেকে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ একাকী রাত্রিযাপন করতে কিংবা একাকী সফর করতে নিষেধ করেছেন। (আস-সহীহাহ- ৬০)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তার মুসনাদের (২/৯১); আসিম ইবনে মুহাম্মাদ এর তারিকে ইবনে উমার থেকে মারফু'য়ান রিয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ এবং সহীহ বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ। আর এর সকল রাবি শায়খাইনের রাবি। ইবনে আবি শায়বা হাদীসটি তার আল-মুসান্নাফে (৯/৩৮/৬৪৩৯) এ উল্লেখ করেছেন।

৪৩৩- عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خُبْزًا وَمِلْحًا، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّكْلِيفِ، لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ، فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرٌ، فَبَعَثَ بِمِطْهَرَتِهِ إِلَى الْبَقَالِ، فَرَهْنَهَا، فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ، فَأَلْقَاهُ فِيهِ، فَلَمَّا أَكَلْنَا قَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَعَنَا بِمَا رَزَقْنَا. فَقَالَ سَلْمَانُ: لَوْ قَنَعْتُ بِمَا رَزَقْتُ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً عِنْدَ الْبَقَالِ. (الصَّحِيحَةُ: ২২৭৭)

৪৩৩. শাকীক থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি ও আমার এক বন্ধু সালমান (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের নিকট (আহারের জন্য) রুটি ও লবণ দিলেন এবং বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের লৌকিকতা করা থেকে নিষেধ না করতেন তবে তোমাদের জন্য আমি লৌকিকতা প্রদর্শন করতাম। আমার সাথী বলল, যদি লবণের সাথে সা'তার (سَعْتَر এক প্রকার পাহাড়ী দানা যা খাদ্য বিশেষ) থাকত! তখন তিনি সজ্জি বিক্রেতার নিকট লোটা পাঠিয়ে দিলেন এবং তা তার নিকট বন্ধক রাখলেন। অতঃপর

তিনি সা'তার আনলেন এবং তার সাথে মিশিয়ে দিলেন। যখন আমরা খাবার শেষ করলাম তখন আমার বন্ধুটি বলল, ঐ আল্লাহর শুকরিয়া (প্রশংসা)! যিনি আমাদের যা রিযিক দিয়েছেন তাতে আমরা সন্তুষ্টি লাভ করেছি। অতঃপর সালমান বললেন, আমি তোমাদের যা খেতে দিয়েছি তাতে যদি আমি পরিতৃপ্ত লাভ করতাম তবে আমার লোটা (পানির পাত্র) সজ্জি বিক্রেতার নিকট বন্ধক থাকত না। (আস-সহীহাহ- ২৩৯২)

হাদীসটি সহীহ্।

হাকিম তার মুসতাদরাকের (৪/১২৩); ইবনে আদী তার 'কামেলের পৃষ্ঠা (১৫৪-৫৫) সুলাইমান ইবনে কুরম এর তরিকে উল্লেখ করেছেন।

হাকিম বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ্। আর যাহাবী চূপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সম্ভবত হাদীসটি হাসান। তবে হাদীসটি শাওয়াহেদের কারণে সহীহ্।

٤٣٤- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحُمُهَا. قَالَ: وَالشَّاةُ إِن رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ! (المصحيح: ٢٦)

৪৩৪. মুয়াবিয়া ইবনু বারাহ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যখন বকরী জবাই করি তখন তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি বললেন, যদি তুমি বকরীর প্রতি দয়া কর তবে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করবেন। (আস-সহীহাহ- ২৬)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ৩৭৩; তাবারানীর 'আল-মুজামুল কাবীর' পৃষ্ঠা ৬০; তাঁরই 'আল-আওসাত' (১/১২১/১); কাবীরের (১৯/২২)। এমনিভাবে আহমাদ তার মুসনাদের (৩/৪৩৬ এবং ৫/৩৪) এবং হাকিম তার মুসতাদরাকে (৩/৫৮৬) এবং ইবনে আদী তার কামেলে (২/২৫৯); আবু নুয়াইম তার আল-হিলয়ার (২/৩০২ এবং ৬/৩৪৬) এ এবং ইবনে আসাকির তার তারিখে (১/৬/২৫৭) উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ্। হায়সামী (র) তাঁর 'আল-মাজমাউয় যাওয়ায়েদে' বর্ণনাকারীদেরকে সিক্বাহ বলেছেন।

৪৩৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَضَعُ اللَّهُ رَحْمَتَهُ إِلَّا عَلَى رَجِيمٍ. قَالُوا: كُلُّنَا يَرْحَمُ. قَالَ: لَيْسَ بِرَحْمَةٍ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ، يَرْحَمُ النَّاسَ كَافَّةً. (الصحيح: ১১৭)

৪৩৫. আনাস ইবনু মালিক থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! আল্লাহ শুধু দয়ালুর প্রতিই দয়া করে থাকে। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, আমাদের সকলেই (কোন না কোন ব্যক্তির প্রতি) দয়া করে থাকেন। তিনি বললেন, তোমাদের কারো জন্য তার বন্ধুর প্রতি দয়া করা নয় বরং সকল মানুষকে দয়া করবে। (আস-সহীহাহ- ১৬৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হান্নাদ ইবনুস সারী তার ‘আয-যুহদ’ এর হা. ১৩২৫; আবু ইয়লা তার মুসনাদের (৭/২৫০); ইমাম তাবারানী তার মাকারিমুল আখলাক-এর (৫১/৪০); হাফেয ইরাকী ‘المجلس من الأمالی’ ২/৭৭ মাজলিসে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের তরিকে হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে মারফুয়ান রিওয়াযাত করেছেন এবং হাফেজ বলেছেন যে, হাদীসটিকে হাসান ও গারীব বলেছেন।

হুসাইন সালিম বিন আসাদ হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। (তাহকীকুত আবু ইয়লা- ৭/২৫০/৪২৫৮) হায়ছামী (র) ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদে’ (৮/৩৪১/১৩৬৭৩) বলেন: আবু ইয়লা বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাক ছাড়া সবাই সিক্বাহ, তিনি মুদাল্লিস।

অনুরূপ অপর একটি বর্ণনা যা নিম্নরূপ:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَنْ تَزُومُوا حَتَّى تَرَاحِمُوا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّنَا رَجِيمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةٍ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ -

হায়সামী (র) বলেন: তাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ। (মুজমাউয যাওয়ায়েদ- ৮/৩৪০/১৩৬৭১)

৪৩৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿وَرَأَيْكَ﴾ يَا بَنَى! إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ أَمْرٌ، فَلَا تَدْخُلْ عَلَيَّ إِلَّا بِإِذْنٍ. (المصباح: ২৭০৭)

৪৩৬. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাত করলাম। তাঁর অনুমতি ছাড়াই (আমি) তাঁর নিকট যেতাম। একদিন আমি তাঁর নিকট যেতে লাগলাম তখন তিনি বললেন, (পিছনে যাও) হে বৎস! একটি ব্যাপার ঘটেছে অনুমতি ব্যতীত আমার নিকট আর আসবে না। (আস-সহীহাহ- ২৯৫৭)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ৮০৭; তাহাবী ‘শরহু মাআনিল আসার’ ২/৩৯৩; আহমাদ তার মুসনাদে (৩/১৯৯ ও ২০৯); মিশযি তার তাহজিবুল কামালে (১১/২৩৯); বায়হাকী তার শুয়াবে (৬/২৬৪-২৬৫); জারির ইবনে হাজিমের তরিকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম (৬/১৭৭); আবু দাউদ হা. ৪৯৬৪; তিরমিযী হা. ২৮৩৩; ইবনে আবি শায়বা তার আল-মুসান্নাফে (৯/৮৩/৬৬০৮); ইবনে সা‘দ তার আত্-তাবাকাতের (৭/২০); বায়হাকী তার সুনােনের (১০/২০০) এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৪৩৭- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَأْكُلْ مَتَكِنًا، وَلَا عَلَى غُرْبَالٍ، وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ مُصَلًّى لَا تَصَلِّي إِلَّا فِيهِ، وَلَا تَخُطْ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَجْعَلَكَ اللَّهُ لَهُمْ جَسْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (المصباح: ৩৭১২)

৪৩৭. আবু দারদা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: হেলান (ঠেস) দিয়ে খাবার গ্রহণ করবে না এবং চালনিতেও খাবার গ্রহণ করবে না। মাসজিদের মধ্যে কোন স্থান নির্দিষ্ট করবে না যে সেখানে শুধু তুমিই সালাত আদায় করবে। জুমুআর দিন মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাবে

না। নতুবা কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাদের (গমনের জন্য) পুল বানিয়ে দেবেন। (আস-সহীহাহ- ৩১২২)

হাদীসটি হাসান।

ইবনে আসাকির 'তারীখে দামেশক' (৪৫/৪০৮) হা. ৯৯২৬ ও ৯৯২৭ এ আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহর সানাদে আবু দারদা (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। অপর একটি রিওয়ায়াতে আবুল হাসান ইবনে যিরকাতিয়াহর সানাদে আবু দারদা (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

(পর্যালোচনা শেষে) শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান, ইনশাআল্লাহ তা'আলা।

৪৩৮. عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: لَا تَأْذِنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.
(المصباح: ১১৭)

৪৩৮. জাবির (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে ব্যক্তি সালাম দ্বারা (প্রবেশ) শুরু করে না তাকে (প্রবেশ করার) অনুমতি দিবে না।

(আস-সহীহাহ- ৮১৭)

হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবু নুঈম 'আখবারে ইস্পাহান' (১/৩৫৭) এ আবু আহমাদ এর সানাদে যাবির থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। হাইসামী তার আল-মাজমাযুজ্জাওয়ায়েদের (৮/৩৩) হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা আব্দুল মালেক ইবনে আতা আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

হাইসামী বলেছেন: তাবারানী এ হাদীসটি তার আলমু জামুল আওসাত কিতাবে রিওয়ায়াত করেছেন এবং এর সকল রাবিগণ সিদ্ধাহ। তবে আব্দুল মালিক আবু হুরাইরা থেকে শুনেনি। তাছাড়া আমর ইবনে সুফিয়ানের সানাদে এর আরেকটি তরিক পাওয়া যায়।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটি সাক্ষ্যমূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা হাসান ও সহীহ মানে উত্তীর্ণ (দ্রষ্টব্য সহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ৮২৯); তাহক্বীক্কৃত তিরমিযী হা. ৮১৭। হুসাইন সালিম আল-আসাদ হাদীসটির সানাদকে যঈফ বলেছেন। (তাহক্বীক্কৃত আবু ইয়ালা- ৩/৩৪৪/১৮০৯)

৪৩৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضِيقِهِ.
(المصباح: ৭০৬)

আস-সহীহাহ- ২৪

৪৩৯. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সালাম দিবে না। যখন তাদের কারো সাথে পথে দেখা হবে তখন তাদের পথের সংকীর্ণ স্থানে যেতে বাধ্য করবে। (অর্থাৎ, এমনভাবে চলবে যেন তারা রাস্তার এক পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য হয়)। (আস-সহীহাহ্- ৭০৪)

হাদীসটি সহীহ্।

বুখারী তার সহীহায় হা. ১১০৩; আহমাদ তার ‘মুসনাদের’ (২/২৬৬/৪৫৯) সহীহ্ মুসলিম- (৭/৫/৫৭৮৯) **بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ** ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ১১০৯; ‘ইরওয়াউল গালীল’ হা. ১২৭১ ও ১২৭৩।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির চারটি তুরক্ক উল্লেখ করেছেন আর হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

٤٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ إِسْمِي وَكُنْيَتِي، ﴿أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ يُعْطِي، وَأَنَا أَقْسِمُ﴾. (المصباح: ১৭৬৭)

৪৪০. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা আমার নাম ও কুনিয়াত তথা উপনাম একসাথে একত্রিত করবে না। (অর্থাৎ, নাম নিতে গিয়ে মূল নাম ও উপনাম এক সাথে উল্লেখ না করে যে কোন একটি উল্লেখ করবে) আমি আবুল কাসিম আল্লাহ (আমাকে) দান করেন আর আমি বণ্টন করি। (আস-সহীহাহ্- ২৯৪৬)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’, তিরমিযী হা. ২৮৪৩; ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫৭৮৪; আহমাদ তার মুসনাদে- ২/৪৩৩; তাবাক্বাতে ইবনে সা‘দ- (১/১০৬ ও ১০৭); দুলাবী তার ‘কুনা’য় (১/৫); আবু নুয়াইম তার হিলয়াহর (৭/৯১); বায়হাকী তার দালায়েলে (১/১৬৩); সকলেই ইবনে আজলানের সানাদে রিওয়াযাত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। মুসলিম (৬/১৭১); আবু দাউদ হাদীস নং ৪৯৬৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান এবং এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

٤٤١- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ إِسْمِ أَخِي لَهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: إِسْمُهَا بَرَّةٌ. قَالَتْ: غَيْرَ إِسْمِهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَإِسْمُهَا بَرَّةٌ فَغَيَّرَ إِسْمَهَا إِلَى زَيْنَبَ، فَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا وَإِسْمِي بَرَّةٌ، فَسَمِعَهَا تَدْعُونِي بَرَّةً، قَالَ: لَا تَزْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُمْ وَالْفَاجِرَةِ، سَمَّيْتُهَا زَيْنَبَ. فَقَالَتْ (أُمُّ سَلَمَةَ): فَهِيَ زَيْنَبُ. فَقُلْتُ لَهَا: إِسْمِي؟ فَقَالَتْ: غَيْرِ إِلَى مَا غَيَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، سَمَّيْتُهَا زَيْنَبَ. (المصيبة: ٢١٠)

৪৪১. মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আতা (র) থেকে বর্ণিত; তিনি যাইনাব বিনতি আবি সালামার নিকট গেলেন। তখন তিনি (যায়নাব) তাঁকে তাঁর নিকট তার যে বোন ছিল তার নাম জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বললেন, আমি বললাম, তাঁর নাম বাররাহ। তিনি (যায়নাব) বললেন, তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখ। কারণ, নাবী (ﷺ) যখন যাইনাব বিনতু জাহাশকে বিবাহ করেন তখন তাঁর নাম ছিল, বাররাহ। অতঃপর তিনি (নাবী (ﷺ)) তার নাম পরিবর্তন করে যাইনাব রাখেন। যখন তিনি (নাবী (ﷺ)) উম্মে সালামাহকে বিবাহ করেন এবং তাঁর নিকট যান তখন আমার নাম বাররাহ ছিল। তিনি শুনতে পেলেন সে (উম্মে সালামাহ) আমাকে বাররাহ বলে ডাকছেন। (তখন) তিনি (নাবী (ﷺ)) বললেন: তোমরা তোমাদের পবিত্র-পরিশুদ্ধ আখ্যায়িত করো না। কারণ, আল্লাহই ভালো জানেন, তোমাদের কে সৎ আর কে অসৎ। তার নাম যাইনাব রাখ। তখন সে (উম্মু সালামাহ) বললেন, সে যাইনাব। আমি তাকে বললাম, (এটা কি) আমার নাম? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল যে (নাম) পরিবর্তন করেছেন সেদিকেই তুমি (তোমার নাম) পরিবর্তন কর। তাকে যাইনাব বলে ডাক। (আস-সহীহাহ- ২১০)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হাদীস নং ৮২১; আবু দাউদ হা. ৪৯৫৩ এ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সানাদে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান। ইমাম মুসলিম তার সহীহাতে (৬/১৭৩-১৭৪) এ উল্লেখ করেছেন। **كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بَرَّةَ** শব্দে এর সহীহ শাহেদ পাওয়া যায়।

৪৬২- عَنْ أَبِي جَرْرِ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا. إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ، قَالَ: لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ تَجِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ. قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضَرٌّْ وَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةِ فَدَعَوْتَهُ أَتَبَّتْهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفَرَاءَ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ. قُلْتُ: إِعْهَدْ لِي، قَالَ: لَا تَسْبَنَ أَحَدًا، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَبِالْيَ الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ وَعَبَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا تَسْبَنَ أَحَدًا. قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حَرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً. (الصحيح: ۱۱۰۹)

৪৪২. আবু জুরাই জাবির ইবনু সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, লোকজন তাঁর রায় অনুযায়ী কাজ করছে। আর তিনি যা-ই বলেন, তারা তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে। আমি বললাম, ইনি

কে? তারা বলল, (ইনি) আল্লাহর রাসূল ﷺ। আমি বললাম, عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। দু'বার বললাম। তিনি বললেন, عَلَيْكَ السَّلَامُ (আলাইকাস সালাম) বলো না। কারণ, عَلَيْكَ السَّلَامُ (আলাইকাস সালাম) মৃত ব্যক্তির অভিভাদন। السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আসসালামু আলাইকুম) বলবে।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, আমি ঐ আল্লাহর রাসূল যখন তোমার উপর কোন বিপদ নেমে আসে আর তুমি তাঁর নিকট দু'আ কর তখন তিনি তোমার থেকে তা দূর করে দেন। আর যখন তোমাদের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে আর তুমি তাঁর নিকট দু'আ কর তখন তিনি তোমার জন্য শস্য উৎপাদন করেন। আর যখন তুমি কোন অপরিচিত স্থানে কিংবা ময়দানে থাক। আর তোমার বাহন হারিয়ে যায় তখন তুমি তার নিকট দু'আ কর। অতঃপর তিনি তোমার নিকট তা ফিরিয়ে দেয়। আমি বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি (নাবী ﷺ) বললেন, কাউকে গালি দিবে না এবং কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করবে না। যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বল তবে এটিও ভাল কাজের মধ্য হতে একটি ভাল কাজ। তোমার লুঙ্গি (বা জামা) পায়ের গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত উঠিয়ে রাখবে। যদি তা না হয় তবে টাখনু পর্যন্ত উঠাবে। লুঙ্গি পায়ের টাখনুর নিচে পরা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, তা হচ্ছে অহংকার (অর্থাৎ অহংকারের পরিচায়ক)। আর আল্লাহ তা'আলা অহংকারকে ভালোবাসেন না। যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় এবং তোমার মধ্যে (দোষের) যা রয়েছে তা নিয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করে। তবে তুমি তার মধ্যে (দোষের) যা রয়েছে সে ব্যাপারে তোমার জানা আছে তা নিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করবে না। কারণ এর (গালমন্দ্রের) পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। কাউকে গালি দিবে না এর পরে অতিরিক্ত (বর্ণনা) রয়েছে। তিনি (লোকটি) বললেন, এরপর আমি স্বাধীন, গোলাম, উট (কিংবা) বকরী কাউকে গালি দেইনি। (আস-সহীহাহ- ১১০৯)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ- ২/১৭৯; তিরমিযী- ২/১২০; দুলাবী তার 'কুনা ওয়াল আসমা' (পৃষ্ঠা ৬৬)-তে আবু গিফার এর সানাদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আহমাদ তার মুসনাদে- ৪/৬৪; হাকিম তার 'আল মুসতাদারাকের' ৪/১৮৬।

তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: আবু গাফ্যার ছাড়া এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারীর রাবী। তাঁর নাম আল-মুসান্না বিন সাঈদ, তিনিও সিক্বাহ।

৬৬৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَقْصُوا الرُّؤْيَا إِلَّا عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ. (الصَّحِيحَةُ: ১১৭)

৪৪৩. আবু হুরাইরাহ (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নাবী ﷺ) বলেন: তোমরা আলেম ও হিতাকাজী ব্যতীত কারো নিকট স্বপ্নের কথা বলবে না। (আস-সহীহাহ- ১১৯)

হাদীসটি সহীহ।

তিরমিযী- ২/৪৫; দারেমী- ২/১২৬ এ ইয়াযিদ ইবনে যুরাইয এর সানাদে আবু হুরাইরাহ'র সানাদে মারফুয়ান বর্ণনা করেন। তাবারানী তার 'আস-সগীর' এর পৃষ্ঠা ১৮৭; আবুশ শায়খ তার আত-তাবাক্বাত এর (২৮১) ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ।

৬৬৪- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْوَزْغُ فَوَيْسِقٌ. وَرَدَّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. (الصَّحِيحَةُ: ৩০৭২)

৪৪৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: গিরগিটি দুষ্ট অসৎ প্রাণী। 'আয়িশা (রা) ও সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৩৫৭২)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী হা. (১৮৩১, ৩৩০৬) (بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ); সহীহ মুসলিম- (৭/৪২/৫৯৮২) (بَابُ إِسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزْغِ); নাসাঈ তার 'আল-মুজতবার' ৫/২০৯ এর আল কুবরার হা. ৩৮৬৯; ইবনে মাজাহ হা. ৩২৩০; ইবনে হিব্বান হা. ৩৯৬৩; আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব এর তরিকে ইউনুস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন হাদীসটি সহীহ। এ আমের ইবনে সালেহের মুতাবায়াত পাওয়া যায় এবং বাকি সকলেই সিক্বাহ। বায়হাকী- (৫/২১০-১১)

৬৬৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدُنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدُكُمْ، فَقَدْ أَسْخَطَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيح: ৩৭১)

৪৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ তাঁর বাবার বরাতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন। মুনাফিককে سَيِّدُنَا অর্থাৎ, আমাদের নেতা-মান্য ব্যক্তি বলো না। কারণ, সে যদি তোমাদের নেতা হয় তবে তোমরা তোমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করলে। (আস-সহীহাহ- ৩৭১)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ- ২/৩১১; ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ (১১২); আহমাদ- (৫/৩৬৬-৬৭); ইবনুস সুন্নী তার আমালুল য়াওমি ওয়াল লাইলাহর হা. ৩৮৫; বাইহাকী তার শুয়াবের (২/২/৫৮); নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ তার (روايع احمد الزهد)-এর হা. ১৮৬ এ নু'যাজ ইবনে হিশামের সানাদে রিওয়ায়াত করেন।

এর সানাদ শায়খানের শর্তে সহীহ।

৬৬৬- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تُلَاعِنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا يَغْضِبِهِ، وَلَا يَلْتَأَرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: بِجَهَنَّمَ. (الصحيح: ৪৭২)

৪৪৬. সামুরাহ ইবনু জুন্দুব নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: তোমরা আল্লাহর লানাতের দ্বারা কাউকে লা'নাত তথা অভিশাপ দিয়ো না এবং তাঁর ক্রোধের দ্বারাও কাউকে অভিশাপ দিয়ো না। জাহান্নামের অভিশাপও দিয়ো না। (কোন বর্ণনায় جَهَنَّمَ আবার কোন বর্ণনায় تَأَرِ আছে)। (আস-সহীহাহ- ৮৯০)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ হা. ৪৯০৬; তিরমিযী- ১/৩৫৭; হাকিম- ১/৪৮; আহমাদ- ৫/১৫; বাইহাকী তার শুয়াবের (৪/২৯৫/৫১৬০); হিশাম এর সানাদে সামুরাতুবনু জুন্দুব (রা) থেকে মারফু'য়ান বর্ণনা করেন।

তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। হাকিম বলেছেন: সহীছল ইসনাদ। যাহাবী (র) চূপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁরা উভয়ে যেভাবে বলেছেন। যদিও হাসান বসরী 'আন'আনাহ্ ভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সম্ভবত হাদীসটি হাসান।

৬৬৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَعَنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَلْعِنِ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ. (المصيبة: ৫২৮)

৪৪৭. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত; নাবী ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তির চাদর বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেলে সে বাতাসকে অভিশাপ দিল। নাবী ﷺ বললেন, বাতাসকে অভিশাপ দিয়ো না। কারণ, তা আদেশপ্রাপ্ত। যদি কোন ব্যক্তি এমন বস্তুকে অভিশাপ দেয় যা অভিশাপের পাত্র নয় তবে অভিশাপ তার দিকেই ফিরে আসে। (আস-সহীহাহ- ৫২৮)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ হা. ৪৭০৮; মুসলিম ইবনে ইব্রাহীমের সানাদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী- ১/৩৫৭; তাবারানীর 'কাবীর' (৩/১৭৫-৭৬); ভিন্ন তরিকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহু ইবনে হিব্বান হা. ১৯৮৮; বায়হাকীর 'শুআবুল ইমান' (২/১০২/১) এ আবু কুদামার সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব, বিশর বিন উমারের সানাদটি ছাড়া অন্য কোন সানাদ আমাদের জানা নেই। মুনযিরী (র) তাঁর 'তারগীব' (৩/২৮৮-৮৯) বলেন: বিশর সিক্বাহ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ তার থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। তাঁর ব্যাপারে কোন সমালোচনা আমার জানা নেই। দিয়া তার আল-আহাদিসুল মুখতারাহ এর (১/৫৯/২০০)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬৬৮- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ، وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ. (المصيبة: ২৬২)

৪৪৮. জাবির (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমরা রাস্তার মধ্যভাগে অবতরণ করবে না এবং সেখানে (প্রস্রাব-পায়খানার) প্রয়োজনও সারবে না। (আস-সহীহাহ- ২৪৩৩)

হাদীসটি সহীহ।

আবু বকর ইবনে আবী শায়বাহ 'আল-আদাব'- (১/১৫০/১); হিশামের সানাদে যাবির (রা) থেকে মারফু'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন ইবনে মাজাহ হা. ৩৭৭২; আবু বকর ইবনে আবী শায়বার তারিকে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ- ৩/৩০৫; ভিন্ন তারিকে হাকিম থেকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে ইবনে আবু ইয়াল্লা- ২/৫৯৪; ভিন্ন তারিকে ইয়াজিদ ইবনে হারুন থেকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে। মুসলিম হা. ৬/৫৪।

হাদীসটির সমর্থনে অপর একটি হাদীস হল:

إِذَا سَافَرْتُمْ فِي..... وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ
وَإِذَا عَرَسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهُوَامِ بِاللَّيْلِ -

(بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ)
সহীহ মুসলিম এর আরো অনেক সাক্ষ্যমূলক হাদীস রয়েছে।

٤٤٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ
وَفَلَانَةٌ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ وَتَصَدَّقُ، وَتُؤْذِي
جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ
أَهْلِ النَّارِ. قَالَ: وَفَلَانَةٌ تُصَلِّيُ الْمَكْتُوبَةَ وَتَصَدَّقُ بِأَنْوَارٍ ﴿مِنْ
الْأَقِطِ﴾ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
(الصحيح: ١٩٠)

৪৪৯. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ-কে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! ওমুক মহিলা রাত্রে সালাত আদায় করে (অর্থাৎ, নফল সালাত আদায় করে) এবং দিনে (নফল) সিয়াম (রোজা) পালন করে, সাদাকাহ দেয়। আর সে তার জিহ্বা দ্বারা (অর্থাৎ, গালমন্দ করার দ্বারা) তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। সে জাহান্নামী। তিনি বললেন, ওমুক মহিলা ফরজ সালাত আদায় করেন এবং পনির (তরকারী) দ্বারা সাদাকাহ করে। সে কাউকে কষ্ট দেয় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জান্নাতী। (আস-সহীহাহ- ১৯০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ১১৯; সহীহ্ ইবনে হিব্বান হা. ২০৫৪; হাকিম- ৪/১৬৬; আহমাদ- ২/৪৪০; ইসহাক ইবনে রাহউয়া (২/৪/৩৬); বায্‌যার তার মুসনাদের হা. ১৯০২; মুহাম্মাদ ইবনুল মুয়াদিল তার আল-আমালির (৬/১-২); খারায়েতী তার (مُسَاوِي الْأَخْلَاقِ)-এর (১৭৭-৩৭৯) এ আমাশের তরিকে আবু হুরাইরা থেকে উল্লেখ করেছেন। -এর সানাদ সহীহ্।

৬০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: لَا سَمَرَ إِلَّا لِمَصْلٍ أَوْ مَسَافِرٍ. (الصحيح: ১৭২০)

৪৫০. আব্দুল্লাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; মুসাফির ও (রাত্রে) সালাত আদায়কারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য রাত্রে গল্প করার অনুমতি নেই।
(আস-সহীহাহ- ২৪৩৫)

হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহী।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসী তার মুসনাদের (১/৭৩/২৯৪); এ শু'বার সানাদে মারফু'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (১/৪১২ ও ৪৬৩) এ মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ আল-আত্তার এর ^{أَوَّلُ}الْمُنْتَفَى مِنْ حَدِيثٍ-এর (২/২/৪); হারিস তার মুসনাদের ১/১০৫-এ ভিন্ন তরুকে শু'বার সানাদে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদের সবাই সিক্বাহ এবং শায়খাইনের রাবী। কিন্তু এর পরেও হাদীসটি মা'লুল আসাদ ইবনে মুসা হাদীসটির বিরোধিতা করেছেন। ইবনে মাজাহ- ১/২৩৮; ইবনে হিব্বান- ২৭৭; আহমাদ- ১/৩৮৯, ৪১০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। 'আতা বিন সায়েব ছাড়া সবাই সহীহ্ বুখারীর রাবী। তিনি এলোমেলো করতেন।

শুআযিব আল-আরনাউত হাদীসটির একটি সানাদকে হাসান লি-গায়রিহী বলেছেন।

৬১. عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ

لِضَيْفٍ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. (الصحيح: ১৭৭০)

৪৫১. সালমান (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: কোন ব্যক্তির জন্য তার সাধ্যের উর্ধ্বে মেহমানের মেহমানদারী করানোর জন্য তাকে বাধ্য করা হয়নি। (আস-সহীহাহ- ২৪৪০)

হাদীসটি সহীহ্।

আবু নুঈম 'আখবারে ইম্পাহান' ১/৫৬; খাতীব তাঁর 'আত-তারীখে' ১০/২০৫; দায়লামী (৪/২/১৯৭) এ ইবনে লাল এ থেকে এবং উভয়েই মুহাম্মাদ ইবনুল ফরজ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসতাদরাক- ৪/১২৩।

আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ যঈফ ও অপরিচিত। তবে হাদীসটির অন্য একটি তরিক রয়েছে যা হাকিম তার মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছেন যা সহীহন ইসনাদ বলে হাকিম মন্তব্য করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (বিভিন্ন হাদীসের) সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি শক্তিশালী। এর সাক্ষ্যমূলক সহীহ বুখারীর 'কিতাবুল ইতিসাম' (بَابُ مَا نُهِينَا بِكَرِهٍ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكْلُفٍ مَا لَا يَغْنِيهِ) عَنْ التَّكْلُفِ

৪৫২- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَابْنِهِ فِي الْمَجْلِسِ. (المصيبة: ২০০৬)

৪৫২. সাহল ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কোন ব্যক্তি যেন তার ছেলেকে মাজলিসে রেখে লোকজনের সামনে গিয়ে না বসে। (আস-সহীহাহ- ৩৫৫৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি সাহল ইবনে সা'দের মারফুয়ান বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' হা. ১৯০; আবু দাউদ তার সুনানের 'আল-আদাব' অধ্যায়ে ১-২৪ এ মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী 'আল-মুজামুল আওসাত' (৪/৩৫৮-৫৯)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ।

৪৫৩- عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَلَى الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى حَرَامِهِمَا^১، فَأُولَهُمَا فَيْئًا، سَبَقَهُ

১. সহীহহাতে এমনই এসেছে صرامهما সঠিক শব্দ।

এ-এ-মصادر التخریج এসেছে।

بِأَفَى، كَفَّارَةٌ، فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَامُهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ
الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى صَرَامِهِمَا
لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا. (المصيبة: ১২৬)

৪৫৩. হিশাম ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন; কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে অপর মুসলিমের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বলা ত্যাগ করবে। কারণ, তারা যতদিন তাদের অবৈধ কাজে থাকবে ততদিন তারা সত্য হতে বিচ্যুত থাকবে। তাদের মধ্যে প্রথম গানীমাত অর্জনকারী হলো। হৃদয়তার জন্য যে অগ্রসর হয়। তা তার (গুনাহের) কাফফারা স্বরূপ। যদি সে সালাম দেয় এবং (অপরজন) তার সালামের জবাব না দেয় তবে ফেরেশতারা তার জবাব দেয় এবং অপরজনের উপর শাইত্বান অবতরণ করে। যদি তারা তাদের সম্পর্কহীনতার মধ্যে মারা যায় তবে তারা কখনও জান্নাতে একত্রিত হবে না। (আস-সহীহাহ- ১২৪৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ হা. ৪০২; আহমাদ- ৪/২০; বায়হাকীর ‘শুআবুল ইমান’ (২/২৮৭/২) ইয়াযিদ আর রিশক এর সানাদে হিশাম ইবনে আমির থেকে মারফু‘য়ান বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ।

٤٥٤- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مَرْفُوعًا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ.

(المصيبة: ১০২৬)

৪৫৪. হুজাইফাহ ইবনু ইয়ামান (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আস-সহীহাহ- ১০৩৪)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী- ৭/৮৬ (باب ما يكره من النميمة); সহীহ মুসলিম- ১/৭১ (باب بيان تحريم النميمة); আবু দাউদ- ২/২৯৭; তিরমিযী- ১/৩৬৪; তিরমিযী একে সহীহ বলেছেন। তায়ালিসী পৃষ্ঠা ৫৬; হা. ৪২১; আহমাদ- (৫/৩৮২, ৩৮৯, ৩৯২, ৪০২, ৪০৪) এ হাম্মাম ইবনে হারিস এর সানাদে হুজাইফা (রা) থেকে মারফু‘য়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৫৫. আশআস্ ইবনু কায়িস (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।
(আস-সহীহাহ- ৪১৬)

ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৫/২১১-১২); যিয়াদ ইবনে কুলাইব থেকে দুই তরিকে উল্লেখ করেছেন। মুন্জিরি তার আত্-তারগিব ওয়াত্-তারহিব কিতাবের (২/৫৬) এ এবং হাইসামী তার কিতাবের (৮/১৮০); এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এর সকল রিজাল সিকাহ।

এর সাহেদ রয়েছে যা আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (৩৩); আবু দাউদ- ২/২৯০; ইবনু হিব্বান হা. ২০৭০; তায়ালিসী পৃষ্ঠা ৩২৬, হা. ২৪৯১; আহমাদ- (২/২৯৫, ৩০২, ৩৮৮, ৪৯২) -রুবাঈ বিন মুসলিম বিন মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ গুনেছেন আবু হুরায়রা (রা) থেকে। এর সানাদ সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٤٥٦- عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا: لَا يَعْضُهُ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا. (الصحيحة: ٢٤٤٣)

৪৫৬. উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অপরকে অপবাদ না দেয়। (আস-সহীহাহ- ২৪৪৩)

আবু দাউদ তায়ালিসী তার মুসনাদের (২/৬৬/২২১৬); আহমাদ তার মুসনাদের (৫/৩১৩/৩২০); মুসলিম তার সহীহার (৫/১২৭) এ আবু কিলাবাহর তরিকে উবাদাত ইবনুস সামিত (রা) থেকে মারফু'য়ান উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি মূলত হাদিসল মবায়্যা'ত এর একটা অংশ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: (বিভিন্ন সানাদ ও মতনের পর্যালোচনায়) হাদীসটি হাসান।

৪৫৭- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: حَرَّثْتُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾. (الصحيح: ২৮০১)

৪৫৭. মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন আমি উৎপন্ন করেছি (حَرَّثْتُ) না বলে। বারং আমি চাষাবাদ (زَرَعْتُ) করেছি বলবে। মুহাম্মাদ (ইবনু সীরীন) বলেন, আবু হুরাইরাহ্ (রা) বললেন, তোমরা আল্লাহর এ বাণী শুননি? যে, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ অর্থাৎ, “তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, তোমরা যা চাষাবাদ কর তা তোমরা উৎপন্ন কর না আমি তা উৎপন্ন করে থাকি।” (আস-সহীহাহ- ২৮০১)

হাদীসটি হাসান।

ইবনে জারীর তবারী তার ‘তাফসীরে তাবারী’ (২৭/১১৪); বাযযার হা. ১২৮৯; ইবনে হিব্বান হা. ৫৬৯৩; তাবারানীর ‘আল-আওসাত’ (১/১৪৯/১); আবু নুঈমের ‘আল-হিলইয়াহ’ ৮/২৬৭; আস-সাহমী তাঁর ‘তারীখে জুরজান’ হা. ৩৬৯; সুনানে বাযহাকী- ৬/১৩৮ এবং শুআয়িব (৪/২৮০১); সকলেই মুসলিম ইবনে আবু মুসলিমের তরিকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ জাইয়েদ এবং এর সকল রাবি সিক্বাহ।

৪৫৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَتَاتِي، وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي. (الصحيح: ১৮০২)

৪৫৮. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের কেউ যেন (তার চাকরকে) عَبْدِي আমার গোলাম না বলে। তোমরা সকলেই

আল্লাহর গোলাম। বরং ^{فَتَارِي} আমার চাকর (যুবক) বলবে। আর চাকররা (মনিবকে) ^{رَبِّي} (আমার প্রভু) বলবে না। বরং ^{سَيِّدِي} আমার নেতা বলবে।
(আস-সহীহাহ- ৮০৩)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম (৭/৪৬-৪৭/৬০১২) ^{بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَبْدِ}; জারীর থেকে আহমাদ তার মুসনাদে (২/৪৯৬) ও ইবনে নুমাইর, আ'মাশ ও য়া'লার সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। আল-আদাবুল মুফরাদ হা. ৯০; সুনানে আবু দাউদ হা. ৪৯৭৫; আব্দুর রাজ্জাক তার আল-মুসান্নাফের হা. ১৯৮৬৮; এ হাদীসটি মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: মারফুয়ান রিওয়ায়াত আসল। আর হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٤٥٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلٍ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ أَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ. (المصيبة: ২২৮)

৪৫৯. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; কোন ব্যক্তির জন্য কেউ যেন বসা থেকে না দাঁড়ায়। বরং তোমরা (অন্যের বসার জন্য স্থান) প্রশস্ত কর। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন।' (আস-সহীহাহ- ২২৮)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদে আহমাদ' (২/৪৮৩); সুরাইজ এর সানাদে রিওয়ায়াত করেন। শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান, বর্ণনাকারীগণ সিদ্ধাহ্।

ইমাম বুখারী হাদীসটি তার 'আল-আদাবুল মুফরাদে' ^{وكان ابن عمر اذا قام} শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর এমন শব্দেই মুসলিম তার সহীহাতে উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদ তার সুনানে আবু খাছিব এর তরিকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

১. পরবর্তীকালে শাইখ (র) তাঁর মত পরিবর্তন করে একে যঈফ বলেছেন। দেখুন "সিলসিলাতুয যঈফা ওয়াল মাওযুয়াহ্" হা. ২৬৯২।

٤٦٠- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: لَا يَفْقِئَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالِفَ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: إِفْسَحُوا.
(الصحيح: ١١٣٠٢)

৪৬০. জাবির (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের মধ্যে কেউ যেন জুমু'আর দিন তার (অপর মুসল্লী) ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় না বসে। বরং বলবে, তোমরা প্রশস্ত কর। (আস-সহীহাহ- ১৩০২)

হাদীসটি সহীহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি জাবির (রা) থেকে সহীহ। তার থেকে মারফু'য়ান বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির তিনটি তুরুক পাওয়া যায়। প্রথমটি সহীহ মুসলিম তার সহীহাতে (৭/১০/৫৮১৭) (بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ); এবং আহমাদ তার মুসনাদে (৩/৩৪২); দ্বিতীয়টি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৩/২৯৫)।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। এর সকল রাবি সিক্বাহ ও শায়খাইনের রাবি।

٤٦١- عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ قَبْلَهُ، وَقِيلَ: قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ثَلَاثًا). فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لَأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَيَّنَتْ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْجَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. (الصحيح: ٥٦٩)

৪৬১. যুরারাহ ইবনু আওয়া (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন,) আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম আমাকে বলেন, যখন নাবী ﷺ মাদীনায় আগমন করেন তখন মানুষ তাঁর দিকে ভিড় করে এবং বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন

করেছেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন! রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন (তিনবার)! মানুষের সাথে আমিও দেখার জন্য গেলাম। যখন তাঁর চেহারা প্রকাশ পেল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আমি সর্বপ্রথম তাঁর যে কথা শুনেছি তা হলো, হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা সালামের প্রচলন কর। (অনাহারী মানুষদের) খাবার খাওয়াও। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখ। রাত্রে সালাত আদায় কর- যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। (তাহলে) তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আস-সহীহাহ- ৫৬৯)

হাদীসটি হাসান-সহীহ।

তিরমিযী- ২/৭৯; দারেমী- ১/৩৪০; ইবনে মাজাহ হা. ১৩৩৫, ৩২৫১; ইবনে নাসর তার 'ক্বিয়ামুল লাইল' পৃষ্ঠা ১৭; হাকিম- (৩/১৩ ও ৪/১৬০); আহমাদ- ৫/৪৫১; তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ- ১/২৩৫; ইবনে আবি শায়বা তার আল-মুসান্নাফের (৮/৫৩৬ ও ৬২৪, ১৪/৯৫); যিয়া আল-মাকদেসী 'আল-মুখতার' (৫৮/১৭৬/১-২); আউফ এর তুরুকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। হাকিম (র) বলেন: শায়খাইনের শর্তে সহীহ।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: যাহাবী চুপ থেকেছেন, (হাদীসটির মান হল,) তারা উভয়ে যেভাবে বলেছেন।

৬৭২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ مِنْ غَزْوَةٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا، وَلَا تَغْتَرَوْهُنَّ. (الصَّحِيحَةُ: ৩-৮৫)

৪৬২. ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যুদ্ধ থেকে আসলেন তখন বললেন: হে মানুষেরা! (পূর্ব অবহিত করা ব্যতীত) তোমরা রাতে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট যাবে না এবং তাদের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়বে না। (আস-সহীহাহ- ৩০৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনে উমারের সানাদে বর্ণিত। তবে ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. (১৪১৩২ ও ১৪৮৯৬) (৩৩/১৭২) এ জাবির (রা) এর সানাদে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিক্বাহ।

আস-সহীহাহ- ২৫

[মুসনাদে বায্যার (২/১৮৬/১৪৮৫-কাশফুল আশতার)....। (প্রথমংশ) সহীহ্ আবু আওয়ানা হ ৫/১১৭; সহীহ্ ইবনে খুযায়মাহ ৯/৩৪০; বাযহাক্বী- ৯/১৭৪; ইবনে ওয়াহহাবের সূত্রে উমার বিন মুহাম্মাদ থেকে।]

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

৬১৩- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ. ثُمَّ أِذْنٌ لَهُ، فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ، مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، أَوْ وَدَّعَهُ النَّاسُ، إِنْ تَقَاءَ فَحِشَهُ. (الصحيح: ১০৬৭)

৪৬৩. ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার অনুমতি প্রার্থনা করল। (তখন) আমি তাঁর নিকট ছিলাম। তিনি (নাবী ﷺ) বললেন: (এ লোকটি) কতইনা নিকৃষ্ট বংশের ছেলে কিংবা ভাই। অতঃপর তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। অতঃপর যখন সে বের হয়ে চলে গেল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার ব্যাপারে যা (মন্দ কিছু) বলার বললেন, আবার তার সাথে নম্র কথা বললেন? অতঃপর তিনি বললেন, হে ‘আয়িশা! ঐ ব্যক্তিই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যার অশ্রীলতা-কর্কশতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে ত্যাগ করেছে; তাকে বর্জন করেছে।

(আস-সহীহাহ- ১০৪৯)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী- (৪/১২৫-২৬, ১৪২) (অন্যতম অনুচ্ছেদ: باب ما يجوز من اغتصاب أهل الفساد والريب); সহীহ্ মুসলিম- (৮/২১/৬৭৬১) (باب مداراة من يتقى فحشه) তিরমিযী- ১/৩৬০; আহমাদ- ৬/৩৮; সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ এর সানাদে হযরত আয়িশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন। ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ (৩৩৮); ইবনে ওয়াহাব তার আল-জামের (৬৯-৭০)।

তিরমিযী হাদীসটিকে হাসানুন সহীহুন বলেছেন।

১৬৬- عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكَ وَالْفُحْشَ! إِيَّاكَ وَالْفُحْشَ! فَإِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ رَجُلًا لَكِنْ رَجُلٌ سَوَاءٌ. (الصَّحِيحَةُ: ৫২৭)

৪৬৪. ‘আয়িশা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; হে ‘আয়িশা! তুমি কর্কশভাষী হওয়া থেকে দূরে থাক। তুমি কর্কশভাষী হওয়া থেকে দূরে থাক। কারণ, কর্কশভাষী যদিও মানুষ তবে সে মন্দ-খারাপ মানুষ।

(আস-সহীহাহ- ৫৩৭)

হাদীসটি হাসান।

উক্বায়লী ‘আয-যুয়াফা’ (২৫৯) এ আব্দুল জাব্বার এর সানাদে রিওয়াযাত করেছেন। বুখারী তার সহীহাতে হা. ৬০৩০ এ উল্লেখ করেছেন। মুসলিমের নিকট এর অন্য এটি তরিক রয়েছে যা ইবনে আবিদ দুনিয়া তার আস-সমত কিতাবের (১৮১/৩৩১) এ উল্লেখ করেছেন এবং এর রাবিগণ সকলেই সিদ্ধাহ। তাছাড়া তায়ালিসীও তার সুনানে হাদীস নং ১৪৯৫ এ তার আরেকটি তরিক উল্লেখ করেছেন।

(সার্বিক বিবেচনায়) হাদীসটি হাসান হওয়ার সিদ্ধান্তটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

১৬৭- عَنْ فَرَوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ! صَلِّ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ! أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ. ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ! أَلَا أَعْلِمُكَ سُورًا مَا أَنْزَلْتُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الزُّبُورِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟ لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. قَالَ عُقْبَةُ: فَمَا أَتَتْ عَلَى لَيْلَةٍ إِلَّا قَرَأْتُهُنَّ فِيهَا، وَحَقَّ لِي أَنْ لَا

أَدْعُهُنَّ وَقَدْ أَمَرْنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَكَانَ فَرَوَةَ بْنُ مُجَاهِدٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ: أَلَا فَرُبُّ مَنْ لَا يَمْلِكُ لِسَانَهُ، أَوْ لَا يَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِهِ، وَلَا يَسْعَى بَيْتَهُ. (المصيبة: ১৯১)

৪৬৫. ফারওয়া ইবনু মুজাহিদ আল লাখমী উকবাহ ইবনু আমির থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে উকবাহ ইবনু আমির! যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে তুমি দান কর। যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে তাকে ক্ষমা কর। তিনি বলেন, পুনরায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন: হে উকবাহ ইবনু আমির! তোমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ কর। তুমি তোমার ঘরে আবদ্ধ থাক। তোমার গুনাহের দরুণ কান্না কর। অতঃপর পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে উকবাহ ইবনু আমির! আমি কি এমন সূরা শিক্ষা দেব না যে সূরাগুলোর মত কোন সূরা তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও ফুরকানে নাযিল হয়নি? তুমি প্রতি রাতে সেগুলো পাঠ করবে (আর এই সূরাগুলো হলো) (سُورَةُ الْقُلُوبِ) (সূরা ফালাক) এবং (سُورَةُ الْاٰنْشٰطِ) (সূরা নাস)। উকবাহ বললেন, আমি প্রতি রাতেই এগুলো পাঠ করি। আমার দায়িত্ব হলো, আমি এগুলো কখনো ছাড়বো না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এগুলো পাঠ করার আদেশ দেন। ফারওয়া ইবনু মুজাহিদ যখন এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন, অনেকেই তার জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে না, তার গুনাহের দরুণ কান্না করে না এবং বাড়িতে আবদ্ধ থাকে না (অর্থাৎ, দুনিয়ার অহেতুক গুনাহের কর্মে লিপ্ত না হয়ে ঘরেই অধিক থাকা কর্তব্য)।^১ (আস-সহীহাহ- ৮৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনুল মুবারক তার আযযুহদ এর হা. ১৩৪ এবং তার থেকে ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৫/২৫৯) এমনিভাবে ইমাম তিরমিযী তার সুনাের

(২/৬৫); ইবনে আবিদ দুনিয়া তার আস-সমত কিতাবের (২/৩৫) এ উবাইদুল্লাহ ইবনে সোহর এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম সুয়ুতী 'الْجَامِعُ الصَّغِيرُ' (৩৭/৩০৮/৪০৬২৬) ইবনে আসাকিরের সূত্রে, বায়হাকীর 'শুআবুল ইমান' (৬/২৬০/৮০৭৯)। শুআযিব আল-আরনাউত বলেন: এর সানাদ হাসান। (তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদ- ৪/১৫৮/১৭৪৮৮)

৬৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْفُوفًا: بَبَصُرٍ أَحَدُكُمْ الْقَذَاءَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْتَسَى الْجَذْعَ أَوْ الْجَذْلَ فِي عَيْنِهِ مُعْتَرِضًا. (المصيبة: ৩৩)

৪৬৬. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত; তোমাদের প্রত্যেকে তার (অপর) ভাইয়ের চোখের ময়লার দিকে দেখে থাকে আর অস্বীকৃতিভাব দেখিয়ে (উদাসীন হয়ে) নিজের চোখের ময়লা কিংবা ধূলাবালির দিকে তাকায় না। (আস-সহীহাহ- ৩৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনে ছায়েদ তার 'زَوَائِدُ الزُّهْدِ لِلْمُبَارِكِ' (১/১৬৫) এ আল কাত্তাকির কিতাবের (হা. ২২২, ৫৭৫) উল্লেখ করেছেন। সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ১৮৪৮; আবুস শায়খ আল-আমসাল হা. ২১৭; আবু নুঈমের 'আল-হিলইয়াহ' ৪/৯৯ এবং তার থেকে দাইলামী তার মুসনাদে (৪/৩৩৩) এবং আল-কুযায়ী তার মুসনাদুশ শিহাব কিতাবের (১/৫১) এ মুহাম্মাদ ইবনে সিময়ার এর তরিকে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ ও সহীহ।

৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِخُرْجٍ عَنْكَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصِرَانِ، وَأَذْنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِّرِينَ. (المصيبة: ৫১২)

১. আলবানী (র) হাদীসের তাখরিজ সমাপনান্তে বলেন যে, হাদীসটি মাওকুফ। আর এটিই অধিক সংগত। -তাজরীদকারক।

৪৬৭. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম থেকে দু'টি গদান বের হবে। তার দু'টি চোখ থাকবে যা দ্বারা সে দেখবে। দু'টি কান থাকবে যা দ্বারা সে শুনবে এবং মুখ থাকবে, যা দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমি (শাস্তি দেয়ার জন্য) তিন শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। (তারা হলো,) (ক) প্রত্যেক অহংকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী; (খ) যারা আল্লাহর সাথে অপরকে প্রভু হিসেবে ডেকেছে (গ) এবং চিত্রকর। (আস-সহীহাহ- ৫১২)

হাদীসটি সহীহ্।

তিরমিযী- ২/৯৫; আহমাদ- ২/৩৩৬ এ আব্দুল আযিয ইবনে মুসলিমের তরিকে আবু হুরাইরা (রা) থেকে মারফু'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব ও সহীহ্। বাযযার হা. ৩৪০০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্।

৬১৮- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ أَحَدٌ أَجْزَأُ عَنْهُمْ. (الصحيح: ١١٤٨)

৪৬৮. যায়িদ ইবনু আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আরোহী পথিককে সালাম দিবে। যখন কোন দলের এক সদস্য সালাম দেয় তখন তাদের সকলের জন্য তা যথেষ্ট হয়।

(আস-সহীহাহ- ১১৪৮)

হাদীসটি সহীহ্।

মুয়াত্তা মালিক- ৩/১৩২; য়ায়েদ ইবনে আসলাম থেকে হাদীসটি মারফু'য়ান রিওয়ায়াত করেছেন। দুর্বল তরিকে হাদীসটি শাহেদ পাওয়া যায়। ইমাম হাইছামী তার আল-মাজমাযুজ্জাওয়ায়েদ কিতাবের (৮/৩৫) এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: তবরানী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে ইবনে কাছির নামক একজন রাবি রয়েছে যিনি যঈফ। এর সাক্ষ্যমূলক হাদীস আছে- ইরওয়া (৭০৭)।

হাদীসটির প্রথমাংশ সহীহ্ বুখারী (يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي) ও সহীহ্ মুসলিমে (بَابُ يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) বর্ণিত হয়েছে।

১. তিনি মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন। এটি তার মুরসালসমূহের একটি।

৬৭- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُبَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ، وَالْأَقْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ كَانَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ.
(المصحيح: ১১৬৭)

৪৬৯. আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আরোহী পথিককে আর পথিক উপবিষ্টকে উপর এবং অল্পসংখ্যক দল অধিক সংখ্যক দলকে সালাম দিবে। যে সালামের জবাব দিবে তা (শান্তি-ছওয়াব) তার জন্য মিলবে। আর যে জবাব দিবে না তার জন্য কিছুই থাকবে না। (আস-সহীহাহ- ১১৪৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ পৃষ্ঠা ১৪৪; আহমাদ- ৩/৪৪৪; ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাছির এর সানাদে আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রা) থেকে বর্ণনা মারফু‘য়ান বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার (র) বলেন (১১/১৩): এর সানাদ সহীহ (ফাতহুল বারী)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ। আবু রাশিদ আল-হিবরানী ছাড়া সবাই সহীহ মুসলিমের রাবী। আর তিনিও সিক্বাহ, যেভাবে ‘আত-তাকুরীবে’ বলা হয়েছে।

৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.
(المصحيح: ১১৬০)

৪৭০. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আরোহী পথিককে আর পথিক উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক দল অধিক সংখ্যক দলকে সালাম দিবে। (আস-সহীহাহ- ১১৪৫)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী- (৭/১২৭) (يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي) ও সহীহ মুসলিমে (৭/২/৫৭৭২) وَالْقَلِيلُ عَلَى الْمَاشِي (بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) ; আবু দাউদ তার সুনানে (২/৩৪৩) এবং আহমাদ তার মুসনাদের

(২/৩২৫ ও ৫১০) সকলেই ইবনে জুরাইজের সানাদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু হিব্বান তার সহীহ্ হা. (১৯৩৬) দারেমী তার সুনানের (৬/২০) উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্।

৪৭১- عَنْ جَابِرٍ مَّرْقُوفًا: يُسَلِّمُ الرَّكِيبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِيَانِ ابْتِدَاءً بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ. (الصحيح: ১১৫৬)

৪৭১. জাবির (রা) থেকে মাওকুফ^১ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আরোহী পথিককে এবং পথিক উপবিষ্টকে সালাম দিবে। আর দু' পথিকের মধ্যে যে প্রথমে সালাম দিবে সে-ই উত্তম। (আস-সহীহাহ- ১১৪৬)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ (১৪৩, ১৪৪, ১৪৫); ইবনে হিব্বান- ১৯৩৫; ইবনে জুরাইজের তরিকে হযরত জাবির (রা) থেকে মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হাদীসটি মারফুর হুকুমে। ইবনে হাজার তার ফাতহুল বারীর (১৩/১১) এ সহীহ্ সানাদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আবু আওয়ানা এবং ইবনে হিব্বান এ বাজ্জার তার মুসনাদে অন্য তরিকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: সমস্ত বর্ণনাকারী সিক্বাহ ও সহীহ্ মুসলিমের রাবী।

৪৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. (الصحيح: ১১৫৭)

৪৭২. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ছোট বড়দের সালাম দিবে; আরোহী পথিককে; পথিক উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখ্যক দল অধিক সংখ্যক দলকে সালাম দিবে। (আস-সহীহাহ- ১১৪৯)

হাদীসটি সহীহ্।

১. আলবানী (র) এ হাদীসের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সুনিশ্চিতভাবে এ হাদীসটি মারফু‘র মর্যাদা রাখে। উপরন্তু এটি মারফু‘র ভঙ্গিতেই বর্ণিত হয়েছে। -তাজরীদকারক।

সহীহ বুখারী ৭/২২৭ (بَابُ تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ); আবু দাউদ (২/৩৪২ ও ৩৪৩); তিরমিযী- ২/১১৮ এবং তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; আহমাদ- ২/৩১৪ এ হাম্মাম ইবনে মুনাববেহর তরিকে আবু হুরাইরা থেকে মারফুয়ান বর্ণনা করেন। আল-আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ১৪৫।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী বুখারীর রাবী।

৬৭৩- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَرْفُوعًا: يَسْلِمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِيِّ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.
(الصحيح: ১১৫০)

৪৭৩. ফুজাইলাহ ইবনু উবাইদ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আরোহী পথিককে পথিক উপবিষ্টকে এবং অল্পসংখ্যক ছোট দল বড়সংখ্যক দলকে সালাম দিবে। (আস-সহীহাহ- ১১৫০)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম বুখারীর ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ (১৪৫); তিরমিযী- ২/১১৮; আহমাদ- ৬/১৯; আবু হানিব তরিকে মারফুয়ান উল্লেখ করেছেন।

তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাদীসটিকে নাসাঈ তার সুনানে এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহহাতে উল্লেখ করেছেন।

৬৭৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كُلَاهُمَا فِي الْجَنَّةِ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيَسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَسْتَشْهَدُ. (الصحيح: ১০৭৬)

৪৭৪. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আল্লাহ তা‘আলা দু’ ব্যক্তির ব্যাপারে হাসবেন। একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ

করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর তাওবাহ্ কবুল করেন। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় (ফলে উভয়েই শেষ পর্যন্ত জান্নাতী হন)। (আস-সহীহাহ- ১০৭৪)

হাদীসটি সহীহ্।

মুয়াত্তা মালিক- ২/১৭; সহীহ্ বুখারী- ৩/২১০ (بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يَسْلِمُ فَيَسِدُّ بَعْدَ وَيَقْتُلُ) নাসায়ী- ২/৬৩; ইমাম বায়হাকী তার আল-আসমা ওয়াস্ সিফাত এর পৃষ্ঠা ৪৬৭-এর সানাদে ইমাম মুসলিম তার সহীহার (৬/৪০) (بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ); ইবনে খুযাইমাহ তার সহীহ্র পৃষ্ঠা ১৫২ ইমাম আহমাদ আবু হুরাইরা (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তৃতীয় অধ্যায়

الْإِذَانُ وَالصَّلَاةُ

আযান ও সালাত (নামায)

৬৭৫- عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبَايعُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَبْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ، وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَفَارِقَ الْمُشْرِكَ. (المعجمة: ১৩৬)

৪৭৫. জারির (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম তিনি বাইয়াত দান করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাত (আমার দিকে) প্রসারিত করুন। আমি আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করব। আমার উপর শর্তারোপ করুন (অর্থাৎ আমাকে নসীহত করুন) আপনি (এ ব্যাপারে) অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, আমি তোমাকে এর উপর বাইয়াত দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করবে এবং মুশরিকদের থেকে রিচ্ছিন্ন হবে। (আস-সহীহাহ- ৬৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তার সুনানের (২/১৮৩); বায়হাকী তার সুনানের (৯/১৩); ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৪/৩৬৫); তাবারানী তার আল-মু'জামুল কাবীরের (২/৩৫৯/২৩১৮) এ আবু ওয়েল এর তরিকে হযরত জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৪/৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৬৪); হাকিম তার মুসতাদরাকের (৩/৫০৫); ইরওয়াউল গালীল (৫/৩২); আব্দুর রাজ্জাক তার আল-মুসান্নাফের (৪/৩০০) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৭৬- عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَنْبَرَ فَقَالَ: لَا أَقْسِمُ، لَا أَقْسِمُ. لَا أَقْسِمُ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: أَبْشِرُوا، أَبْشِرُوا، إِنَّهُ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. قَالَ الْمُطَّلِبُ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَفْوُ الْوَالِدَيْنِ، وَالشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ. وَأَكْلُ الرِّبَا. (المصحة: ٣٤٥١)

৪৭৬. মুত্তালিব ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হানতাব থেকে বর্ণিত; তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি শপথ করছি! শপথ করছি! আমি শপথ করছি (আল্লাহ কবুল করুন) এরপর তিনি অবতরণ করলেন। অতঃপর বললেন: তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাম আদায় করে, কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে দূরে থাকে; সে ইচ্ছা করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। মুত্তালিব বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, (তিনি বলেন,) আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (কাবীরাহ্ গুনাহ) উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, (তা হলো), পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, আল্লাহর সাথে শরীক করা, কাউকে হত্যা করা, সতী স্ত্রীলোককে অপবাদ দেয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং সুদ খাওয়া। (আস-সহীহাহ- ৩৪৫১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের হা. ২২০৮৭ (৩৬/৪০৬); দারেমী তার আরবুদ্দু আলাল জাহমিয়াহ কিতাবের পৃষ্ঠা (১৫); তিরমিযী তার সুনানের হা. (২৫৩০); তাবারী তার তাফসীরের (১৬/৩৬ ও ৩৭); তাবারানী তার মু'জামুল কাবীরের (২০/৩২৮) ও (৩২৯) আবু নুয়াইম তার 'সিফাতুল জান্নাত'-এর হা. (২২৭) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

৪৭৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقِبَ مَنْ عَقِبَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفِزَهُ النَّفْسُ، وَقَدْ حَسِرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: أَبْشِرُوا، هَذَا رُكُومٌ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: انظُرُوا إِلَى عِبَادِي، قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى. (المعجم: ১৭১)

৪৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। যাদের ফিরে যাওয়ার তাঁরা ফিরে গেলেন এবং যারা থেকে যাওয়ার তাঁরা থেকে গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত আসলেন মনে হয় তাকে ঠেলে নেয়া হচ্ছে এবং তিনি হাঁটু থেকে কাপড় উঠালেন (অতঃপর বসলেন) এবং বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের প্রভু আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন ফেরেশতাদের নিকট তিনি তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন। তিনি (ফেরেশতাদের) বলছেন, তোমরা আমার বান্দাদের প্রতি তাকাও, তারা ফরজ (সালাত) আদায় করেছে এবং অপরটির জন্য (অপর এক ফরজ সালাতের জন্য) অপেক্ষা করছে। (আস-সহীহাহ- ৬৬১)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনে মাজাহ হা. ৮০১; আহমাদ- ২/১৮২; হাম্মাদ ইবনে সালামাহর সানাদে: ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ।

আল-বুছরী তার আযযাওয়ায়েদ কিতাবে (১/৫৪) হাদীসটির সকল রাবীকে সিক্বাহ বলেছেন। হাদীসটির আরো তুরুক রয়েছে যা ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (২/১৯৭) উল্লেখ করেছেন।

৬৭৮- قَالَ ﷺ: ابْنُوهُ عَرِيشًا كَعَرِيشِ مُوسَى. يَعْنِي: مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ. رَوَى مُرْسَلًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَلَمِ بْنِ عَطِيَّةٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَأْسِدِ بْنِ سَعْدٍ. وَمَوْصُولًا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. (الصحيح: ৬৭৮)

৪৭৮. নাবী ﷺ বলেছেন: তোমরা তা (অর্থাৎ মাদীনার মাসজিদ তথা মাসজিদে নাববীতে) মূসার কুঁড়ে ঘরের আকারে তৈরি কর। হাসান বাসরী সালিম বিন আতিয়্যাহ, যুহরী রাশিদ ইবনু সা'দ থেকে মুরসাল সূত্রে এবং আবু দারদা উবাদাহ ইবনুস সামিত থেকে মাওসুল সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৬১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাসান বাসরী (র) থেকে মুরসাল সানাদে বর্ণিত তবে আবু দাউদ ও উবাদাহ ইবনু সামিত (রা)-এর সানাদে মাওছুলানভাবে বর্ণিত। ইবনে আবিদ দুনিয়া তার কাছরুল আমল এর (৩/২৫/২)।

১. ইবনে কাসিরের 'আল-বিদায়া' ৩/২১৫ এ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ১/১০০/২; ইবনে আসাকির তার 'তারিখে' (১২/৩১৭/২) হাসান থেকে মুরসাল সহীহ।

২. সালিম ইবনু 'আতিয়্যাহ- সুনানে বায়হাকী- ২/৪৩৯.... যঈফ....।

৩. যুহরী থেকে- তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ- (১/২৩৯-৪০); খুবই দুর্বল সানাদ। মুহাম্মাদ বিন উমার, সে হল ওয়াক্বিদি- মাতরুক।

৪. রশীদ বিন সা'দ- কিতাবু ফায়লুল মাদীনাহ (হা. ৪৭)।

আলবানী বলেন: এর সানাদ মুরসাল সহীহ এবং এর সকল রাবীই সিক্বাহ।

শাইখ আলবানী (র) অন্যত্র হাদীসটিকে 'হাসান লি-গায়রীহী' বলেছেন। (সহীহ আত্-তারগীব হাদীস নং ১৮৭৬)

٤٧٩- عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ عِبَادَةُ بَنِ الصَّامِتِ، فَذَكَرُوا الْوَتَرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاجِبٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سُنَّةٌ. فَقَالَ عِبَادَةُ بَنِ الصَّامِتِ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَنَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَكَ: إِنِّي قَدْ فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خُمُسَ صَلَوَاتٍ، مِنْ وَأَقَامَنَّ عَلَى وَضُوءِنَهُنَّ، وَمَوَاقِيتِنَهُنَّ، وَسُجُودِهِنَّ، فَإِنَّهُ لَهُ عِنْدِي بِهِنَّ عَهْدٌ أَنْ أَدْخِلَهُنَّ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَفِينِي قَدْ أَنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا - أَوْ كَلِمَةً تَشْبِهُهَا - فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ، إِنْ شِئْتَ عَذِّبْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَمْتَهُ. (المصبعة: ٨٤٢)

৪৭৯. আবু ইদ্রীস আল খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর কিছু সাথীদের সাথে ছিলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন উবাদাহ ইবনুস সামিত। তাঁরা বিতির সালাতের আলোচনা করছিলেন। তাদের কেউ বললেন, (বিতির) ওয়াজিব। আর কেউ বলছিলেন, সুন্নাত। অতঃপর উবাদাহ ইবনুস সামিত বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আল্লাহর পক্ষ হতে আমার নিকট জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম এসেছিলেন। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বলেছেন, আমি আমার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছি। যে ব্যক্তি উযু, সময়মত ও উত্তমরূপে সিজদাহ করাসহ (ইত্যাদিসহ) আদায় করবে। তার জন্য আমার নিকট যিম্মাদারী হলো আমি তাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি আমার নিকট এগুলোর মধ্যে ত্রুটি নিয়ে উপস্থিত হবে (কিংবা তিনি এ পর্যায়ের কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন) তার জন্য আমার নিকট কোন যিম্মাদারী নেই। যদি আমি চাই তবে তাকে আজীবন দিব আর চাইলে তার প্রতি অনুগ্রহ করব। (আস-সহীহাহ- ৮৪২)

হাদীসটি সহীহ।

তায়ালিসী তার মুসনাদে (১/৬৬/২৫১); যুহরীর সানাদে হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। আহমাদ তার মুসনাদের (৪/২৪৪) এ উল্লেখ করেছেন এবং এর সকল রাবি সিদ্ধাহ। আবু নুয়াইম তার আল-হিলয়াহ্ এর (৫/১২৬-১২৭)।

শাইখ আলবানী (র) (বিভিন্ন হাদীসের পর্যালোচনার পর) বলেন: সম্মিলিত বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ, ইনশাআল্লাহ।

৪৮০- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَّا، ﴿فَصَلَّى﴾، فَأَخْبَرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَنًا يَا مُعَاذُ! إِذَا أُمِمَتِ النَّاسُ فَأَقْرَأْ بِ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ وَ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. هُوَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَرَوَاهُ عَنْهُ جَمْعٌ بِالْفَاظِ مُخْتَلِفَةٍ، مِنْهُمْ الْمُطَوَّلُ، وَمِنْهُمْ الْمُخْتَصَرُ، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي الزُّبَيْرِ، يَرْوِيهِ عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. (المصيبة: ٢١٧١)

৪৮০. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: মুয়াজ্জ ইবনু জাবাল তাঁর সাথীদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন। তিনি লম্বা কিরাতা পাঠ করলেন। আমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি ফিরে গেল (এবং পৃথকভাবে সালাত আদায় করল)। অতঃপর মুয়াজ্জ (রা)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন, সে মুনাফিক। যখন ঐ ব্যক্তির নিকট সংবাদ পৌঁছল তখন সে নাবী ﷺ-এর নিকট গেল এবং তাঁকে মুয়াজ্জ যা বলেছেন, তার ব্যাপারে সংবাদ দিল। অতঃপর নাবী ﷺ তাকে (মুয়াজ্জকে) বললেন, হে মুয়াজ্জ! তুমি কি ফিতনাকারী হতে চাও? যখন মানুষের ইমামতি

করবে তখন- ﴿وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا﴾, ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾, (জাতীয় সূরা) পাঠ করবে। এটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা)-এর হাদীস থেকে নেয়া। আরো অনেকে অন্য শব্দের দ্বারা এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। যার কোনটি লম্বা এবং কোনটি সংক্ষিপ্ত। এটি আবু যুবাইরের শব্দ। লাইছ ইবনু সা'দ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। (আস-সহীহাহ- ৩১৭১)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- (২/৪২/১০৬৯) (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ); নাসায়ী- ১/১৫৫; বায়হাকী তার সুনানে (২/৩৯৩) ইবনে মাজাহ (১/৩১৫/৯৮৬); ইমাম জাইলায়ী তার নসবুর রায়াহ ফি তাখরিজে আহাদিসিল হিদায়াহ এর (২/৩০) হিন্দী কানজুল উম্মালের হাদীস নং (১৯৬৭০); ইরওয়াউল গালিল (১/৩৩০); হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। আবু 'আওয়ানাহ- ২/১৭৩।

٤٨١- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخُطُّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. (المصيبة: ٨٧)

৪৮১. আবু উমামা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিদায় হাজ্জে বক্তব্য দিতে শুনেছি। তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর। সিয়ামের মাসে সিয়াম পালন কর। তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের আদেশদাতার (শাসকের) আনুগত্য প্রকাশ কর। (তাহলে) তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আস-সহীহাহ-৮৬৭)

হাদীসটি সহীহ।

তিরমিযী- ২/৫১৬; ইবনে হিব্বান (৭৯৫); হাকিম তার মুস্তাদরাকে (১/৯, ৮৯); আহমাদ- (৫/২৫১, ২৬২); মুয়াবিয়া ইবনে সালিহের তরিকে আবু উমামা (রা) থেকে মারফুয়ান বর্ণনা করেছেন।

আস-সহীহাহ- ২৬

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাকিম বলেছেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী চূপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৪৮২- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ (وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَوُوا، اسْتَوُوا) ﴿وَتَرَاوُوا﴾، فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي ﴿كَمَا أَرَاكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ﴾. (المصباح: ২৭০০)

৪৮২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: তাকবীর দেওয়ার পূর্বে যখন তিনি সালাতের জন্য দাঁড়ালেন তখন তিনি আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা কাতার পূর্ণ কর (অপর বর্ণনায় استبوا পূর্ণ কর, সোজা কর শব্দ এসেছে) এবং সোজা হও। কারণ, আমি যেমন সামনে থেকে তোমাদের দেখি; তেমনি পিছন দিক থেকেও তোমাদের দেখে থাকি। (আস-সহীহাহ- ৩৯৫৫)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম- (২/৩০-৩১) (بَابُ تَسْوِیَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا...); আবু 'আওয়ানা- ২/৪৩; ইবনে হিব্বান হা. ২১৭০; আহমাদ- ৩/১৮৩, ২৬৩; বায়হাকী তার দালায়েলুন নুবুওয়াতের হা. ১৫৭ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম যাবিদী তার 'ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন' (২/১১৫) নং এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৪৮৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: اِثْنَانٍ لَا تَجَاوِزُ صَلَاتَهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدُ أَبْنٍ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ. (المصباح: ২৮৮)

৪৮৩. ইবনু উমার থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; দু'ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার উপরে অতিক্রম করে না (অর্থাৎ, কবুল হয় না)। (ক) ঐ গোলাম; যে তার মনিবের নিকট থেকে পলায়ন করে যতক্ষণ না সে তার মনিবের নিকট

ফিরে আসে। (খ) ঐ মহিলা যে তার স্বামীর অবাধ্যতা করে; যতক্ষণ না সে (অবাধ্যতা হতে) ফিরে আসে। (আস-সহীহাহ- ২৮৮)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তার 'আল-মুজামুস সগীর' পৃষ্ঠা ৯৭; তাঁরই 'আল-আওসাৎ' (১/১৬৯/২); মুহাম্মাদ ইবনে আবু সফওয়ান এর সানাদে ইবনে উমার থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াতে বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী (র) 'আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদে' ৪/৩১৩ বলেন: তাবারানী তাঁর আস-সগীর ও আল-আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। হাকিম তাঁর 'আল-মুস্তাদরাকে' (৪/১৭৩)।

মুনযিরি তার ফয়জুল কদীর কিতাবের (৩/৭৯) উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন: যঈফ সানাদে হযরত জাবির থেকে এর একটি শাহেদ পাওয়া যায়।

৪৮৪- قَالَ ﷺ: اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفْسًا، قَدَرُ مَا يَقْضَى الْمَعْتَصِرُ حَاجَتَهُ فِي مَهْلٍ، وَقَدَرُ مَا يَفْرُغُ الْإِكْلُ مِنَ طَعَامِهِ فِي مَهْلٍ. رَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ. (الصَّحِيحَةُ: ৪৮৭)

৪৮৪. নাবী ﷺ বলেন: তোমার আজান ও ইকামাতের মধ্যে এরূপ ব্যবধান রাখ, যার মধ্যে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানকারী ভালোভাবে প্রয়োজন সারতে সক্ষম হয় এবং খাদ্য গ্রহণকারী ভালোভাবে খাবার গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। উবাই ইবনু কাব, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আবু হুরাইরাহ ও সালমান ফারসী (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। (আস-সহীহাহ- ৮৮৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি উবাই ইবনে কা'ব, জাবির, আবু হুরাইরাহ এবং সালমান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী তার সুনানে (১/৩৭৩); উকাইলী তার 'আয-যুয়াফা' হা. ২৬৬; ইবনে আদি আল-কামেলের (৭/১৯২) এবং তার থেকে বাইহাকী (১/৪৪২৮ ও ২/১৯); খাতিবে বাগদাদী তার 'তালখিসুল মুতাশাব্বিহা' এর (২৬ ও ২৭) যিয়া আল-মাকাদেসী তার (المنتقى من مسموعاته بمرو) -এর (২/১৪১); জাওয়ায়েদ মুসনাদে আহমাদ -৫/১৪৩)

[এ মর্মে শায়েখ আলবানী চারটি সানাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে কেবল সর্বশেষ সানাদের (আবুশ শায়েখ এর ‘আযান’ গ্রন্থের) হাদীসটিকে তিনি হাসান বলেছেন।]

অনুরূপ মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ সূত্রে জালালুদ্দিন সুয়ূতীর ‘আল-জামেউস সগীরে’ বর্ণিত হয়েছে। আলবানীর কাছে এই হাদীসটিও হাসান। (সহীহ জামেউস-সগীর হা. ১৫০)

শুআবিব আল-আরনাউত হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। (তাহকীকুত মুসনাদে আহমাদ ৫/১৪৪৩/২১৩২৩)

৪৮৫- عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بَيْتِكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا، كَمَا اتَّخَذَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي بَيْوتِهِمْ قُبُورًا، وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَتَلَّى فِيهِ الْقُرْآنُ، فَيَتَرَأَّى لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَتَرَأَّى النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. (المصباح: ৩১১২)

৪৮৫. ‘আয়িশা (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: তোমরা তোমাদের গৃহে (নফল ও সুন্নাত) সালাত আদায় কর। তোমরা তোমাদের গৃহকে কবর বানিয়ে নিয়ো না। যেমন ইয়াহুদীরা তাদের গৃহকে কবর বানিয়েছে। আর যে গৃহে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় ঐ গৃহ আসমানবাসীর জন্য এমনভাবে দৃশ্যমান হয় যেমন পৃথিবীবাসীর জন্য তারকারাজি দৃষ্টিগোচর হয়। (আস-সহীহাহ- ৩১১২)

হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহী।

ইমাম বুখারী তার সহীহায় (১/১৮৮) (৪৪১) ও (২/৭২); মুসলিম তার সালাতুল মুসাফিরিন এর হা. ৭৭৭; আবু দাউদ তার সুন্নাহের হা. ১০৪৩; তিরমিযী তার সুন্নাহের হা. ৪৫১; ইবনে মাজাহ তার সুন্নাহের হা. ১৩৭৭; নাসাই তার সুন্নাহের (৩/১৯৭); বাগাভী তার শরহুস সুন্নাহর (৪/১৩২); ইবনুস সুন্নি তার আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহর হা. ৪১১; মেশকাত (৭১৪); আহমাদ তার মুসনাদের (২/১৬, ১৬/৬৫); খুযাইমা তার সহীহায় হা. ১২০৫; মুয়াত্তা হা. ১৬৮; ইবনে আদি তার কামেলে (৩/৯২৬); ফাতহুল বারী (১/৫২৯); ইলালে ইবনে আবি হাতিম হাদীস নং ৩৭৩।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ জাইয়েদ।

শুআযিব আল-আরনাউত বলেছেন: হাদীসটি সহীহ লি-গায়রিহী, এর সানাদটি ইবনে লাহিয়্যার জন্য যঈফ। (তাহক্বীক্কৃত মুসনাদে আহমাদ- ৬/৬৫/২৪৪১১)

৪৮৬- عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَرَأَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلْكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِمَصَلَاتِهِمْ فَضْلٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ. (المصبعة: ٢٥٤٩)

৪৮৬. নাবী ﷺ-এর এক সাহাবী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। তখন উমার (রা) তাকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, বস। কারণ, আহলে কিতাবগণ এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের সালাতের মধ্যে তারা ব্যবধান রাখত না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবনুল খাত্তাব ভাল কাজ করেছে। (আস-সহীহাহ- ২৫৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- ৫/৩৬৮ এবং হাইসামী তার মাজমাযুজজাওয়ায়েদে (২/২৩৪০ এ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ। বর্ণনাকারীগণ সিক্বাত এবং সহীহ বুখারীর রাবী।

মুহাক্কিক্ হুসাইন সালিম আল-আসাদও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (তাহক্বীক্কৃত মুসনাদে আবু ইয়্যলা ১৩/৮২/৭১৬৬)

শুআযিব আল-আরনাউত বলেছেন: (সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়া) এর সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ। (তাহক্বীক্কৃত মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩৬৭/২৩১৭০)

৪৮৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِيَّاحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي {بَعْدَهَا} فَرَأَاهُ

عُمَرُ، ﴿فَاَخَذَ بِرِدَائِهِ اَوْ بِثَوْبِهِ﴾، فَقَالَ لَهُ: اَجْلِسْ، فَاِنَّمَا هَلَكَ
 اَهْلُ الْكِتَابِ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 اَحْسَنَ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَدَقَ) ابْنُ الْخَطَّابِ. (الصَّحِيحَةُ: ٣١٧٣)

৪৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনু রিবাহ নাবী রাঃ-এর এক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সঃ আসরের সালাত আদায় করলেন অতঃপর এক ব্যক্তি সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর উমার তাঁকে দেখতে পেলেন (এবং তাঁর চাদর কিংবা কাপড় ধরে) বললেন, বস। আহলে কিতাবগণ তাদের সালাতের মধ্যে ব্যবধান না করার দরুন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, ইবনুল খাত্তাব ভাল (অপর বর্ণনায় সত্য) বলেছেন। (আস-সহীহাহ- ৩১৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ- (৫/৩৬৯) এ আব্দুল্লাহ ইবনে বাওয়াহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাইছামী তার মাজমাযুজজাওয়ায়েদে (২/২৩৫) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আবু ইয়াল্লা- (১৩/১০৭/৭১৬৬)

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ সহীহ। সমস্ত বর্ণনাকারী সিদ্ধাহ ও সহীহ মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ, কেবল সাহাবীর (রা) নাম উল্লেখ করা হয়নি। এতে কোন ক্ষতি নেই; কেননা সমস্ত সাহাবীই 'আদল।

٤٨٨- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: احْضُرُوا
 الذِّكْرَ، وَاذْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتْبَاعِدُ حَتَّى يُوْخَّرَ
 فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا. (الصَّحِيحَةُ: ٣٦٥)

৪৮৮. সামুরাহ ইবনু জুন্দুব থেকে বর্ণিত; নাবী সঃ বলেন, তোমরা সালাতের জামাতে হাজির থাক এবং ইমামের নিকটবর্তী দাঁড়াও। কারণ, সর্বদা যে ব্যক্তি দূরে থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও সে দূরবর্তী হিসেবে থাকবে। (আস-সহীহাহ- ৩৬৫)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ হাদীস নং ১১৯৮; হাকিম- ১/২৮৯; বায়হাকী- ৩/২৩৮; আহমাদ- ৩/১১ এ মুযাজ ইবনে হিসাম এর সানাদে উল্লেখ করেছেন।

হাকিম বলেছেন: সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী এতে চুপ থেকেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তাঁরা উভয়ে যেভাবে বলেছেন।

৪৮৭- عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَسَأَلْنَا أُمَّ عَطِيَّةَ: هَلْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ يَا أَبَا وَكَانَتْ إِذَا حَدَّثَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: يَا أَبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَلْيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلْيَعْتَزِلْ الْجَبِضُ مَصْلَى الْمُسْلِمِينَ. (المصيبة: ১০০)

৪৮৯. হাফসা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা উম্মু আতিয়াকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার বাবা-মা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। তিনি (উম্মু আতিয়া) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বলতেন তখন তিনি বলতেন, আমার বাবা-মা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা স্বাধীন ও পর্দানশীন বালিকাদের (ঘর থেকে) বের করে দাও। তারা যেন ঈদ ও মুসলিমদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে এবং হয়েজগ্রস্তারা যেন মুসলিমদের ঈদগাহ থেকে দূরে থাকে। (আস-সহীহাহ- ৬০০)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে হুমায়দী হাদীস নং ৩৬২; সুফইয়ানের সানাদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। নাসাই তার সুনানে এবং ইবনে মাজাহ তার সুনানেও হাদীসটি এনেছেন। ইমাম মুসলিম তার সহীহাতে (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْرُجَنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقُ) শব্দে হাদীসটি এনেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ। ইমাম বুখারী এর কাছাকাছি শব্দ দিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৪৯০- عَنْ طَلْحِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفَدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرَنَاهُ أَنْ بَارِضَنَا بَيْعَةٌ لَنَا.

فَاسْتَوْهِنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضَّمْ ثُمَّ
 صَبَّهٗ فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرْنَا، فَقَالَ: اخْرُجُوا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ
 فَافْكِسِرُوا بِبِعْتِكُمْ، وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ، وَاتَّخَذُوهَا
 مَسْجِدًا. قَالُوا: إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ، وَالْحَرُّ شَدِيدٌ، وَالْمَاءُ يَنْشِفُ؟
 فَقَالَ: مَدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طَيْبًا. فَخَرَجْنَا حَتَّى
 قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَكَسَرْنَا بِبِعْتِنَا، ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا
 مَسْجِدًا، فَتَنَادَيْنَا فِيهِ بِالْأَذَانِ، قَالَ: وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ فَلَمَّا
 سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ: دَعْوَةٌ حَقٌّ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ثَلَاثَةً مِنْ تَلَاعِنَا فَلَمْ نَرَهُ
 بَعْدَ. (المصحفة: ٢٥٨٢)

৪৯০. ত্বালাক ইবনু আলি (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা একদল লোক নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম যে, আমাদের ভূমিতে (এলাকায়) আমাদের একটি গির্জা রয়েছে। আমরা তাঁর নিকট তাঁর উয়ুর অবশিষ্ট পানি চাইলাম। অতঃপর তিনি পানি চাইলেন এবং উয়ূ করলেন ও কুলি করলেন এবং পাত্রে (কুলি) নিক্ষেপ করলেন আর আমাদের আদেশ করলেন, তোমরা যাও যখন তোমরা তোমাদের ভূমিতে যাবে তখন তোমাদের গির্জা ভেঙ্গে ফেলবে এবং ঐ জায়গার মাটি এ পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিবে এবং সেখানে মাসজিদ নির্মাণ করবে। তারা বলল, শহরটি অনেক দূর আর অত্যাধিক গরম (ফলে) পানি শুকিয়ে যাবে? তিনি বললেন, তোমরা আরো পানি মিলিয়ে নাও। কারণ, তা শুধু পবিত্রতাই বৃদ্ধি করবে। আমরা বের হলাম। একপর্যায়ে আমাদের শহরে আসলাম এবং আমাদের গির্জা ভেঙ্গে ফেললাম। অতঃপর ঐ জায়গাটি ভিজিয়ে দিলাম। আর মাসজিদ নির্মাণ করলাম এবং সেখানে আজান দিলাম। তিনি বলেন, পাদ্রীটি তাই গোত্রের ছিল সে যখন আজান শুনল তখন বলল, সত্য আহ্বান।

আর সে আমাদের উপত্যকা থেকে অন্য উপত্যকার দিকে চলে যায়। এরপর আর আমরা তাঁকে দেখিনি। (আস-সহীহাহ^১- ২৫৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

নাসায়ী (১/৮-এর ১১ অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন) হা. ৭০১; ইবনে হিব্বান ৯৮/৩০৪ এ আব্দুল্লাহ ইবনে বদর এর সানাদে তালক ইবনে আলি থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ। এবং হাদীসটিকে এভাবেই আহমাদ তার মুসনাদের (৪/২৩); আল-হারবী তার গারীবুল হাদিস (৫/১৪১/২ ও ১৫৬/২) এ উল্লেখ করেছেন।

৬৭১- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الصَّلَاةَ فَأَتَيْهَا بِرُقَارٍ وَسَكِينَةٍ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكَتَ، وَأَفْضِرْ مَا فَاتَكَ.
(المصيبة: ১১৭৮)

৪৯১. সাঈদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, যখন তুমি সালাতে (অর্থাৎ, জামাতে) আসবে তখন ধীরস্থিরভাবে আসবে এবং যা (যত রাকাত) পাও তা (একাকী) আদায় কর আর যা ছুটে গেছে তা (একাকী) আদায় কর। (আস-সহীহাহ- ১১৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তার 'আল-আওসাত' (১/২৩/১ ও ২) এ মুকাদ্দাম ইবনে মুহাম্মাদ এর তরিকে সাদ ইবনে ওক্কাস (রা) থেকে মারফুয়ান বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হিশাম থেকে শুধু কাসেমই বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: তিনি ছিকাহ ও বুখারির উস্তাদদের একজন আর হাদীসটি সহীহ।

৬৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا أَدْرَكَتَ أَحَدَكُمْ ﴿أَوَّلَ﴾ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيَتِمِّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا

১. ১৪৩০ নং হাদীসে আলবানী (র)-এর বর্ণনাতে এমনই এসেছে। এ কিতাবের (২য় খণ্ড) ৫৩৪ নং হাদীসে এরূপ বর্ণনা আলোচিত হবে। -তাজরীদকারক।

أَدْرِكُ ﴿أَوَّلَ﴾ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
فَلْيَنْتِمْ صَلَاتَهُ. (الصَّحِيحَةُ: ১১)

৪৯২. আবু হুরাইরাহ্ (রা) মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের প্রথম সিজদা (তথা রাকাত) পায়। সে যেন সালাত পূর্ণ করে আর যে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে ফজরের প্রথম সিজদা (তথা রাকাত) পায় তবে সে যেন তার সালাত পূর্ণ করে।

(আস-সহীহাহ- ৬৬)

হাদীসটি সহীহ্।

সহীহ্ বুখারী ১/১৪৮ (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ); আবু নুয়াইম ফজল ইবনে দুকাইন এর সানাদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন। নাসায়ী- ১/৯০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ্। কারণ, সানাদের আমর নামক রাবি সিক্কাহ আর বাকি সকলেই পরিচিত। বায়হাকী তার সুনানের (১/৩৬৮); হাদীসের মুতাবায়া'তও রয়েছে যা সিরাজ তার মুসনাদের (১/৯৫)-এ উল্লেখ করেছেন।

٤٩٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَتْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ﴿فَطَلَعَتْ﴾، فَصَلَّ إِلَيْهَا أُخْرَى. (الصَّحِيحَةُ: ১২৭৫)

৪৯৩. আবু হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি তুমি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে সকালের (ফজরের) সালাতের এক রাকাত পাও (অতঃপর সূর্য উদিত হয়) তবে তুমি তার সাথে আরো রাকাত আদায় করবে। (আস-সহীহাহ- ২৪৭৫)

হাদীসটি সহীহ্।

তাহাভী তার 'শরহ মা'য়ানিল আছারের' (১/২৩২); বায়হাকী তার সুনানের (১/৩৭৯); (অতিরিক্ত শব্দগুলো তার) ইমাম আহমাদ তার সুসনাদের (২/২৩৬-৪৮৯); ইবনে আবি আরুফার সানাদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে মারফুয়ান উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ শায়খাইনের শর্তে সহীহ্। তবে বাস্তবে হাদীসটি মা'নুল। দারাকুতনী হা. ১৭ এবং বায়হাকী তার সুনানে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬৭৭- عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَذْنَتَ الْمَغْرِبَ فَاحْدَرِهَا مَعَ الشَّمْسِ حَذْرًا. (المصيبة: ২২৬০)

৪৯৪. আবু মাহযুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন: যখন তুমি মাগরিবের আযান দিবে তখন তুমি সূর্য নিচে নামার সাথে সাথে (অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে) মিলিয়ে দিবে। (অর্থাৎ, সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে আজান দিবে)। (আস-সহীহাহ- ২২৪৫)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানীর ‘আল-মুজামুল কাবীর’ (৭/২১০/৬৭৪৪) এ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানির তরিকে হযরত আবু মাহযুরাহ (রা) থেকে মারফুয়ান হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ দুর্বল। হাদীসে উল্লেখিত ইব্রাহিম ইনি হলেন ইব্রাহিম ইবনে আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল মালিক। আর তিনি দুর্বল।

আর হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক হাদীস হলো:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا -

শেষোক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন: গুআযিব আল-আরনাউত (তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদ ৪/৫১/১৬৫৮০); হুসাইন সালিম আল-আসাদ (তাহকীককৃত দারেমী- ১/২৯৭/১২০৯)

৬৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اسْتَوْدِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذْنُهُ التَّسْبِيحُ، وَإِذَا اسْتَوْدِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي، فَإِذْنُهَا التَّصْفِيقُ. (المصيبة: ৬৭৭)

৪৯৫. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন কোন ব্যক্তির সালাত আদায় করা অবস্থায় অনুমতি প্রার্থনা করা হবে তখন তার অনুমতি দান হলো, তাসবীহ পাঠ করা। আর যখন কোন মহিলার নিকট তার সালাতরত অবস্থায় অনুমতি প্রার্থনা করা হয় তখন তার অনুমতি দান হলো, তালি বাজানো। (আস-সহীহাহ- ৪৯৭)

হাদীসটি সহীহ।

আবুশ শায়েখ তার আল-আকরান এর (১/৪); বায়হাকীর ‘আস্-সুনানুল কুবরা’ ২/২৪৭; এ হাফস ইবনে আব্দুল্লাহর তুরুকে আবু হুরাইরা (রা) থেকে মারফুয়ান রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদটি সহীহ বুখারীর শর্তে সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ৮৬৭; মুসনাদে আহমাদ (২/২৯০); আলবানী হাদীসটির তিনটি সানাদ উল্লেখ করে বলেন: এর সবকটিই সহীহ।

৪৭১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأُحْدِكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجِلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ. (الصحيح: ১৭৭৬)

৪৯৬. আনাস ইবনু মালিক (রা) নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: যখন সালাতের ইকামাত দেয়া হয় আর তখন যদি কেউ সিয়াম পালনকারী থাকে তবে সে যেন মাগরিব সালাতের পূর্বে খাবার গ্রহণ করে। আর তোমরা তোমাদের খাবারের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না। (আস-সহীহাহ- ৩৯৬৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তাহাজী তার শরহুশুশকিলিল আছার কিতাবের (২/৪০২) এবং সাআতি তার বাদায়েয়ুল মিনান কিতাবের হা. ৫৭২; আল্লামা যাইলামী তার নসবুর রায়াহ ফি তাখরীজে আহাদীসিল হিদায়ার (৩/৪৩); ইবনে হাজার তার ফাতহুল বারীর (২/২৫৩); হিন্দী তার কানযুল উম্মালের হা. ২০০৫৪; হাইসামী তার আল-মাজমাযুজজাওয়ায়েদ এর (২/৪৬) এবং ইবনে হাজার আলখিসুল হাবীরের (২/৩২) এ উল্লেখ করেছেন। সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ২০৬৫; তাবারানী ‘আল-মুজামুল আওসাত’ হা. ৫০৭৫।

ওআযিব আল-আরনাউত হাদীসটির সানাদকে সহীহ বলেছেন। (তাহকীকুকুত সহীহ ইবনে হিব্বান হা. ৩৯৬৪। এর সমার্থক কয়েকটি হাদীস। আনাস (রা) বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِذَا قَدِمَ الْعِشَاءُ فَايْدُوا بِمِ قَبْلَ أَنْ تَصَلُوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجِلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ -

“সন্ধ্যার খানা যদি আগে হাযির হয়ে যায় তবে মাগরিবের সালাত আদায় করার পূর্বেই তা খেয়ে নিবে। সন্ধ্যার খানা থেকে বিরত থেকে মাগরিবের সালাত আদায়ে তাড়াহুড়া করবে না।” (সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; তিরমিযী; নাসায়ী; গজরীদুস সিহাহ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা) ২/৬৩০ নং)

ইবনে 'উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:
 كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَوْضَعُ لَهُ الطَّعَامَ وَيَقَامُ الصَّلَاةَ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ -

“ইবনে 'উমার (রা)-এর নিয়ম ছিল যে, যখন তাঁর জন্য খানা উপস্থিত হত, অপর দিকে তাকবীর বলা হত, তিনি সালাতে উপস্থিত হতেন না- যতক্ষণ না খাওয়া ঠিকভাবে সারতেন। অথচ তিনি ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পেতেন। [সহীহ বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকাত (এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা) ৩/৯৮৯]

নাফে' (র) বর্ণনা করেন:
 كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ فَكَانَ أَحْيَانًا يَقْدُمُ عِشَاءً وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُ ثُمَّ يَقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عِشَاءً وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضَى عِشَاءً ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَصِلُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَعَجَّلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ إِذَا قَدِمَ إِلَيْكُمْ -

“কখনো কখনো ইবনে 'উমার (রা) সাযিম (রোযাদার) অবস্থায় সূর্য অস্তমিত এবং রাত সুস্পষ্ট হলে সন্ধ্যার খাবার গ্রহণ করতেন। মুয়াযযিনি আযান দিত অতঃপর সালাত দাঁড়াত (ইক্বামাত দেওয়া হতো) আর তিনি (রা) তা শুনতে পেতেন। কিন্তু সন্ধ্যার খাবার শেষ না করা পর্যন্ত তা ত্যাগ করতেন না এবং তাড়াহুড়াও করতেন না। অতঃপর বের হতেন এবং বলতেন- “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের সামনে সন্ধ্যার খাবার উপস্থিত হয় তখন তোমরা তাড়াহুড়া করো না।” [ইবনে হিব্বান ৫/২০৬৭ নং; অনুরূপ 'ফাতহুল বারী' (ঐ)]

٤٩٧- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: أَخْرُمَا عَهْدَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا، فَأَخَفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ. (الصَّحِيحَةُ: ٣٩٦٥)

৪৯৭. উসমান ইবনু আবিল আস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী ﷺ সর্বশেষ আমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা হলো, যখন তুমি কওমের (জাতির) ইমামতি করবে তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করবে। অর্থাৎ, দীর্ঘ কিরাত পাঠ করবে না। (আস-সহীহাহ- ৩৯৬৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বায়হাকী তার দালায়েলুল নুবুওয়াহ এর (৫/৩০৬); সহীহ মুসলিম- ২/৪৪/১০৭৯ (بَابُ أَمْرِ الْأَنْثَمَةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ); ইবনে মাজাহ হা. ৯৮৮; ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৪/২২); বায়হাকী- ৩/১১৬; মেশকাফ হা. ১১৩৪; ইমাম জাইলায়ী তার নসবুর রায়াহ এর (২/২৯); কানজুল উম্মাল হা. ২০৪১৫; আবু নুয়াইম তার আল-হিলয়াহ এর (৫/১০০); মিনহা হা. ৬২৭ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। আবু আওয়ানা- ২/৯৬; তায়ালিসী- ১২৯/৯৪০

৬৯৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَوَمَّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (المعجم: ১১১২)

৪৯৮. আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যখন ক্বারী (ইমাম) আমীন বলেন, তোমরাও আমীন বল। কারণ, ফেরেশতাগণও আমীন বলেন। যার আমীন ফেরেশতার আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করা হবে। (আস-সহীহাহ- ১২৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ বুখারী- ৪/২০৭ (بَابُ التَّأْمِينِ); নাসায়ী- ১/১৪৭; ইবনে মাজাহ হা. ৮৫১; ইবনে জারুদ (১৯০); মুসনাদে আহমাদ- ২/২৩৮ আবু হুরাইরা (রা) থেকে মারফুয়ান হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি সহীহ।

৬৯৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: إِذَا بَدَأَ (وَفِي لَفْظٍ: طَلَعَ) حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُرَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ. (المعجم: ১১১১)

৪৯৯. ইবনু উমার (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; যখন সূর্যের জ্র (রেখা) প্রকাশ পাবে (অপর বর্ণনায় উদিত হবে) তখন তোমরা তা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করবে। আর যখন সূর্যের জ্র (রেখা) অস্ত যাবে তখন তোমরা সালাত বিলম্ব করবে। যেন সূর্য অস্ত যায়। (আস-সহীহাহ- ৩৯৬৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মালিক (র) হাদীসটি তার মুয়াত্তা মালিকের হা. ২২০ ও সহীহ বুখারী- ৫৮৩, ৩২৭২ (اب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس); সহীহ মুসলিম- ২/২০৭/১৯৬৩ (بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا); এবং হিন্দ তার কানযুল উম্মাল এ হা. ১৯৫৮৭ এ উল্লেখ করেছেন। আবু 'আওয়ানা- ৩/৩৮৩; নাসায়ী- ১/৬৬; বায়হাক্বী- ২/৪৫৩; আহমাদ- (২/১৩, ১৯/১০৬)।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫০০- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَنَحَّمْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَغِيبْهَا، لَا تَصَبَّ جِلْدَةَ مُزْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَتُرْذِيهِ. (المعجمة: ১২৭৫)

৫০০. সাদ' ইবনু আবু ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে থুতু ফেলে তখন সে যেন তা দূরে নিক্ষেপ করে। কোন মু'মিনের শরীরে বা কাপড়ে নিক্ষেপ করে তাকে কষ্ট দিবে না। (আবু-সহীহাহ- ১২৬৫)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ- ১/১৭৯; ইবনে আবী শায়বাহ- ২/৮০/২; ইবনে খুযাইমাহ- ১/১৪১/২; আবু ইয়লা পৃষ্ঠা ২৩০।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ।

গুআয়িব আল-আরনাউত বলেছেন: এর সানাদ হাসান। (তাহক্বীক্কৃত মুসনাদে আহমাদ- ২/২৭৭/১৩১১)

কিছুটা ভিন্নভাবে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে হুসাইন সারিম বিন আসাদ বলেছেন: এর সানাদ সহীহ। (তাহক্বীক্কৃত আবু ইয়লা- ২/১৩১/৮০৮)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات



বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

ইনশাআল্লাহ প্রকাশের অপেক্ষায়

হাফেয মুফতি মোবারক সালমান- অনুদীত

(এম.এম. (হাদীস- মুমতাজ) স্টার মার্কস, ইফতা, ইসলামিক ল, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইময়্যাহ (র)-এর যোগ্যতম উত্তরসূরী,
কালজয়ী আলেমে দীন হাফেয ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র) রচিত

যাদুল মা'আদ

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

১. জান্নাতের বর্ণনা -মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
২. জাহান্নামের বর্ণনা -মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
৩. কবরের বর্ণনা -মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
৪. কুরআন ও বর্তমান মুসলমান - এ.কে.এম. ওয়াহিদুজ্জামান
৫. হিসনুল মুসলিম -মূল: সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী (র)
৬. কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে তুচ্ছ মনে করে তা থেকে সতর্কতা অপরিহার্য
৭. কবীরা গুনাহগার কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী? -সংকলক: কামাল আহমাদ
৮. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা -সংকলক: ঐ
৯. তাফসীর ৥ হুকুম বি-গয়রি মা- আন্বালাল্লাহ -সংকলক: ঐ
১০. যঈফ রিয়াদুস সালিহীন- -তাহকীক: শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (র)

প্রকাশের অপেক্ষায়:

১১. আক্বীদাতুত ত্বাহবী- [মূল: ইমাম আবু জা'ফর ত্বাহবী (র); -তাহকীক: শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (র)] বঙ্গানুবাদ: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান।
১২. সহীহ পূর্ণাঙ্গ অযীফা ও যিক্র -সম্পাদনা: ঐ
১৩. সহীহ পূর্ণাঙ্গ মাকসুদুল মুমিনীন [তাহকীক কৃত] -সম্পাদনা: ঐ
১৪. মুহাম্মাদায়ন (ﷺ) শিশু-কিশোরদের জন্য] -সংকলক: ঐ

আতিফা পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
(জুরিলী স্কুল এন্ড কলেজের বিপরীত পার্শ্বে) ফ ০১৭-৪৫৬-৩৯৫-৮৮

سلسلة الاحاديث الصحيحة

(باللغة البنغالية)

التأليف

للعامة الشيخ ناصر الدين الألبانى (رحمه الله)

اعتنى به

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

الترجمة

الشيخ مبارك سلمان

ناشر

عاطفة بليكيشنس، داکا، بنغلاديش